শায়খুল আদব, এ'জাজ আলী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী
ডিপ্লোমা-ইন-এরাবিক, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।
উস্তাদ, বাইতুন নূর মাদ্‌রাসা, ডেমরা, ঢাকা।

সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ
পরিচালক, দারুল ফুরকান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ঃ ১৫৫.০০ টাকা মাত্র

নাফহাতুল আরাব

অনুবাদ ❖ মাওলানা আব্দুল গাফ্‌ফার শাহপুরী
ডিপ্লোমা-ইন-এরাবিক, দা'রুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।
উস্তাদ, বাইতুন নূর মাদ্‌রাসা, ডেমরা, ঢাকা।

সম্পাদনায় ❖ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

অনুবাদকের কথা

আরবি সাহিত্যে নাফহাতুল আরাব গ্রন্থটির নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শায়খুল আদব মাওঃ এজাজ আলী (র.)-এর খ্যাতনামা এই গ্রন্থখানি আলেম সমাজের কাছে যথামর্যাদায় সমাদৃত। তাইতো দীর্ঘদিন যাবৎ তা কওমী মাদ্‌রাসাগুলোতে আরবি সাহিত্যের ক্লাসে উল্লেখযোগ্য পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়ে আছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থটিকে নিছক আরবি সাহিত্য শিখার জন্যই প্রণয়ন করেননি; বরং তিনি এর দ্বারা ছাত্রদের মাঝে ইসলামি সাংস্কৃতি, শিষ্টাচার ও আত্ম-মর্যাদা গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ কারণেই আকাবির ওলামাগণ মাওঃ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.)-এর অভিমত হলো আজ পর্যন্ত আরবি সাহিত্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের উপযোগী এমন কোনো কিতাব পাওয়া যায়নি যা সাহিত্যের মাধুর্যতার পাশাপাশি নৈতিকতা, সংস্কারমূলক এবং ইতিহাসমূলক বিষয়গুলোর সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম। লেখক এই গ্রন্থে সে বিষয়গুলোর অপূর্ব সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে যে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি অজস্র ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। সীরাতে রাসূল ﷺ সীরাতে সাহাবা (রা.) ইত্যাদি শিরোনামগুলো সাহিত্য প্রতিভার সাথে সাথে অনুপম চরিত্র, উন্নত স্বভাব এবং ধর্মীয় চেতনার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী।

আরবি সাহিত্য বিষয় গ্রন্থগুলো কোনো প্রকার শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকেই পড়াই হলো বাস্তব সম্মত পদ্ধতি। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে এ উপকারী দিকটাকে ক্রমেই এড়িয়ে চলা হয়েছে। ফলে সকল বিষয়ের পাঠ্য বইগুলোই শরাহ'র নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং এ ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাকে চরম অবহেলা করা হচ্ছে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে উর্দু ভাষাকে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ছাত্ররা শুধু উর্দুর মাধ্যমে পড়ার কারণে যে কোনো আরবি শব্দের সঠিক বাংলা অর্থ ও যে কোনো বাক্যের সাবলীল অনুবাদ করতে গিয়ে হোঁচট খায়। তবে ইদানিং কিছুটা পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। পূর্ণাঙ্গভাবে বাংলা মাধ্যম গ্রহণ করতে হলে বাংলা ভাষায় পাঠ্য বই রচনাসহ পাঠ্য আরবি কিতাবসমূহের বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এ প্রয়োজনের তাগিদেই ইসলামিয়া কুতুবখানা বেশ ক'টি বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এ সূত্রেই 'নাফহাতুল আরাব' আরবি বাংলা সংস্করণ। এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদের দায়িত্ব দিয়ে আমাকে গর্বিত করেছেন কুতুবখানার স্বত্তাধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা সাহেব। এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না।

ছাত্রদের উপকারিতার দিক বিবেচনা করে মূল আরবি শব্দ ও তারকীবের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনুবাদ মূলানুগ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সহজ সাবলীল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে অনুবাদের সাহিত্যমান পুরোপুরি রক্ষা করা না গেলেও ভাষাগত আবেদন যাতে একেবারে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

বইটির অনুবাদের ক্ষেত্রে যারা উৎসাহ উদ্দীপনা ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়ে আমার লিখার গতি সচল রেখেছেন আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।।

আবদুল গাফফার শাহপুরী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

উপক্রমণিকা

أَدَبٌ -এর আভিধানিক অর্থ :

أَدَبَ (ض) أَدْبًا – দাওয়াতের খাবারের আয়োজন করা। أَدَبَ الْقَوْمَ – খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া। أَدَبَ الْقَوْمَ عَلَى الْأَمْرِ – কোনো বিষয়ে আহ্বান করা। أَدَبَ فُلَانًا – উৎকৃষ্ট নৈতিকতা ও আচার-আচরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া, সদ্‌গুণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

أَدُبَ (ك) أَدَبًا – সদ্‌গুণে গুণান্বিত হওয়া, সাহিত্যিক হওয়া। أَدِيْبٌ – সাহিত্যিক। إِيْدَابًا (إِفعال) آدَبَ দাওয়াতের খাবারের আয়োজন করা। آدَبَ الْقَوْمَ – খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া।

أَدَّبَ (تفعيل) تَأْدِيْبًا – উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া, সাহিত্যের জ্ঞান দেওয়া, মন্দ কর্মের শাস্তি দেওয়া। أَدَّبَ الدَّابَّةَ – বাহনজন্তুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও বশীভূত করা।

تَأَدَّبَ (تفعل) تَأَدُّبًا – ভদ্র ও শিষ্ট হওয়া, সাহিত্যের জ্ঞান হাসিল করা। تَأَدَّبَ عَنْ فُلَانٍ – কারও সদ্‌গুণের অনুকরণ করা। تَأَدَّبَ بِهِ – অনুসরণ করা। اَلْآدِبُ – দাওয়াতের খাবারের আয়োজক ও আহ্বায়ক।

اَلْأَدَبُ – ১. শিক্ষা-দীক্ষা মুতাবিক যথাযথভাবে আত্মার পরিশীলন, শিষ্টাচার।

২. নীতিমালা, যা কোনো শিল্পী বা পেশাজীবী তার শিল্প ও পেশার ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলে। যেমন, أَدَبُ الْقَاضِيْ – বিচারকের নীতিমালা, أَدَبُ الْكَاتِبِ – লেখকের নীতিমালা।

৩. সাহিত্য, উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য।

عِلْمُ الْأَدَبِ -এর প্রকারভেদ : عُلُوْمُ الْأَدَبِ প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : ১. أُصُوْلُ عِلْمِ الْأَدَبِ ২. فُرُوْعُ عِلْمِ الْأَدَبِ

أُصُوْلُ عِلْمِ الْأَدَبِ আট প্রকার : ১. اَللُّغَةُ (শব্দমালা), ২. اَلصَّرْفُ (শব্দ প্রকরণ), ৩. اَلْإِشْتِقَاقُ (নিষ্পনন শাস্ত্র), ৪. اَلنَّحْوُ (ব্যাকরণ), ৫. اَلْمَعَانِيْ (শব্দতত্ত্ব), ৬. اَلْبَيَانُ (বাক্য প্রয়োগ-জ্ঞান), ৭. اَلْعَرُوْضُ (ছন্দ শাস্ত্র), ৮. اَلْقَافِيَةُ (পদের অন্তমিল-জ্ঞান)।

فُرُوْعُ عِلْمِ الْأَدَبِ চার প্রকার : ১. رَسْمُ الْخَطِّ (লিপি-জ্ঞান), ২. قَرْضُ الشِّعْرِ (কাব্য রচনা), ৩. إِنْشَاءُ النَّثْرِ (গদ্য রচনা), ৪. اَلْمُحَاضَرَاتُ (ভাষণ-বক্তৃতা-উপস্থাপনা)।

প্রাচীন ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে–

عِلْمُ الْأَدَبِ **-এর সংজ্ঞা (পারিভার্ষিক অর্থ) :**

১. হাজী খলীফা লিখেন : – عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنِ الْخَطَإِ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ لَفْظًا وَخَطًّا

"ইলমে আদব এরূপ জ্ঞানকে বলা হয়, যার সাহায্যে আরবি ভাষার ভাষাগত ও লিপিগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" (কাশফু'জ-জুনূন, ১খ, ক : ৪৪)

২. শরীফ জুরজানী লিখেন : – اَلْأَدَبُ : عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ مَا يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الْخَطَإِ

"যে জ্ঞানের সাহায্যে (ভাষা সংক্রান্ত) সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাকে 'আদব' বলা হয়।" (আত-তারীফাত, পৃ. ১১)

৩. কোনো কোনো ভাষাবিদ এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন :

اَلْأَدَبُ : هُوَ عِلْمٌ يَصُوْنُ الْمُشْتَغِلَ بِهِ مِنَ الْخَطَإِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ وَالْخَطِّيِّ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ .

" 'আদব' এরূপ জ্ঞানকে বলা হয়, যা সেই জ্ঞান চর্চাকারীকে আরবি ভাষাগত, অর্থগত ও লিপিবগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।"

শিষ্টাচার অর্থে أَدَبٌ **-এর পারিভাষিক অর্থ :**

"প্রশংসনীয় কথা ও কাজের ব্যবহারকে 'আদব' বলা হয়।" – (১) اَلْأَدَبُ : اِسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلًا وَفِعْلًا

কারও মতে, "উৎকৃষ্ট নৈতিকতা অবলম্বন করাকে 'আদব' বলা হয়।" – (২) قِيْلَ : اَلْأَدَبُ : اَلْأَخْذُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

(٣) قِيلَ : اَلْأَدَبُ : اَلْوُقُوفُ مَعَ الْحَسَنَاتِ وَالْإِعْرَاضُ عَنِ السَّيِّئَاتِ ·

কারও মতে, " 'আদব' মানে সদগুণ অবলম্বন করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।"

(٤) قِيلَ : اَلْأَدَبُ : اَلتَّعْظِيمُ لِمَنْ فَوْقَكَ وَالرِّفْقُ بِمَنْ دُونَكَ ·

কারও মতে, " 'আদব' মানে বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করা।"

(٥) قِيلَ : اَلْأَدَبُ : رِيَاضَةُ النَّفْسِ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّهْذِيبِ عَلَى مَا يَنْبَغِي ·

কারও মতে, "শিক্ষা-দীক্ষা মুতাবিক যথাযথভাবে আত্মার পরিশীলন করাকে 'আদব' বলা হয়।"

(٦) قَالَ الْمُطَرِّزِي : اَلْأَدَبُ : اِسْمٌ لِكُلِّ رِيَاضَةٍ مَحْمُودَةٍ يَتَخَرَّجُ بِهَا الرَّجُلُ فِي فَضِيلَةٍ مِنَ الْفَضَائِلِ ·

"মুতাররিযী বলেন, আদব মানে এরূপ যে কোনো প্রশংসনীয় অনুশীলন, যার দ্বারা অনুশীলনকারী ব্যক্তি বিবিধ গুণ-গরিমার মধ্য থেকে কোনো গুণে গুণান্বিত হয়।"

أَدَبٌ -এর নামকরণ (سَبَبُ التَّسْمِيَةِ) :

ইবনে মানজূর বলেন : سُمِّيَ - أَيِ الْأَدَبُ - أَدَبًا لِأَنَّهُ يَأْدِبُ النَّاسَ إِلَى الْمَحَامِدِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَقَابِحِ -

"সাহিত্য বা শিষ্টাচারকে এ কারণে 'আদব' রূপে নামকরণ করা হয়েছে যে, সাহিত্য বা শিষ্টাচার মানুষকে সদগুণের প্রতি আহ্বান করে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। (কেননা, 'আদব'-এর আভিধানিক একটি অর্থ, আহ্বান করা। দ্র. লিসানুল আরব, أدب শব্দমূল)

عِلْمُ الْأَدَبِ -এর আলোচ্য বিষয় (اَلْمَوْضُوعُ) :

১. আল্লামা ইবনে খালদূন প্রমুখ পণ্ডিত বলেন– هٰذَا الْعِلْمُ لَا مَوْضُوعَ لَهُ يُنْظَرُ فِي إِثْبَاتِ عَوَارِضِهِ أَوْ نَفْيِهَا

"এই ইলম (অর্থাৎ, ইলমে আদব তথা সাহিত্য শাস্ত্র)-এর এমন নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় নেই, যার প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক নিয়ে সাহিত্যে আলোচনা করা হয়।" (তারীখে ইবনে খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৫৫৩)

২. কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, مَوْضُوعُهُ : لَا مَوْضُوعَ لَهُ

"ইলমে আদব তথা সাহিত্যের কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকাই হলো সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়।"

৩. কেউ কেউ বলেছেন : إِنَّ مَوْضُوعَهُ : اَلْأَلْفَاظُ وَالْعِبَارَاتُ وَالْأَشْعَارُ وَالْأَخْبَارُ · "ইলমে আদব অর্থাৎ, সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, ভাষার শব্দ, বাক্য, কবিতা ও ইতিহাস।"

عِلْمُ الْأَدَبِ -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (اَلْغَرَضُ وَالْغَايَةُ) :

১. আল্লামা ইবনে খালদূন বলেন :

إِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ ثَمَرَتُهُ، وَهِيَ الْإِجَادَةُ فِي فَنَّيِ الْمَنْظُومِ وَالْمَنْثُورِ عَلَى أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَنَاحِيهِمْ ...... (ثُمَّ قَالَ:) وَالْمَقْصُودُ بِذٰلِكَ كُلِّهِ أَنْ لَا يَخْفَى عَلَى النَّاظِرِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَأَسَالِيبِهِمْ وَمَنَاحِي بَلَاغَتِهِمْ إِذَا تَصَفَّحَهُ ـ

"ভাষাবিদগণ সাহিত্যের উদ্দেশ্য দ্বারা তার ফলাফলকে বুঝিয়ে থাকেন। আর তা হলো, আরবদের ভাষার ধরন ও পদ্ধতি অনুযায়ী আরবি ভাষার গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় উৎকর্ষ লাভ করা। ...... (তিনি আরও বলেন :) এসব কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আরবি সাহিত্যের গবেষক যখন আরবি ভাষা নিয়ে গবেষণা করবেন তখন যাতে আরবদের ভাষা, ভাষার ধরন ও তাদের সহিত্যালঙ্কারের নানা রকম ব্যবহার পদ্ধতি কোনো কিছুই তার নিকট অস্পষ্ট না থাকে।"-(তারীকে ইবনে খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৫৫৩)

২. কারও মতে,

وَالْغَرَضُ مِنْهُ : مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْإِعْجَازِ اللَّفْظِي وَالْمَعْنَوِي ·

"কুরআন ও হাদীসের ভাষাগত জ্ঞান তথা বালাগাত, ফাসাহাত ও এতদুভয়ের ভাষাগত ও অর্থগত অনুপমতার জ্ঞান লাভ করা।"

৩. কারও মতে, بَيَانُ مَا يَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ عَلَى أُسْلُوبٍ رَائِقٍ وَطَرِيقٍ يُعْجِبُ كُلَّ مَنْ نَظَرَ فِيهِ أَوْ سَمِعَهُ

"মনের ভাবকে এরূপ আকর্ষণীয় পদ্ধতি ও পন্থায় উপস্থাপন করা, যা পাঠক, পর্যালোচক ও শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে।"

সর্বপ্রথম ভাষা : এটা অনস্বীকার্য যে, সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রথম ভাষা হলো আরবি। হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাতে পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যে শব্দ-জ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল তা যে আরবি ছিল, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সমস্ত রেওয়ায়াতের ভাষ্য এক ও অভিন্ন। তবে তার সাথে অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল কি না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ.)-এর ভাষা আরবিই ছিল। কিন্তু ভুলবশত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর তাঁর থেকে আরবি ভাষা তুলে নেওয়া হয়। পরে তিনি সুরয়ানী ভাষা বলতে শুরু করেন। অতঃপর যখন তাঁর তওবা কবুল হয় তখন পুনরায় তাঁকে আরবি ভাষার জ্ঞান ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি পরবর্তীতে দুনিয়ায় আরবি ভাষায় ই কথা বলতেন।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু : ৯১১ হি.) তাঁর আল-ইতকান গ্রন্থে একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যার, সারকথা হলো- সকল আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা আরবি ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় তার তরজমা করে তাদেরকে সেই গ্রন্থের বাণী ও শিক্ষা পৌঁছান। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কেবল পবিত্র কুরআনই তার মূল রূপ আরবিতে বহাল রয়েছে।

সুতরাং কুরআন-হাদীসের বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ অভিমত অকাট্যই থেকে যায় যে, আরবি ভাষাই হলো সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা।

আরবি ভাষার মর্যাদা : আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সবচয়ে বড় প্রমাণ হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন নাজিল করার জন্য ভাষা হিসাবে আরবি ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ـ (يوسف : ٢)

আমিএ গ্রন্থকে আরবি কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। -(সূরা ইউসুফ : ২)

ইবনুল আসীর লিখেন :

أُنْزِلَ أَشْرَفُ الْكِتَابِ بِأَشْرَفِ اللُّغَاتِ عَلَى أَشْرَفِ الرُّسُلِ بِسِفَارَةِ أَشْرَفِ الْمَلَائِكَةِ وَكَانَ ذٰلِكَ فِيْ أَشْرَفِ بِقَاعِ الْأَرْضِ ، وَابْتِدَاءُ نُزُوْلِهٖ فِيْ أَشْرَفِ شُهُوْرِ السَّنَةِ وَهُوَ رَمَضَانُ، فَكَمَلَ مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ .

"সর্বাপেক্ষা সম্মানিত গ্রন্থ সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভাষায়, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতার দূতালির মাধ্যমে নাজিল করা হয়েছে। তাও আবার হয়েছে ভূপৃষ্ঠের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভূখণ্ডে। আর সেই গ্রন্থের অবতরণের সূচনা হয়েছে বছরের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ মাস তথা রমাযান মাসে। সুতরাং সর্বদিক থেকে পূর্ণতা হাসিল হয়েছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لِأَنِّيْ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ .

তোমরা তিনটি কারণে আরবদের ভালবাস। কেননা, আমি আরবি ভাষাভাষী, কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং জান্নাতীদের ভাষা হবে আরবি। -(বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান)

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا يَتَكَلَّمُ بِالْعَجَمِيَّةِ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ النِّفَاقَ .

"যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে আরবি ভাষায় কথা বলতে পারে সে যেন অনারবী ভাষায় কথা না বলে। কেননা, তা নিফাক সৃষ্টি করে।" -(সিলাফী)

হযরত ওমর (রা.) বলেন : تَفَقَّهُوْا فِى السُّنَّةِ ، وَتَفَقَّهُوْا فِى الْعَرَبِيَّةِ

"তোমরা হাদীসের জ্ঞান হাসিল কর ও আরবি ভাষার জ্ঞান হাসিল কর।" (ইবনে আবী শায়বা)

অপর এক রেওয়ায়াতে তিনি বলেন : تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا مِنْ دِيْنِكُمْ

"তোমরা আরবি ভাষা শেখ। কেননা, এটা তোমাদের দীনের অংশ।" -(ইবনে আবী শায়বা)

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) এক সম্প্রদায়কে ফারসী ভাষায় কথা বলতে শুনে বললেন :

مَا بَالُ الْمَجُوْسِيَّةِ بَعْدَ الْحَنِيْفِيَّةِ .

"দ্বীনে হানীফ অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের পর আবার অগ্নি পূজকদের ভাবধারা, এর ব্যাপার কি? -(ইবনে আবী শায়বা)

হযরত আকছাম সাইফী (র.) বলেন- আদবহীন (আরবি সাহিত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি) বর্ম ও হাতিয়ার বিহীন যুদ্ধার ন্যায় তিনি আরো বলেন যে, আরবি সাহিত্য হচ্ছে মানুষের রূহ সমতুল্য; রূহ ছাড়া মানুষের যেমন কোনোই মূল্য নেই, তদ্রূপ সাহিত্যহীন মানুষেরও কোনোই কদর নেই।

জনৈক কবি বলেন- لِكُلِّ شَيْئٍ زِيْنَةٌ فِى الْوَرٰى * وَزِيْنَةُ الْمَرْأِ تَمَامُ الْأَدَبِ

অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টি জীবেরই একটি না একটি সৌন্দর্যতা রয়েছে আর মানুষের সৌন্দর্যতা হচ্ছে- আদবের পূর্ণতা।

মোটকথা ইলমে আদব মানুষের পূর্ণতা ও উচ্চ মর্যাদার কারণ, কেউ যদিও ধন সম্পদ ও বংশ মর্যাদায় নিম্ন স্তরের হয় তবুও আরবি সাহিত্যের কারণে তাকে বহু উচ্চ স্তরের জ্ঞানী-গুণীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

লেখক পরিচিতি

তাঁর নাম এজাজ আলী, উপাধি এজাজুল উলামা ও শায়খুল আদব, তাঁর পিতার নাম মিজাজ আলী, দাদার নাম হাসান আলী ইবনে খায়রুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্থানের একটি প্রসিদ্ধ শহর বাদায়ুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৩০০ হিজরিতে সূর্যাস্তের সময় জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন : সর্বপ্রথম তিনি কুতুব উদ্দীন নামী এক ব্যক্তির নিকট কুরআনের দুই-তৃতীয়াংশ নাজেরা পড়েন। অতঃপর হাফিজ শরফুদ্দীনের নিকট কুরআন শরীফ হিফজ করেন এবং উর্দূ ভাষা শিক্ষার পর তার পিতার নিকট ফার্সি কিতাব অধ্যয়ন করেন। অতঃপর গোলশানে ফয়েজ মাদ্‌রাসায় দরসে নেজামীর প্রাথমিক কিতাবগুলো তথা শরহে মুল্লাজামী পর্যন্ত পড়েন। এরপর শাহজাহান পুরের আদনুল উলূম মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে কনজুদ্দাক্বায়েক্ব, শরহে বেকায়াসহ দরসে নেজামীর অধিকাংশ কিতাবাদি পড়েন। অতঃপর বিশ্বের সর্বোচ্চ ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হন, কিন্তু বিশেষ কারণবশত এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মিরাট চলে যান। সেখানে মাওঃ আশিকে এলাহী মিরটীর তত্ত্বাবধানে থেকে মাদ্‌রাসায় কওমীয়া খায়র নগরে ভর্তি হয়ে অনেক কিতাবাদী পড়েন, এমনকি বুখারী শরীফ ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সকল কিতাবাদি পড়ে নেন। এরপর আবার দারুল উলূম দেওবন্দে গিয়ে ভর্তি হন ও শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (র.)-এর নিকট হাদীস শাস্ত্রের বোখারী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ এবং আরো অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের কিতাবাদি পড়েন। মুফতী আজিজুর রহমান (র.)-এর নিকট ফতওয়া লিখার অনুশীলন করেন। মাওলানা গোলাম রসুল এবং অন্যান্য উস্তাদগণের নিকট বিভিন্ন কিতাবাদি পড়েন।

অধ্যাপনা : দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর মাদ্‌রাসায়ে নো'মানিয়া ভাগলপুরে শিক্ষকতা শুরু করেন। অতঃপর বিশেষ কারণবশত সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে চলে যান। অতঃপর পিতার হুকুমে মাদ্‌রাসায়ে আফজালুল মাদারিসে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিছুদিন পরে সেখান থেকেও বিদায় নিয়ে চলে যান। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দে প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। নয় বৎসর শিক্ষকতা করেন ও মুমতাজ ওলামাদের মধ্যে তার গণনা হতে লাগল। নয় বৎসর পর রিয়াসত হায়দারাবাদে নাইবে মুফতী হিসাবে চলে যান। অতঃপর দারুল উলূম থেকে মুফতী আজীজুর (র.) চলে যাওয়ার পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের সদরে মুফতী হিসাবে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দেই শিক্ষকতা ও দীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যান।

লিখনী : তিনি অনেক পুস্তক রচনা করেছেন, যেমন– হাশিয়ায়ে দীওয়ানে মুতানাব্বী, হাশিয়ায়ে কানজুদ্দাক্বায়েক্ব, নাফহাতুল আরাব ইত্যাদি। আরবি আদবে তিনি বড় দক্ষ ছিলেন, নাফহাতুল আরাবই তার জ্বলন্ত প্রমাণ এবং দেওবন্দে শায়খুল আদব বলে তাঁর উপাধি হয়ে গিয়েছিল। তিনি সময়ের পাবন্দী করতেন, ঠাণ্ডা বা গরম হোক, সুস্থ বা অসুস্থ সর্বাবস্থায় তার একটি নীতি ছিল যে, সবক হওয়া চাই। তাঁর কক্ষে একটি ঘড়ি ছিল, মাদ্‌রাসায় ঘণ্টা বাজার ১০ মিনিট পূর্বে কিতাব বগলের নিচে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দরসগার দিকে রওয়ানা হতেন। ঘণ্টা বাজা শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি দরসগায় পৌঁছে পড়ানো শুরু করে দিতেন। আবার যখন ঘণ্টা বাজতো তখন তিনি কিতাব বন্ধ করে দিতেন। কিতাব অধ্যয়নের প্রতি তাঁর বড় আগ্রহ ছিল। অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর শিয়রে কিতাব রাখা থাকতো এবং বলতেন আমার রোগের আরোগ্যতা কিতাব অধ্যয়নে। তাঁর পাঁচ হাজারের মতো ছাত্র ছিল। মুফতী শফী (র.), মাওলানা হিফজুর রহমান, ক্বারী তায়্যিব (র.) প্রমুখ ছিলেন তাঁর ছাত্র। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও অনাড়ম্বর ছিলেন। বড় মুত্তাক্বী ও পরহেজগার ছিলেন।

মৃত্যু : ১৩ রজব রোজ মঙ্গলবার সুবহি সাদিকের সময় ৭৪ বৎসর বয়সে ১৩৭৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। দারুল উলূম দেওবন্দের মাক্ববারায়ে কাসিমীতে তাঁকে দাফন করা হয়। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজি'উন।)

حَمْدًا لِقَادِرٍ جَعَلَ عِلْمَ الْاَدَبِ شَمْسًا مُنِيْرَةً اٰمِنَةً مِنَ الْاُفُوْلِ وَالْكُسُوْفِ وَقَمَرًا مُضِيْئًا لَايُدْرِكُهُ الْمَحَاقُ وَلَاالْخُسُوْفُ وَفَلَكًا بَرِيْئًا مِنَ الْخَرْقِ وَالْاِلْتِئَامِ وَاَرْضًا تُرَبِّيْ اَهْلَهَا وَتَصُوْنُهُمْ مِنْ قُطُوْبِ الْاَنَامِ وَخُطُوْبِ الْاَيَّامِ ـ

আমরা প্রশংসা জ্ঞাপন করছি ক্ষমতাধর আল্লাহ তা'আলার। যিনি 'ইলমুল আদব'কে এমন একটি উজ্জ্বল সূর্য বানিয়েছেন যা বিলুপ্তি এবং গ্রহণ থেকে নিরাপদ। এমন এক আলোকময় চন্দ্র বানিয়েছেন যাকে রাহু এবং গ্রহণ গ্রাস করতে পরে না। এমন একটি আকাশ বানিয়েছেন যা ভাঙ্গা-গড়া থেকে মুক্ত। এমন একটি জমিন বানিয়েছেন যা তার পরিবার-পরিজনকে প্রতিপালন করে এবং তাদেরকে সৃষ্টি জগতের কুদৃষ্টি ও যুগের অপকৃষ্টি থেকে সংরক্ষণ করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

حَمْدًا (مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ نَحْمَدُ) حَمِدَ (س) حَمْدًا ، مَحْمِدًا ، مَحْمِدَةً – প্রশংসা করা

বিঃ দ্রঃ حمد শব্দটি شكر অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক, কেননা حمد গুণাবলি ও অনুগ্রহ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু شكر কেবল অনুগ্রহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আবার مدح শব্দটি حمد অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক, কেননা مدح শব্দটি জীবিত ও নির্জীব যে কোনো কিছুর প্রশংসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু حمد শুধু জীবিতের ক্ষেত্রে চলে, নির্জীবের ক্ষেত্রে নয়।

قَادِرٌ (فا ، مذ ، مصـ : قَدْرًا قُدْرَةً ، مَقْدِرَةً – س) শক্তিশালী, ক্ষমতাবান (তবে এটা আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম।)

جَعَلَ (ن) جَعْلًا বানিয়েছেন

এ শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) جَعَلَ : خَلَقَ (সৃষ্টি করা)।

(২) جَعَلَ : صَيَّرَ (তৈরি করা)।

(৩) جَعَلَ : سَمّٰى (নাম রাখা)।

عِلْمٌ (ج) عُلُوْمٌ জ্ঞান, বিদ্যা

اَلْاَدَبُ (ج) اٰدَابٌ সাহিত্য, ভদ্রতা, সভ্যতা, শিষ্টাচার, শিক্ষা সাহিত্যিক হওয়া

شَمْسًا (ج) شُمُوْسٌ সূর্য, রবি, রৌদ্র

مُنِيْرَةٌ (فا ، مؤ ، و ، مص : اِنَارَةٌ ـ افعال) আলোকিত, উজ্জ্বল

اٰمِنَةٌ (فا ، مؤ ، و ، مصـ : امن – س) নিরাপদ, মুক্ত

اَلْاُفُوْلُ (ن ، ض ، س ، مصـ) অস্ত যাওয়া, বিলুপ্ত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া

اَلْكُسُوْفُ (ض) مصـ সূর্য গ্রহণ লাগা, নিষ্প্রভ হওয়া

(مؤ، و) (ج) اَرَاضٍ، اَرَضُوْنَ জমিন, ভূমি, পৃথিবী, দেশ

تُرَبِّى (تفعيل) تربية লালন-পালন করা

اَهْلٌ (ج) اَهَالٌ، اَهِلاَّتٌ، اَهْلاَتٌ، اَهَالٌ، اَهْلُوْنَ পরিবার, পরিজন

বিঃ দ্রঃ اهل শব্দ থেকে ها، অক্ষরটিকে الف দ্বারা পরিবর্তন করে ال পড়লে অর্থ হবে আত্মীয়। আর শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের পরিবারকে ال বলা হয়, পক্ষান্তরে اهل শব্দটি ব্যাপক, সম্মানিত-অসম্মানিত, ভদ্র-অভদ্র সব ধরনের পরিবার পরিজনকে اهل বলা হয়।

تَصُوْنُهُمْ (ن) مصـ : صَوْنًا صِيَانَةً রক্ষা করা, হেফাজত করা

قُطُوْبٌ (ن ، ض) مصـ ভ্রূ-কুঞ্চিত করা, চেহারা মলিন করা

اَلْاَنَامُ (ج) اَنَامٌ সৃষ্টি জগত, মানবজাতি, জিন ও ইনসান

خُطُوْبٌ (و) خَطْبٌ দুর্ঘটনা, দুর্যোগ, সমস্যা

(ج) اَلْاَيَّامُ (و) اَلْيَوْمُ দিন, কাল, যুগ

قَمَرٌ (ج) اَقْمَارٌ চন্দ্র, শশি।

১৪ - قمر প্রথম তিন রাতের চাঁদকে هلال তার পর থেকে তারিখের চাঁদকে بدر এবং মাসের শেষের তিন রাতের চাঁদকে محاق বলা হয়।

مُضِيْئًا (فا ، مذ ، مصـ : اِضَاءَةٌ – افعال)

আলোকময়, প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল।

لَا يُدْرِكُ (افعال) اِدْرَاكًا স্পর্শ করতে পারে না, ধরতে পারে না

اَلْمَحَاقُ (ف ، مصـ : مَحْقًا) চাঁদের ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্তি, ক্ষয়, হ্রাস

اَلْخُسُوْفُ (ض) مصـ চন্দ্রগ্রহণ

فَلَكٌ (ج) فُلْكٌ ، اَفْلَاكٌ আকাশ, আসমান

بَرِيْئٌ (فا ، مذ ، مص : بَرَاءَةٌ – س) নির্দোষ, মুক্ত

اَلْخَرْقُ (ض، ن) مصـ ছিদ্র করা, ছিঁড়ে ফেলা

اَلْاِلْتِئَامُ (افتعال) مصـ اَرْضٌ জোড়া লাগা, মিলিত হওয়া

وَصَلْوةً عَلٰى فَصِيْحٍ بَلِيْغٍ اَدِيْبٍ كَاَنَّهٗ فَحْوٰى قَوْلِ اَبِى الطَّيِّبِ فِىْ مَمْدُوْحِهٖ :

بِاَبِىْ وَ اُمِّىْ نَاطِقٌ فِىْ لَفْظِهٖ * ثَمَنٌ تُبَاعُ بِهِ الْقُلُوْبُ وَتُشْتَرٰى

جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ الْوَاضِحَةِ الْبَادِيَةِ حِيْنَ دَهَمَتِ الدُّنْيَا مَصَائِبُ الْكُفْرِ وَالسُّوْدِ الدَّاهِيَةِ .

আমরা দরুদ প্রেরণ করছি সেই সুস্পষ্ট ভাষী, বাগ্মী, সু-সাহিত্যিক মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, যিনি (আরবি কবি) আবু তায়্যিব -এর স্বীয় প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে উক্তির ঘনতি প্রতিকৃতি, (উক্তিটি হচ্ছে) আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক এমন বাকশক্তিপূর্ণ পণ্ডিতের উপর, যার কথা দ্বারা হৃদয়ের ক্রয়-বিক্রয় (আদান-প্রদান) করা যায়।" ছন্দরূপ—

[পিতা-মাতা মোর উৎসর্গিত ঐ সুবক্তার চরণে
হয় হৃদয়ের আদান-প্রদান যার উচ্চারণে।] (-সম্পাদক)

যিনি দীপ্তিময় উজ্জ্বল মু'জিযাসমূহ নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করলেন, যখন পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল কুফরির কৃষ্ণ কালো ভয়ংকর বিপদ সকল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَفْظٌ (ج) اَلْفَاظٌ শব্দ, কথা, উচ্চারণ, উক্তি
لَفَظَ (ض) لَفْظًا উচ্চারণ করা, নিক্ষেপ করা, বলা
لفظ কে এজন্যই لفظ বলা হয় যেহেতু তা মুখ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়
ثَمَنٌ (ج) اَثْمَانٌ মূল্য, দাম
تُبَاعُ (مج ، ض : بَيْعًا مَبِيْعًا) বিক্রয় করা যায়
تُشْتَرٰى (مج ، افتعال) اِشْتِرَاءً ক্রয় করা যায়
جَاءَ (فا، مذ، مص، و، : مجئ۔ض) আগমনকারী, আগন্তুক
جَاءَ (اَلْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ) নিয়ে আসা, আনয়ন করা
اَلْبَيِّنَاتُ (و) اَلْبَيِّنَةُ প্রমাণ, যুক্তি, দলিল, সাক্ষ্য
اَلْوَاضِحَةُ (فا، مؤ، و، مص : وُضُوْحٌ - ض) স্পষ্ট, পরিষ্কার, উজ্জ্বল, প্রকাশ্য
اَلْبَادِيَةُ (فا ، مؤ، و، مص : بدو ۔ ن) স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রকাশিত
حِيْنٌ (ج) اَحْيَانٌ সময়, ক্ষণ, সঠিক সময়
حِيْنَ যখন, যে সময়
دهمت (س، ف) دَهْمًا আচ্ছাদিত করে ফেলেছে
اَلدُّنْيَا (ج) دُنًى দুনিয়া, পৃথিবী, বিশ্ব, ইহকাল
مَصَائِبُ (و) مُصِيْبَةٌ দুর্ঘটনা, বিপদ, দুর্যোগ
اَلْكُفْرِ কুফর
اَلسُّوْدُ (و) اَلْاَسْوَدُ (مؤ) اَلسَّوْدَاءُ কালো, কৃষ্ণবর্ণ
اَلدَّاهِيَةُ (ج) دَوَاهِىْ، دَوَاهٍ দুর্যোগ, বিপদ, দুর্ঘটনা

صَلْوةً (مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ نُصَلِّىْ
صَلَاةٌ এর ব্যবহারগত অর্থ চারটি—
১. اَلصَّلَاةُ مِنَ اللّٰهِ : রহমত, দয়া, অনুগ্রহ।
২. اَلصَّلَاةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : ইস্তিগফার, ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৩. اَلصَّلَاةُ مِنَ النَّاسِ : দোয়া, আর এখান থেকেই নামাজকে صَلَاةٌ বলা হয়।
৪. اَلصَّلَاةُ مِنَ الطُّيُوْرِ وَغَيْرِهِ : তাসবীহ।
فَصِيْحٌ : (صف، مذ، مص : فصاحة - ك) ج فُصَحَاءُ স্পষ্ট ভাষী, বাগ্মী।
بَلِيْغٌ (صف مص : بلاغة) (ج) بُلَغَاءُ অলংকার শাস্ত্রবিদ
اَدِيْبٌ (ج) اُدَبَاءُ সাহিত্যিক
নোট : উক্ত স্থানে فَصِيْحٌ ও بَلِيْغٌ এবং اَدِيْبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য নবী করীম ﷺ।
كَاَنَّ (حرف التشبيه)
কখনো তুলনার জন্য ব্যবহৃত হয়, কখনো সন্দেহের জন্য ব্যবহৃত হয়
فَحْوٰى (ج) فَحَاوٍ۔ فَحَاوٰى [illegible] প্রত্যয়ন, প্রমাণ, বিষয়বস্তু
فَحَانَ (ن) فَحْوًا
[illegible] কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা
قَوْلٌ (ج) اَقْوَالٌ، اَقَاوِيْلُ কথা, উক্তি, বাণী, বচন
مَمْدُوْحٌ (مف، مذ، مص : مدح - ف) প্রশংসিত, নন্দিত
بِاَبِىْ وَاُمِّىْ .... اَلْبَاءُ حَرْفُ الْجَرِّ لِلتَّفْدِيَةِ
نَاطِقٌ (فا، مذ، و، مص : نطق ۔ ض)
[illegible] স্পষ্ট ভাষী, বাকশক্তি সম্পন্ন।

وَاَتٰى بِالْبَرَاهِيْنِ الْقَاطِعَةِ وَالْحُجَجِ الرَّاجِحَةِ وَحَمٰى حِمَى الدِّيْنِ وَمَحَا اٰثَارَ جُمُوْعٍ لِاَنْيَابِهَا غَيْظًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَارِجَةً وَبِمَكَائِدِهَا الَّتِىْ تُزِيْلُ الْجِبَالَ الرَّاسِيَاتِ لِاَفْئِدَتِهِمْ جَارِحَةً -

اَللّٰهُمَّ نَصَلِّ عَلٰى مَنْبَعِ الْعُلُوْمِ لَا سِيَّمَا الْعُلُوْمِ الْعَرَبِيَّةِ وَعَلٰى مَنْ حَذَا حَذْوَهُ مِنْ ذُرِّيَّاتِهِ وَ اَزْوَاجِهٖ وَصَحَابَتِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ -

---

এবং তিনি অকাট্য যুক্তি ও প্রবল দলিলসমূহ নিয়ে আগমন করে দীনের চারণ ক্ষেত্রকে করেছেন সুরক্ষিত, আর তিনি ঐ সকল লোকদের শিকড় উপড়ে ফেলেছেন, যারা আক্রোশ বশত মুসলমানদের উপর দাঁত কড়মড় করতো। (এবং তিনি ঐ সকল লোকদের নাম নিশানা মিটিয়ে দিয়েছেন) যারা মুসলমানদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে এমন ষড়যন্ত্র দ্বারা যা দৃঢ় পর্বতকেও হেলিয়ে দেয়।

হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন সকল জ্ঞানের উৎস, বিশেষ করে আরবি সাহিত্য জ্ঞানের প্রাণ পুরুষ মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর। (রমহত বর্ষণ করুন) তাদের উপর, যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তথা তাঁর সন্তান সন্ততি, বিবিগণ, সাহাবীগণরা এবং কিয়ামত অবধি আগন্তুক তার অনুসারীদের উপর।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اٰثَارٌ (و) اَثَرٌ চিহ্ন, নিদর্শন, প্রভাব

جُمُوْعٌ (و) جَمْعٌ মানুষের জামাত, দল

اَنْيَابٌ (و) نَابٌ দাঁত, দন্ত

حَارِجَةٌ (فا، مؤ، مص : حرج - ف) - غَيْظًا (ض) -
রাগ তোলা, রাগ হওয়া। (আক্রোশ বশত)
রাগে দাত কাটা, কড়মড় করা

(ج) مَكَائِدُ (و) مَكِيْدَةٌ ، كَيْدٌ
ষড়যন্ত্র, ধোঁকা, প্রতারণা, ছলনা

تُزِيْلُ (افعال) اِزَالَةٌ
হেলিয়ে দেয়, দূর করে দেয়, অপসারণ করে দেয়

اَلْجِبَالُ (و) جَبَلٌ পাহাড়, পর্বত

اَلرَّاسِيَاتُ (فا، مؤ، مص : رسو، رسو - ن) (و) رَاسِيَةٌ -
মজবুত, দৃঢ়

اَتٰى (ض) اِتْيَانًا আগমন করলেন, উপস্থিত হলেন

اَلْبَرَاهِيْنُ (و) بُرْهَانٌ - যুক্তি, প্রমাণ, দলিল।

اَلْقَاطِعَةُ (فا، مؤ، و، مص، قَطْعٌ - ف)
অকাট্য (প্রমাণ), চূড়ান্ত, নিশ্চিত, কর্তনকারী

اَلْحُجَجُ (و) اَلْحُجَّةُ - যুক্তি, প্রমাণ, দলিল

اَلرَّاجِحَةُ (فا، مؤ، مص : رُجُوْحٌ ، رُجْحَانٌ ف + ن - ض) -
অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, অগ্রাধিকারযোগ্য

حَمٰى (ض) حِمَايَةً ، وَحَمْيًا ، وَحَمْيَةً -
বাঁচিয়েছেন, রক্ষা করেছেন

حِمٰى (ج) حِمَةٌ মাঠ, বিচরণ ভূমি, প্রত্যেক ঐ বস্তু যার রক্ষণা বেক্ষণ করা হয়

اَلدِّيْنُ (ج) اَدْيَانٌ দীন, ধর্ম

مَحَا (ن) مَحْوًا - মুছে ফেলেছেন, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন

কখনো ঃ অক্ষরটিকে হযফ করা হয়, سيما একটি যুক্ত শব্দ। سي + ما = سيما -এর মাঝে ما শব্দটি অতিরিক্ত অথবা موصوله কিংবা موصوفة -

سِيٌّ ، (مِثْلٌ) সমান সমান

حَذَا (ن) حَذْوًا ، حَذْوٌ অনুসরণ করেছেন

ذُرِيَّاتٌ ، وَذَرَارِيُّ (و) ذُرِيَّةٌ সন্তান-সন্ততি, বংশধর

اَزْوَاجٌ (و) زَوْجَةٌ স্ত্রী, পরিবার

صَحَابَةٌ সাহাবী

সাহাবী ঃ রাসূল ﷺ -এর সঙ্গী, সহচরগণ। পরিভাষায় সাহাবা বলা হয়, যারা ঈমানের সাথে রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছেন এবং ঈমানের সাথেই ইন্তেকাল করেছেন।

اَتْبَاعٌ (و) تَبْعٌ অনুসারী, অনুগামী

اَلدِّيْنُ প্রতিদান, বদলা, হিসাব

اَفْئِدَةٌ (و) فُؤَادٌ অন্তর, দিল, হৃদয়

جَارِحَةٌ (فا، مؤ) مصـ : جرح - ف -

[illegible]কারী, জখমকারী।

اللهم শব্দটি মূলত يا الله ছিল। يا হরফে নিদাকে [illegible] করে তার বদলে শব্দের শেষে ميم مشدد যুক্ত করা [illegible] এটা শুধু আল্লাহ শব্দেরই বিশেষত্ব; অন্য শব্দে [illegible] করা যায় না। অপর একটি অভিমত হলো يَا اَللّٰهُ [illegible] اُمَّنَا বাক্য থেকে الله এবং امنا এর শুধু شيم [illegible] টি রেখে বাকি অংশ উহ্য করে দেওয়া হয়েছে।

فَصَلِّ : (اَلْفَاءُ بِجَوَابِ الشَّرْطِ، صَلِّ صِيْغَةُ [illegible] لِلْحَاضِرِ) অনুগ্রহ বর্ষণ করুণ

مَنْبَعٌ (اسم الظرف ، مصـ : نبع، نبوع - ن، ض، [illegible]) (ج) مَنَابِعُ - ঝর্ণা, উৎস

اَلْعُلُوْمُ (و) عِلْمٌ ইমল, বিদ্যা, জ্ঞান, শাস্ত্র

لَاسِيَّمَا : বিশেষ করে

اَمَّا بَعْدُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ طِبَاعَ الْمُسْتَفِيْدِيْنَ مَائِلَةً اِلٰى رِسَالَةٍ تُهَذِّبُ الْاَخْلَاقَ كَاَنَّ قُلُوْبَهُمْ قُلُوْبُ اُولِى الْاِمْلَاقِ وَاَلْسِنَةَ الطَّاعِنِيْنَ فِىْ عِلْمِ الْاَدَبِ مُتَفَوِّهَةً بِاَنَّ عِلْمَ الْاَدَبِ يُفْسِدُ الْعُقُوْلَ وَيَفْتِكُ بِالْاَلْبَابِ مُسْتَدِلِّيْنَ بِقَوْلِ الْمَلِكِ الضِّلِّيْلِ ـ فَمِثْلُكِ حُبْلٰى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ (فَاَكْتَهَيْتُهَا عَنْ ذِىْ تَمَائِمَ مُحْوِلٍ) وَبِقَوْلِ الْمُتَنَبِّىْ : مَا اَنْصَفَ الْقَوْمُ ضَبَّهْ (وَاُمَّهُ الطَّرْطَبَةَ) وَغَيْرِ ذٰلِكَ -

---

হামদ-সালাতের পর সমাচার এই যে, আমি লক্ষ্য করলাম শিক্ষার্থীদের মানসিকতা এমন একটি পুস্তকের প্রতি ধাবমান, যা চরিত্র শোধন করে দেয়, যেন তাদের হৃদয় অসহায় মুখাপেক্ষীদের হৃদয়ের ন্যায় (ওৎ পেতে রয়েছে)। আমি আরো লক্ষ্য করলাম যে, আরবি সাহিত্যের সমালোচনাকারীরা এই বলে বুলি আওড়াচ্ছে যে, আরবি সাহিত্য (এমন একটি শাস্ত্র যা) বিবেক-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দেয় এবং জ্ঞানকে ধ্বংস করে দেয়। তারা প্রমাণ পেশ করছে পথ ভ্রষ্টদের শিরোমণির (ইমরাউল কায়েস) এই পংক্তি দ্বারা (তোমার মতো বহু গর্ভধারিণী ও স্তন্যদানকারিণীর নিকট আমি গমন করেছি, (এবং তাদেরকে তাবিজ ও কবজধারী বাচ্চা থেকেও আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছি) এবং মুতানাব্বির কবিতা দ্বারা 'জনগণ দাব্বার সঙ্গে ইনসাফ করেনি এবং তার মাতার সঙ্গেও (যে ঢিলা স্তন ধারিণী ছিল) ইনসাফ করেনি' ইত্যাদি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَمَّا بَعْدُ :

اما সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে।

(১) اما শব্দটি اسم এবং مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ -এর অর্থে আসে। আর مهما টা হলো اسم الشرط সুতরাং اما ও ইসম হবে।

(২) اما শব্দটি حرف الشرط -

اما -এর দু' ধরনের ব্যবহার রয়েছে (১) বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য اما ব্যবহার করে। যেমন– جَاءَنِىْ اِخْوَتُكَ اَمَّا زَيْدٌ فَاَكْرَمْتُهُ وَاَمَّا خَالِدٌ فَاَهَنْتُهُ وَاَمَّا بَشِيْرٌ فَاَعْرَضْتُ عَنْهُ -

উল্লিখিত উদাহরণে اخوة -কে সমষ্টি ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারা আগমনের পর তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে তার কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তাই যেন বিশ্লেষণ চাওয়া হচ্ছে যে, অতঃপর তুমি তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছ? উত্তরে اما দ্বারা বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। (২) কথার সর্বাগ্রে আসে। এর পূর্বে কোনো কথা অতিক্রান্ত হওয়া ব্যতীত। বই পুস্তকের শুরুতে যে সকল اما আসে তা এই প্রকারের।

بعد পর, অতঃপর

بعد শব্দটি اضافت ছাড়া ব্যবহার হয় না। সব সময় مضاف হয়। আর بعد -এর مضاف اليه -এর তিন অবস্থা। (১) مضاف اليه টি عبارت -এ উল্লেখ থাকে। (২) مضاف اليه টি ইবারতে উল্লেখ থাকে না তবে বক্তার মনে মনে থাকে। (৩) ইবারতেও থাকে না এবং বক্তার মনেও থাকে না। ১ম ও ৩য় অবস্থায় بعد টি معرب হয়।

يُفْسِدُ (افعال) إِفْسَادً

নষ্ট করে দেয়, বিকৃতি করে দেয়, গোলযোগ সৃষ্টি করে

اَلْعُقُوْلُ (و) اَلْعَقْلُ বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান, আকল

يَفْتُكُ (ض) فَتْكًا ধ্বংস করে, আকস্মিক আক্রমণ করে

اَلْاَلْبَابُ (و) لُبٌّ বুদ্ধি, জ্ঞান, (অন্তর)

مُسْتَدِلِّيْنَ (فا، مذ، ج ، مص : استدلال – استفعال)

প্রমাণ পেশকারী

اَلْمَلِكُ (ج) مُلُوْكٌ، اَمْلَاكٌ বাদশাহ, রাজা, সম্রাট

اَلضِّلِّيْلُ (صيغة المبالغة) বড় পথভ্রষ্ট

مِثْلٌ (ج) اَمْثَالٌ উদাহরণ, উপমা

حُبْلٰى (ج) حَبَالٰى، حُبْلَانَةٌ গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা।

حَبِلَ (س) حَبَلًا গর্ভবতী হওয়া

طَرَقْتُ (ن) طَرْقًا রাতে আগমন করেছি, (কড়ানাড়া দিয়েছি)

مُرْضِعٌ (فا، و، مص : ارضاع – افعال) স্তন্যদানকারীণী

المتنبى কবি আবু তায়্যিব-এর উপাধি

مَا اَنْصَفَ – (افعال) اِنْصَافًا

ইনসাফ করেনি, সুবিচার করেনি

اَلْقَوْمُ (ج) اَقْوَامٌ জাতি, জনগণ, বংশ, গোত্র, দল

ضَبَّةُ দাব্বা : ব্যক্তির নাম

اَلطُّرْطُبَّةُ লম্বা ও ঢিলা স্তন বিশিষ্ট

[illegible] ২য় অবস্থায় بعد টি হয় مبنى এখানে ২য় অবস্থা

[illegible] -এর بعد এখানে مضاف اليه محذوف منوى

[illegible]। এ কারণে مبنى على الضم হয়েছে। এখানে

بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ মানে بعد

رَاَيْتُ (ف) رُوْيَةً দেখল, লক্ষ্য করল

طِبَاعٌ (و) طَبْعٌ স্বভাব, প্রকৃতি, মেজাজ

مُسْتَفِيْدِيْنَ (فا ، ج، مذ، مص : اِسْتِفَادٌ ـ استفعـ[illegible]

(و) مُسْتَفِدٌ উপকৃত, এখানে উদ্দেশ্য ছাত্ররা

مَائِلَةٌ (فا، مؤ، و، مص : ميل ، ميلان ـ (الى) ض

[illegible], আসক্ত, আগ্রহী

رِسَالَةٌ (ج) رَسَائِلُ ، رِسَالَاتٌ পুস্তিকা

تُهَذِّبُ (تفعيل) تَهْذِيْبًا

[illegible] করে, সভ্য করে, সংশোধন করে

اَلْاَخْلَاقُ (و) خُلُقٌ، خُلْقٌ চরিত্র, স্বভাব, প্রকৃতি

اُوْلِى – اُوْلُوْ অধিকারী, মালিক, ওয়ালা

اَلْاِمْلَاقُ দারিদ্র, অভাব, নিঃস্বতা

(افعال) مص اَلْاِمْلَاقُ দরিদ্র হওয়া

اَلْسِنَةٌ (و) لِسَانٌ মুখ, জিহ্বা

اَلطَّاعِنِيْنَ (فا، مذ، ج، مص : طعن – ف)

[illegible], দোষ বর্ণনাকারী, অপবাদ প্রদানকারী

مُتَفَوِّهَةٌ (فا، مؤ، و، مص: تفوه – تفعل)

কথা বলা, বুলি আওড়ানো

وَهٰؤُلَاءِ الشِّرْذِمَةُ الْقَلِيلَةُ ضَفَادِعُ حِيَاضٍ ، لَمْ تَرِدْ اِلَّا الْمَاءَ الْوَاصِلَ اِلَى الْكَعْبِ ، فَلَوْمُ الْخُفَّاشِ لَا يَضُرُّ الشَّمْسَ وَعُوَاءُ الْكَلْبِ لَا يُظْلِمُ الْبَدْرَ ، وَلَمَّا كَانَ سَهَرُ اللَّيَالِي مِمَّا جُبِلَ عَلَيْهِ عَطْشَى الْعُلُوْمِ وَحَيَارَى مَيَادِيْنِ الْكَمَالِ سَهِرْتُ لَيَالِيَا لَانَوْمَ فِيْهَا لِاَحْذُوَ حَذْوَهُمْ وَاُحْشَرَ مَعَهُمْ يَوْمَ لَا ظِلَّ فِيْهِ اِلَّا ظِلُّ قَادِرٍ جَبَّارٍ -

এই সকল (নিন্দাকারীরা) ক্ষুদ্র দল কূপমণ্ডুকের মতো। যারা গ্রন্থিসম পানি থেকে সামনে অগ্রসর হতে পারে নি। সুতরাং চামচিকার নিন্দাবাদ রবির প্রখরতার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না। আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক চাঁদের কিরণ ম্লান করতে পারে না। আর যখন নিশি জাগরণ ইলম পিপাসু ও মর্যাদার প্রান্তরে দিশেহারা যাত্রীদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাই আমিও বহু রজনী বিনিদ্র যাপন করেছি। যাতে করে আমিও তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে পারি এবং সেদিন তাদের সাথে আমাকেও যেন একত্রিত করা হয়, যেদিন শক্তিধর, প্রতাপশালীর (আল্লাহর আরশের) ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْبَدْرُ চাঁদ, ১৪ই রাতের চাঁদকে بدر বলা হয়

سَهَرٌ (س) مص রাত্রী জাগরণ করা

اَللَّيَالِي (و) لَيْلٌ রাত, রজনী

جُبِلَ (مج ، ن ، ض) جَبْلًا সৃষ্টি করা, স্বভাবে পরিণত করা

عَطْشَى (و) عَطْشَانٌ পিপাসার্ত, তৃষিত

حَيَارَى (و) حَيْرَانٌ হয়রান, পেরেশান, দিশেহারা

مَيَادِيْنُ (و) مَيْدَانٌ মাঠ, প্রান্তর

اَلْكَمَالُ মর্যাদা

سَهِرْتُ (س) سَهْرًا রাত্রী জাগরণ করেছি

لِاَحْذُوَ (صيغة المتكلم مع لام كى) (ن) حَذْوًا অনুকরণ করার জন্য

اُحْشَرَ (مج ان، ض) حَشْرًا একত্রিত হওয়ার জন্য

ظِلٌّ (ج) ظِلَالٌ، اَظْلَالٌ ছায়া

جَبَّارٌ মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ

اَلشِّرْذِمَةُ (ج) شَرَاذِمُ ، شَرَاذِيْمُ ক্ষুদ্র দল, অল্পসংখ্যক মানুষ

ضَفَادِعُ (و) ضِفْدَعٌ ব্যাঙ, মণ্ডুক

حِيَاضٌ (و) حَوْضٌ পানির হাউজ, জলাধার, পুকুর

لَمْ تَرِدْ (ض) وُرُوْدٌ অবতরণ করেনি

اَلْوَاصِلُ (فا، مذ، و، مص : وصولا (الى) - ض)

اَلْكَعْبُ (ج) كُعُوْبٌ، اَكْعُبٌ পায়ের গোছ, গ্রন্থি, গিঁট

لَوْمٌ তিরস্কার, নিন্দা

لَوَمَ (ن) مص তিরস্কার করা, নিন্দা করা

اَلْخُفَّاشُ (ج) خَفَافِيْشُ বাদুড়

لَا يَضُرُّ (ن) ضَرًّا، ضَرٌّ ক্ষতি করে না

عُوَاءٌ কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক

عُوَاءٌ (ض) مص চিৎকার করা, ঘেউ ঘেউ করা

اَلْكَلْبُ (ج) كِلَابٌ কুকুর

لَا يُظْلِمُ (افعال) اِظْلَامًا

ম্লান করে না, অন্ধকার করে না, নিষ্প্রভ করে না

وَاقْتَبَسْتُ مِنْ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ نَوَادِرَ وَ اَرَدْتُ اَنْ اَعْرِضَهَا عَلٰى اِخْوَانِىْ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَمَا قَصَدْتُ بِهٰذِهِ الْاَوْرَاقِ اِلَّا تَطْهِيْرَ الْاَخْلَاقِ وَلَمْ اُرِدْ بِهٰذِهِ الْحِكَايَاتِ وَالْاَمْثَالِ اِلَّا تَحْصِيْلَ الْفَضَائِلِ ، فَاِنَّ الصِّبْيَانَ اَلْوَاحٌ قُلُوْبُهُمْ اَشَدُّ قُبُوْلًا لِمَا نُقِشَ عَلَيْهِ وَاِنِّىْ مَعَ اِعْتِرَافِىْ بِقُصُوْرِ الْعِلْمِ وَضِيْقِ الْبَاعِ اِجْتَهَدْتُ كُلَّ الْاِجْتِهَادِ فِىْ تَحْلِيَةِ الْبَيَانِ وَتَجْلِيَةِ التِّبْيَانِ –

আমি পূর্ববর্তী মনীষীদের গ্রন্থাবলি থেকে দুর্লভ বাণীসমূহ চয়ন করেছি এবং সেগুলোকে আমার 'তালিবুল ইলম' ভাইদের সম্মুখে উপস্থাপন করার ইচ্ছা করেছি। এই পাতাগুলো দ্বারা আমার উদ্দেশ্য শুধু চরিত্র শোধন করা এবং এ সমস্ত ঘটনা ও কাহিনী দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল ফজিলত অর্জন করা, (এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই) কেননা শিশুদের হৃদয় ফলকে যা অংকিত করা হয় তা অতি দ্রুত রেখাপাত করে। আর আমি আমার জ্ঞানের অপূর্ণতা ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা স্বীকারোক্তি পূর্বক কিতাবটির বর্ণনা ভঙ্গি সুন্দর করতে এবং উপস্থাপনা ভঙ্গি আকর্ষণীয় করতে ...ভাগ পূর্ণ চেষ্টা করেছি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِقْتَبَسْتُ (افتعال) اِقْتِبَاسًا চয়ন করেছি, সংগ্রহ করেছি
كُتُبٌ (و) كِتَابٌ – বই, গ্রন্থ
اَلْمُتَقَدِّمِيْنَ (فا، ج، مص تقدم – تفعل) পূর্ববর্তী, অগ্রবর্তী।
نَوَادِرُ (و) نَادِرَةٌ – বিরল, দুর্লভ।
اَرَدْتُ (افعال) اِرَادَةً ইচ্ছা করেছি, চেয়েছি।
(اَنْ) اَعْرِضَ (ان الناصبة) اعرض صيغة المتكلم
(ض) عَرْضًا পেশ করতে, উপস্থাপিত করতে
اِخْوَانِىْ – وَاِخْوَانٌ (و) اَخٌ ভাই, ভ্রাতা
طَلَبَةٌ (و) طَالِبٌ ছাত্র, তালিবুল ইলম
قَصَدْتُ (ن) قَصْدًا ইচ্ছা করেছি
اَلْاَوْرَاقُ (و) وَرَقَةٌ পাতা
تَطْهِيْرٌ (تفعيل) مص পরিষ্কার করা
اَلْحِكَايَاتُ (و) حِكَايَةٌ ঘটনাবলি, কাহিনী
(ج) اَلْاَمْثَالُ (و) مَثَلٌ উদাহরণ, উপমা
تَحْصِيْلٌ (تفعيل) مص অর্জন করা, হাসিল করা
(ج) اَلْفَضَائِلُ (و) فَضِيْلَةٌ মর্যাদা
(ج) اَلصِّبْيَانُ (و) صَبِيٌّ শিশু, বালক
(ج) اَلْوَاحٌ (و) لَوْحٌ ফলক, তক্তা, বোর্ড
اَشَدُّ অধিক, কঠিন
قُبُوْلًا (س) مص গ্রহণ করা, সম্মতি দেওয়া
نُقِشَ (مج ، ن) نَقْشًا নকশা করা হয়, অঙ্কন করা হয়

اِعْتِرَافٌ (افتعال) مص স্বীকার করা।
قُصُوْرٌ অক্ষমতা, অপারগতা, ঘাটতি।
ضِيْقٌ সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা।
اَلْبَاعُ উভয় হাত ছড়ানো পরিমাণ স্থান।
ضِيْقُ الْبَاعِ দ্বারা এখানে স্বল্পজ্ঞান ও স্বল্প যোগ্যতা বুঝানো হয়েছে
اِجْتَهَدْتُ (افتعال) اِجْتِهَادًا
প্রচেষ্টা চালিয়েছি, পরিশ্রম করেছি
اَلْاِجْتِهَادُ (افتعال) مص কঠিন প্রচেষ্টা করা, পরিশ্রম করা
تَحْلِيَةٌ (تفعيل) مص সজ্জিত করা, অলংকার পরানো
اَلْبَيَانُ বক্তব্য, বর্ণনা।
اَلْبَيَانُ (ض) مص স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশ পাওয়া
تَجْلِيَةٌ (تفعيل) مص পরিষ্কার করা, উজ্জ্বল করা, স্পষ্ট করা
اَلتِّبْيَانُ কোনো বিষয়ে মনে মনে বোধ লাভ করা, বুঝ পাওয়া
এ জন্য বলা হয় অর্থাৎ, اَلْبَيَانُ مِنْكَ بَيَانٌ لِغَيْرِكَ وَالتِّبْيَانُ مِنْكَ لِنَفْسِكَ অর্থাৎ, মানে অন্যকে বুঝানো আর تِبْيَانٌ মানে নিজে বুঝা
কারও কারও মতে بيان অপেক্ষা تبيان শব্দটি অধিক অর্থবহ (ابلغ). কেননা হরফের আধিক্য দ্বারা অর্থের আধিক্য প্রকাশ পায়
بَيَّنَ (تفعيل) بَيَانًا ، تَبْيِيْنًا ، تِبْيَانًا
প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা

فَهَا هِيَ فَرَائِدُ حَقَّرَتِ الْيَوَاقِيتَ وَاللَّآلِيَ وَلَنْ تَجِدَ مِثْلَهَا عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيْ وَسَمَّيْتُ نَفْحَةَ الْعَرَبِ وَجَعَلْتُهَا عَلَى بَابَيْنِ (اَلْاَوَّلُ) اَلْمَنْثُورُ وَ(الثَّانِيْ) اَلْمَنْظُومُ فَاِنْ هَبَّتْ عَلَيْهَا قَبُولُ الْقَبُولِ وَاَقْبَلَتْ اِلَيْهَا قُلُوبُ الْفُحُولِ فَهُوَ بِمَحَاسِنِ اَخْلَاقِهِمْ خَلِيقٌ وَاِنْ عَصَفَتْ عَلَيْهَا صَرَاصِرُ الرَّدِّ وَالنَّكِيرِ فَهُوَ بِمَنْ جَاءَ بِهَا جَدِيرٌ وَاللّٰهَ اَسْأَلُ سُؤَالَ مُتَضَرِّعٍ خَاضِعٍ خَاشِعٍ اَنْ يَّنْفَعَهُمْ وَاِيَّايَ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ وَاَنَا عَبْدُهُ الْمُسْتَكْفِيْ بِكِفَايَةِ اللّٰهِ مُحَمَّدْ اِعْزَازْ عَلِيْ غُفِرَلَهُ -

---

সুতরাং ওহে শুনে রাখো! এগুলো এমন মুক্তা যা ইয়াকূত পাথর এবং মূল্যবান মূর্তিসমূহকেও হেয় প্রতিপন্ন করে দেয়। যুগ যুগ অতিক্রম করেও তুমি এর সমমনা কিতাব মিলাতে সক্ষম হবে না। এর নামকরণ করেছি 'নাফহাতুল আরব' (আরবের সুবাস) করে। আমি এ কিতাবটিকে দু'টি অধ্যায়ে সাজিয়েছি। প্রথম অধ্যায় গদ্য ও দ্বিতীয় অধ্যায় পদ্য। সুতরাং যদি ইহার উপর স্বীকৃতির পূবালী সমীরণ প্রবাহিত হয় এবং গুণীজনের হৃদয় এর প্রতি ধাবিত হয়, তাহলে উহা তাদের উত্তম চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হবে। আর যদি ইহার উপর অস্বীকৃতি ও উপেক্ষার ঝঞ্জা বায়ু প্রবাহিত হয় তবে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যথার্থ পাওনা। আমি একমাত্র আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, বিনায়বনত হয়ে অক্ষমতার সাথে কাকুতি-মিনতি করে, তিনি যেন এ কিতাবটি দ্বারা লোকদেরকে এবং আমাকে ইহ ও পরজগতে উপকৃত করেন, আমীন। আমি আল্লাহর সাবলম্বিতায় সাবলম্বিতা কামনাকারী বান্দা 'মুহাম্মদ এজাজ আলী (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَرٌّ ، مُرُورٌ (ن) مص অতিবাহিত হওয়া, পাশ দিয়ে যাওয়া

سَمَّيْتُ (تفعيل) تَسْمِيَةً নামকরণ করেছি

نَفْحَةٌ (ج) نَفَحَاتٌ সুবাস, উপহার দান

بَابَيْنِ ـ بَابَانِ (تت) (و) بَابٌ অধ্যায়

اَلْمَنْثُورُ (مف، مذ، و، مص : نثرا ـ ن) গদ্য, গদ্যে রচিত

اَلْمَنْظُومُ (مف، مذ، مص : نظما – ض)

পদ্য, কবিতা, ছন্দোবদ্ধ

(فان) هَبَّتْ (ن) هَبًّا যদি প্রবাহিত হয়

فَهَا – الفاء النتيجية وها حرف التنبيه

ওহে শুনে রাখো! (সর্তক সূচক অক্ষর)।

فَرَائِدُ (و) فَرِيدَةٌ বহু মূল্যবান মুক্তা, একক মুক্তা, মূল্যবান রত্ন

حَقَّرَتْ (تفعيل) تَحْقِيرًا

হেয় করে দিয়েছে, তুচ্ছ করে দিয়েছে।

اَلْيَوَاقِيتُ (و) يَاقُوتٌ ইয়াকুত পাথর।

اَللَّآلِيْ (و) لُؤْلُؤٌ، لُؤْلُؤَةٌ মুক্তামালা।

لَنْ تَجِدَ (ض) وُجُودًا ، وِجْدَانًا কিছুতেই পাবে না

مُتَضَرِّعٌ (فا، مذ، و ، مص : تضرع ـ تفعل)

বিনীত, সবিনয় প্রার্থনাকারী

خَاضِعٌ (فا، مذ، و مص : خضوع، ف) বিনয়ী, বিনীত

خَاشِعٌ (فا، مذ، و ، مص : خشوع - ف) একনিষ্ঠ, বিনয়ী

(أَنْ) يَنْفَعَ (ف) نَفْعًا উপকৃত করেন

إِيَّايَ (اَلضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ الْمُتَّصِلُ) আমাকেই, আমারই

اَلْأُوْلَى (مذ) اَلْأَوَّلُ প্রথম, দুনিয়া

اَلْآخِرَةُ، اَلْآخِرُ পর, দ্বিতীয়, আখেরাত

اَلْمُسْتَكْفِي (مف ، و مص : استكفاء ـ استفعال)

কোনো কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে চাওয়া, এখানে অর্থ যথোচিত সাহায্য কামনা করা

كِفَايَةٌ ـ (ض) مص পর্যাপ্ত হওয়া, যথেষ্ট হওয়া

قَبُولٌ (ج) قَبَائِلُ ভোরের বাতাস, পূবালী সমীরণ

أَقْبَلَتْ (افعال) إِقْبَالًا মনোনিবেশ করে

اَلْفُحُولُ (و) فَحْلٌ বিশিষ্টগণ

فحل অর্থ- ষাড়, প্রত্যেক প্রাণীর পুরুষকে فحل বলা হয়। (এখানে উদ্দেশ্য দক্ষ আলেমগণ।)

مَحَاسِنُ (و) حَسَنٌ সৌন্দর্যাবলি, গুণাবলি

خَلِيقٌ (ج) خُلَقَاءُ যোগ্য, উপযুক্ত

(إِنْ) عَصَفَتْ (ض) عَصْفًا যদি ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হয়

اَلرَّدُّ (ن) مص খণ্ডন করা, জবাব দেওয়া

اَلنَّكِيرُ অস্বীকৃতি, প্রত্যাখ্যান, (নিন্দনীয়)

جَدِيرٌ (صف ، مص : جدارة ـ ك) যোগ্য, উপযুক্ত

أَسْأَلُ (ف) سُؤَالًا চাই, প্রার্থনা করি

سُؤَالٌ (ف) مص প্রার্থনা, চাওয়া

اَلْبَابُ الْاَوَّلُ فِى النَّثْرِ

اَلسَّيْفُ بِالسَّاعِدِ لَا السَّاعِدُ بِالسَّيْفِ

قَالَ الْعَتَبِى بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلَى عَمْرِو بْنِ مَعْدِيكَرِبَ اَنْ يَّبْعَثَ اِلَيْهِ بِسَيْفِهِ الْمَعْرُوفِ بِالصَّمْصَامَةِ فَبَعَثَ بِهِ اِلَيْهِ فَلَمَّا ضَرَبَ بِهِ وَجَدَهُ دُوْنَ مَا كَانَ يَبْلُغُهُ عَنْهُ فَكَتَبَ اِلَيْهِ فِى ذٰلِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَاِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَى اَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالسَّيْفِ وَلَمْ اَبْعَثْ بِالسَّاعِدِ الَّذِى يُضْرَبُ بِهِ -

---

প্রথম অধ্যায় : গদ্যাংশ

তরবারির তীক্ষ্ণতা বাহু বলে বাহুর তীক্ষ্ণতা তরবারিতে নয়

আতাবী বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আমর ইবনু মাদিকারিবের নিকট সংবাদ পাঠালেন, তিনি যেন 'সামসামা' নামে প্রশিদ্ধ তলোয়ারটি তাঁর (ওমর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। সুতরাং তিনি তলোয়ারটি ওমর (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যখন তলোয়ারটি ওমর (রা.) এর নিকট পৌছল এবং তিনি উহা ব্যবহার করলেন, তখন তালোয়ারটির গুণাগুণ সম্পর্কে তার নিকট যা বিবৃত হয়েছিল, তিনি তার চেয়ে কম পেলেন। তাই হযরত ওমর (রা.) তার (আমরের) নিকট উক্ত বিষয়ে পত্র লিখলেন। আমর পত্রের উত্তরে জানালেন যে, আমি তো আমীরুল মু'মিনিনের নিকট শুধু তলোয়ারই পাঠিয়েছি; কিন্তু সে বাহু পাঠাইনি যা দ্বারা ঐ তলোয়ারটি চালানো হতো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلسَّيْفُ (ج) سُيُوْفٌ، اَسْيَافٌ তলোয়ার, তরবারি

اَلسَّاعِدُ (ج) سَوَاعِدُ বাহু

اَلْعَتَبِى আতাবী ঃ পূর্ণ নাম আবূ আব্দুর রহমান মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ, (মৃত্যু ঃ ২২৮ হিঃ) তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, অলংকার শাস্ত্রবিদ ও কবি ছিলেন।

بَعَثَ (ف) بَعْثًا প্রেরণ করল

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ওমর ইবনুল খাত্তব! প্রসিদ্ধ সাহাবী ও দ্বিতীয় খলীফা

عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ আমর ইবনে মা'দি ইয়ামানের প্রখ্যাত সাহাবী। তিনি একাধারে একজন কবি ও বীর সৈনিক ছিলেন।

صَمْصَامَةٌ লোহার তৈরি খুব ধারালো একটি তলোয়ার যার ধার নিঃশেষ হতো না। মূলত এ তলোয়ারটি ইয়ামানের বাদশাহ আমর ইবনে যীক'আনের ছিল, 'খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস' তাকে প্রদান করেছিল। তার পরে তদীয় সন্তানদের কাছে ছিল এবং ক্রমান্বয়ে তা বাদশাহ হারুন-রশীদের হস্তগত হয়েছিল।

رَدَّ عَلَيْهِ জবাব দিল

دُوْنَ কম (ن) رَدًّا -

اَلْكَفُّ عَنِ الدُّنْيَا

كَانَ بِبَغْدَادَ رَجُلٌ مُتَعَبِّدٌ اِسْمُهُ رُوَيْم فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَتَوَلَّاهُ فَلَقِيَهُ الْجُنَيْدُ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّسْتَوْدِعَ سِرَّهُ لِمَنْ لَا يُفْشِيْهِ فَعَلَيْهِ بِرُوَيْم فَاِنَّهُ كَتَمَ حُبَّ الدُّنْيَا اَرْبَعِيْنَ سَنَةً حَتّٰى قَدَرَ عَلَيْهَا ـ

জাগতিক মোহ-বিমুখতা

বাগদাদ নগরীতে একজন বড় ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। যার নাম ছিল 'রুয়াইম'। তার নিকট বিচারের দায়িত্ব পেশ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন। একদিন হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন ঃ কেউ যদি স্বীয় গোপন বিষয় এমন একজন লোকের নিকট গচ্ছিত রাখতে চায়, যিনি অন্য কারো কাছে তা ফাঁস করবেন না। তার (গোপন বিষয় বলার) জন্য রুয়াইমকে গ্রহণ করা উচিত। (অর্থাৎ তার জন্য রুয়াইমের নিকট গোপন বিষয় গচ্ছিত রাখা উচিত) কেননা, তিনি চল্লিশ বছর যাবৎ জাগতিক মোহ গোপন রেখেছেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক সম্পদ তার করায়ত্ত হয়ে গেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْجُنَيْدُ ঃ

আবুল কাসিম জুনাইদ ইবনে মুহাম্মদ। একজন প্রখ্যাত আবিদ, দুনিয়া ত্যাগী ও ইলমে তাসাউফের একজন দক্ষ আলিম ছিলেন।

(ان) يَسْتَوْدِعُ (استفعال) اِسْتِيْدَاعًا

গচ্ছিত রাখতে চায়, আমানত রাখতে চায়

سِرٌّ (ج) اَسْرَارٌ । গোপন কথা (রহস্য, তাৎপর্য)।

لَا يُفْشِيْهِ (افعال) اِفْشَاءً প্রকাশ করবে না, ফাঁস করবে না

كَتَمَ (ن) كَتْمًا ، كِتْمَانًا গোপন রেখেছে, গোপন করেছে

قَدَرَ عَلَيْهِ (ض) قُدْرَةً، مَقْدِرَةً সক্ষম হয়েছে।

اَلْكَفُّ (مص) كَفَّ (ن) كَفًّا । বিরত থাকা (বা রাখা)।

مُتَعَبِّدٌ (فا، مذ، و) (تعبد (تفعل) تَعَبُّدًا

অধিক ইবাদতকারী, (ইবাদতের জন্য পৃথক হওয়া)।

رويم : রুয়াইম একজন আলিম ও রহস্যবিদ মাশায়েখদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁর পিতার নাম ইয়াজিদ, উপনাম আবু হুসাইন, মৃত্যু ঃ ৩০৩ হিঃ।

عُرِضَ (مج) (ض) عَرْضًا

পেশ করা হয়েছে, প্রস্তাব করা হয়েছে।

فَتَوَلَّاهُ ، تَوَلّٰى ..... تَوَلِّيًا

ক্ষমতাসীন হলেন, গ্রহণ করলেন, দায়িত্ব নিলেন।

فَلَقِيَهُ لَقِيَ (س) لِقَاءً ، لُقْيًا । সাক্ষাৎ করলেন।

أُعْجُوبَةٌ

قَرَأَ بَعْضُ الْمُغَفَّلِينَ فِيْ بُيُوْتٌ بِالرَّفْعِ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ يَا اَخِيْ اِنَّمَا الْقِرَاءَةُ فِيْ بُيُوْتٍ بِالْجَرِّ فَقَالَ يَا مُغَفَّلُ! اِذَا كَانَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى قَالَ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ تَجُرُّهَا اَنْتَ لِمَاذَا ؟

وَحَكَى الْعَسْكَرِيْ فِيْ كِتَابِ التَّصْحِيْفِ اَنَّهُ قِيْلَ لِبَعْضِهِمْ مَا فَعَلَ اَبُوْكَ بِحِمَارِهٖ فَقَالَ بَاعِهٖ (مَكَانَ بَاعَهُ) فَقِيْلَ لَهُ لِمَا قُلْتَ بَاعِهٖ فَقَالَ فَلِمَ قُلْتَ اَنْتَ بِحِمَارِهٖ فَقَالَ اَنَا جَرَرْتُهُ بِالْبَاءِ فَقَالَ فَلِمَ تَجُرُّ بَاؤُكَ وَبَائِيْ لَا تَجُرُّ۔

বিস্ময়কর টুকরো গল্প

(এক) জনৈক বোকা লোক (কুরআনের আয়াত فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ -এর মাঝে بيوت শব্দটিকে রফা (পেশ) দিয়ে পাঠ করল। অপর একজন তাকে বলল, فِيْ بُيُوْتٍ এর পঠন হবে "জর" দিয়ে। (অথচ তুমি পেশ দিয়ে পড়েছ) সেই বোকা লোকটি বলল, ওহে নির্বোধ? যখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এই আয়াতে বলেছেন-فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ। তাহলে তুমি কেন তাকে 'জর' দিবে?

(দুই) 'কিতাবুত তাসহীফ' -এর মাঝে ইমাম আসকারী বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার পিতা গাধাটি কি করেছেন? উত্তরে সে বলল, باعه ('বাইহী') باعه (বা'আহু)-এর স্থলে। (যার অর্থ বিক্রি করে দিয়েছেন।) অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হলো তুমি باعه কেন বললে? উত্তরে সে বলল, তুমি بخماره বললে কেন? প্রশ্নকারী বলল, আমি তো ب হরফুল জারে -এর কারণে 'জর' দিয়ে পড়েছি। এ বোকা পুনরায় বলল, তোমার শব্দে উল্লিখিত ب জর দিবে আর আমার (শব্দে উল্লিখিত) ب জর দিবে না কেন? (উভয়টিতেই তো ب রয়েছে।)

শব্দ-বিশ্লেষণ

أُعْجُوبَةٌ (ج) اَعَاجِيْبُ

আশ্চর্যজনক বস্তু, বিস্ময়কর টুকরো গল্প

مُغَفَّلِيْنَ (مف، ج ، مص : تعفيل ـ تفعيل)

গাফেল, বোকা

الرفع শব্দের দু'টি অর্থ- (১) পেশ, একপ্রকার ই'রাব রفع বিশেষ (২) উঁচু, ইবারতে ১ম অর্থ আর আয়াতে ২য় অর্থ উদ্দেশ্য।

تَجُرُّ (ن) جَرًّا

জর-এর হরকত দেওয়া (টানা, শেষ বর্ণে ধ্বনি প্রয়োগ করা)

جَرَرْتُ ـ جَرًّا জর দিয়েছে

حَكَا (ض) حِكَايَةً বর্ণনা করেছে

وَمِثْلُهُ مِنَ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ ، مَاحَكَاهُ اَبُوْ بَكْرِ التَّارِيْخِى فِىْ كِتَابِ اَخْبَارِ النَّحْوِيِّيْنَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِسَمَّاكٍ بِالْبَصْرَةِ : بِكَمْ هٰذِهِ السَّمَكَةُ؟ فَقَالَ : بِدِرْهَمَانِ مَكَانَ بِدِرْهَمَيْنِ فَضَحِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ السَّمَّاكُ : اَنْتَ اَحْمَقُ، سَمِعْتُ سِيْبَوَيْهِ يَقُوْلُ : ثَمَنُهَا دِرْهَمَانِ . وَقُلْتُ يَوْمًا تَرِدُ الْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ الْحَالِيَةُ بِغَيْرِ وَاوٍ فِىْ فَصِيْحِ الْكَلَامِ خِلَافًا لِزَمَخْشَرِىْ ، كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى : وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ : هٰذِهِ الْوَاوُ فِىْ اَوَّلِهَا . وَقُلْتُ يَوْمًا : اَلْفُقَهَاءُ يَلْحَنُوْنَ فِىْ قَوْلِهِمْ اَلْبَائِعُ بِغَيْرِ هَمْزَةٍ فَقَالَ قَائِلٌ : قَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَبَايِعْهُنَّ .

(তিন) এ ধরনের (পূর্বের ঘটনার মতো) ভ্রান্ত যুক্তির আরো একটি ঘটনা, যা আবূ বকর আত-তারিখী 'আখবারুন্ নাহবিয়্যীন' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি বসরায় এক মৎস বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করল, এই মাছটির মূল্য কত? মৎস বিক্রেতা বলল, بِدِرْهَمَانِ (দুই দিরহাম) بِدِرْهَمَيْنِ -এর স্থলে। তাই সে লোকটি হেসে ফেলল। মৎস বিক্রেতা (লোকটিকে হাসতে দেখে) বলল: তুমিতো নির্বোধ! আমি সীবাওয়াইহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ثَمَنُهَا دِرْهَمَانِ (উহার মূল্য দুই দিরহাম) (সুতরাং আমার بِدِرْهَمَانِ বলা সঠিক) নির্বোধ বুঝেনি যে, এখানে دِرْهَمَانِ রফার হালাতে আছে এবং بِدِرْهَمَانِ -এর মাঝে জর -এর হালতে আছে। (চার) (গ্রন্থকার এজাজ আলী (র.) বলেন,) আমি একদিন (কোনো আলোচনার প্রেক্ষিতে) বললাম, বিশুদ্ধ ভাষায় اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ الْحَالِيَةُ টা واو ব্যতীত আসে। তবে আল্লামা যমখশরী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الخ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তুমি ঐ সকল লোকদের চেহারা কালো দেখবে। (এখানে প্রমাণ্য শব্দটি হলো وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ এটি كذبوا শব্দের যমীর থেকে حال হয়েছে এবং واو ব্যতীত এসেছে) উপস্থিত জনদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে উঠল, এ স্থানের واو টি বাক্যের শুরুতে অবস্থিত। (পাঁচ) এবং আমি অপর একদিন বললাম, ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ البائع শব্দকে همزه ছাড়া পড়েন, এতে তারা ভুল করেন। (কেননা, بائع শব্দটি همزة সহ ব্যবহৃত হয়) ইহা শ্রবণে জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তা'আলা তো فَبَايِعْهُنَّ শব্দে همزه ছাড়া বলেছেন। মূর্খটি বুঝেনি যে, فَبَايِعْهُنَّ -এর মাঝে بايع টা باب المفاعلة থেকে নির্দেশসূচক শব্দ। এতে همزة হওয়ার কোনোই অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে بائع শব্দটি শব্দটি اسم الفاعل হয়েছে যা همزه সহ হবে।)

শব্দ-বিশ্লেষণ

خِلَافًا ـ مص ، (خالف يخالف (مفاعلة) خِلَافًا وَمُخَالَفَةً মতবিরোধ করা

يَلْحَنُوْنَ (ف) لَحْنًا فِى الْكَلَامِ اَوِ الْقِرَاءَةِ ভাষাগত ভুল করে (আরবি শব্দের শেষ বর্ণের স্বর ধ্বনিতে ভুল করা)।

بَائِعٌ (فا، مذ، مص : بيع ـ ض)। বিক্রেতা।

بَا يِعْهُنَّ بَايِعْ صِيْغَةُ الْاَمْرِ مِنْ بَايَعَ (مفاعله) খেলাফতের উপর বায়আত করা, শপথ গ্রহণ করা (مبايعة

سَمَّاكٌ (مبالغة)। মাছ বিক্রেতা।

اَلسَّمَكَةُ (ج) سِمَاكٌ ،سُمُوْكٌ ، اَسْمَاكٌ মাছ-মৎস্য

كَمْ (استفهامية) কত?

دِرْهَمَانِ، دِرْهَمَيْنِ (و) دِرْهَمٌ দুই দিরহাম, দিরহাম একপ্রকার মুদ্রা

فَصِيْحُ الْكَلَامِ (اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ) বিশুদ্ধ বাক্য

تَرٰى (ف) رُؤْيَةً । দেখবে, প্রত্যক্ষ করবে।

وُجُوْهُهُمْ (و) وَجْهٌ । চেহারা, মুখমণ্ডল।

مُسْوَدَّةٌ (مف، مؤ، مص : اِسْوِدَادًا - اِفْعِلَالٌ) কালো, কৃষ্ণ

وَقَالَ الْمَامُوْنُ لِاَبِيْ عَلِيِّ الْمَعْرُوْفِ بِأَبِيْ يَعْلَى الْمَنْقَرِيْ، بَلَغَنِيْ اَنَّكَ اُمِّيٌّ وَاَنَّكَ لَا تُقِيْمُ الشِّعْرَ وَاَنَّكَ تَلْحَنُ فِيْ كَلَامِكَ، فَقَالَ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَّا اللَّحْنُ فَرُبَمَا سَبَقَنِيْ لِسَانِيْ بِالشَّيْءِ مِنْهُ وَاَمَّا الْاُمِّيَّةُ وَكَسْرُ الشِّعْرِ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اُمِّيًّا وَكَانَ لَايُنْشِدُ الشِّعْرَ. فَقَالَ الْمَامُوْنُ: سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلٰثِ عُيُوْبٍ فِيْكَ فَزِدْتَنِيْ عَيْبًا رَابِعًا وَهُوَ الْجَهْلُ ، يَا جَاهِلُ! اِنَّ ذٰلِكَ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَضِيْلَةٌ وَفِيْكَ وَفِيْ اَمْثَالِكَ نَقِيْصَةٌ وَاِنَّمَا مُنِعَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ لِنَفْيِ الظِّنَّةِ عَنْهُ لَا لِعَيْبٍ فِي الشِّعْرِ وَالْكِتَابَةِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْ مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ

(ছয়) বাদশা মামুন রশীদ আবূ আলীকে (যিনি আবূ ইয়ালামানকারী নামে প্রখ্যাত) বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ এসেছে যে, তুমি উম্মি (নিরক্ষর), ভালভাবে কবিতা আবৃত্তি করতে পার না এবং কথাবার্তায় ভুল কর। আবূ আলী বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! কথাবার্তায় ভুলের যে বিষয়টি তা হলো এই যে, কখনো কোনো কথায় আমার রসনাস্খলন ঘটে যায়। 'অর্থাৎ বলার ইচ্ছা থাকে একটা কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে যায় অন্যটা।) আর উম্মী হওয়া এবং কবিতা আবৃত্তি করতে না পারা কোনো দূষণীয় বিষয় নয়, কেননা নবী করীম ﷺ ও তো উম্মী ছিলেন এবং তিনি কবিতা পাঠ করতেন না। বাদশা মামুন বললেন, আমি তোমাকে তোমার মাঝে বিদ্যমান তিনটি দোষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তুমি চতুর্থ আরো একটি দোষ বাড়িয়ে দিলে আর তা হলো মূর্খতা। ওহে মূর্খ! মহানবী ﷺ এর মাঝে উহা (উম্মী হওয়া এবং কবিতা আবৃত্তি করতে না পারাটা) তাঁর ফজিলত বা গুণ ছিল আর তুমি এবং তোমার মতো লোকদের জন্য উহা ত্রুটি ও দোষ। মহানবী ﷺ উহা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। তাঁর থেকে অপবাদ বিদূরিত করার জন্য, (লোকেরা যেন এ অপবাদ না দেয় যে, তিনি কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষিত লোক, তাই কুরআন আল্লাহর কালাম নয়। তিনি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়েছেন) এজন্য নয় যে, কবিতাবৃত্তি ও লেখাপড়ার মাঝ কোনো দোষ আছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেন, 'তুমি এর পূর্বে না কোনো বই পুস্তক পড়তে পারতে এবং না নিজ হাত দ্বারা কোনো কিছু লিখতে পারতে নতুবা মিথ্যুক ও অপবাদকারীরা সন্দেহে নিপতিত হতো।'

শব্দ-বিশ্লেষণ

اُمِّيٌّ (ج) اُمِّيُّوْنَ নিরক্ষর, অশিক্ষিত

لَا تُقِيْمُ (افعال) اِقَامَةً সোজা করা, ঠিক করা

اَلشِّعْرُ (ج) اَشْعَارٌ কবিতা, পদ্য

سَبَقَنِيْ (ن، ض) سَبْقًا অগ্রবর্তী হওয়া, আগে যাওয়া

كَسْرُ الشِّعْرِ কবিতার ছন্দ মিল ভেঙ্গে দেওয়া

لَا يُنْشِدُ (افعال) اِنْشَادًا কবিতা আবৃত্তি করতেন না

عُيُوْبٌ (و) عَيْبٌ দোষ, ত্রুটি

زِدْتَنِيْ (ض) زِيَادَةً বৃদ্ধি করেছ, বাড়িয়ে দিয়েছ

نَقِيْصَةٌ (ج) نَقَائِصُ কমতি, দোষ, ত্রুটি

نَفْيٌ (ض) مص দূর করা, খণ্ডন করা (নির্বাসিত করা)

اَلظِّنَّةُ (ج) ظِنَنٌ ، ظَنَائِنُ، ظِنَّاتٌ অপবাদ, সন্দেহ, খারাপ ধারণা

لَاتَخُطُّهٗ (ن) خطا লিখতে পারতেন না

لَا رْتَابَ (اللام للتاكيد) ، اِرْتَابَ (افتعال) اِرْتِيَابًا সন্দেহ করা, সন্ধিহান হওয়া।

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ جَالِسًا عِنْدَ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَكَانَ الْوَلِيْدُ لَحَّانًا فَقَالَ اُدْعُ لِىْ صَالِحُ فَقَالَ الْغُلَامُ يَا صَالِحًا ؟ قَالَ لَهُ الْوَلِيْدُ : اَنْقِصْ اَلِفًا ، فَقَالَ عُمَرُ وَاَنْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَزِدْ اَلِفًا - وَ دَخَلَ عَلَى الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيْدُ : مَنْ خَتَنَكَ ؟ قَالَ لَهُ فُلَانُ الْيَهُوْدِيُّ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ وَيْحَكَ! قَالَ لَعَلَّكَ اَنْ تَسْأَلَ عَنْ خَتَنِىْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ -

---

(সাত) একদিন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিকের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আর ওয়ালীদ কথাবার্তায় (ব্যাকরণগত) অনেক ভুল করতেন। ওয়ালীদ বললেন, اُدْعُ لِىْ صَالِحُ (প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত ছিল اُدْعُ لِىْ صَالِحًا) (সালেহকে ডেকে আনো) খাদেম ডেকে বলল, يَا صَالِحًا হে সালেহ? (মূলত: বলা উচিত ছিল يَا صَالِحُ) ওয়ালীদ খাদেমকে লক্ষ্য করে বলল الف। ফেলে দাও! (কেননা يَا صَالِحُ বাক্যটি المنادى المفرد المعرب যার উপর সর্বদা পেশ হয়) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন! আপনিও একটি আলিফ বৃদ্ধি করুন! (কেননা, তার اُدْعُ لِىْ صَالِحُ বাক্যে صالح শব্দটি মাফউল হয়েছে, আর মাফউল -এর উপর 'নসব' হয়, তাই এখানে صالح টা الف -এর সাথে নসব হয়ে صالحا হওয়া উচিত ছিল।)

(আট) একবার ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিকের নিকট কুরাইশী ভদ্রলোকদের একজন আগমন করল। ওয়ালীদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, مَنْ خَتَنَكَ؟ (তোমার খাৎনা কে করেছে? মূলত: তার উদ্দেশ্য ছিল তোমার জামাতা কে? ছিল) আগত ব্যক্তি উত্তরে বলল: অমুক ইহুদি। ইহা শ্রবণে ওয়ালীদ বললেন, হায়, কি বলতেছ? সে বলল, সম্ভবত আপনি আমার (خَتَنِىْ) জামাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন। হে আমীরুল মুমিনীন! সে হলো (আমার জামাতা) অমুকের ছেলে অমুক।

শব্দ-বিশ্লেষণ

خَتَنَ : خَتَنَ (ص) خَتْنًا খতনা করা, মুসলমানি করানো

خَتَنٌ (ج) اَخْتَانٌ জামাতা, জামাই

وَيْحَكَ তোমার জন্য আফসোস

وَيْحٌ দুঃখ, পরিতাপ, আফসোস

لَحَّانًا (صـ) لَحَنَ (ف) لَحْنًا অধিক ত্রুটিকারী

اَنْقِصْ : صِيْغَةُ الْاَمْرِ مِنْ اَنْقَصَ افعال اِنْقَصًا কমানো, হ্রাস করা

زِدْ : صِيْغَةُ الْاَمْرِ زَادَ (ض) زِيَادَةً বৃদ্ধি করা

اَشْرَافٌ (و) شَرِيْفٌ সম্মানী লোক, ভদ্র লোক

مَسْئَلَةٌ

تَقُولُ اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا (بِرَفْعِ السِّيْنِ وَنَصْبِهَا وَجَرِّهَا) اَمَّا الرَّفْعُ فَبِاَنْ تَكُوْنَ حَتّٰى لِلْاِبْتِدَاءِ وَيَكُوْنَ الْخَبَرُ مَحْذُوْفًا بِقَرِيْنَةِ اَكَلْتُ وَهُوَ مَأْكُوْلٌ وَاَمَّا النَّصْبُ فَبِاَنْ تَكُوْنَ حَتّٰى لِلْعَطْفِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَالثَّالِثُ اَظْهَرُ، وَكَانَ الْفَرَّاءُ يَقُوْلُ اَمُوْتُ وَفِيْ قَلْبِيْ مِنْ حَتّٰى لِاَنَّهَا تَرْفَعُ وَتَنْصِبُ وَتَجُرُّ -

---

চটকদার ব্যাকরণ নীতি

তুমি বলবে اَكَلْتُ السَّمَكَةَ (আমি মাছ খেয়েছি মাথা সহ) (رَأْسِهَا -এর) سين -এ رفع - نصب এবং جر তিনটা দ্বারা। رفع -এর অবস্থায় حتى টি ابتدائيه হবে এবং তার خبر টা উহ্য থাকবে। اَكَلْتُ -ফে'লের করীনা দ্বারা। আর তা (উহ্য খবরটি) হলো مأكول (حَتّٰى رَأْسَهَا مَأْكُوْلٌ) - نصب -এর অবস্থায় حتى টি عطف -এর জন্য হবে, আর তা স্পষ্ট বিষয়। আর তৃতীয়টি (অর্থাৎ জর হওয়া) আরও অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ তা (حتى) হরফুল জর হওয়ার কারণে مجرور হবে। ইমাম ফাররা বলতেন, আমি মারা যাব, অথচ আমার হৃদয়ে حتى সম্পর্কে দ্বিধা থেকেই যাবে। কেননা ইহা রফা, নসব ও জর সবগুলোই প্রদান করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

حتى -এর عمل তিন প্রকার, অর্থাৎ حتى শব্দের পরবর্তী শব্দে তিন ধরনে اعراب হতে পারে।

(১) رفع (২) نصب (৩) جر

رفع অবস্থা : حتى শব্দটি ابتدائيه হবে। তথা حتى -এর পর থেকে নতুনভাবে বাক্যের সূচনা ঘটেছে। আর حتى ابتدائيه টি (مضارع ـ الجملة الفعلية এবং الجملة الاسمية ماضى) উভয়টির শুরুতে আগে আসে। যেমন- قَوْلُهُ تَعَالٰى : حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ ـ اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسُهَا : حَتّٰى عَفَوْا ـ

حتى টি عطف হবে তবে حتى দ্বারা عطف খুব কম করা হয়।

حتى عاطفة টি واو عاطفة -এর স্থলে। তবে উভয়ের মাঝে তিনভাবে পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্য : (১) حتى -এর معطوف হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে।

(ক) معطوف টি اسم الظاهر হবে ضمير হবে না।

(খ) معطوف -এর পূর্বের শব্দটি বহুবচন হবে এবং معطوف টি তার অংশ বিশেষ হবে। قَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتّٰى الْمُشَاةُ অথবা حتى -এর معطوف টি পূর্ণ বস্তুর অংশ বা অংশের মতো হবে। اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسَهَا ـ اَعْجَبَتْنِى الْجَارِيَةُ حَتّٰى حَدِيْثُهَا ـ

খ-এর শর্তগুলোর সার কথা হলো حتى ঐ সকল স্থানে عطف -এর জন্য ব্যবহৃত হবে যেখানে معطوف -কে استثناء করা যায়।

(গ) حتى -এর معطوف টি তার পূর্ববর্তী শব্দের غايت বা শেষ সীমা বুঝাবে। স্বল্পতা কিংবা আধিক্য যেটাই হোক। যেমন-

(া) مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْاَنْبِيَاءُ

(ب) زَارَكَ النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُوْنَ ـ

পার্থক্য : (২) দ্বিতীয় পার্থক্য হলো حتى দ্বারা জুমলার عطف করা যায় না। কেননা حتى -এর معطوف -এর জন্য শর্ত হলো তার পূর্ববর্তীর অংশ বিশেষ কিংবা অংশের মতো হবে।

পার্থক্য : (৩) তৃতীয় পার্থক্য হলো حتى দ্বারা কোনো مجرور -এর উপর عطف করা হলে جار -এর পুনরাবৃত্তি আবশ্যক হয়। যেমন- مررت بِالْقَوْمِ حتى بِزَيْدٍ

جر -এর অবস্থা : حتى جارة তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

(১) اِلٰى -এর অর্থে। যেমন- قَوْلُهُ تَعَالٰى : لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى

(২) كَيْ -এর অর্থে যেমন- قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ

(৩) اِلَّا -এর অর্থে যেমন- قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا

أَنْفٌ فِي الْمَاءِ وَاِسْتٌ فِي السَّمَاءِ

سَمِعَ الْمَامُوْنُ يَوْمًا بَعْضَ الْكَنَّافِيْنَ وَهُوَ يَقُوْلُ وَكَانَ مَارًّا فِيْ مَرْكَبِهِ : لَقَدْ سَقَطَ هٰذَا مِنْ عَيْنِيْ مِنْ حِيْنٍ غَدَرَ بِاَخِيْهِ فَقَالَ الْمَامُوْنُ : هَلْ لِيْ مَنْ يَّشْفَعُ لِيْ اِلٰى هٰذَا الرَّئِيْسِ لِاَرْفَعَ اِلٰى عَيْنِهِ بَعْدَ سُقُوْطِيْ؟

اَلْحِلْمُ : شَتَمَ رَجُلٌ اَبَاذَرِّ الْغِفَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ ذَرٍّ : يَا هٰذَا اِنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ عَقَبَةً فَاِنْ اَنَا جُزْتُهَا فَوَاللّٰهِ مَا اُبَالِيْ بِقَوْلِكَ وَاِنْ هُوَ صَدَّنِيْ دُوْنَهَا فَاِنِّيْ اَهْلٌ لِاَشَدَّ مِمَّا قُلْتَ لِيْ .

---

[১] নাক যার পানিতে, নিতম্ব তার আকাশে

[২]বাদশাহ মামুন রশীদ একদিন স্বীয় সওয়ারির উপর আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক মেথরকে বলতে শুনলেন যে, এ ব্যক্তি (মামুন) আমার দৃষ্টি থেকে পড়ে গেছে, (অর্থাৎ হেয় প্রতিপন্ন হয়ে গেছে) যখন থেকে সে তার ভাইয়ের (আমীন) সঙ্গে গাদ্দারী করেছে। এতদশ্রবণে মামূনুর রশীদ বললেন, কে আছে এমন, যে আমার জন্য এই মহাশয়ের নিকট সুপারিশ করবে? যাতে আমি তার দৃষ্টিতে উঁচু হতে পারি, পড়ে যাবার পর।

সহনশীলতা : সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল। হযরত আবূ যর (রা.) তাকে বললেন, ওহে, শুনে রাখো! আমার এবং জান্নাতের মাঝে এক কঠিনতম দুর্গ প্রতিবন্ধক রয়েছে। যদি আমি উহা পার হতে পারি তাহলে আল্লাহর শপথ, আমি তোমার এ কথার কোনো পরওয়া করি না। আর যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার সম্মুখেই প্রতিরোধ করে দেন তাহলে তুমি আমাকে যা বলেছ, আমি তার চেয়েও জঘন্য কথার উপযুক্ত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

- اَنْفٌ (ج) اُنُوْفٌ، اٰنَافٌ — নাক, নাসিকা
- اِسْتٌ (ج) اَسْتَاهٌ — নিতম্ব
- اَلْكَنَّافِيْنَ (فا، ج) (و) كَنَّافٌ — মেথর
- مَارًّا (صف (ن) مُرُوْرًا) — অতিক্রম করা
- مَرْكَبٌ (ج) مَرَاكِبُ — যানবাহন
- سَقَطَ (ن) سُقُوْطًا — পড়ে গেছে
- غَدَرَ (ض) غَدْرًا — বিশ্বাস ঘাতকতা করা, গাদ্দারী করা
- يَشْفَعُ (ف) شَفَاعَةً — সুপারিশ করা
- اَلرَّئِيْسُ (ج) رُؤَسَاءُ — নেতা, প্রধান

- اَلْحِلْمُ — সহনশীলতা, ধৈর্য
- شَتَمَ (ن ، ض) شَتْمًا — গালি দেওয়া, মন্দ বলা
- عَقَبَةٌ (ج) عَقَبَاتٌ، عِقَابٌ — গিরিপথ, ঘাটি, প্রতিবন্ধকতা
- جُزْتُ (صِيْغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ جَازَ (ن) جَوَازًا) — অতিক্রম করা
- مَا اُبَالِيْ (ما النافية ، صيغة المتكلم) — আমি কোনো পরওয়া করি না
- صَدَّ(ن) صَدًّا صُدُوْدًا عَنْ — বাধা দেওয়া, প্রতিরোধ করা, বিরত রাখা
- دُوْنَ — সম্মুখে, নিকটে, (ব্যতীত)
- اَشَدُّ — অধিকতর, কঠিনতর

---

১. ইহা একটি আরবি প্রবাদ, এমন লোকের বেলায় বলা হয় যে অভিজাত সম্মানিত ব্যক্তি নয় অথচ নিজেকে সম্মানি ও অভিজাত মনে করে।

২. বাদশাহ হারুন রশীদের ছিল তিন পুত্র সন্তান। মুহাম্মদ আমীন, আব্দুল্লাহ মামূন এবং কাসিম মুতামিন। এদেরকে একের পর এক যুবরাজ বানিয়ে তার অঙ্গীকারনামাটি কা'বা শরীফে রেখে দিয়েছিলেন। প্রথম যুবরাজ বাদশাহ আমীন তার ভাই মামুনকে বাদ দিয়ে নিজ ছেলে মূসাকে যুবরাজ বানিয়েছে এবং তার জীবদ্দশায়ই, মূসার বাইয়াত নিয়ে ফেলে। আর কা'বা ঘরে রাখা পিতা কর্তৃক যুবরাজীর অঙ্গীকারনামাকে ছিঁড়ে ফেলে। তাঁর এই দুর্নীতিতে ও অন্যায় কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে কুরাইশের ওলামা, ফুকাহা ও কা'বা শরীফের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ঐকবদ্ধ হয়ে বাদশাহ আমীনকে খেলাফত থেকে অপসারণ করে মামুনের খেলাফতের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন। মদীনাবাসীও তার খিলাফতের বাইয়াত নিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাদশাহ মামুন ও আমীনের মাঝে যুদ্ধ হয় এবং আমীনকে হত্যা করে তিনি নিজেই খলীফা হয়েছেন। এখানে غَدَرَ بِاَخِيْهِ দ্বারা এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ اَجَلِّ اَحْبَارِ الْيَهُوْدِ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ اِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهُ فِيْ وَجْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ حِيْنَ نَظَرْتُ اِلَيْهِ اِلَّا اِثْنَتَيْنِ لَمْ اُخْبَرْهُمَا مِنْهُ يَسْبَقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلَا يَزِيْدُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ اِلَّا حِلْمًا فَكُنْتُ اَتَلَطَّفُ لَهُ لِاَنْ اُخَالِطَهُ فَاَعْرِفُ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ فَابْتَعْتُ مِنْهُ تَمْرًا اِلَى اَجَلٍ فَاَعْطَيْتُهُ الثَّمَنَ فَلَمَّا كَانَ قُبَيْلَ مَحَلِّ الْاَجَلِ بِيَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ فَاَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيْصِهِ وَ رِدَائِهِ وَنَظَرْتُ اِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيْظٍ ثُمَّ قُلْتُ اَلَا تَقْضِيْنِيْ يَا مُحَمَّدُ بِحَقِّيْ؟ فَوَاللّٰهِ اِنَّكُمْ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ذُوْ مَطَلٍ.

হাফিয তিবরানী, ইবনে হিব্বান এবং বায়হাকী ইহুদি আলেমদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে হতে জনৈক আলেমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর পবিত্র চেহারার প্রতি যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি তখনই নবুয়তের সকল নির্দশনাবলির পরিচয় পেয়েছি। তবে দু'টি নিদর্শন সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারিনি। (প্রথমটি হচ্ছে) তাঁর ধৈর্য ক্রোধ থেকে অগ্রগামী হবে। (অর্থাৎ রাগ থেকে ধৈর্য বেশি হওয়া।) (আর দ্বিতীয়ত হলো) তার প্রতি অভদ্র ও কঠোর আচরণ তার নম্রতা ও সহনশীলতাই বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ তার প্রতি যতই অভদ্র আচরণ করা হবে, ততই তার নম্রতা ও ভদ্রতা বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আমি তাঁর সাথে কৌশলে উঠাবসা করতে লাগলাম। যাতে করে তার সহিষ্ণুতা ও ক্রোধ সম্পর্কে অবগত হতে পারি। সে মতে একদিন আমি তার থেকে (বাইয়ে সলম হিসেবে) মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে কিছু খেজুর ক্রয় করি এবং অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে দেই। নির্ধারিত সময় আসার দুই/তিন দিন পূর্বে তার নিকট এ যেন জনসম্মুখে তাঁর জামা এবং চাদর ঘুচিয়ে ধরে উত্তেজিত চেহারায় তাকিয়ে বললাম, হে মুহাম্মদ! তুমি কি আমার পাওনা পরিশোধ করবে না? আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা বড় টালমাটালকারী।

শব্দ-বিশ্লেষণ

فَابْتَعْتُ : صِيْغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ اِبْتَاعَ (افتعال) اِبْتِيَاعًا ক্রয় করা

قُبَيْلَ : تَصْغِيْرُ قَبْلَ সামান্য পূর্বে

مَحَلّ : مصدر ميمى، حَلَّ بِالْمَكَانِ সময় আসা

مَجَامِعُ (و) مَجْمَعٌ মিলনস্থল

وَجْهٌ (ج) وُجُوْهٌ চেহারা

غَلِيْظٌ (ج) غِلَاظٌ মোটা, রূঢ়, নির্দয়

تَقْضِيْنِيْ : اَلْاَقْضٰى (ض) قَضَاءً পরিশোধ করা

ذُوْ অধিকারী

مَطَلٌ টালমাটাল

اَجَلٌّ (مؤ) جَلّٰى (ج) جَلَلٌ সুমহান, গুরুত্বপূর্ণ, বিশিষ্ট

اَحْبَارٌ (و) حِبْرٌ জ্ঞানী লোক, পণ্ডিত

لَمْ اُخْبَرْ (و) خَبْرَةٌ ، مَخْبِرَةٌ অবগত হয়নি

(ن) خَبْرَةٌ، خَبَرَةٌ পরীক্ষা করিনি

حِلْمٌ ধৈর্য

جَهْلٌ মূর্খতা, (আর মূর্খতার কারণেই রাগ আসে)

اَتَلَطَّفُ : صِيْغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ تَلَطَّفَ (تفعل) تَلَطُّفًا কোমল আচরণ করা, কোমলতা প্রদর্শন করা

اُخَالِطُ : صِيْغَةُ الْمُتَكَلِّمِ، مِنْ خَالَطَ (مفاعلة)

مُخَالَطَةٌ মেলামেশা করা, মিশ্রিত হওয়া

فَقَالَ عُمَرُ اَىْ عَدُوَّ اللّٰهِ! اَتَقُوْلُ لِرَسُوْلِ ﷺ مَا اَسْمَعُ؟ فَوَ اللّٰهِ لَوْلَا مَا اُحَاذِرُ قُرْبَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِىْ رَأْسَكَ ، وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلٰى عُمَرَ فِىْ سُكُوْنٍ وَتَوَدُّدٍ وَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ : اَنَا وَهُوَ كُنَّا اَحْوَجَ اِلٰى غَيْرِ هٰذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ! اَنْ تَأْمُرَنِىْ بِحُسْنِ الْاَدَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِىْ اِذْهَبْ بِهٖ فَاقْضِهٖ وَ زِدْهُ عِشْرِيْنَ صَاعًا مَكَانَ مُنَازَعَتِهٖ فَقُلْتُ يَا عُمَرُ كُلُّ عَلَامَاتٍ قَدْ عَرَفْتُهَا فِىْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ نَظَرْتُ اِلَيْهِ اِلَّا اِثْنَتَيْنِ، لَمْ اُخْبِرْهُمَا يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلَايَزِيْدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ اِلَّا حِلْمَهُ فَقَدْ اُخْبِرْتُهُمَا اُشْهِدُكَ اِنِّىْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا .

(ঘটনাক্রমে হযরত ওমর (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তার এই সব কথাগুলো শুনতে পেলেন) তাই হযরত ওমর (রা.) বলে উঠলেন, ওহে আল্লাহর দুশমন! আমি (স্বীয় কান দ্বারা) যা শ্রবণ করছি তুমি কি তা রাসূল ﷺ কে বলেছ? আল্লাহর কসম! যদি তাঁর নৈকট্যের আশংকা না হতো, তাহলে এখনই আমার তরবারি দ্বারা তোমার গরদান উড়িয়ে দিতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হেসে ভালবাসা মিশ্রিত গাম্ভীর্যপূর্ণ অবয়বে হযরত ওমর (রা.) -এর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে ওমর! আমি এবং সে তোমার থেকে ইহা ভিন্ন অন্য কিছুর অধিক মুখাপেক্ষী ছিলাম। (আর তা হলো) আমাকে যাথাযথ পাওনা আদায় এবং তাকে ভদ্রতার সাথে (ঋণ আদায়ের) তাগাদা দেওয়ার কথা তোমার বলা উচিত ছিল। তাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও এবং তার প্রাপ্য আদায় করে দাও। আর তার সঙ্গে ঝগড়ার মাশুল হিসেবে বিশ 'সা' (খেজুর) অতিরিক্ত দিয়ে দাও। ইহুদি আলেম বলেন, এরপর আমি বললাম, হে ওমর! যখন আমি রাসূল ﷺ-এর পবিত্র চেহারার প্রতি দৃষ্টি মেলেছি তখন নবুয়তের সকল নির্দশনাবলি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তবে দু'টি নিদর্শন সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। তা হলো তাঁর ধৈর্য ক্রোধ থেকে অগ্রগামী হওয়া, আর তাঁর প্রতি কঠোর আচরণ তাঁর সহনশীলতা বৃদ্ধি করা। আজ সে দু'টি সম্পর্কেও অবগত হতে পারলাম। আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, 'রব' হিসেবে আমি আল্লাহর উপর, 'দীন' হিসেবে ইসলামের উপর এবং 'নবী' হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর সন্তুষ্ট আছি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَوْلَا -এর ব্যবহার তিন ধরনের ঃ

لولا

(১) দু'টি বাক্যের শুরুতে আসে যার মধ্যে প্রথমটি الجملة الاسمية এবং দ্বিতীয়টি الجملة الفعلية হয়। যেমন- لَوْلَا زَيْدٌ لَاَكْرَمْتُكَ যদি যায়েদ না হতো, তাহলে তোমাকে সম্মান করতাম।

(২) আবেদন-নিবেদনের জন্য। যেমন- لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ আল্লাহর নিকট তোমরা কেন ক্ষমা প্রার্থনা করছ না?

(৩) ধমক ও লজ্জা দেওয়ার জন্য।

مَا اُحَاذِرُ : (صيغة المتكلم) (مفاعلة) مُحَاذَرَة ভয় না করতাম, আশংকা না হতো

قُرْبٌ নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা

سُكُوْنٌ শান্ত ভাব, নীরবতা

تَوَدُّدٌ (تفعل) مص বন্ধুত্ব করা, বন্ধুত্ব কামনা করা

اِقْضِهٖ : صِيغَةُ الْاَمْرِ مِنْ قَضٰى (ض) قَضَاءً পরিশোধ করো, আদায় করে দাও

اَلطَّمْعُ

يُقَالُ إِنَّ اَشْعَبَ مَرَّ يَوْمًا فَجَعَلَ الصِّبْيَانُ يَعْبَثُوْنَ بِهٖ : فَقَالَ لَهُمْ وَيْلَكُمْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُفَرِّقُ تَمرًا مِنْ صَدَقَةِ عُمَرَ فَمَرَّ الصِّبْيَانُ يَعْدُوْنَ اِلٰى دَارِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَدَا اَشْعَبُ مَعَهُمْ وَقَالَ مَا يُدْرِيْنِيْ؟ لَعَلَّهٗ يَكُوْنُ حَقًّا ـ

كَفُّ اللِّسَانِ عَنِ الْوُقُوْعِ فِيْ عِرْضِ الْاِنْسَانِ

لَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ لَهٗ مَا تَقُوْلُ فِيْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ (رضـ) ؟ قَالَ اَقُوْلُ فِيْهِمَا كَمَا قَالَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّيْ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنْكَ قَالَ وَمَنْ ذٰلِكَ قَالَ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ حَيْثُ قَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ : فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى فَقَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ ـ

نَوْعٌ غَرِيْبٌ مِنَ الْمَسَابَّةِ

قَالَ بَعْضُهُمْ وَجَدْتُ عَلٰى قَبْرٍ مَكْتُوْبًا اَنَا ابْنُ مَنْ كَانَتِ الرِّيْحُ طَوْعًا لِاَمْرِهٖ يَحْبِسُهَا اِذَا شَاءَ وَيُطْلِقُهَا اِذَا شَاءَ قَالَ فَعَظُمَ فِيْ عَيْنِيْ مِصْرَعُهٗ ثُمَّ الْتَفَتُّ اِلٰى قَبْرٍ اٰخَرَ قُبَالَتَهٗ فَاِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوْبٌ لَا يَغْتَرُّ اَحَدٌ بِقَوْلِهٖ فَمَا كَانَ اَبُوْهُ اِلَّا بَعْضَ الْحَدَّادِيْنَ يَحْبِسُ الرِّيْحَ فِيْ كِيْرِهٖ وَيَتَصَرَّفُ فِيْهَا قَالَ فَعَجِبْتُ مِنْهُمَا يَتَسَابَّانِ مَيِّتَيْنِ ـ

লোভ-লালসা

কথিত আছে যে, একদিন হযরত আশ'আব কোনো স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন, (সেখানকার দুষ্ট) ছেলেরা তার সাথে বিদ্রূপ করতে লাগল। তিনি (ছেলেদেরকে তার থেকে অমনোযোগী করার জন্য।) বললেন, (ওহে বোকারা!) তোমরা এখানে তামাশা করছ? অথচ সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ হযরত ওমর (রা.)-এর সদকার খেজুর বিতরণ করছেন! এতদশ্রবণে ছেলেরা সালেমের বাড়ির দিকে ছুটল। তাদের একযোগে দৌড় দেখে আশ'আবও এ মনে করে দৌড়াতে লাগল যে, কি জানি? হতে পারে বাস্তবেই খেজুর বিতরণ করা হচ্ছে। (বলাবাহুল্য লোভের তাড়নায়ই তিনি বাচ্চাদের অনুসরণ করে দৌড়াচ্ছিলেন।)

মানুষের মানহানী থেকে জবানকে বিরত রাখা

হযরত হাসান বসরী (র.) যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁকে প্রশ্ন করেছিল? হযরত আলী ও ওসমান (রা.) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি তাঁদের সম্পর্কে ঐ কথাই বলব যা আমার থেকে উত্তম ব্যক্তি তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে বলেছিলেন। হাজ্জাজ বলল, তারা কারা? তিনি বললেন, হযরত মূসা (আ.) এবং ফেরাউন। যখন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হবে? অর্থাৎ যারা বহুবছর পূর্বে ঈমান আনয়ন ব্যতীতই পৃথিবী থেকে চলে গেছে, তাদের কি অবস্থা হবে?

তখন হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন, সেসব লোকদের পরিণাম ফল আমার প্রতিপালকের নিকট লওহে মাহফূজে সংরক্ষিত আছে।

বিরল নীরব কথা কাটাকাটি

জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করে বলেন যে, আমি একটি কবরে এই বাক্যটি লিখিত দেখলাম "আমি এমন ব্যক্তির ছেলে, বাতাসও যার নির্দেশের অনুগত ছিল, যখন ইচ্ছা বাতাসকে আটকিয়ে রাখতেন এবং যখন ইচ্ছা ছেড়ে দিতেন।" বর্ণনাকারী বলেন যে, তার এ পংক্তিটি আমার দৃষ্টিতে বড় আশ্চর্যজনক মনে হলো। অনন্তর আমি উহার সম্মুখভাগে অন্য একটি কবরের প্রতি তাকালাম। (দেখতে পেলাম) সেখানে লেখা রয়েছে "কেউ যেন তার কথায় প্রতারিত না হয়। কেননা তার পিতা কেবলমাত্র একজন (সাধারণ লোক অর্থাৎ) লৌহকার (কামার) ছিল। সে বাতাসকে তার হাপরে আটক রেখে তাতে কর্তৃত্ব করতো।" বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি তাদের দু'জনের কথায় খুব আশ্চর্য হয়েছি যে, তারা মৃত অবস্থায়ও পরস্পরে গালিগালাজ করছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

دخل عَلَى সাক্ষাৎ করল
دَخَلَ (ن) دُخُولًا প্রবেশ করল
اَلْقُرُوْنُ، (و) قَرْنٌ যুগ, শতাব্দী, (শিং) পূর্বকালের লোক
نَوْعٌ (ج) أَنْوَاعٌ প্রকার, ধরন
غَرِيْبٌ (مؤ) غَرِيْبَةٌ (ج) غَرَائِبُ বিরল, বিস্ময়কর, অপরিচিত
اَلْمُسَابَّةُ (مفاعلة) مص পরস্পরে গালি দেওয়া
اَلرِّيْحُ (ج) رِيَاحٌ বাতাস, বায়ু
طَوْعًا مص ، بمعنى اسم الفاعل আনুগত্য হওয়া, বাধ্য হওয়া
يَحْبِسُ (ض) حَبْسًا আটক করে, বন্দী করে
يُطْلِقُ اطلق (افعال) إِطْلَاقٌ ছেড়ে দেয়, মুক্তি দেয়
عَظُمَ (ك) عِظَامَةً বিরাট হলো, বড় হলো, আশ্চর্য মনে হলো।
مِصْرَعٌ পংক্তি
اِلْتَفَتُّ : اِلْتَفَتَ (افتعال) اِلْتِفَاتٌ দৃষ্টি দিলাম, তাকালাম
قُبَالَةٌ সম্মুখ, অগ্রভাগ
لَا يَغْتَرُّ (افتعال) اِغْتِرَارًا ধোঁকা খাওয়া, প্রতারিত হওয়া
اَلْحَدَّادِيْنَ (و) حَدَّادٌ কামার, লৌহকার
كِيْرٌ হাপর, কামারের বাতাস আটকে রাখার যন্ত্র
يَتَصَرَّفُ (تفعل) تَصَرُّفًا ক্ষমতা প্রয়োগ করতো, হস্তক্ষেপ করতো
يَتَسَابَّانِ : سَابَّ (مفاعلة) مُسَابَّةٌ পরস্পরে গালি দেওয়া

اَلطَّمَعُ (س) مص লোভ করা, লালসা করা।
اَلصِّبْيَانُ (و) صَبِيٌّ বালক, ছেলে, শিশু।
يَعْبَثُوْنَ (س) عَبَثًا খেলা করছে; তামাশা করছে, (নিরর্থক কাজ করা)
وَيْلٌ অর্থ– ধ্বংস। দোযখের একটি ঘাটির নাম ও ويل ইহা বদদোয়া বা আশ্চর্য প্রকাশের জন্য ও ويلكم- ويل ব্যবহৃত হয়।
يُفَرِّقُ - فَرَّقَ (تفعيل) تَفْرِيْقًا ভাগ করা, পৃথক করা
تَمْرٌ (ج) تُمُوْرٌ খেজুর
صَدَقَةٌ (ج) صَدَقَاتٌ সদকা, দান
يَعْدُوْنَ : عَدَا (ن) عَدْوًا দৌড়াতে লাগল, ছুটতে লাগল
دَارٌ (ج) دِيَارٌ বাড়ি
عَدَا (ن) عَدْوًا ছুটে চলল, দৌড়াল
مَا يُدْرِيْنِيْ - مَا الْاِسْتِفْهَامِيَّةُ الْاِنْكَارِيَّةُ
أَدْرَى (افعال) إِدْرَاءٌ
আমি কি জানি? কোন জিনিস আমাকে অবগত করবে?
বলা হয় مَا أَدْرَاكَ তুমি কি জান অর্থাৎ তুমি জান না। এ রকমই مَا يُدْرِيْ আমি কি জানি? অর্থাৎ আমি জানি না।
كَفَّ عن (ن) مص বিরত রাখা, বাঁধা দেওয়া, বিরত হওয়া
اَللِّسَانُ (ج) اَلْسِنَةٌ، اَلْسُنٌ জিহবা, ভাষা, কথা
عِرْضٌ (ج) أَعْرَاضٌ সম্মান, মর্যাদা
بَالٌ অবস্থা, সমাচার

مَعْنٰى قَوْلِهِمْ فُلَانٌ اَشْاَمُ مِنْ طُوَيْسٍ

هُوَ طُوَيْسُ الْمُغَنِّيْ لِاَنَّهُ قَالَ وُلِدْتُّ يَوْمَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفُطِمْتُ يَوْمَ تُوُفِّيَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَبَلَغْتُ الْحُلُمَ يَوْمَ قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَتَزَوَّجْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَاءَنِيْ وَلَدٌ يَوْمَ قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاٰخَرُ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ مَسْمُوْمًا قَالَ : وَمَا دُمْتُ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ لَا تَأْمَنُوْا مِنْ ظُهُوْرِ الدَّجَّالِ ـ

مَنْ قَالَ مَا لَايَنْبَغِيْ سَمِعَ مَا لَايَشْتَهِيْ

يُرْوٰى اَنَّ اَبَا! دِلْفَ قَصَدَهُ شَاعِرٌ تَمِيْمِيٌّ وَقَالَ لَهُ مِمَّنْ اَنْتَ؟ فَقَالَ مِنْ تَمِيْمٍ ، فَقَالَ اَبُوْ دِلْفَ :

تَمِيْمٌ بِطُرُقِ اللَّوْمِ اَهْدٰى مِنَ الْقَطَا ✻ لَوْ سَلَكَتْ سُبُلَ الْهِدَايَةِ ضَلَّتْ

فَقَالَ لَهُ التَّمِيْمِيُّ : نَعَمْ ، بِتِلْكَ الْهِدَايَةِ جِئْتُ اِلَيْكَ فَاَفْحَمَهُ ـ

اَلتَّضَرُّعُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى شَانُهُ

حَكٰى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُرَاسَانِيْ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ اَبِيْ سَنَةَ حَجِّ الرَّشِيْدِ فَاِذَا نَحْنُ بِالرَّشِيْدِ وَاقِفٌ حَاسِرٌ حَافٍ عَلَى الْحَصْبَاءِ وَقَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَرْتَعِدُ وَيَبْكِيْ وَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنْتَ اَنْتَ وَاَنَا اَنَا ، اَنَا الْعَوَّادُ بِالذَّنْبِ وَاَنْتَ الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ اِغْفِرْلِيْ فَقَالَ لِيْ اَبِيْ اُنْظُرْ اِلٰى جَبَّارِ الْاَرْضِ كَيْفَ يَتَضَرَّعُ اِلٰى جَبَّارِ السَّمَاءِ ـ

'অমুক তুওয়াইস থেকেও অপয়া' আরবদের এ প্রবাদ কথার তাৎপর্য

(আরবদের প্রবাদে) তুওয়াইস দ্বারা উদ্দেশ্য 'তুওয়াইসে মুগান্নী'। কেননা সে (তার অসৌভাগ্যের বিবরণ পেশ করতে গিয়ে) বলেছে– আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়েছে, আমি দুধ পান করা ছেড়েছি যেদিন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়েছে। আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছি, যেদিন হযরত ওমর (রা.) শহীদ হয়েছেন। আমি বিবাহ করেছি, যেদিন হযরত ওসমান (রা.) শাহাদত বরণ করেছেন। আমার প্রথম সন্তান হয়েছে, যেদিন হযরত আলী (রা.) শহীদ হয়েছেন এবং আমার দ্বিতীয় সন্তান এর জন্ম হয়েছে যেদিন হযরত হাসান (রা.) বিষক্রিয়ায় শহীদ হয়েছেন। অতঃপর তুওয়াইস বলেন, আমি যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে থাকব ততদিন পর্যন্ত তোমরা দাজ্জালের আবির্ভাব থেকে নিশ্চিন্ত হয়ো না।

অনুচিত বললে অপ্রীতিকর শ্রবণ অবধারিত

বর্ণিত আছে যে, আবূ দিলফের নিকট একজন তামিমী কবি আসল। আবূ দিলফ তাকে শুধালেন, তুমি কোন গোত্রের লোক?

সে বলল, তামীম গোত্রের! আবূ দিলফ (তাকে ব্যঙ্গ করে) এ পংক্তিটি পাঠ করলেন : তামীম গোত্রবাসী নিচু পথ গমনে কাতা পাখি থেকেও দ্রুততম, তারা সোজা-সরল পথেও যদি চলে তবুও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তামিমী বলল, সেই সোজা পথেই আপনার নিকট এসেছি। একথা বলে সে তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছে।

[তামীমবাসী ভ্রান্তি অনুসরণে
কাতা পাখি থেকেও অগ্রগামী;
তারা সোজা পথ গ্রহণে ও
হয়ে যায় বিপথগামী।]

আল্লাহর নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা

ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ খোরাসানী বর্ণনা করেন যে, আমি আমার পিতার সাথে সেই বছর হজ করেছি, যেই বছর বাদশাহ হারুনুর রশীদ হজ করেছেন। আমরা প্রত্যক্ষ করলাম হারুনুর রশীদ অনাবৃত মস্তকে, খালি পায়ে প্রস্তর খণ্ডের উপর দণ্ডয়মান হয়ে, হস্তদ্বয় উঁচু করে, কম্পিত অবস্থায় কেঁদে কেঁদে বলছেন, হে প্রতিপালক! আপনি তো আপনিই, আর আমি তো আমিই। আমি হলাম পাপে অভ্যস্ত আর আপনি হলেন ক্ষমায় অভ্যস্ত। আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন! ইব্‌রাহীম বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, জমিনের শক্তিধর (হারুনুর রশীদ)-এর প্রতি লক্ষ্য করো, কিভাবে সে আসমানের শক্তিধরের কাছে অনুনয়-বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করছে!

শব্দ-বিশ্লেষণ

ضَلَّتْ (ض) ضَلَالًا، ضَلَالَةً পথভ্রষ্ট হয়ে যায়
أَفْحَمَ (افعال) إِفْحَامًا
উত্তর প্রদান থেকে নিশ্চুপ করে দিয়েছে, উত্তর প্রদান থেকে চুপ করিয়ে দিয়েছে, মুখ বন্ধ করে দিয়েছে
اَلتَّضَرُّعُ (تفعل)
মিনতি করা, অনুনয় করা, কায়মনোভাবে প্রার্থনা করা
حَكَى (ض) حِكَايَةً বর্ণনা করল
حَجَجْتُ (ن) حَجًّا হজ করেছি
سَنَةٌ (ج) سِنُوْنَ، سَنَوَاتٌ বছর
وَاقِفٌ (فا، مذ، مص : وقف، وقوف - ض) দণ্ডায়মান।
حَاسِرٌ (فا، مذ، مص : حسور - ن، ض) খালি পা বিশিষ্ট
اَلْحَصْبَاءُ কঙ্করময় স্থান
حصباء حصب কঙ্কর, প্রস্তর খণ্ড
(تث) يَدَيْهِ - (و) يَدٌ (ج) أَيْدِي (جع) ايادى হাত
يَرْتَعِدُ (افتعال) ارتعادا কাঁপছিল, কাঁপতেছিল
اَلْعَوَّادُ (مب، مص : عود - ن) অতি অভ্যস্ত
اَلْمَغْفِرَةُ (مصدر ميمى ، ض) ক্ষমা করা
جَبَّارٌ (مِنْ أَسْمَاءِ الْحُسْنٰى) শক্তিধর, ক্ষমতাশীল

أَشْأَمُ : اسم التفضيل (شَأَمَ (ك) شَآمَةً অশুভ হওয়া, অধিক অপয়া
وُلِدْتُ (ض) مصدر وِلَادَةً জন্ম গ্রহণ করেছি
تُوُفِّيَ (تفعل) تَوَفِّيًا ওফাত হয়েছে, মৃত্যু বরণ করেছেন
فُطِمْتُ (صيغة المجهول) فطم (ض) فَطْمًا দুধ পান ছেড়েছি
اَلْحُلُمُ (ن) مص বয়োপ্রাপ্ত হওয়া, স্বপ্ন দেখা
مَسْمُوْمًا (مف) مص : سم - ن বিষাক্ত, বিষমিশ্রিত
سَمٌّ বিষ
مَا دُمْتُ (ن، س) دَوْمًا ، دَوَامًا যতদিন থাকি
بَيْنَ মাঝে, মধ্যে
أَظْهُرُ (و) ظَهْرٌ পিঠ
لَا تَأْمَنُوا (س) أَمْنًا، أَمَانًا নিশ্চিন্ত হওয়া, নিরাপদ হওয়া
يُرْوَى (ض) رِوَايَةً বর্ণিত হয়েছে
قَصَدَ (ض) قَصْدًا গমন করেছে, ইচ্ছা করেছে
طُرُقٌ (و) طَرِيْقٌ পথ, রাস্তা
اَللُّؤْمُ (مضى فى المقدمة)
أَهْدَى (اسم تفضيل مص : هداية - ض) অধিক হিদায়েত প্রাপ্ত
هَدَى (ض) هِدَايَةً، هُدًى পথপ্রদর্শন করা, পথ দেখানো
قَطَا এক ধরনের পাখি বিশেষ
سَلَكَتْ (ن) سُلُوْكًا পথ চলে যদি
سُبُلٌ (و) سَبِيْلٌ পথ

صُحْبَةُ الْاَحْدَاثِ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخَزَّازِ، قَالَ : رَاَيْتُ اِبْلِيْسَ فِى النَّوْمِ وَهُوَ يَمُرُّ عَنِّىْ نَاحِيَةً ، فَقُلْتُ : تَعَالِ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَعْمَلُ بِكُمْ؟ اَنْتُمْ طَرَحْتُمْ عَنْ نُفُوْسِكُمْ مَا اُخَادِعُ بِهِ النَّاسَ ، فَقُلْتُ مَا هُوَ؟ قَالَ الدُّنْيَا ، فَلَمَّا وَلّٰى اِلْتَفَتَ اِلَىَّ، فَقَالَ : غَيْرَ اَنَّ لِىْ فِيْكُمْ لَطِيْفَةً، قُلْتُ : مَاهِىَ؟ قَالَ صُحْبَةُ الْاَحْدَاثِ ۔

يَجِبُ عَلَى السَّائِلِ اَنْ يَّتَفَكَّرَ فِىْ سُؤَالِهٖ

دَخَلَ بَشَّارٌ عَلَى الْمَهْدِيِّ وَعِنْدَهٗ خَالُهٗ يَزِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرِ الْحِمْيَرِىْ فَاَنْشَدَهٗ قَصِيْدَةً يَمْدَحُهٗ بِهَا ، فَلَمَّا اَتَمَّهَا ، قَالَ لَهٗ يَزِيْدُ مَا صَنَاعَتُكَ اَيُّهَا الشَّيْخُ؟ فَقَالَ لَهٗ : اَثْقُبُ اللُّؤْلُؤَ ، فَقَالَ الْمَهْدِىُّ اَتَهْزَأُ بِخَالِىْ؟ فَقَالَ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَا يَكُوْنُ جَوَابِىْ لَهٗ؟ وَهُوَ يَرَانِىْ شَيْخًا اَعْمٰى، يُنْشِدُ شِعْرًا ، فَضَحِكَ الْمَهْدِىُّ وَاَجَازَهٗ ۔

কিশোর-কিশোরীর সাহচর্য

আবূ সাঈদ খাযযায-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন ইবলিস শয়তানকে স্বপ্নে দেখলাম যে, সে আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, এসো! সে বলল, তোমাদের কাছে এসে কি করব? যখন তোমরা ঐ বস্তুকে পশ্চাদে নিক্ষেপ করেছ যদ্বারা আমি মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকি। আমি বললাম, জিনিসটি কি? সে বলল, জাগতিক মোহ। অনন্তর সে যেতে যেতে আমার দিকে ফিরে বলল, আমার (উপকারের জন্য) তোমদের মাঝে শুধুমাত্র একটি ছিদ্রপথ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উহা কি? সে বলল, কিশোর কিশোরীর সাহচর্য লাভ।

প্রশ্নকর্তার ভেবে-চিন্তে প্রশ্ন করা জরুরি

একদা কবি বাশশার খলীফা মাহদীর নিকট আগমন করলেন। তখন সেখানে খলীফার মামা ইয়াযীদ ইবনে মানসূর হিময়ারী উপস্থিত ছিলেন। কবি বাশশার মাহদীর প্রশংসা করে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতা সমাপ্ত করার পর ইয়াযীদ কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুরব্বি! আপনার পেশা কি? (আপনি কি কাজ করেন?) কবি উত্তরে বললেন, মূর্তি ছিদ্র করি। (এতদশ্রবণে) খলীফা মাহদী বললেন, তুমি কি আমার মামার সঙ্গে বিদ্রূপ করছ? কবি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহা ব্যতীত আমার আর কি জওয়াব হতে পারে? অথচ তিনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন যে, আমি একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ মানুষ কবিতা আবৃত্তি করে বেড়াই। ইহা শ্রবণে মাহদী হেসে ফেললেন এবং তাকে পুরস্কৃত করলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَنْشَدَ ، (افعال) إِنْشَادًا

কবিতা আবৃত্তি করল, (সুর করে পরিবেশন করা, গাওয়া।)

يَمْدَحُ (ف) مَدْحًا প্রশংসা করে

صَنَاعَةٌ (ج) صَنَاعَاتٌ পেশা, কাজ, শিল্প কর্ম

أَثْقُبُ (ن) ثَقْبًا ছিদ্র করি, ফুটা করি

اَللُّؤْلُؤُ (ج) لَآلِئُ মতি

اَلشَّيْخُ : (ج) شُيُوخٌ ، أَشْيَاخٌ (جج) مَشَائِخُ বৃদ্ধ।

شيخ -এর ব্যবহার প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়, যিনি মানুষের মধ্যে ইলম, আমল এবং মর্যাদায় বড়। যদিও বয়সে ছোট হয়।

(أ) تَهْزَأُ (الهمزة للاستفهام (ف) هَزْئًا ، هَزِئَ (س) هَزُوًا ، هُزُوءٌ ঠাট্টা, বিদ্রূপ করছ?

أَعْمَى : (مؤ) عَمْيَاءُ (ج) عُمْيٌ - أَعْمَاءٌ অন্ধ, দৃষ্টিহীন

أَجَازَ (افعال) إِجَازَةً পুরস্কার প্রদান করল।

صُحْبَةٌ (س) مص সাহচর্য, সঙ্গ

اَلْأَحْدَاثُ (و) حَدَثٌ যুবক, নতুন, অল্পবয়সী

نَاحِيَةٌ (ج) نَوَاحِيُّ কিনারা, পার্শ্ব

تَعَالِ (ج) تَعَالَوْا আসো, এসো

طَرَحْتُمْ : طرح (ف) طَرْحًا নিক্ষেপ করা

نُفُوسٌ (و) نَفْسٌ আত্মা, রুহ সত্তা

أُخَادِعُ (مفاعلة) خِدَاعًا ، مُخَادَعَةً ধোঁকা দিব।

وَلَّى (تفعيل) تَوْلِيَةً

ফিরে গেল, পলায়ন করা, (ক্ষমতা দেওয়া)

لَطِيفَةٌ (ج) لَطَائِفُ সূক্ষ্ম, সরু, মজাদার গল্প

يَجِبُ (ض) وُجُوبًا ওয়াজিব হওয়া, অপরিহার্য হওয়া

اَلسَّائِلُ فا ، (سائل (ف) سؤالا) প্রশ্নকারী

(أَنْ) يَتَفَكَّرَ (ان المصدرية (تفعيل) تَفْكِيرًا

চিন্তা করা, ধ্যান করা, ধারণা করা

خَالٌ (ج) أَخْوَالٌ মামা

كَلَامُ الْعَرَبِ خَالٍ عَنِ الْحَشْوِ

رُوِىَ اَنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ الْكِنْدِيَّ الْمُتَفَلْسِفَ رَكِبَ اِلَى الْمُبَرِّدِ، قَالَ : اِنِّىْ اَجِدُ حَشْوًا فِىْ كَلَامِ الْعَرَبِ ، اَجِدُ الْعَرَبَ تَقُوْلُ "عَبْدُ اللّٰهِ قَائِمٌ" ثُمَّ يَقُوْلُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَائِمٌ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ لَقَائِمٌ وَمَعْنَى الْجَمِيْعِ وَاحِدٌ - فَقَالَ الْمُبَرِّدُ : بَلِ الْمَعَانِىْ مُخْتَلِفَةٌ لِاِخْتِلَافِ الْاَلْفَاظِ ، فَقَوْلُهُمْ، عَبْدُ اللّٰهِ قَائِمٌ، اِخْبَارٌ عَنْ قِيَامِهٖ، وَقَوْلُهُمْ، اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَائِمٌ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالِ سَائِلٍ مُتَرَدِّدٍ، وَقَوْلُهُمْ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ لَقَائِمٌ جَوَابٌ عَنْ اِنْكَارِ مُنْكِرٍ لِقِيَامِهٖ -

طُوْلُ الْاَمَلِ

كَانَ طَاشْتَكِيْنُ قَدْ جَاوَزَ تِسْعِيْنَ سَنَةً، فَاسْتَاْجَرَ اَرْضًا وَقْفًا مُدَّةَ ثَلَاثِ مِائَةِ سَنَةٍ عَلٰى جَانِبِ دِجْلَةَ لِيَعْمُرَهَا دَارًا ، وَكَانَ فِىْ بَغْدَادَ رَجُلٌ مُحَدِّثٌ يُحَدِّثُ فِى الْخَلْقِ يُسَمّٰى فُتَيْحَةُ، فَقَالَ : يَا اَصْحَابَنَا نُهَنِّئُكُمْ ، مَاتَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالُوْا كَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ طَاشْتَكِيْنُ عُمْرُهٗ تِسْعُوْنَ سَنَةً وَقَدْ اِسْتَاْجَرَ اَرْضًا ثَلَاثَ مِائَةِ سَنَةٍ، فَلَوْ يَعْلَمُ اَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ قَدْ مَاتَ ، مَا فَعَلَ هٰذَا ، فَتَضَاحَكَ اَصْحَابُهٗ -

---

আরবদের কথা অর্থহীন শব্দ থেকে মুক্ত

বর্ণিত আছে যে, আবুল আব্বাস কিন্দী ফালসাফী, বিশিষ্ট নাহু শাস্ত্রবিদ মুবাররাদের নিকট গিয়ে বলল, আমি আরবি ভাষায় অপ্রয়োজনীয় শব্দ লক্ষ্য করছি। কেননা আরবরা বলে عَبْدُ اللّٰهِ قَائِمٌ আবার বলে اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَائِمٌ আবার বলে اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ لَقَائِمٌ অথচ সবগুলোর অর্থ এক। মুবাররাদ বললেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং শব্দের ভিন্নতা হেতু প্রত্যেকটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তাদের কথা عَبْدُ اللّٰهِ قَائِمٌ এ বাক্যে আব্দুল্লাহর দাঁড়ানোর সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَائِمٌ এ বাক্যটি দ্বিধান্বিত প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ ব্যবহৃত হয় এবং তাদের কথা اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ لَقَائِمٌ এ বাক্যটি আব্দুল্লাহর দণ্ডায়মান অবস্থার অস্বীকারকারীর অস্বীকারের জবাব স্বরূপ।

উচ্চাভিলাষ

তাশতাকীনের বয়স নব্বই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। এই বয়োবৃদ্ধ কালে সে দাজলা নদীর তীরে একটি ওয়াক্‌ফকৃত ভূমিকে তিনশত বছর মেয়াদে ঘর বানানোর জন্য জমিন ইজারা নিয়েছেন। তখন বাগদাদে ফুতাইহা নাম্নী একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। যিনি লোকদেরকে হাদীস শুনাতেন। তিনি বললেন, হে আমার সঙ্গীগণ! তোমাদের শুভ

সংবাদ দিচ্ছি যে, জান হরণকারী ফেরেশতা আজরাঈল মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা বলল, ইহা কিভাবে হতে পারে? তিনি বললেন, তাশতাকীনের বয়স নব্বই বছর। সে তিনশ বছর মেয়াদে একটি ভূমি ইজারা নিয়েছে। যদি না সে এ সংবাদ জানত যে, মৃত্যু ফেরেশতা মারা গেছেন, তাহলে এ কাজ করতেন না। মুহাদ্দিসের কথা শুনে সকল সঙ্গীরা হেসে উঠল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لِيَعْمُرَ (دارا) اَللَّامُ لِلتَّعْلِيْلِ يَعْمُرُ (ن) عَمْرًا (اَلدَّارَ) বসতি স্থাপনের জন্য, বাড়ি বানানোর জন্য

مُحَدِّثٌ : (فا، مذ، مص: التحديث - تفعيل) মুহাদ্দিস, হাদীস বর্ণনাকারী

اَلْخَلْقُ (ج) خَلَائِقُ মাখলুক, সৃষ্টিজীব, মানুষ

نُهَنِّئُكُمْ (تفعيل) تَهْنِئَةً শুভ সংবাদ দিচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি

اِسْتَأْجَرَ (استفعال) اِسْتِئْجَارًا ভাড়া নিয়েছে, ইজারা নিয়েছে

تَضَاحَكَ (تفاعل) تَضَاحُكًا হাসাহাসি করল

كَلَامٌ কথা, ভাষা

خَالٍ (فا، مذ، مص : خلو - ن) শূন্য, মুক্ত

اَلْحَشْوُ নিরর্থক কথা বা শব্দ

اَلْمُتَفَلْسِفُ ফালসাফী, দর্শন শাস্ত্রবিদ

رَكِبَ (س) رُكُوْبًا আরোহণ করল, গেল

مُتَرَدِّدٌ (فا، مذ، مص : تردد - تفعل) দ্বিধান্বিত

طُوْلٌ (ن) مص : লম্বা হওয়া, দীর্ঘ হওয়া

طُوْلٌ উচ্চতা, দীর্ঘতা

اَلْأَمَلُ (ج) اَلْآمَالُ আশা, আকাঙ্ক্ষা

جَاوَزَ (مفاعلة) مُجَاوَزَةً অতিক্রম করেছে, ছাড়িয়ে গেছে

نَصِيحَةُ السُّلْطَانِ وَلُزُوم طَاعَتِهِ

رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِيْ اَبِيْ اَرٰى هٰذَا الرَّجُلَ (يَعْنِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض) يَسْتَفْهِمُكَ وَيُقَدِّمُكَ عَلَى الْاَكَابِرِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاِنِّيْ مُوْصِيْكَ بِخِصَالٍ اَرْبَعٍ لَا تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرَّهُ وَلَا يُجَرِّبَنَّ عَلَيْكَ كِذْبًا وَلَا تَطْوِ عَنْهُ نَصِيْحَتَهُ وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ اَحَدًا قَالَ الشَّعْبِيُّ فَقُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ خَيْرٌ مِنْ اَلْفٍ قَالَ اِيْ وَاللّٰهِ وَمِنْ عَشَرَةِ اٰلَافٍ ـ

اَلْهَزْلُ

حُكِيَ عَنْ اَشْعَبَ اَنَّهُ حَضَرَ وَلِيْمَةَ بَعْضِ وُلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ رَجُلًا بَخِيْلًا فَدَعَا النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَهُوَ يَجْمَعُهُمْ فِيْ مَائِدَةٍ فِيْهَا جَدْيٌ مَشْوِيٌّ فَيَحُوْمُ النَّاسُ حَوْلَهُ وَلَا يَمَسُّهُ اَحَدٌ مِنْهُمْ لِعِلْمِهِمْ بِبُخْلِهِ وَاَشْعَبُ كَانَ يَحْضُرُ مَعَ النَّاسِ وَيَرَى الْجَدْيَ فَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ زَوْجَتُهُ طَالِقٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ عُمُرُ هٰذَا الْجَدْيِ بَعْدَ اَنْ ذُبِحَ وَشُوِيَ اَطْوَلَ مِنْ عُمُرِهِ قَبْلَ ذٰلِكَ ـ

বাদশার কল্যাণ কামনা ও আনুগত্য আবশ্যকীয়

ইমাম শা'বী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [ইবনে আব্বাস (রা.)] বললেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, এ ব্যক্তিকে (হযরত ওমর (রা.) কে) লক্ষ্য করছি। (অধিকাংশ বিষয়ে) তোমার থেকে মতামত গ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের উপর তোমাকে প্রাধান্য দেন? তাই আমি তোমাকে চারটি বিষয়ের অসিয়ত করছি, (১) তাঁর গোপন বিষয় কিছুতেই কারো নিকট প্রকাশ করবে না, (২) তোমার প্রতি মিথ্যা পরীক্ষার সুযোগ দিবে না; (৩) তার জন্য কল্যাণকর এমন কোনো বার্তা লুকিয়ে রাখবে না, (৪) তাঁর নিকট কারো দোষচর্চা করবে না।

ইমাম শা'বী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললাম, প্রতিটি কথা হাজার স্বর্ণমুদ্রা থেকেও উত্তম। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, বরং দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা থেকেও উত্তম।

বিদ্রূপ

আশ'আব থেকে বর্ণিত যে, সে একসময় মদীনার কোনো হাকিমের ওলিমায় উপস্থিত হয়েছিলেন, সে হাকিম ছিল বড় কৃপণ। সে লোকদেরকে তিনদিন পর্যন্ত দাওয়াত দিতে থাকল এবং একটি দস্তরখানে সকলকে বসাতে থাকল। সেথায় একটি ভুনা বকরির বাচ্চা রাখা ছিল। লোকজন দস্তরখানের এদিক সেদিক ঘোরা ফেরা করতো; কিন্তু কেউ তা স্পর্শ করতো না। কেননা, হাকিমের কৃপণতা সম্পর্কে সবাই অবগত ছিল। আশ'আবও লোকজনের সঙ্গে উপস্থিত হতো, আর বকরির বাচ্চা প্রত্যক্ষ করতো। তৃতীয় দিন সে বলল, যদি এই ভুনা বাচ্চার বয়স জবাই করা ও ভুনা করার পূর্বের বয়স থেকে অধিক না হয়, তাহলে হাকিমের স্ত্রী তালাক।

শব্দ-বিশ্লেষণ

(لَا) تَطْوِ (ض) طَيًّا - اَلْحَدِيْثَ গোপন করো না

طَوٰى (اَلْاَرْضَ) অতিক্রম করা

لَا تَغْتَابَنَّ (افتعال) কখনো গিবত করো না

اَلْهَزْلُ রসিকতা, বিদ্রূপ, কৌতুক

اَلْهَزْلُ : مص বিদ্রূপ করা, রসিকতা করা

وَلِيْمَةٌ (ج) وَلَائِمُ ওয়ালিমা, ভোজসভা

وُلَاةٌ (و) وَالِيٌّ، وَالٍ গভর্নর, প্রশাসক

دَعَا (ن) دَعْوَةً দাওয়াত দিল।

بَخِيْلٌ (ج) بُخَلَاءُ কৃপণ।

مَائِدَةٌ (ج) مَوَائِدُ দস্তরখান

جَدْيٌ (ج) جِدَاءٌ، اَجْدٍ، جِدْيَانٌ (এক বছরের) ছাগল ছানা।

مَشْوِيٌّ (مص، مذ، مص : شَيٌّ - ض ভুনা, ভুনাকৃত

يَحُوْمُ (ن) حَوْمًا চক্কর দিতো, ঘোরা ফেরা করতো

(لَا) يَمَسُّهُ (ن) (س) مَسًّا، مَسِيْسًا স্পর্শ করতো না

ذَبَحَ (ف) ذَبْحًا জবাই করা

نَصِيْحَةٌ (ج) نَصَائِحُ সদুপদেশ

نَصِيْحَةٌ (ف) مص পরামর্শ দেওয়া, সদুপদেশ দেওয়া

اَلسُّلْطَانُ (ج) سَلَاطِيْنُ সুলতান, সম্রাট, রাজা

لُزُوْمٌ অপরিহার্যতা, প্রয়োজনীয়তা

اَللُّزُوْمُ (س) مص প্রয়োজনীয় হওয়া, লেগে থাকা

يَسْتَفْهِمُ (استفعال) اِسْتِفْهَامًا

(তোমাকে) জিজ্ঞাসা করে, (তোমার থেকে) মতামত গ্রহণ করে।

يُقَدِّمُ (تفعيل) تَقْدِيْمًا

অগ্রাধিকার দেয়, প্রাধান্য দেয়, (উপস্থাপন করে)

مُوْصِيْكَ (فا، مذ، مص : اِيْصَاءً - افعال)

(তোমাকে) অসিয়ত করছি, উপদেশ দিচ্ছি।

خِلَالٌ (و) خُلَّةٌ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণ, স্বভাব

(لَا) تُفْشِيَنَّ (افعال) اِفْشَاءً

কখনো ফাঁস করো না, প্রকাশ করো না

سِرٌّ (ج) اَسْرَارٌ গোপন কথা, রহস্য ভেদ

(لَا) يُجَرِّبَنَّ (تفعيل) تَجْرِبَةً

(কিছুতেই যেন) পরীক্ষিত না হও

أَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ

قَالَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَازِنِيْ : أَوْلَمَ عَلَيَّ أَبِيْ، لَمَّا تَزَوَّجْتُ فَعَمِلْنَا عَشَرَ جِفَانٍ ثَرِيْدًا مِنْ جَزُوْرٍ فَأَوَّلُ مَنْ جَاءَنَا هِلَالٌ (هُوَ هِلَالُ بْنُ أَسْعَدَ الْمَازِنِيْ مِنْ شُعَرَاءِ الدَّوْلَةِ الْأُمُوِيَّةِ) فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ جَفْنَةً فَأَكَلَهَا، ثُمَّ أُخْرَى، حَتَّى أَتَى عَلَى عَشْرِ جِفَانٍ ثُمَّ اسْتَسْقَى فَأُوْتِيَ بِقِرْبَةٍ مِنْ نَبِيْذٍ فَوَضَعَ طَرْفَهَا فِيْ شِدْقِهِ فَأَفْرَغَهَا فِيْ جَوْفِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَأْنَفْنَا عَمَلَ الطَّعَامِ.

অতিরিক্ত ভোজন থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি

(এক) সাদাকা ইবনে (আ.) মালিক মাযানী বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমার বিবাহ উপলক্ষে 'ওয়ালীমা'-এর ব্যবস্থা করেন। তাই আমরা উটের গোশত দ্বারা দশ গামলা 'ছারীদ' তৈরি করে রাখি। আমন্ত্রিত মেহমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম উমাইয়া শাসনের প্রসিদ্ধ কবি হেলাল ইবনে আস'আদ মাযানী আগমন করলেন। আমি একটি গামলা তার সম্মুখে পেশ করলে তিনি তা সাবাড় করে দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্র এভাবে ক্রমান্বয়ে দশ-দশটি বিশাল গামলার সমুদয় খাবার ভুড়ি ভোজন করলেন। এরপর তিনি পানি চাইলেন, তখন 'নাবীয' জাতীয় শরাবের একটি মটকা আনা হলো। তিনি পাত্রটির এক পার্শ্ব তার চোয়ালে রেখে সবটুকু 'নাবীয' গলাধঃকরণ করে নিলো। অতঃপর তিনি চলে গেলে আমাদের পুনরায় নতুনভাবে খাবার তৈরি করতে হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَعَاذَنَا (افعال) إِعَاذَةً আমাদেরকে রক্ষা করেন

عَاذَ (ن) يَعُوْذُ عَوْذًا আশ্রয় লওয়া

أَوْلَمَ (افعال) إِيْلَامًا

ওয়ালীমা করেছেন, (বিবাহ পরবর্তী) ভোজের আয়োজন করেছেন।

جَفْنَةً (و) جَفَنَاتٌ، جِفَانٌ গামলা, বড় পাত্র

قَصْعَةٌ

ইহা আরবদের সর্বাধিক বড় পাত্র, এর চেয়ে ছোট হলো যেখানে দশ জনের খাবার ধারণ করা যায়

ثَرِيْدٌ

ঝোলে ভিজানো টুকরা টুকরা রুটি ও গোশতের মণ্ড বিশেষ

جَزُوْرٌ (ج) جُزُرٌ উষ্ট্রী

قَدَّمْتُ (تفعيل) تَقْدِيْمًا পেশ করলাম

اِسْتَسْقَى (استفعال) اِسْتِسْقَاءً পানী চাইলেন

قِرْبَةٌ (ج) قِرَبٌ، قِرْبَاتٌ

মশকঃ পানি বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবহৃত চামড়ার থলে বিশেষ

نَبِيْذٌ (ج) أَنْبِذَةٌ

নাবীযঃ এক প্রকার পানীয়, খুরমা-খেজুর, আঙ্গুর, কিসমিস, যব, গম, মধু ইত্যাদি ভিজিয়ে তৈরি করা হয়।

وَضَعَ (ف) وَضْعًا রাখল, স্থাপন করল

طَرْفٌ (ج) أَطْرَافٌ পার্শ্ব, কিনারা, দিক

شِدْقٌ চোয়াল

أَفْرَغَ (افعال) إِفْرَاغًا খালি করে ফেলল, সাবাড় করে দিল

جَوْفٌ (ج) أَجْوَافٌ পেট, উদর

اِسْتَأْنَفْنَا নতুনভাবে আরম্ভ করলাম

وَكَانَ سَبَبُ مَوْتِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَنَّ نَصْرَانِيًّا اَتَاهُ وَهُوَ بِدَابِقٍ بِزَنْبِيْلٍ مَمْلُوْءٍ بَيْضًا وَاٰخَرَ مَمْلُوْءٍ تِيْنًا قَالَ قَشِّرُوْا فَجَعَلَ يَأْكُلُ بَيْضَةً وَتِيْنَةً حَتّٰى اَتٰى عَلَى الزَّنْبِيْلَيْنِ، ثُمَّ اَتَوْهُ بِقَصْعَةٍ مَمْلُوْءَةٍ مُخًّا بِسُكَّرٍ فَاَكَلَهُ فَاتَّخَمَ، فَمَرِضَ فَمَاتَ ـ

(দুই) সুলাইমান ইবনে (আ.) মালিকের মৃত্যুর কারণ এই ছিল যে, 'দাবিক' নামক স্থানে জনৈক খ্রিস্টান এক ঝুড়ি ডিম এবং এক ঝুড়ি ডুমুর ফল নিয়ে তার নিকট এল। সুলাইমান খাদিমদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, ডিম ও ডুমুরের খোসা ছাড়িয়ে দাও! তারা খোসা ছাড়িয়ে দিল, তখন তিনি একটি করে ডিম ও ডুমুর খেতে লাগলেন এবং খেতে খেতে দু'টি ঝুড়িই সাবাড় করে ফেললেন। অতঃপর খাদিমরা চিনি মিশ্রিত বিরাট এক বল ভরপুর মগজ এনে দিল। তিনি তাও খেয়ে ফেললেন। পরিণামে পেটের পিড়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قَشِّرُوْا (صيغة الامر، تفعيل) تَقْشِيْرًا খোসা ছাড়াও	زَنْبِيْلٌ، زَنْبِيْلٌ (ج) زَنَابِيْلُ ঝুড়ি, পাতার তৈরি ঝুড়ি
قَصْعَةٌ (ج) قَصَعٌ، قِصَاعٌ، قَصَعَاتٌ	مَمْلُوْءٌ (مف، مذ، مص : املاء ـ افعال)
বড় পেয়ালা, পাত্র, যেখানে দশজনের খাবার আঁটে।	পরিপূর্ণ, ভরা, বোঝাইকৃত
مُخٌّ (ج) مِخَاخٌ মগজ, মজ্জা।	بَيْضًا ডিম
اِتَّخَمَ (افعال) اِتِّخَامًا বদহজমী হলো, পেট খারাপ করল	تِيْنًا ডুমুর, আঞ্জির

وَلَمَّا حَجَّ سُلَيْمَانُ تَاذَّى بِحَرِّ مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : لَوْ اَتَيْتَ الطَّائِفَ فَاَتَاهَا فَلَمَّا كَانَ بِسُحُقٍ لَقِيَهُ ابْنُ اَبِي الزُّبَيْرِ فَقَالَ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِجْعَلْ مَنْزِلَكَ عَلَيَّ قَالَ كُلُّ مَنْزِلِيْ، فَرَمٰى بِنَفْسِهٖ عَلَى الرَّمْلِ، فَقِيْلَ لَهُ : يُسَاقُ اِلَيْكَ الْوِطَاءُ؟ فَقَالَ : الرَّمْلُ اَحَبُّ اِلَيَّ وَاَعْجَبَهُ بَرْدُهُ، فَاَلْزَقَ بِالرَّمْلِ بَطْنَهُ -

---

বাদশা সুলাইমান যখন হজ আদায়ের জন্য গেলেন তখন মক্কার উত্তপ্ত বালুকাময় ভূমির উষ্ণতায় অস্বাভাবিক কষ্ট অনুভব করেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাকে বললেন, যদি আপনি তায়েফ নগরীতে চলে আসেন তাহলে অনুকূল পরিবেশ পাবেন। তাই তিনি তায়েফ চলে গেলেন। যখন উঁচু উঁচু খেজুর বাগানে পৌছলেন, তখন সেখানে ইবনে যুবায়ের-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বাদশা সুলাইমানকে বললেন, আপনি আমার নিকট অবস্থান করুন। সুলাইমান বললেন, সব জায়গাই আমার অবস্থানস্থল। এ কথা বলে তিনি বালুকা রাশির উপর গা হেলিয়ে দিলেন। লোকেরা বলল, বিছানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বললেন, আমার কাছে বালুই অধিক প্রিয়। বালুর স্নিগ্ধতা ও শীতলতা তাকে মুগ্ধ করে তুলেছে বলে বালুর সঙ্গে স্বীয় পেট লাগিয়ে গড়াগড়ি দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَاذَّى (تفعل) تَاَذِّيًا কষ্ট বোধ করলেন

حَرٌّ কাল প্রস্তরময় ভূমি, উষ্ণতা

سُحُقٌ (و) سُحُوْقٌ দীর্ঘ খেজুর বাগান

سَحُقَ (ك) سُحُوْقَةً খেজুর বৃক্ষ লম্বা হওয়া

لَقِيَ (س) لِقَاءٌ সাক্ষাৎ করলেন

مَنْزِلٌ (ج) مَنَازِلُ ঘরবাড়ি, অবস্থানস্থল

رَمٰى (ض) رَمْيًا হেলিয়ে দিলেন

اَلرَّمْلُ। বালু।

يُسَاقُ (ن) سِيَاقَةً ، سَوْقًا

তাড়িয়ে নেওয়া, এগিয়ে নেওয়া, চলানো, (এখানে বিছিয়ে দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত)

اَلْوِطَاءُ চাঁদর বিছানো

اَعْجَبَهُ (افعال) اِعْجَابًا মুগ্ধ করল

بَرْدٌ শীতলতা, ঠাণ্ডা

اَلْزَقَ (افعال) اِلْزَاقًا লাগিয়ে দিলেন

بَطْنٌ পেট

قَالَ فَاُتِيَ اِلَيْهِ بِخَمْسِ رُمَّانَاتٍ، فَاَكَلَهَا فَقَالَ : اَعِنْدَكُمْ غَيْرُ هٰذِهٖ؟ فَجَعَلُوْا يَاتُوْنَهٗ بِخَمْسٍ بِخَمْسٍ بَعْدَ خَمْسٍ حَتّٰى اَكَلَ سَبْعِيْنَ رُمَّانَةً، ثُمَّ اَتَوْهُ بِجَدْيٍ وَسِتِّ دَجَاجَاتٍ، فَاَكَلَهُنَّ وَاَتَوْهُ بِزَبِيْبٍ مِنْ زَبِيْبِ الطَّائِفِ فَنَشَرَهٗ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَكَلَ عَامَّتَهٗ وَنَعِسَ - فَلَمَّا اِنْتَبَهَ اَتَوْهُ بِالْغَدَاءِ، فَاَكَلَ كَمَا اَكَلَ النَّاسُ فَاَقَامَ يَوْمَهٗ وَمِنْ غَدٍ قَالَ لِعُمَرَ : اُرَانَا قَدْ اَضْرَرْنَا بِالْقَوْمِ وَقَالَ لِاِبْنِ اَبِي الزُّبَيْرِ اِتَّبِعْنِيْ اِلٰى مَكَّةَ فَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَالُوْا لَهٗ: لَوْ اَتَيْتَهٗ فَقَالَ : اَقُوْلُ مَاذَا ؟ اَعْطِنِيْ ثَمَنَ قِرَاىَ الَّذِىْ قَرَيْتُكَهٗ -

---

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তার নিকট পাঁচটি আনার আনা হলো তিনি সেগুলো খেয়ে বললেন, আরো আছে কি? লোকেরা আরো পাঁচটি এনে দিল; এ ভাবে পাঁচটি পাঁচটি করে ক্রমান্বয়ে সত্তরটি আনার খেয়ে সাবাড় করলেন। এরপর একটি তেলে ভাজা বকরি ও ছয়টি মোরগ আনা হলো। তিনি সেগুলোও খেয়ে শেষ করলেন। এরপর লোকেরা তায়েফের কিসমিস নিয়ে এল। বাদশা সুলাইমান সেগুলো নিজের সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং তন্মধ্য থেকেও বেশির ভাগ খেয়ে ফেললেন। এরপর অবচেতনে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে আসলে সকালের সাধারণ নাস্তা পেশ করা হলো, সাধারণ নাস্তাও এ পরিমাণ খেলেন, যে পরিমাণ অন্যান্যরা খেল। সেদিন তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন। পরের দিন 'ওমর'কে বললেন, মনে হয় আমি লোকদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছি। বাদশা সুলাইমান ইবনে যুবাইরকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মক্কা চলো। তিনি গেলেন না। লোকেরা বলল, যদি যেতেন তাহলে ভালই হতো। তিনি বললেন, (যদি আমি যাই) তাহলে আমি কি বলব? আমি আপনার আপ্যায়নের জন্য যা খরচ করেছি তার দাম দিয়ে দিন?

শব্দ-বিশ্লেষণ

غَدٌ আগামী কাল, পরের দিন

اَضْرَرْنَا (افعال) اِضْرَارًا কষ্টে ফেলে দিয়েছি, বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছি

اِتَّبِعْنِيْ - اِتِّبَاعًا আমার সঙ্গে চলো

اَعْطِنِيْ (افعال) اِعْطَاءً প্রদান করুন

ثَمَنٌ (ج) اَثْمَانٌ، اَثْمِنَةٌ মূল্য, দাম

قِرًى নিমন্ত্রণের খাবার

قَرَيْتُكَهٗ ـ قَرٰى (ض) قِرًى، قِرَاءً - اَلضَّيْفَ আপ্যায়ন করেছি

رُمَّانَاتٌ (ج) رُمَّانَةٌ (و) আনার (ফল)

دَجَاجَاتٌ (ج) دَجَاجَةٌ (و) মুরগি

زَبِيْبٌ কিসমিস।

نَشَرَ (ن) نَشْرًا، نِشَارًا ছড়িয়ে দিলেন

عَامَّةٌ অধিকাংশ, বেশির ভাগ

نَعِسَ ঘুমিয়ে পড়লেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন

اِنْتَبَهَ (انفعال) اِنْتِبَاهًا জাগ্রত হলেন।

اَلْغَدَاءُ সকালের নাস্তা

اَقَامَ (افعال) اِقَامَةً অবস্থান করলেন

رَوَى الْعَتَبِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الشَّمَرْدَلِ وَكِيْلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّائِفَ دَخَلَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَاَيُّوْبُ اِبْنُهُ بُسْتَانًا لِعَمْرٍو. قَالَ : فَجَالَ فِي الْبُسْتَانِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : نَاهِيْكَ بِمَا لِكُمْ هٰذَا مَالًا ، ثُمَّ اَلْقَى صَدْرَهُ عَلَى غُصْنٍ، وَقَالَ وَيْلَكَ يَاشَمَرْدَلُ مَاعِنْدَكَ شَيْئٌ تُطْعِمُنِيْ قُلْتُ : بَلَى وَاللّٰهِ عِنْدِيْ جَدْيٌ كَانَتْ تَغْدُوْ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَتَرُوْحُ اُخْرَى، قَالَ عَجِّلْ بِهِ وَيْحَكَ! فَاَتَيْتُهُ بِهِ كَاَنَّهُ عُكَّةُ سَمْنٍ، فَاَكَلَهُ، وَمَا دَعَا عُمَرَ وَلَا اِبْنَهُ حَتّٰى اِذَا بَقِيَ الْفَخِذُ، قَالَ هَلُمَّ اَبَا حَفْصٍ : قَالَ اَنَا صَائِمٌ فَاَتَى عَلَيْهِ.

(চার) আতাবী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর উকিল শামারদাল বর্ণনা করেছেন, যখন খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক তায়েফ পৌঁছলেন, তখন তিনি ও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ এবং সুলাইমানের ছেলে আইয়ূব তিনজন হযরত আমরের বাগানে গেলেন (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ খলীফা কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরে বেড়ালেন। এরপর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেনঃ বাহ! তোমাদের সম্পদ তো বেশ মানসম্পন্ন। অতঃপর একটি বৃক্ষ শাখায় হেলান দিয়ে বললেন, হে শামারদাল! তোমার নিকট কি আমাকে খাওয়ানোর মতো কিছু নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, খোদার কসম আমার নিকট একটি ছাগল ছানা আছে, যাকে সকালে একটি গাভী দুধ পান করায় ও বিকালে অন্য একটি গাভী দুগ্ধ দান করে। খলীফা বললেন, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। আমি উহা নিয়ে আসলাম। বকরির বাচ্চাটি তরুতাজায় যেন ঘিয়ের বয়ম। সুলাইমান একা-ই তা খেলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে এবং তার নিজের ছেলে কাউকেও ডাকলেন না। যখন শুধু একটি রান বাকি ছিল তখন ওমরকে বললেন, হে আবূ হাফস! আসুন। তিনি বললেন, আমি রোজা রেখেছি। এরপর তিনি অবশিষ্টটুকুও সাবাড় করে দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قَدِمَ (س) قُدُوْمًا، قَدَمَانًا، مَقْدَمًا আগমন করলেন, পৌঁছলেন

بُسْتَانٌ (ج) بَسَاتِيْنُ বাগান, উদ্যান

جَالَ (ن) جَوْلَةً ، جَوْلَانًا ঘুরে বেড়ালেন, চক্কর দিলেন

نَاهِيْكَ (كلمة التعجب) বাহঃ কী চমৎকার! কী আর বলব!

صَدْرٌ (ج) صُدُوْرٌ বক্ষ, বুক

غُصْنٌ (ج) اَغْصَانٌ ، غُصُوْنٌ গাছের ডাল, শাখা

تَغْدُوْ (ن) غَدْوًا ، غَدْوَةً প্রত্যুষ করা, প্রভাতে চলা, সকালে যাওয়া বা আসা, এখানে অর্থ হলো সকালে দুধ পান করায়।

تَرُوْحُ (ن) رَوَاحًا সন্ধ্যায় গমন করা, সন্ধ্যায় দুধ পান করায়

عَجِّلْ (تفعيل) تَعْجِيْلًا জলদী করো, দ্রুত আনো

عُكَّةٌ বয়ম, ডিব্বা

سَمَنٌ ঘি

اَلْفَخِذُ রান

هَلُمَّ এসো

ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ يَا شَمَرْدَلُ! مَا عِنْدَكَ شَيْئٌ تُطْعِمُنِيْ ؟ قُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ دَجَاجَتَانِ هِنْدِيَّتَانِ كَاَنَّهُمَا رَالَا النَّعَامِ فَاَتَيْتُهُ بِهِمَا فَكَانَ يَأْخُذُ بِرِجْلِ دَجَاجَةٍ فَيُلْقِيْ عِظَامَهَا نَقِيَّةً حَتّٰى اَتٰى عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهٗ فَقَالَ وَيْلَكَ يَا شَمَرْدَلُ! مَا عِنْدَكَ شَيْئٌ تُطْعِمُنِيْ ؟ قُلْتُ بَلٰى عِنْدِيْ حَرِيْرَةٌ كَاَنَّهَا قُرَاضَةُ ذَهَبٍ قَالَ عَجِّلْ بِهَا وَيْلَكَ فَاَتَيْتُ بِعُسٍّ يَغِيْبُ فِيْهِ الرَّأْسُ فَجَعَلَ يَقْلَعُهَا بِيَدِهٖ وَيَشْرَبُ فَلَمَّا فَرَغَ تَجَشَّا فَكَاَنَّمَا صَاحَ فِيْ جُبٍّ ثُمَّ قَالَ يَا غُلَامُ اَفَرَغْتَ مِنْ غَدَائِيْ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَا هُوَ ؟ قَالَ ثَمَانُوْنَ قِدْرًا قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا قِدْرًا قِدْرًا قَالَ : فَأَكْثَرُ مَا اَكَلَ مِنْ كُلِّ قِدْرٍ ثَلٰثُ لُقَمٍ وَاَقَلُّ مَا اَكَلَ لُقْمَةً ثُمَّ مَسَحَ يَدَهٗ وَاسْتَلْقٰى عَلٰى فِرَاشِهٖ ثُمَّ اَذِنَ لِلنَّاسِ وَ وُضِعَتِ الْخَوَانَاتُ وَقَعَدَ وَاَذِنَ لِلنَّاسِ فَمَا اَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ اَكْلِهٖ -

---

অতঃপর আবার বললেন, হে শামারদাল! আমাকে খাওয়ানোর মতো তোমার নিকট আর কিছু নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, দু'টি হিন্দুস্তানী মুরগি আছে। মুরগিদ্বয় বড় ও তরতাজার দিক দিয়ে যেন উট পাখির বাচ্চা! আমি উহাও নিয়ে এলাম। তিনি মুরগির এক একটি রান ধরে খেতে লাগলেন এবং পরিষ্কার করে শুধু হাড়গুলো নিক্ষেপ করতেন। এ ভাবে উভয়টা খেয়ে ফেললেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে বললেন, হে শামারদাল! আমাকে খাওয়ানোর মতো আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, 'হারীর' নামক মানসম্পন্ন তরল খাদ্য আছে। যেন তাতে স্বর্ণের রেনু ছিটানো। আমি মাথা ঢুকে যায় এমন এক মোটা পাত্র ভরপুর হারীর এনে দিলাম। তিনি পাত্রটি নিজ হাতে উঁচু করে ধরে গলধ করণ করে নিলেন। অতঃপর উচ্চ কণ্ঠে এক ঢেকুর দিলেন, যেন গভীর কূপের ভিতর থেকে চিৎকার দিলেন, অতঃপর খাদেমকে বললঃ নাশতা তৈরি সম্পন্ন করেছ? খাদেম বলল, হ্যাঁ। খলীফা বলল, কী পরিমাণ? খাদেম বলল, আশি পাতিল। খলীফা বললেন, একটি একটি করে উপস্থিত করতে থাকো। প্রতিটি পাতিল থেকে ঊর্ধ্বে তিন লোকমা এবং নিদেন পক্ষে এক লুকমা করে অন্তত খাব। অতঃপর হাত পরিষ্কার করে বিছানায় শুয়ে গেলেন। এরপর সর্ব সাধারণকে খাওয়ানোর জন্য ডাকা হলো এবং দস্তরখানা বিছানো হলো। তিনিও তাদের সঙ্গে বসে গেলেন। লোকদেরকে খেতে বললেন এবং নিজেও খেলেন। কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা ছাড়া যা দেওয়া হলো তা-ই খেয়ে নিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

رَالَا (تث) (و) رَالٌ (ج) اَرْؤُلٌ، رِئْلَانٌ، رِئَالٌ، رَئَلَةٌ উট পাখির বাচ্চা

اَلنَّعَامُ উট পাখি

رِجْلٌ (ج) اَرْجُلٌ পা

(ج) عِظَامٌ (و) عَظْمٌ হাড়, হাড্ডি

نَقِيَّةٌ (مؤ) (مذ) نَقِيٌّ (ج) نَقَايَا পরিষ্কার করে

حَرِيْرَةٌ হারীরা ঃ একপ্রকার খাদ্য, আটা, দুধ এবং তৈল দ্বারা তৈরি করা হয়

قُرَاضَةٌ স্বর্ণ রুপার টুকরা, রেনু, যা কাটার সময় ছিটকে পড়ে

عُسٌّ (ج) عِسَاسٌ، اَعْسَاسٌ বড় পাত্র

فَجَعَلَ يَقْلَعُ (ف) قَلْعًا গল'ধঃকরণ করতে ছিলেন

تَجَشَّاءَ (تفعل) تَجَشُّاءً ঢেকুর দিলেন

جُبٌّ (ج) جِبَابٌ، اَجْبَابٌ কূপ, গর্ত, ঝোপ

قِدْرٌ (ج) قُدُوْرٌ পাতিল, হাড়ি

اَلْخَوَانَاتُ (و) خِوَانٌ দস্তরখানা

مَا تُورِثُهُ الْحِكْمَةُ الْيُونَانِيَّةُ

يُحْكَى أَنَّ الْمَأمُوْنَ لَمَّا هَادَنَ بَعْضَ مُلُوكِ الرُّومِ طَلَبَ مِنْهُ خَزَنَةَ كُتُبِ الْيُونَانِ وَكَانَتْ عِنْدَهُ مَجْمُوعَةً فِي بَيْتٍ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَجَمَعَ الْمَلِكُ خَاصَّتَهُ مِنْ ذَوِي الرَّايِ وَاسْتَشَارَهُمْ فِي ذٰلِكَ فَكُلُّهُمْ اَشَارَ بِعَدَمِ تَجْهِيزِهَا إِلَّا مَطْرَانًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ قَالَ جَهِّزْهَا إِلَيْهِم فَمَا دَخَلَتْ هٰذِهِ الْعُلُومُ عَلٰى دَوْلَةٍ شَرْعِيَّةٍ إِلَّا اَفْسَدَتْهَا وَاَوْقَعَتْ بَيْنَ عُلَمَائِهَا وَكَانَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ يَقُوْلُ : مَا اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ يَغْفُلُ عَنِ الْمَامُوْنِ وَلَابُدَّ اَنْ يُقَابِلَهُ عَلٰى مَا اعْتَمَدَهُ مَعَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ مِنْ اِدْخَالِ هٰذِهِ الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ بَيْنَ اَهْلِهَا ـ

'গ্রীক দর্শন' আমদানীর কুফল

বর্ণিত আছে, বাদশা মামূনুর রশিদ পারস্যের কোনো এক বাদশাহর সাথে যখন সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন তখন তিনি তার থেকে গ্রীক দর্শন সম্বলিত গ্রন্থভাণ্ডার চাইলেন। সেগুলো তার নিকট এমন স্থানে রক্ষিত ছিল যেখানে কারো হাত নেই। পারস্যের বাদশাহ তার নীতি নির্ধারকদেরকে একত্রিত করে এ প্রসঙ্গে পরামর্শ চাইলেন। একজন পাদরী ব্যতীত সকলেই তা প্রদান না করার মতামত দিল। পাদরী বলল, জাহাপনা! আপনি গ্রন্থভাণ্ডার তাদেরকে দিয়ে দিন। কেননা, এই দর্শন যে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রেই প্রবেশ করেছে, সে রাষ্ট্রকেই বিনাশ করে দিয়েছে এবং তাদের আলেমদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। হযরত তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া বলতেন, আমার মনে হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা বাদশা-মামুনকে এমনিতেই ছেড়ে দিবেন; বরং তিনি এই উম্মতের মাঝে এই জ্ঞান দর্শন অনুপ্রবেশের দ্বারা যে ক্ষতির দ্বার খুলেছেন-এ সম্পর্কে অবশ্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَا تُوْرِثُ : ما الاستفهامية (افعال) اِيْرَاثًا পশ্চাতে এসেছে, কুফল ডেকে এনেছে

اَلْحِكْمَةُ (ج) حِكَمٌ জ্ঞান-দর্শন, ফালসাফা

اَلْيُوْنَانِيَّةُ ইউনানী-গ্রীক

هَادَنَ (مفاعلة) مُهَادَنَةً পরস্পরে সন্ধিচুক্তি করেছে

خَزَانَةٌ (ج) خَزَائِنُ ভাণ্ডার, খাজানা

مَجْمُوْعَةٌ রক্ষিত, গচ্ছিত

خَاصَّةٌ বিশেষ

اِسْتَشَارَ (استفعال) اِسْتِشَارًا পরামর্শ চাইলেন

تَجْهِيْزُ (تفعيل) مص প্রস্তুত করা (প্রদান করা)

مَطْرَانًا (ج) مَطَارِنَةٌ পাদ্রীদের মধ্যে বড় সাধক

دَوْلَةٌ (ج) دُوَلٌ রাষ্ট্র, হুকুমত

يُقَابِلُ (مفاعلة) مُقَابَلَةً জবাবদিহি করা

اِعْتَمَدَ (افتعال) اِعْتِمَادًا ভরসা করেছে, ইচ্ছা করেছে

اَوْقَعَتْ (افعال) اِيْقَاعًا ঢেলে দিয়েছে

قِلَّةُ الطَّعَامِ

حُكِيَ اَنَّ الرَّشِيْدَ كَانَ لَهُ طَبِيبٌ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِكُمْ مِنْ عِلْمِ الطِّبِّ شَيْءٌ وَالْعِلْمُ عِلْمَانِ، عِلْمُ الْاَبْدَانِ وَعِلْمُ الْاَدْيَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ تَعَالٰى الطِّبَّ كُلَّهُ فِيْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ : وَمَاهِيَ؟ قَالَ لَا تُسْرِفُوْا ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ : وَلَا يُؤْثَرُ عَنْ نَبِيِّكُمْ فِي الطِّبِّ شَيْءٌ، فَقَالَ اَجْمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطِّبَّ فِيْ خَبَرٍ وَاحِدٍ قَالَ وَمَا هُوَ؟ قَالَ اَلْمِعْدَةُ بَيْتُ الْاَدْوَاءِ وَاَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ ، مَا تَرَكَ كِتَابُكُمْ وَلَا نَبِيُّكُمْ لِجَالِيْنُوْسَ طِبًّا ۔

আহারে স্বল্পতা

বর্ণিত আছে যে, বাদশা হারুনুর রশীদের একজন খ্রিস্টান ডাক্তার ছিল। একদিন সে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে ওয়াকিদকে বলল, তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে (কুরআনে) চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো কিছু নেই। অথচ জ্ঞান হচ্ছে দু'ধরনের। একটি হচ্ছে শারীরিক বা চিকিৎসা জ্ঞান, অপরটি হলো ধর্মীয় জ্ঞান। তখন আলী ইবনে হুসাইন বললেন, আল্লাহ তা'আলা তো গোটা চিকিৎসা বিদ্যাকে তদীয় কিতাবের একটি বাক্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। খ্রিস্টান ডাক্তার জানতে চাইল। উহা কোন বাক্যটি? তিনি বললেন : উহা হচ্ছে ولا تسرفوا (অপচয় করো না), এরপর খ্রিস্টান ডাক্তার বলল, তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে কোনো কিছু বর্ণিত নেই। আলী ইবনে হুসাইন বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো তাঁর একটি মাত্র হাদীসে পূর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্রের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, সে হাদীসটি কি? আলী ইবনে হুসাইন বললেন, তা হলো 'পাকস্থলী সকল রোগের উৎস, আর প্রতিটি শরীরকে ঐ পরিমাণ প্রদান করো যে পরিমাণ তুমি অভ্যস্ত করেছো।' (এতদশ্রবণে) খ্রিস্টান ডাক্তার বলল, তোমাদের কিতাব এবং তোমদের নবী জালীনূসের জন্য কোনো চিকিৎসা শাস্ত্র অবশিষ্ট রাখেননি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

- قِلَّةٌ (ض) مص — স্বল্পতা, কম হওয়া
- اَلطَّعَامُ (ج) اَطْعِمَةٌ — খাবার, খাদ্য
- طَبِيْبٌ (ج) اَطِبَّاءُ — ডাক্তার, চিকিৎসক
- اَلطِّبُّ — চিকিৎসা শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা
- اَلْاَبْدَانُ (ج) (و) بَدَنٌ — শরীর
- اَدْيَانٌ (ج) (و) دِيْنٌ — ধর্ম, দীন
- لَا تُسْرِفُوْا (س) سَرَفًا — অপচয় করো না
- لَا يُؤْثَرُ (ن ، ض) اَثْرًا ، اِثَارَةً ـ اَلْحَدِيْثَ — বর্ণিত হয়নি
- اَلْمِعْدَةُ — পাকস্থলী
- اَدْوَاءٌ (و) دَاءٌ — রোগ
- عَوَّدْتَ (تفعيل) تَعْوِيْدًا — অভ্যস্ত করা
- جَالِيْنُوْسُ — জালীনূস, জগদ্বিখ্যাত হাকীম

عَدْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَتَوَقِّيْهِ عَنِ التَّجَاوُزِ عَنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ

قَالَ كَثِيْرُ الْحَضْرَمِيُّ دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ مِنْ قِبَلِ اَبْوَابِ كِنْدَةَ فَاِذَا نَفَرٌ خَمْسَةٌ يَشْتِمُوْنَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ يَقُوْلُ اُعَاهِدُ اللّٰهَ لَاَقْتُلَنَّهُ فَتَعَلَّقْتُ بِهِ وَتَفَرَّقَتْ اَصْحَابُهُ عَنْهُ - فَاَتَيْتُ بِهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يُعَاهِدُ اللّٰهَ لَيَقْتُلَنَّكَ، فَقَالَ : اُدْنُ وَيْحَكَ مَنْ اَنْتَ؟ فَقَالَ : اَنَا سَوَارُ الْمُنْقَرِيُّ فَقَالَ : عَلِيٌّ (رض) خَلِّ عَنْهُ فَقُلْتُ اُخَلِّيْ عَنْهُ؟ وَقَدْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَيَقْتُلَنَّكَ قَالَ اَفَاقْتُلُهُ؟ وَلَمْ يَقْتُلْنِيْ قُلْتُ فَاِنَّهُ قَدْ شَتَمَكَ، قَالَ فَاشْتِمْهُ اِنْ شِئْتَ اَوْ دَعْهُ - وَ رُوِيَ فِيْ هٰذَا عَنْهُ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَنَّهُ قَالَ كَيْفَ اَقْتُلُ قَاتِلِيْ مَعْنَاهُ اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِيْ اَنْ اَقْضِيَ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ فَاِنَّهُ اِنْ اُرِيْدَ بِالْقَتْلِ اِرَادَةُ الْقَتْلِ مَجَازًا فَهُوَ مُرِيْدُ الْقَتْلِ لَا الْقَاتِلُ وَلَا يُقْتَصُّ مِمَّنْ اَرَادَ -

---

হযরত আলী (রা.)-এর ইনসাফ এবং আহকামে শরয়ীর পাবন্দী

কাছীর হাযরামী বর্ণনা করেছেন যে, আমি কূফার মসজিদে 'আবওয়াবে কিন্দা' দিয়ে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখতে পেলাম পাঁচজন লোক হযরত আলী (রা.)-কে গালিগালাজ করছে। তন্মধ্য হতে একজন লম্বা টুপি পরিহিত ব্যক্তি বলছে, শপথ খোদার! আমি আলীকে হত্যা করব। আমি তার নিকট গিয়ে তাকে পাকড়াও করলাম। তখন তার সঙ্গীরা সবাই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে ধরে নিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর নিকট এসে বললাম, আমি এই লোকটিকে একথা বলতে শুনেছি যে, সে বলেছে আল্লাহর শপথ আমি আলীকে হত্যা করব। হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমি কে? কাছে এসো! সে বলল, আমি ছাওয়ারুল মুনকারী। হযরত আলী (রা.) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। আমি বললাম, কিভাবে ছেড়ে দিতে পারি? সে তো আল্লাহর শপথ করে বলেছে আপনাকে হত্যা করবে। হযরত আলী (রা.) বললেন, তাহলে কি (তুমি চাও) আমি তাকে হত্যা করে দিব? অথচ সে আমাকে হত্যা করেনি। সে বলল, সে তো আপনাকে গালি দিয়েছে। হযরত আলী (রা.) বললেন, মনে চাইলে তুমিও তাকে গালি দিয়ে দাও, নতুবা ছেড়ে দাও। এ বিষয়ে তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার হত্যাকারীকে আমি কিভাবে হত্যা করবো? অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে কিসাসের ফয়সালা প্রদান করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কেননা হত্যা দ্বারা যদি রূপকভাবে হত্যার ইচ্ছা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে সে তো আমাকে হত্যার ইচ্ছা পোষণকারী মাত্র। প্রকৃত হত্যাকারী নয়। হত্যার ইচ্ছাকারী থেকে আর কিসাস নেওয়া যায় না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَدْلٌ ন্যায় বিচার
تَوَقِّيْهِ : اَلتَّوَقِّيْ (مص) বেঁচে থাকা, বিরত থাকা
اَلتَّجَاوُزُ সীমালঙ্ঘন করা
حُدُوْدٌ (ج) (و) حَدٌّ সীমা, শাস্তি, তলোয়ারের ধার
نَفَرٌ (ج) اَنْفَارٌ তিন থেকে দশ পর্যন্ত মানুষের দল
يَشْتِمُوْنَ (ض) شَتْمًا গালি-গালাজ করছে
بُرْنُسٌ টুপি, আরব দেশে ব্যবহৃত হয়
اُعَاهِدُ (صيغة المتكلم) مُعَاهَدَةٌ সন্ধি করছি, শপথ করছি
تَعَلَّقْتُ بِهِ শক্তভাবে পাকড়াও করলাম
تَفَرَّقَتْ (تفعل) تَفَرُّقًا বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে

اُدْنُ : دَنٰى (ن) دُنُوًّا নিকটে এসো, কাছে এসো
خَلِّ عَنْهُ ছেড়ে দাও
دَعْ (ف) وَدَاعًا ছেড়ে দাও
اَلْقِصَاصُ রক্তপণ
مَجَازًا রূপকভাবে
مُرِيْدٌ (فا، مص : اِرَادَةً - افعال) ইচ্ছাকারী, ইচ্ছুক
لَايُقْتَصُّ (افتعال) اِقْتِصَاصٌ কেসাস নিতে পারে না
مُفَوَّضٌ (مف، و، مص : تَفْوِيْضٌ) অর্পিত
اَوْلِيَاءُ (ج) (و) وَلِيٌّ ওলি, অভিভাবক

اِسْتِمَاعُ الْاِغْتِيَابِ

قَالَ الْعَتَبِيُّ : حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ سَعِيْدِ الْقَصْرِىِّ، قَالَ نَظَرَ اِلَىَّ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ وَ رَجُلٌ يَشْتِمُ بَيْنَ يَدَىَّ رَجُلًا فَقَالَ لِىْ : وَيْلَكَ (وَمَا قَالَ لِىْ : وَيْلَكَ قَبْلَهَا) نَزِّهْ سَمْعَكَ عَنْ اِسْتِمَاعِ الْخَنَاءِ كَمَا تُنَزِّهُ لِسَانَكَ عَنِ الْكَلَامِ بِهٖ فَاِنَّ السَّامِعَ شَرِيْكُ الْقَائِلِ، وَاِنَّهٗ عَمَدَ اِلٰى شَرِّ مَا فِىْ وِعَائِكَ فَاَفْرَغَهٗ فِىْ وِعَائِكَ وَلَوْرُدَّتْ كَلِمَةُ جَاهِلٍ فِىْ فِيْهِ لَسَعَدَ رَادُّهَا ، كَمَا شَقِىَ قَائِلُهَا ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى شَرِيْكَ الْقَائِلِ فَقَالَ سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ ـ

গিবত শ্রবণ অপরাধ

[১]আতাবী বলেন, আমার পিতা 'সাঈদ কাসরী' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সাঈদ) বলেন, আমার সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছিল। তখন 'আমর ইবনে উতবা' আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক! (ইতোপূর্বে তিনি কখনো এরূপ শব্দ আমাকে বলেননি) তোমার শ্রবণিন্দ্রীয়কে দোষ চর্চা শ্রবণ থেকে বিরত রাখো। যেমনিভাবে তোমার মুখকে দোষ চর্চা করা থেকে বিরত রেখেছ। কেননা মন্দের শ্রোতা গুনাহের মাঝে বক্তার অংশীদার। সে তার অন্তরের মন্দভাব তোমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছে। যদি মূর্খের কথা তার মুখে নিক্ষেপ করা হয় (অর্থাৎ খণ্ডন করা হয়) তাহলে নিক্ষেপকারী অবশ্যই পুণ্যবান; যেমনিভাবে উহার প্রবক্তা হতভাগা। আল্লাহ তা'আলা শ্রোতাকে বক্তার অংশিদারী সাব্যস্ত করেছেন। 'ওরা মিথ্যা শ্রবণকারী এবং হারাম ভক্ষণকারী।' (এ থেকে বুঝা যায় যে, মিথ্যা শ্রবণও গুনাহ; যেমনিভাবে বলা গুনাহ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

وِعَاءٌ (ج) اَوْعِيَةٌ (جج) اُوَعٌ পাত্র	اِسْتِمَاعٌ (استفعال) مص শ্রবণ করা
اَفْرَغَ (افعال) مص اِفْرَاغًا ঢেলে দিয়েছে	اَلْاِغْتِيَابُ (افتعال) مص অবর্তমানে দোষ চর্চা করা
(لَوْ) رُدَّتْ যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয়, নিক্ষেপ করা হয়	بَيْنَ يَدَىَّ আমার সামনে
فِيْهِ : (ج) اَفْوَاهٌ মুখ	نَزِّهْ (تفعيل) تَنْزِيْهًا পবিত্র রাখো, বিরত রাখো
سَعَدَ : (ف) سَعَادَةً পুণ্যবান হওয়া, সৌভাগ্যবান হয়েছে	سَمْعٌ কান
رَادُّهَا (فا ، ن مص الرد) খণ্ডনকারী, নিক্ষেপকারী	اَلْخَنَاءُ খারাপ কথা
شَقِىَ : (س) شَقَاوَةً، شَقْوَةً হতভাগা হয়েছে	اَلسَّامِعُ (فا، مذ) শ্রবণকারী
سَمَّاعُوْنَ : (صيغة المبالغة) অধিকশ্রবণকারী	شَرِيْكٌ (فا، مذ) অংশীদার
اَكَّالُوْنَ (صيغة المبالغة) অধিক ভক্ষণকারী	عَمَدَ عَمْدًا ইচ্ছা করেছে
اَلسُّحْتُ প্রত্যেক ঐ বস্তু যা খারাপ, দুষণীয়-হারাম যেমন-ঘুষ, সুদ, মদ	شَرٌّ খারাবি, অনিষ্ট

---

১. اَلْعَتَبِىُّ : তিনি عمرو بن عتبة ابن ابى سفيان : মৃত্যু ঃ ৯১ হিঃ। উমাইয়া বংশের অত্যন্ত বুযুর্গ, মিষ্টভাষী, ন্যায় ইনসাফ প্রিয় এবং অন্যায়-অত্যাচার অপছন্দকারী লোক ছিলেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন আবদুর রহমান ইবনে আশআছ যুদ্ধের জন্য রওনা হন, তখন তার সঙ্গে তিনিও যোগ দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

قُوَّةُ الْفَصَاحَةِ

قَالَ صَاحِبُ الْاَغَانِيْ اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَرِيْرٍ : مَنْ اَشْعَرُ النَّاسِ ؟ قَالَ : قُمْ حَتّٰى اُعَرِّفَكَ الْجَوَابَ ، فَاَخَذَ بِيَدِهٖ وَجَاءَ اِلٰى اَبِيْهِ عَطِيَّةَ، وَقَدْ اَخَذَ عَنْزًا ، فَاعْتَقَلَهَا ، وَجَعَلَ يَمُصُّ ضَرْعَهَا ، فَصَاحَ بِهٖ اُخْرُجْ يَا اَبَتِ ، فَخَرَجَ شَيْخٌ زَمِيْمٌ رَثُّ الْهَيْأَةِ وَقَدْ سَالَ لَبَنُ الْعَنْزِ عَلٰى لِحْيَتِهٖ، فَقَالَ : تَرٰى هٰذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اَوَ تَعْرِفُهٗ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : هٰذَا اَبِيْ اَتَدْرِيْ لِمَ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ ضَرْعِ الْعَنْزِ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : مَخَافَةَ اَنْ يُسْمَعَ صَوْتُ الْحَلْبِ فَيُطْلَبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : اَشْعَرُ النَّاسِ : مَنْ فَاخَرَ بِهٰذَا الْاَبِ ثَمَانِيْنَ شَاعِرًا وَقَارَعَهُمْ فَغَلَبَهُمْ جَمِيْعًا .

বাগ্মিতা

[১]'সাহিবুল ইগানী' বলেন, জনৈক ব্যক্তি কবি জারীরকে জিজ্ঞাসা করল, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি কে? জারীর বলল, আমার সাথে চলুন। আপনাকে এর জবাব বাস্তবে বুঝিয়ে দিব। জারীর প্রশ্নকারীর হাত ধরে তার পিতা 'আতিয়্যা'র নিকট গেলেন। তিনি (আতিয়্যা) তখন একটি বকরি ধরে (তার পাকে তার হাঁটুর নিচের ফাকে রান দ্বারা চেপে ধরে) বকরির স্তনকে স্বীয় মুখ দিয়ে চোষতে ছিলেন। জারীর তাকে ডাক দিয়ে বললেন, আব্বাজান! বের হয়ে আসুন। তখন তিনি বিভৎস অবস্থায় বের হলেন। তার দাড়ি থেকে বকরির দুধ টপকিয়ে পড়ছিল। [২]জারীর বললেন, দেখতে পেলেন তো? সে বলল, হ্যাঁ, দেখেছি। জারীর বললেন, জানেন তিনি কে? সে বলল, না। জারীর বললেন, তিনি আমার পিতা। আর জানেন, তিনি কেন এভাবে বকরির স্তনে মুখ লাগিয়ে পান করতেছিলেন? তিনি বললেন, না। জারীর বললেন, এই ভয়ে যে, কেউ দুধ দোহনের শব্দ শুনে তার থেকে দুধ চাইবে। এরপর জারীর বললেন. মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি সেই ব্যক্তি, যিনি এই ধরনের পিতার সন্তান হয়েও আশি জন কবির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবার উপর বিজয়ী হয়েছেন। (অর্থাৎ জারীর নিজেই শ্রেষ্ঠ কবি।)

শব্দ-বিশ্লেষণ

قُوَّةٌ শক্তি
اَلْهَيْأَةُ মন্দ অবস্থা
قَدْ سَالَ (ض) سَيْلًا প্রবাহিত হচ্ছিল
لِحْيَةٌ لُحًى দাড়ি
مَخَافَةٌ (مص) ভয় করা
اَلْحَلْبُ (ن، ض) مص দোহন করা
اَلْحَلِيْبُ দোহনকৃত দুধ
فَاخَرَ : مُفَاخَرَةً ـ فِخَارًا গর্ব করে জয়ী হয়েছে
قَارَعَ লটারী করা
غَلَبَ বিজয়ী হয়েছে

اَلْفَصَاحَةُ বাগ্মিতা
اَشْعَرُ সর্বাধিক বড় কবি
عَنْزٌ (ج) عُنُوْزٌ বকরি
اِعْتَقَلَ : (افتعال) اِعْتِقَالًا
(আটক করা) বকরির পাকে নিজের উরু ও পায়ের মাঝে আটকে রেখে দোহন করা।
(جَعَلَ) يَمُصُّ (س) مَصًّا চোষতে লাগল
ضَرْعٌ স্তন
صَاحَ (ض) صِيَاحًا، صَيْحَةً চিৎকার করে ডাক দিল
يَا اَبَتِ হে আমার পিতা
মূলত يَا اَبِيْ ছিল ياء المتكلم -কে تاء দ্বারা বদলানোর ফলে يَا اَبَتِ হয়েছে।
زميم : (صف) মন্দ, এখানে খারাপ আকৃতি, কুৎসিত উদ্দেশ্য

১. صَاحِبُ الْاَغَانِيْ : পূর্ণ নাম ঃ আবুল ফরাজ আলী ইবনে হুসাইন ইস্পাহানী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বংশধারায় পারদর্শী ছিলেন।

২. جَرِيْرٌ : পূর্ণনাম জারীর ইবনে আতিয়্যা তামীমী, জন্ম ঃ ৪২ হি.; মৃত্যু : ১১০ হি.। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ইসলামি কবি ছিলেন। কবি ফিরাজদাক এবং আহজালের সমকালীন ছিলেন, সাহিত্যিকদের মতে জারীর কবি ফিরাজদাকের চেয়ে বড় কবি। এক আরবি লোককে জিজ্ঞাসা করা হলো, সবচেয়ে বড় কবি কে? সে বলল, তিন জিনিসের উপর ভিত্তি করে কবিতা রচনা করা হয়ে থাকে। তাহলো গর্ব, প্রশংসা, নিন্দা, আর জারীর সবগুলোতে বিশেষ পারদর্শী ছিল।

قُوَّةُ الْحِفْظِ

رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمَدِيْنِيْ اَنَّهُ سَأَلَ اَعْرَابِيٌّ عَلٰى بَابِ قَتَادَةَ (هُوَ تَابِعِيٌّ جَلِيْلٌ ـ يُقَالُ وُلِدَ اَكْمَهَ قَدِ اتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّهُ اَحْفَظُ اَصْحَابِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيْ) وَانْصَرَفَ، فَفَقَدُوْا قَدْحًا فَحَجَّ قَتَادَةُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِيْنَ فَوَقَفَ اَعْرَابِيٌّ ، فَسَأَلَهُمْ فَسَمِعَ قَتَادَةُ كَلَامَهُ فَقَالَ : صَاحِبُ الْقَدْحِ هٰذَا فَسَأَلَهُ فَاقَرَّبِهِ ـ

স্মরণ শক্তির তীক্ষ্ণতা

[১]ইবনে মাদানী সূত্রে বর্ণিত। এক বেদুইন (গ্রাম্য ব্যক্তি) হযরত কাতাদাহ'র দরজায় ভিক্ষা চেয়ে (হযরত কাতাদাহ (র.) একজন বিশিষ্ট তাবেঈ। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। ওলামাদের ঐকমত্য যে, তিনি হযরত হাসান বসরীর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেধাবী ছিলেন।) চলে গেল। অতঃপর ঘরের লোকেরা একটি পাত্র হারিয়ে ফেলল (নিখোঁজ পেল)। হযরত কাতাদাহ দশ বছর পর হজে গমন করলেন। হজ সফরে এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে তাঁর নিকট ভিক্ষা চাইল। হযরত কাতাদাহ তার কথা শুনে বললেন, পাত্র ওয়ালা (পাত্র চোর) এই ব্যক্তিই। সুতরাং লোকেরা ভিক্ষুককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে চুরির কথা স্বীকার করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

سَأَلَ (ف) سُوَالًا ভিক্ষা চাইল

اَكْمَهَ (صف) (ج) كُمَّهٌ (مؤ) كَمْهَاءُ জন্মগত অন্ধ

اِتَّفَقُوْا (افتعال) اِتِّفَاقًا একমত হয়েছে

اَحْفَظُ সর্বাধিক মেধাবী

قَدْحٌ (ج) اَقْدَاحٌ পেয়ালা

وَقَفَ (ض) وُقُوْفًا দাড়াল

اَقَرَّ স্বীকার করল

---

১. اِبْنُ الْمَدِيْنِيْ : পূর্ণনাম আবুল হাসান আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর আলমাদীনী, আলবসরী, ইন্তেকাল ঃ ২৩৪হি. হাদীসের ইমামদের মাথার মুকুট ছিলেন, হাদীস শাস্ত্রের ওপর প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁর দরসে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত হতেন। যাদেরকে তিনি হাদীস লিখাতেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, আমার নফস কারো কাছে গিয়ে ছোট হয়নি। তবে আলী ইবনুল মাদীনীর নিকট (ছোট হয়েছে)।

ذَكَاوَةُ اَيَاسٍ

هُوَ اَبُوْ وَاثِلَةَ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ بْنِ اَيَاسِ بْنِ هِلَالِ بْنِ رَبَابِ الْمَزَنِي ـ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَمِنْ ذَكَاوَتِهِ اَنَّهُ اِخْتَصَمَ اِلَيْهِ رَجُلَانِ فِيْ قَطِيْفَتَيْنِ حَمْرَاءَ وَخَضْرَاءَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا دَخَلْتُ الْحَوْضَ لِاَغْتَسِلَ وَ وَضَعْتُ قَطِيْفَتِيْ، ثُمَّ جَاءَ هٰذَا وَ وَضَعَ قَطِيْفَتَهُ بِجَنْبِ قَطِيْفَتِيْ ثُمَّ دَخَلَ وَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ قَبْلِيْ وَاَخَذَ قَطِيْفَتِيْ، فَتَبِعْتُهُ ، فَزَعَمَ اَنَّهَا قَطِيْفَتُهُ ، فَقَالَ اَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ لَا قَالَ اِيْتُوْنِيْ بِمِشْطٍ فَاُتِيَ بِهِ فَمَسَحَ رَأْسَ هٰذَا ثُمَّ هٰذَا فَخَرَجَ مِنْ رَأْسِ اَحَدِهِمَا صُوْفٌ اَحْمَرُ وَمِنْ رَأْسِ الْاٰخَرِ اَخْضَرُ فَقَضٰى بِالْاَخْضَرِ لِصَاحِبِ الْاَخْضَرِ وَبِالْاَحْمَرِ لِصَاحِبِ الْاَحْمَرِ ـ

হযরত আয়াসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা

তিনি হলেন বসরার কাজী (বিচারক) [১]আবূ ওয়াছেলা ইবনে মু'আবিয়া ইবনে কুররা ইবনে আয়াস ইবনে হেলাল ইবনে রিবাব আল-মাযানী। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার একটি ঘটনা হলো, দু'জন ব্যক্তি তার নিকট লাল ও সবুজ রং-এর দু'টি চাদর সংক্রান্ত বিচার পেশ করল। একজন বলল, আমি গোসল করার জন্য আমার চাদরটি হাউজের পাড়ে রেখে হাউজে অবতরণ করি। অতঃপর এই ব্যক্তি এসে আমার চাদরের পাশে তার চাদর রেখে হাউজে অবতরণ করল এবং আমার পূর্বেই গোসল সেড়ে উঠে গেল। আর (যাওয়ার সময়) আমার চাদরটি নিয়ে গেল। তাই আমি তাঁর পিছু নিলাম। তখন সে বলতে লাগল, চাদর নাকি তার। হযরত আয়াস বললেন, তোমার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, একটি চিরুনি নিয়ে এসো। চিরুনি আনা হলে তিনি উভয়ের মাথা আচড়ালেন, তখন একজনের মাথা থেকে লাল এবং অপরজনের মাথা থেকে সবুজ রং বিশিষ্ট উল বের হলো। তিনি লাল চাদরের ফয়সালা লাল উল সম্পন্ন এবং সবুজ চাদরের ফয়সালা সুবজ উল সম্পন্ন ব্যক্তির স্বপক্ষে করে দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَبِعْتُ : (س) تَبَعًا পিছনে চললাম, পিছু নিলাম
زَعَمَ (ف) زَعْمًا মনে করেছে
اِيْتُوْنِيْ اِتْيَانًا নিয়ে এসো
مِشْطٌ (ج) اَمْشَاطٌ চিরুনি
سَرَّحَ চিরুনি করল, আঁচড়ালেন
صُوْفٌ (ج) اَصْوَافٌ উল

ذَكَاوَةٌ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি
اِخْتَصَمَ : (افتعال) اِخْتِصَامًا ঝগড়া করেছে
(تث) قَطِيْفَتَيْنِ : (و) قَطِيْفَةٌ চাদর
حَمْرَاءُ (مؤ) লাল
خَضْرَاءُ সবুজ
بِجَنْبِ পার্শ্বে

---

১. اَيَاسٌ: তার উপনাম আবু ওয়াসেলা, পিতার নাম মু'আবিয়া। মাজীনা মুদার-এর সাথে সম্পর্ক ছিল তাই মাযানী বলা হয়। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর পক্ষ থেকে বসরার বিচারক নিযুক্ত ছিলেন, ১২২ হি. মৃত্যুবরণ করেছেন।

قَضَاءُ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : جَلَسَ رَجُلَانِ يَتَغَدَّيَانِ مَعَ اَحَدِهِمَا خَمْسَةُ اَرْغِفَةٍ وَمَعَ الْاٰخَرِ ثَلٰثَةُ اَرْغِفَةٍ فَلَمَّا وَضَعَا الْغَدَاءَ بَيْنَ اَيْدِيْهِمَا مَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَا اِجْلِسْ . فَجَلَسَ وَاَكَلَ مَعَهُمَا وَاسْتَوْفَوْا فِيْ اَكْلِهِمُ الْاَرْغِفَةَ الثَّمَانِيَةَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَطَرَحَ اِلَيْهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ : خُذَا هٰذَا عِوَضًا مِمَّا أَكَلْتُ لَكُمَا وَنِلْتُهُ مِنْ طَعَامِكُمَا فَتَنَازَعَا وَقَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ الْاَرْغِفَةِ لِيْ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَكَ ثَلَاثَةٌ : فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ لَا اَرْضٰى اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الدَّرَاهِمُ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ وَارْتَفَعَا اِلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا . فَقَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ الْاَرْغِفَةِ . قَدْ عَرَضَ عَلَيْكَ صَاحِبُكَ مَا عَرَضَ وَخُبْزُهُ اَكْثَرُ مِنْ خُبْزِكَ فَارْضَ بِثَلَاثَةٍ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ لَا رَضِيْتُ اِلَّا بِاَكْثَرَ بِمُرِّ الْحَقِّ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : لَيْسَ لَكَ فِيْ مُرِّ الْحَقِّ اِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَلَهُ سَبْعَةٌ فَقَالَ الرَّجُلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هُوَ يَعْرِضُ عَلَيَّ ثَلَاثَةً فَلَمْ اَرْضَ وَاَشَرْتَ عَلَيَّ بِاَخْذِهَا فَلَمْ اَرْضَ وَتَقُوْلُ لِيَ الْاٰنَ اِنَّهُ لَا يَجِبُ فِيْ مُرِّ الْحَقِّ اِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَرَضَ عَلَيْكَ الثَّلَاثَةَ صُلْحًا . فَقُلْتَ : لَمْ اَرْضَ اِلَّا بِمُرِّ الْحَقِّ حَتّٰى اَقْبَلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلَيْسَ الثَّمَانِيَةُ الْاَرْغِفَةُ اَرْبَعَةً وَّعِشْرِيْنَ ثُلُثًا اَكَلْتُمُوْهَا ثَلَاثَةُ اَنْفُسٍ وَلَا يُعْلَمُ الْاَكْثَرُ مِنْكُمْ اَكْلًا وَلَا الْاَقَلُّ فَتُحْمَلُوْنَ فِيْ اَكْلِكُمْ اِلَى السَّوَاءِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاَكَلْتَ اَنْتَ ثَمَانِيَةَ اَثْلَاثٍ وَاِنَّمَا لَكَ تِسْعَةُ اَثْلَاثٍ وَاَكَلَ صَاحِبُكَ ثَمَانِيَةَ اَثْلَاثٍ وَلَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثًا اَكَلَ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ وَيَبْقٰى لَهُ سَبْعَةٌ وَاَكَلَ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ فَلَكَ وَاحِدٌ بِوَاحِدِكَ وَلَهُ سَبْعَةٌ بِسَبْعَتِهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ رَضِيْتُ الْاٰنَ .

হযরত আলী (রা.)-এর যথার্থ ফয়সালা

[১]'জির ইবনে হুবাইশ' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক নাস্তা করতে বসল। একজনের নিকট ছিল পাঁচটি রুটি আর অপর জনের নিকট ছিল তিনটি। উভয়ে যখন নাস্তা সম্মুখে রাখল তখন এক ব্যক্তি তাদের নিকট এসে সালাম করল। তারা বলল, বসুন, নাস্তা করুন! সে ব্যক্তি বসে গেল এবং তার সকলে মিলে আটটি রুটি

---

১. زر بن حبيش : আবূ হারীম আসদী কূফী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত। ইরাকের প্রসিদ্ধ ক্বারী। তাঁর জীবনের ষাট বছর বর্বরতার মাঝে এবং সমসংখ্যক বছর ইসলামের মাঝে অতিবাহিত করেছেন।

খেলেন। নাস্তা শেষ হয়ে যাবার পর পরে আগমনকারী লোকটি দাঁড়াল এবং তাদেরকে আট দিরহাম দিয়ে বলল, আমি আপনাদের থেকে যা খেয়েছি এবং আপনাদের খাবার থেকে যা গ্রহণ করেছি তার বদলায় আপনারা এই আট দিরহাম নিয়ে নিন।

এ নিয়ে তাদের মাঝে বির্তক বেঁধে গেল। যার পাঁচ রুটি ছিল সে বলল, আমার পাঁচ দিরহাম এবং তোমার তিন দিরহাম। যার তিন রুটি ছিল সে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত আটটি দিরহাম আমাদের মাঝে সমান ভাগে বিভক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মেনে নিব না। পরিশেষে যখন তারা মীমাংসা করতে ব্যর্থ হলো তখন উভয়ে মীমাংসার জন্য হযরত আলী (রা.)-এর নিকট গেল এবং তার নিকট তাদের পুনঃ বিবরণ পেশ করল। তিনি তিন রুটি ওয়ালাকে বললেন, তোমার সঙ্গী তোমাকে দেওয়ার জন্য যা পেশ করার তা করেছে। অথচ তোমার রুটি থেকে তার রুটি বেশি। সুতরাং তুমি তিন দিরহামে রাজি হয়ে যাও। সে বলল, আল্লাহর কসম! অধিকার হিসেবে আমি এর চেয়ে বেশি না নিয়ে সন্তুষ্ট হব না।

হযরত আলী (রা.) বললেন, অধিকার হিসেবে তুমি শুধু এক দিরহাম পাবে এবং সে পাবে সাতটি। সে লোকটি বলল, সুবহানাল্লাহ! বড় আশ্চর্যের কথা! সেতো আমাকে তিনটি দিরহাম দিতেছিল এবং আপনিও সেগুলো নেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করেছিলেন। তখনও আমি রাজি হয়নি। এখন আপনি বলছেন, অধিকার হিসেবে তোমার শুধু এক দিরহাম, হযরত আলী (রা.) বললেন, সে তোমাকে তিন দিরহাম দিচ্ছিল আপোষ মীমাংসা হিসেবে। তুমি বলেছিলে অধিকার হিসেবে আমি বেশি নেব। আর অধিকার হিসেবে তোমার এক দিরহামই প্রাপ্য। সে বলল, আমাকে অধিকার হিসেবে প্রাপ্যের বিষয়টি একটু বুঝিয়ে দিন! তাহলে আমি মেনে নিব। বিচারক হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা ব্যক্তিত্রয়ের ভক্ষিত আট রুটিকে তিনভাগে ভাগ করলে ২৪ টুকরা হবে? আর ভক্ষণে কে বেশি এবং কে কম তা জানা নেই। সুতরাং ধরে নিতে হবে ভক্ষণে তোমরা সমানে সমান। বিচারপ্রার্থী বলল, হ্যাঁ। এবার আলী (রা.) বললেন, তুমি খেয়েছ আট টুকরা আর তোমার অধিকারে ছিল নয় টুকরা। আর তোমার সাথী খেয়েছে আট টুকরা অথচ তাঁর অধিকারে ছিল পনের টুকরা এবং সাতটি অবশিষ্ট রয়েছে। ৩য় সাথী তোমার নয় টুকরা থেকে শুধু এক টুকরা খেয়েছে সুতরাং তোমার টুকরার বিনিময় এক দিরহাম এবং তোমার সাথীর সাত টুকরার বিনিময় সাত দিরহাম। সে বলল এখন আমি বুঝেছি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِرْتَفَعَا ফয়সালার জন্য গেল

قَصَّا عَلَيْهِ (ن) উভয়ে বর্ণনা করল

قِصَّةٌ (ج) قِصَصٌ ঘটনা

اَشَرْتَ (افعال) اِشَارَةً নির্দেশ করেছেন, ইঙ্গিত করেছেন

عَرَضَ (ض) عَرَضًا পেশ করেছে

اَلْحَقُّ অধিকার, হক

عَرِّفْنِىْ : (تفعيل) تَعْرِيْفًا) বুঝিয়ে দিন

اَلْوَجْهُ কারণ, হেত

تَحْمِلُوْنَ (ض) حَمْلًا ধরে নিবে

قَضَاءٌ ফয়সালা, বিচার, মীমাংসা

يَتَغَدَّيَانِ : (تفعل) تَغَدِّيًا সকালের নাস্তা করতে ছিলেন

غَدَا প্রতিরাশ, মধ্যাহ্ন ভোজ

عَشَاءٌ নৈশ ভোজ

اَرْغِفَةٌ (و) رَغِيْفٌ রুটি

اِسْتَوْفَوْا : (استفعال) اِسْتِفَاءٌ পূর্ণভাবে গ্রহণ করল

طَرَحَ (ن) طَرْحًا নিক্ষেপ করল

عِوَضًا বিনিময়ে

نِلْتُ : (ض) نَيْلًا অর্জন করেছি

نَزْعًا : (م، ن) উভয়ে ঝগড়া করল

عَدَمُ الْقَنَاعَةِ

حُكِىَ اَنَّ بَعْضَ الْاَرِقَّاءِ كَانَ عِنْدَ مَالِكٍ، يَأْكُلُ الْخَاصَّ وَيُطْعِمُ الْخَشْكَارَ، فَاَنِفَ الرَّقِيْقُ مِنْ ذٰلِكَ فَطَلَبَ الْبَيْعَ فَبَاعَهُ وَشَرَاهُ مَنْ يَأْكُلُ الْخُشْكَارَ، وَيُطْعِمُهُ النُّخَالَةَ فَطَلَبَ الْبَيْعَ فَبَاعَهُ، وَشَرَاهُ مَنْ يَأْكُلُ النُّخَالَةَ، وَلاَ يُطْعِمُهُ شَيْئًا ، فَطَلَبَ الْبَيْعَ فَبَاعَهُ وَشَرَاهُ مَنْ لاَ يَأْكُلُ شَيْئًا وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَكَانَ فِى اللَّيْلِ يَجْلِسُهُ وَيَضَعُ السِّرَاجَ عَلٰى رَأْسِهِ بَدَلاً مِنَ الْمَنَارَةِ فَاَقَامَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَطْلُبِ الْبَيْعَ . فَقَالَ النَّخَّاسُ لِاَيِّ شَئٍ رَضِيْتَ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ عِنْدَ هٰذَا الْمَالِكِ فِى هٰذِهِ الْمُدَّةِ؟ فَقَالَ اَخَافُ اَنْ يَّشْتَرِيَنِى فِى هٰذِهِ الْمَرَّةِ مَنْ يَّضَعُ الْفَتِيْلَةَ فِى عَيْنِى عِوَضًا عَنِ السِّرَاجِ .

অল্পে তুষ্টিহীনতার কুফল

বর্ণিত আছে যে, এক গোলাম এমন একজন মালিকের নিকট ছিল যে নিজে ময়দার রুটি খেতো এবং গোলামকে নিম্ন মানের আটার রুটি খাওয়া। গোলামের কাছে এই বৈষম্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তাই সে মালিকের নিকট নিজেকে বিক্রি করে দেওয়ার মিনতি জানাল। মালিক তাকে বিক্রি করে দিল এবং তাকে এমন ব্যক্তি ক্রয় করল যে নিজে নিম্নমানের আটার রুটি খেতেন এবং গোলামকে খেতে দিতো ভুসি। (বলাবাহুল্য ইহাও তার অপছন্দ হওয়ার কথা) তাই মালিকের নিকট তাকে বিক্রি করে দেওয়ার আবেদন করল। মালিক তাকে বিক্রি করে দিল। এবার তাকে এমন ব্যক্তি ক্রয় করল যিনি নিজেই ভুসি খায় এবং গোলামকে কিছুই খেতে দেয় না। ইহাও তার অপছন্দ বিধায় মালিকের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলল। সে মালিকও তাকে বিক্রি করে দিল। এক পর্যায়ে তাকে এমন ব্যক্তি ক্রয় করল যে স্বয়ং নিজেও খেতোনা এবং তাকেও খেতে দিতো না। অধিকন্তু তার মাথা মুণ্ডিয়ে দিল এবং রাত্রে দ্বীপা ধারের পরিবর্তে তার মাথায় বাতি রাখতো।গোলাম এই মালিকের নিকট থাকল, আর বিক্রয়ের আবেদন করল না। গোলাম বিক্রেতারা তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কারণে এই মালিকের কাছে এই অবস্থায় এত সময় পর্যন্ত থাকতে সন্তুষ্ট হলে? সে বলল, আমি আশংকা করছি যে, এইবার যেন এমন কেউ আমাকে ক্রয় না করে, যে বাতির স্থলে আমার চোখেই শলিতা রেখে দিবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَدَمٌ অনুপস্থিতি, শূন্যতা, অভাব

اَلْقَنَاعَةُ সামান্য বস্তুতে সন্তুষ্ট হওয়া / অল্পে তুষ্টি

اَلْاَرِقَّاءُ (ج) (و) رَقِيْقٌ গোলাম, কৃতদাস

اَلْخَاصُّ ভাল আটা

اَلْخُشْكَارُ চালাহীন আটা

اَنِفَ অপছন্দ করল

شَرَا ক্রয় করল

اَلنُّخَالَةُ ভুসি

حَلَقَ (ض) حَلْقًا মুণ্ডিয়ে দিল

سِرَاجٌ (ج) سُرُجٌ প্রদীপ

اَلْمَنَارَةُ : (ج) مَنَاوِرُ، مَنَائِرُ আলোকস্তম্ভ, দ্বীপাধার

اَلنَّخَّاسُ কৃতদাস বিক্রেতা

اَلْفَتِيْلَةُ : (ج) فَتَائِلُ শলিতা, বার্ণার

اَلْمُسَمّٰى بِالْمَلِكِ لَا يَخْضَعُ لِغَيْرِهٖ

لَمَّا اِسْتَوْلٰى الْاِسْكَنْدَرُ عَلٰى مُلْكِ فَارِسٍ كَتَبَ اِلٰى مُعَلِّمِهٖ اَرَسْطُوْ يَأْخُذُ رَأْيَهٗ فِىْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ الرَّأْىَ اَنْ تُوَزِّعَ مُلْكَهُمْ بَيْنَهُمْ وَكُلَّ مَنْ وَلَّيْتَهٗ نَاحِيَةً سَمِّهٖ بِالْمَلِكِ فَاَفْرِدْهُ بِمُلْكِ نَاحِيَتِهٖ وَاعْقِدِ التَّاجَ عَلٰى رَأْسِهٖ وَاِنْ صَغُرَ مُلْكُهٗ فَاِنَّ الْمُسَمّٰى بِالْمَلِكِ لَا يَخْضَعُ لِغَيْرِهٖ فَلَابُدَّ اَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمْ تَغَالُبٌ عَلَى الْمُلْكِ فَيَعُوْدُ حَرْبُهُمْ لَكَ حَرْبًا بَيْنَهُمْ فَاِنْ دَنَوْتَ مِنْهُمْ دَانُوْا لَكَ وَاِنْ نَأَيْتَ عَنْهُمْ تَعَزَّزُوْا بِكَ وَفِىْ ذٰلِكَ شَاغِلٌ بِهِمْ عَنْكَ وَاَمَانٌ لِاَحْدَاثِهِمْ بَعْدَكَ شَيْئًا فَعَلِمَ اَنَّهُ الصَّوَابُ وَفَرَّقَ الْقَوْمَ فِى الْمَمَالِكِ فَسَمُّوْا مُلُوْكَ الطَّوَائِفِ فَيُقَالُ اِنَّهُمْ مَازَالُوْا مُخْتَلِفِيْنَ اَرْبَعَمِاَةِ سَنَةٍ۔

বাদশাহ উপাধিতে ভূষিত মাত্রই অপরের সামনে নতি স্বীকার করে না

যখন বাদশাহ [১]ইস্কান্দার পারস্য রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার লাভ করল তখন তার শিক্ষক [২]আরাস্তু (এরিস্টটল)-এর নিকট এ ব্যাপারে (দেশ সম্পর্কে) তার মতামত চেয়ে পত্র লিখলেন, তিনি মতামত ব্যক্ত করে উত্তর লিখলেন, 'তুমি পারস্যবাসীর মাঝে দেশকে বিভক্ত করে দাও। আর যাকে যে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করবে তাকে 'বাদশাহ' উপাধিতে ভূষিত করে দাও এবং তাকে তার প্রদেশের রাজত্ব পৃথক করে দিয়ে তার মাথায় শাহী মুকুট পরিয়ে দাও। যদিও তার দেশ ছোট হোকনা কেন। কেননা, বাদশাহ উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তি মাত্রই অন্যের সামনে নত হবে না। এ হিসেবে অবশ্যই তাদের মাঝে পরস্পরে একে অপরের রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় মত্ত থাকবে। ফলে তোমার সাথে তাদের যে যুদ্ধ অবধারিত ছিল তা তাদের পরস্পরের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকবে। তখন তুমি যদি তাদের কাছে ভিড় তাহলে তারা তোমার অনুগত হবে। আর যদি তুমি তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখ তাহলে তারা তোমাকে সম্মান করবে।

---

১. الاسكندر: পূর্ণনাম ইস্কান্দার ইবনে ফাইলাকুস আল-মাকদূনী আর রুমী, তিনি গ্রীক রাজাদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি কাছে এবং দূরের অনেক রাজ্য জয় করে হিন্দুস্তানের মেষ এবং বীন ও তুরস্কের শুরুসীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার রাষ্ট্রের এরিয়া বিশ্বের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ জন্য তাকে "যুলকারনাইন" বলা হয়। তিনি যখন হিন্দুস্তান থেকে বাবেল শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেছিলেন, তখন রাস্তায় কেবা কাহারা যে তাকে বিষ পানে হত্যা করেছে।

২ ارسطو : ارسطاطاليس-এর সংক্ষেপ। ইংরেজিতে বলা হয় এরিস্টটল। তিনি يتقوما خوش فيثا غورى-এর ছেলে। (يتقو ماخوش অর্থ قاهر الخصوم শক্তিশালী ঝগড়াটে এবং ارسطاطاليس অর্থ কল্যাণপূর্ণ।) তার পিতা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর [illegible]থী ছিলেন। তিনি ঈসা (আ.) -এর আবির্ভাবের পূর্বে মাকদুনিয়া শহরের অন্তর্গত স্ট্যাগিরা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তাকে ১৭ বছর বয়সে বিখ্যাত দার্শনিক আফলাতুন (প্লেটো)-এর নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার জন্য রেখে যান। তিনি আফলাতুনের কাছে ২০ বছর লেখাপড়া করেন। শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করে বাদশাহ "ফিলিপ" -এর রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এতে (অর্থাৎ এই রাষ্ট্র বিভক্তিতে) তারা তোমার বিরোধিতা থেকে বিরত থাকবে এবং তোমার পরবর্তীদের জন্য কোনো বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হওয়া থেকেও নিরাপদ থাকবে। বাদশাহ ইস্কান্দরের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এটাই সঠিক মত। তাই তিনি পারস্যবাসীদেরকে বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত করে দিলেন। সুতরাং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলের বাদশাহ উপাধিতে ভূষিত হলো। বলা হয়ে থাকে যে, (ইস্কান্দার আরাস্তুর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করার কারণে) পারস্যবাসী চারশত বৎসর পর্যন্ত পরস্পরে যুদ্ধে মেতে ছিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

(وان) صَغُرَ : (ك، س) যদিও ছোট হয়

صَغْرًا ، صَغْرَةً، صَغْرَانًا যদিও ছোট হয়

تَغَالُبٌ : (تفاعل) مص পরস্পর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করা

يَعُوْدُ : (بم) يصير হয়ে যাবে, প্রত্যাবর্তন করবে

(فان) دنوت : (ن) دُنُوًّا، যদি নিকটবর্তী হও

دَانُوا অনুগত হবে

(ان) نَأَيْتَ (ف) نَأْيًا যদি দূরবর্তী হও, দূরে থাক

تعززوا : (تفعل) تعززا সম্মান করবে (শক্তিশালী হওয়া)

لَا يَخْضَعُ (ف) خُضُوعًا নত হয় না, নরম হয় না

اِسْتَوْلَى (استفعال) مص اِسْتِيْلَاءً বিজয় হলো, দখল করল, আধিপত্য বিস্তার করল

(ان) تُوَزِّعَ (ان التفسيرية) (تفعل) تَوزِيعًا ভাগ করে দিতে

وَلَّيْتُ (تفعيل) تَولِيًا গভর্নর নিযুক্ত করেছ

نَاحِيَةٌ (ج) نَوَاحِيْ দিক, প্রান্ত

سَمِّهِ (صيغة امر تفعيل) تَسْمِيَةً নামকরণ করো

اَفْرِدْهُ পৃথক করে দাও

اِعْقِدْ (ض) عَقْدًا রাখো, পরিয়ে দাও

تَاجٌ শাহী মুকুট

اَلتَّضْمِيْنُ الْعَجِيْبُ

يُحْكٰى اَنَّ الْحَيْصَ بَيْصَ الشَّاعِرَ قَتَلَ جِرْوَ كَلْبَةٍ فَاَخَذَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ كَلْبَةً وَعَلَّقَ فِيْ رَقَبَتِهَا رُقْعَةً وَاَطْلَقَهَا عِنْدَ بَابِ الْوَزِيْرِ فَاَخَذَتِ الرُّقْعَةَ فَاِذَا مَكْتُوْبٌ فِيْهَا ـ

يَا اَهْلَ بَغْدَادَ اِنَّ الْحَيْصَ بَيْصَ اَتٰى	بِجُرْأَةٍ اَلْبَسَتْهُ الْعَارَ فِى الْبَلَدِ
اَبْدٰى شُجَاعَةً بِاللَّيْلِ مُجْتَرِئًا	عَلٰى جُرَيٍّ ضَعِيْفِ الْبَطْشِ وَالْجِلْدِ
فَاَنْشَدَتْ اُمُّهُ مِنْ بَعْدِمَا احْتَسَبَتْ	دَمَ الْاُبَيْلَقِ عِنْدَ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ
اَقُوْلُ لِلنَّفْسِ تَأْسًا وَتَعْزِيَةً	اِحْدٰى يَدَيْ اَصَابَتْنِيْ وَلَمْ تُرِدْ
كِلَاهُمَا خَلَفٌ مِنْ بَعْدِ صَاحِبِهِ	هٰذَا اَخِيْ حِيْنَ اَدْعُوْهُ وَ ذَا وَلَدِيْ

অভিনব ছন্দ অনুপ্রবেশ

বর্ণিত আছে যে, কবি [১]'হায়সা বায়সা' এক কুকুরীর বাচ্চা হত্যা করেছে। অতঃপর কোনো এক কবি কুকুরীকে ধরে তার গলায় একটি চিরকুট ঝুলিয়ে রাজ দরবারের দিকে ছেড়ে দিল। কুকুরীর গলা থেকে চিরকুটটি নেওয়া হলে দেখা গেল যে, তাতে লিখা রয়েছে, হে বাগদাদবাসী! কবি 'হায়সা বায়সা' এমন বীরত্ব প্রকাশ করেছে যা তাকে ভূষণ পরিয়েছে। সে বীরত্ব দেখিয়ে বীরত্ব প্রকাশ করেছে রাতের আঁধারে ছোট্ট এক বাচ্চার উপর। যে বাচ্চা আক্রমণ ও বুদ্ধিমত্তায় দুর্বল। তার মা সেই চিত্রা বাচ্চার রক্তের বিনিময়ে ছওয়াবের আশায় কবিতা আবৃত্তি করেছে অমুখাপেক্ষী আল্লাহর নিকট। আমি নিজেকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে বলছি; আমার দু'হাতের এক হাত আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিপর্যয়ে ফেলেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়ে (হায়সা-বায়সা ও আমার নিহত বাচ্চা) একে অপরের অনুপস্থিতিতে স্থলাভিষিক্ত। সে হলো আমার ভাই, যাকে বিপদের সময় ডাকি, আর সে আমার ছেলে (অর্থাৎ একজন চলে গেলেও অপরজন বিদ্যমান রয়েছে। যদি কেসাস গ্রহণ করি তাহলে তো উভয়ের কেউ থাকবে না। অতএব ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম।)

উল্লিখিত কবিতায় দু'টি পংক্তি এক আরবীয় মহিলার, যার ভাই তার ছেলেকে হত্যা করেছিল। কবি সেই দু'টি পংক্তিকে 'তাজমীন' করে কবি হায়সা-বায়সার সমালোচনা করেছে।

---

১. حيص بيص : পূর্ণনাম আবুল ফাওরিছ শিহাবুদ্দীন সা'আদ ইবনে মুহাম্মদ সাইফী, তামিমী, মৃত্যু ৫৭৪ হি. তিনি একাধারে একজন সুসাহিত্যিক, কবি ও শাফেয়ী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। حيص بيص অর্থ– বিপদ, সংকট, কষ্ট। একবার লোকজন বড় বিপদে পতিত হওয়ায় তিনি বলেছিলেন ما للناس فى حيص بيص এই বিপদ থেকে মানুষদেরকে উদ্ধার করার কোনো পথ আছে কি? সেখান থেকে তার নাম হয়ে গেছে حيص بيص।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْبَسَتْ : (افعال) اِلْبَاسًا পরিয়েছে

اَلْعَارُ লজ্জা, দোষ

اَبْدٰى প্রকাশ করেছে

شُجَاعَةً বীরত্ব, সাহসিকতা

مُجْتَرِيًا (فا، و) আক্রমণে দুর্বল

ضَعِيْفُ الْبَطْشِ جُرَيْوُ (تصغير جرو) কুকুরের ছোট বাচ্চা

اِحْتَسَبَتْ ছওয়াব পাওয়ার আশা করেছে

اَلْاُبَيْلَقُ تصغير اَبْلَقَ কালা ও সাদা রং মিশ্রিত, চিত্রা

تَأَسًّا সান্ত্বনা

تَعْزِيَةً ، تَعَزِّيًا ، تَعَزًّا প্রবোধ

اَلتَّضْمِيْنُ : অন্যের কবিতা বা ছন্দকে নিজের কবিতার অন্তর্ভুক্ত করা। অন্যের রচনাকে নিজের রচনার অন্তর্ভুক্ত করা

اَلْعَجِيْبُ অভিনব, আশ্চার্যকর

جِرْوٌ (ج) اَجْرِيَةٌ হিংস্র প্রাণীর বাচ্চা

কুকুর, বাঘ, সিংহ, ইত্যাদীর বাচ্চাকে جرو বলা হয়

اَطْلَقَ ছেড়ে দিল

عَلَّقَ ঝুলিয়ে দিল

رَقَبَةٌ গরদান

رُقْعَةٌ কাগজের লিখিত টুকরা, চিরকুট, কাপড়ের তালী

جُرْأَةٌ বীরত্ব

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ

قَالَ الْمُتَوَكِّلُ يَوْمًا لِجُلَسَائِهِ : اَتَعْلَمُوْنَ اَوَّلُ مَا عَتَبَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَحَدُهُمْ نَعَمْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ دُوْنَ مَقَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِرْقَاةٍ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دُوْنَ مَقَامِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِرْقَاةٍ ثُمَّ لَمَّا وَلِّىَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَعِدَ ذِرْوَةَ الْمِنْبَرِ فَاَنْكَرَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ وَاَرَادُوْا اَنْ يَنْزِلَ دُوْنَ مَقَامِ عُمَرَ بِمِرْقَاةٍ ـ فَقَالَ عُبَادَةُ لِلْمُتَوَكِّلِ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا اَحَدٌ اَعْظَمَ مِنَّةً عَلَيْكَ مِنْ عُثْمَانَ فَقَالَ وَكَيْفَ ذٰلِكَ؟ وَيْلَكَ وَقَالَ لِاَنَّهُ صَعِدَ ذِرْوَةَ الْمِنْبَرِ فَلَوْ اَنَّهُ كُلَّمَا قَامَ خَلِيْفَةٌ نَزَلَ عَنْ مَقَامِ مَنْ تَقَدَّمَ بِمِرْقَاةٍ كُنْتَ اَنْتَ تَخْطُبُ عَلَيْنَا فِىْ بِئْرٍ ـ

---

[১]ওলামাদের মতবিরোধ জাতির জন্য আশীর্বাদ

একদিন খলীফা মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ তার সভাষদবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনারা জানেন, সর্বপ্রথম কোন বিষয়ে মুসলমানগণ হযরত ওসমান (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে? তন্মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলল, আমীরুল মু'মিনীন! হ্যাঁ, আমি জানি। ঘটনা এই যে, রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর (রা.) মিম্বরে রাসূল ﷺ-এর দাড়ানোর স্থান থেকে এক সিঁড়ি নিচে (২য় সিঁড়িতে) দাঁড়ালেন। তাঁরপর হযরত ওমর (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর স্থান থেকে এক সিঁড়ি নিচে (৩য় সিঁড়িতে) দাঁড়ালেন। যখন হযরত ওসমান (রা.) খলীফা হলেন তখন তিনি সবচেয়ে উপরের সিঁড়িতে (অর্থাৎ প্রথম সিঁড়িতে) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসলমানগণ এটা অপছন্দ করলেন। তারা চেয়ে ছিলেন তিনি যেন ওমর (রা.)-এর স্থান থেকে এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়ান। হযরত উবাদা 'খলীফা মুতাওয়াক্কিল'কে বললেন, আপনার ওপর হযরত ওসমান (রা.) অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহকারী আর কেউ নেই। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন এটা কিভাবে? তিনি বললেন, কেননা হযরত ওসমান (রা.) মিম্বরের চূড়ায় উঠে ছিলেন। যদি প্রত্যেক খলীফা পূর্ববর্তী খলীফার স্থান থেকে এক সিঁড়ি নিচেই দাঁড়াতে থাকতেন তাহলে আজ আপনাকে কূপের ভিতর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে হতো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

جُلَسَاءُ (ج) (و) جَلِيْسٌ পর্ষদ, সভাষদবৃন্দ, পরিষদ	صَعِدَ (ض) صُعُوْدًا আরোহণ করেছেন, চড়েছেন
عَتَبَ (ن، ض) عَتْبًا، مَعْتَبَةً অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে	ذِرْوَةٌ (ج) ذَرَاىٌ চূড়া, শৃঙ্গ
قُبِضَ (مج ، ض) قَبْضًا ইন্তেকাল হয়েছে	تَخْطُبُ (ن) خُطْبَةً খুতবা প্রদান করতেন, বক্তৃতা দিতেন
مِرْقَاةٌ (ج) مَرَاقٍ সিঁড়ি	بِئْرٌ (ج) اٰبَارٌ কূপ, কুয়া

---

১. মতভেদ দু'প্রকার। একটি নিন্দনীয় অপরটি প্রশংসিত, আকাইদ ও দীনের মৌলিক বিষয়ে যে মতভেদ করা হয় তা নিন্দনীয়। যেমন, ইহুদি, নাসারাদের মতভেদ ও এখতিলাফ। আর আমল এবং দীনের শাখা-প্রশাখার যে মতভেদ করা হয় তা প্রশংসনীয়। যেমন রাসূল- ﷺ ইরশাদ করেছেন- *اختلاف العلماء رحمة*। ওলামাদের মতভেদ জাতির জন্য রহমত স্বরূপ। একবার এক ইহুদি হযরত আলী (রা.)-কে ভর্ৎসনা করে বলল, তোমরা তোমাদের নবীকে দাফন দেওয়ার পূর্বেই মতবিরোধে লেগেগেছ। হযরত আলী (রা.) বললেন, আমরা আমাদের নবীর উসূল তথা মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ করিনি, বরং তাঁর হিদায়েত বাকি রাখার জন্য মতভেদ করেছি।

ضَبْطُ النَّفْسِ عِنْدَ كَلَامِ الْاَوْغَادِ وَالْاَرْذَالِ

قَالَ مُحَمَّدٌ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْحَكَّمَتِ الْخَوَارِجُ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ عَلِيٌّ (رضـ) كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ لَنْ نَمْنَعَكُمْ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ تَذْكُرُوْا فِيهَا اِسْمَ اللّٰهِ وَلَمْ نَمْنَعْكُمْ اَلْفَيْءَ مَا دَامَتْ اَيْدِيْكُمْ مَعَ اَيْدِيْنَا وَلَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتّٰى تُقَاتِلُوْنَا ثُمَّ اَخَذَ فِيْ خُطْبَتِهٖ وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ حَكَّمَتِ الْخَوَارِجُ نِدَاؤُهُمْ بِقَوْلِهِمْ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ وَكَانُوْا يَتَكَلَّمُوْنَ بِذٰلِكَ اِذَا اَخَذَ عَلِيٌّ فِي الْخُطْبَةِ لِيُشَوِّشُوْا خَاطِرَهٗ ، فَاِنَّهُمْ كَانُوْا يَقْصُدُوْنَ بِذٰلِكَ نِسْبَتَهٗ اِلَى الْكُفْرِ لِرِضَاهُ بِالتَّحْكِيْمِ فِيْ صِفِّيْنَ وَلِهٰذَا قَالَ عَلِيٌّ (رضـ) كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ يَعْنِيْ تَكْفِيْرَهٗ ۔

নিম্ন শ্রেণীর সাথে কথা বলার সময় দৃঢ়তা অবলম্বন করা

মুহাম্মদ বলেন, হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি জুমার দিন খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মসজিদের এক কোণা হতে খারিজীরা "اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ" -এর ধ্বনি তুলল। হযরত আলী (রা.) বললেন, (اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ) কথা সত্য, মতলব খারাপ। আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর জিকির করতে কখনো বাধা দিব না এবং তোমাদেরকে গনিমতের সম্পদ গ্রহণ থেকেও নিষেধ করব না। যাবৎ তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এবং আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, যাবৎ না তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধে উপনীত হবে। এরপর তিনি আবার খুতবা দিতে শুরু করলেন।

মুহাম্মদের কথা "حَكَّمَتِ الْخَوَارِجُ" -এর মর্ম হচ্ছে اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ (বিধান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই) এই বাক্য বলে শোরগোল শুরু করা, হযরত আলী (রা.) যখন খুতবা দিতে শুরু করতেন তখন তারা তাঁর মনোযোগকে বিভ্রান্ত করার জন্য اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ বলে হট্টগোল শুরু করে দিত । এর দ্বারা তারা হযরত আলী (রা.)-কে কুফরের দিকে নিসবত করতো। কেননা, তিনি সিফ্ফীনের যুদ্ধে শালিশ নিযুক্ত করার প্রতি রাজি হয়ে ছিলেন, এজন্যই হযরত আলী (রা.) বলেছেন, কথা সত্য, মতলব খারাপ। মতলব খারাপ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আলী (রা.)-কে কাফের সাব্যস্ত করা।

শব্দ-বিশ্লেষণ

ضَبَطَ : (ن، ض) مص শক্তিশালী হওয়া, জয়ী হওয়া

اَوْغَادٌ (ج) (و) وَغْدٌ অভদ্র, অসভ্য, নিম্নশ্রেণী

وَغُدَ : (ك) وَغَادَةً দুর্বল বিবেক সম্পন্ন হওয়া

اَرْذَالٌ (ج) (و) رَذِيْلٌ নীচ প্রকৃতির লোক, তুচ্ছ লোক

حَكَّمَتْ ইনিল হুকমু ইল্লালিল্লাহ বলা

خَوَارِجُ (ج) (و) خَارِجِيٌّ একটি ভ্রান্ত দল, যারা হযরত আলী (রা.)-কে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বীকার করে না

اَلْفَيْءُ গনিমতের সম্পদ

الفيء ঐ মালকে বলা হয় যা যুদ্ধ ও লড়াই ব্যতীত কাফিরদের থেকে অর্জিত হয়েছে। তাছাড়া খেরাজ ও গনিমত অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

لِيُشَوِّشُوْا : (تفعيل) تَشْوِيْشًا বিভ্রান্ত করার জন্য

خَاطِرٌ (ج) خَوَاطِرُ অন্তর, আত্মা

اَلتَّحْكِيْمُ কোনো ব্যাপারে ফয়সালা বা শালিশ বানানো

صفين : ফোরাত নদীর পূর্ববর্তী কিনারে একটি স্থানের নাম, যেখানে হযরত আলী (রা.) হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল।

شُؤْمُ الدَّارِ

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ الْكُوْفِيُّ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَرْوَانَ بِقَصْرِ الْكُوْفَةِ الْمَعْرُوْفِ بِدَارِ الْاِمَارَةِ حِيْنَ جِيْئَ بِرَأْسِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَاٰنِيْ قَدْ ارْتَعَتُّ فَقَالَ مَالَكَ؟ فَقُلْتُ اُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنْتُ بِهٰذَا الْقَصْرِ بِهٰذَا الْمَوْضِعِ مَعَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَرَاَيْتُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) اِبْنِ اَبِيْ طَالِبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ ثُمَّ كُنْتُ فِيْهِ مَعَ الْمُخْتَارِ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدِ الثَّقَفِيِّ فَرَأَيْتُ رَأْسَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كُنْتُ فِيْهِ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَرَأَيْتُ رَأْسَ الْمُخْتَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ هٰذَا رَأْسُ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ فَقَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ مَوْضَعِهِ وَاَمَرَ بِهَدَمِ الطَّاقِ الَّذِيْ كُنَّا فِيْهِ .

অপয়া বাসস্থান

আবদুল মালিক ইবনে উমাইর কূফী বর্ণনা করে বলেন যে, যে সময় হযরত মুস'আব ইবনে যুবাইর (রা.) -এর মস্তক আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সামনে এনে রাখা হলো, তখন আমি আবদুল মালিকের নিকট কূফার প্রসিদ্ধ প্রাসাদ 'দারুল ইমারা'য় ছিলাম। আব্দুল মালিক আমাকে কম্পমান দেখে বললেন, তোমার কি হলো? আমি বললাম! হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ আপনাকে হেফাজত করুন, আমি একবার এই প্রাসাদে এই স্থানে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সঙ্গে ছিলাম। তখন আমি এখানে হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা.)-এর মস্তক উবাইদুল্লাহর সামনে দেখেছি। আর একবার আমি এই প্রাসাদে মুখতার ইবনে আবূ উবাইদ ছাকাফী'র সঙ্গে ছিলাম। তখন তার সামনে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের মস্তক দেখেছি। পুনরায় একবার এখানে মুস'আব ইবনে যুবাইরের সঙ্গে ছিলাম, তখন তার সামনে মুখতার ইবনে আবূ উবাইদ -এর মস্তক দেখেছি। এখন দেখেছি মুস'আব ইবনে যুবাইরের মস্তক আপনার সামনে। আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর বলেন, ইহা শোনা মাত্রই আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান সে স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমরা যে মেহরাবে ছিলাম সেটি ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

شُؤْمٌ	অশুভ, অপয়া
قَصْرٌ (ج) قُصُوْرٌ	প্রাসাদ, মহল, ভবন
اِرْتَعَتْ (افتعال) اِرْتِيَاعٌ	কাঁপতে ছিলাম
هَدَمٌ (ض) مص	ভেঙ্গে ফেলা
اَلطَّاقُ (ج) طَبَقَاتٌ	মেহরাব

مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

ذَكَرَ الشَّيْخُ الصَّفْوِيُّ اَنَّ الْمَنْصُوْرَ بَلَغَهٗ اَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَنْقِمُ عَلَيْهِ فِيْ عَدَمِ اِقَامَةِ الْحَقِّ فَلَمَّا تَوَجَّهَ الْمَنْصُوْرُ اِلَى الْحَجِّ وَ بَلَغَهٗ اَنَّ سُفْيَانَ بِمَكَّةَ اَرْسَلَ جَمَاعَةً اَمَامَهٗ وَقَالَ لَهُمْ حَيْثُمَا وَجَدْتُّمْ سُفْيَانَ خُذُوْهُ وَ اصْلُبُوْهُ فَنَصَبُوا الْخَشَبَ لِيَصْلُبُوْا سُفْيَانَ عَلَيْهِ وَكَانَ سُفْيَانُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ رَأْسُهٗ فِيْ حِجْرِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَرِجْلَاهُ فِيْ حِجْرِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَقِيْلَ لَهٗ خَوْفًا عَلَيْهِ لَا تُشْمِتْ بِنَا الْاَعْدَاءَ ، قُمْ فَاخْتَفِ فَقَامَ وَمَضٰى حَتّٰى وَقَفَ بِالْمُلْتَزَمِ وَقَالَ وَ رَبِّ هٰذِهِ الْكَعْبَةِ لَا يَدْخُلُهَا (يَعْنِيْ مَكَّةَ) الْمَنْصُوْرُ فَكَانَ وَصَلَ اِلَى الْحَجُوْنِ فَزَلَقَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهٗ فَوَقَعَ عَنْ ظَهْرِهَا وَمَاتَ مِنْ فَوْرِهٖ فَخَرَجَ سُفْيَانُ وَصَلّٰى عَلَيْهِ هٰذَا كَلَامُهٗ، وَكَتَبَ زِيَادٌ اِلٰى مُعَاوِيَةَ قَدْ اَخَذْتُ الْعِرَاقَ بِيَمِيْنِيْ وَبَقِيَتْ شِمَالِيْ فَارِغَةً (يُعَرِّضُ لَهٗ بِالْحِجَازِ) فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) فَرَفَعَ يَدَهٗ اِلَى السَّمَآءِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اكْفِنَا شِمَالَ زِيَادٍ فَخَرَجَتْ فِيْ شِمَالِهٖ قُرْحَةٌ فَقَتَلَتْهُ ـ

যে আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে তার সাথে আমার যুদ্ধ ঘোষণা

এক. শায়েখ [১]ছাফাবী বর্ণনা করেন, [২]খলীফা মনসূর সংবাদ পেলেন যে, হযরত [৩]সুফিয়ান ছাওরী হক প্রতিষ্ঠা না করার কারণে তাকে ভর্ৎসনা ও নিন্দা করেন। খলীফা মনসূর যখন হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং জানতে পেলেন যে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী মক্কায় রয়েছেন, তখন সে তার অগ্রে একটি দলও মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে বলে দিলেন যে, তোমরা সুফিয়ানকে যেখানে পাবে ধরে শুলীতে চড়াবে। সেমতে তারা হযরত সুফিয়ানকে শূলীতে দেওয়ার জন্য শূল স্থাপন করল।

---

১. الصفوى ঃ সালাহুদ্দীন আবূ সফা খলীল ইবনে আবীক। মৃত্যু ৭৬৪ হিঃ। স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। বহু বড় বড় গ্রন্থ প্রণেতা।

২. منصور ঃ আবূ জা'ফর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আব্বাসী বংশের প্রসিদ্ধ খলীফা। তিনি সকলের মধ্যে বাহাদুর ও জ্ঞানী ছিলেন, ১০১ হিজরিতে হামীমা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, ১৫৮ হিঃ হজে যাওয়ার পথে তার ইন্তেকাল হয়, ৬ দিন কম ২২ বছর রাজত্ব করেন।

৩. سفيان ثورى ঃ আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ কূফী। জন্ম ৭৭ হিঃ, মৃত্যু ১৬১ হিঃ। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে একজন বড় মুত্তাকী ও পরহেযগার ইমাম ছিলেন।

সে সময় হযরত সুফিয়ান ছাওরী মসজিদে হারামে ছিলেন। এমতাবস্থায় যে, তাঁর মাথা [১]ফুযায়েল ইবনে আয়াযের কোলে ছিল, হযরত [২]সুফিয়ানের ওপর আশঙ্কাবশত তাকে বলা হলো, আপনি আমাদের শত্রুদের (আপনার ওপর আক্রমণের সুযোগ করে দিয়ে) খুশি করবেন না; বরং এ স্থান থেকে ওঠে গিয়ে অন্যত্র আত্মগোপন করুন। সুতরাং তিনি ওঠে চলে গেলেন এবং মুলতাজিমের নিকট গিয়ে অবস্থান করলেন। আর বললেন, কা'বার রবের কসম 'মনসূর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না', অথচ সে (মনসূর) যাহুন পর্বতের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। যখন যাহুন পাহাড়ে পৌঁছল তখন তার আরোহী তাকে নিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। মনসূর আরোহীর পৃষ্ঠ হতে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল, এরপর হযরত সুফিয়ান বের হলেন এবং মনসূরের জানাযার নামাজ পড়ালেন। পূর্ণ ঘটনা শায়খ ছাফাবীর বর্ণিত।

দুই. যিয়াদ ইবনে সামিরা হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখল যে, ইরাক আমার ডান হাতে নিয়েছি এবং বাম হাত খালি রয়েছে। এদ্বারা হেজাজের প্রতি ইঙ্গিত করেছে (যদি আপনি বলেন তাহলে সেখানেও আক্রমণ করব) এ সংবাদ হযরত [৩]ইবনে ওমর (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি স্বীয় হাত উত্তোলন করে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে যিয়াদের বাম হাত থেকে নিরাপদ রাখুন। অতঃপর যিয়াদের বাম হাতে একটি বিষ ফোঁড়া বের হলো এবং তাকে হত্যা করল, অর্থাৎ তার যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করল।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاتُشْمِتْ (س) شَمَاتَةً খুশি করবে না

কারো বিপদে খুশি হওয়াকে شماتة বলে।

اِخْتَفِ (صيغة الأمر) اِخْتِفَاءً আত্ম গোপন করুন

اَلْمُلْتَزِمْ

মুলতাজিম; হাজারে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মধ্যবর্তী দেয়াল

اَلْجَحُوْن একটি পাহার

زَلَقَتْ (ن س) زَلَقًا হোঁচট খেয়ে পা পিছলে গেল

تُعَرِّضُ (تفعيل) تَعْرِيْضًا ইঙ্গিত করছে

قَرْحَةٌ (ج) قُرَحٌ ঘা, ক্ষত, ফোঁড়া

عَادٰى (مفاعلة) عَدَاءً ، مُعَادَاةً শত্রুতা পোষণ করে

وَلِيًّا (ج) اَوْلِيَاءُ দোস্ত, বন্ধু

اَذَنْتُ (س) اَذَانًا ঘোষণা দিলাম, অনুমতি প্রদান করলাম

اَلْحَرْبُ (ج) حُرُوْبٌ যুদ্ধ, লড়াই, রণ

يَنْقِمُ (ض، س) نَقْمًا নিন্দা করে, দোষ বর্ণনা করে

اُصْلُبُوْا (ن، س) صَلْبًا শূলীতে চড়াও

صَلِيْبٌ (ج) صُلُبٌ، صُلْبَانٌ শূলী

نَصَبُوْا (ض) نَصْبًا স্থাপন করল

اَلْخَشَبُ (ج) خُشُبٌ কাঠ, কাষ্ঠ

حِجْرٌ (ج) حُجُوْرٌ কোল

---

১. فضيل بن عياض ঃ আবূ আলী তামিমী ইয়ারবঈ। প্রসিদ্ধ ইবাদত গুজার ও দুনিয়া বিমুখ সাধক ছিলেন। সমরকন্দে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এক যুগ পর্যন্ত কূফায় ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ফিক্হ ও হাদীস শিক্ষা করেছেন। ইমাম শাফেঈ, ইয়াহয়া কাত্তান, ইবনে মাহদী প্রমূখ তাঁর ছাত্র ছিলেন। মৃত্যু ঃ ১৮৭ হিঃ।

২. سفيان بن عيينه ঃ আবূ মুহাম্মদ ইবনে ইমরান। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও হাফিজ ছিলেন। ১৫ শা'বান ১০৭ হিঃ কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ফিক্হ ও হাদীস শিক্ষা লাভ করেন, ১৯৮ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

৩. عبد الله بن عمر ابو عبد الرحمن বিশ্ব নবী ﷺ -এর নবুয়তের কিছু পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বল্প বয়সের কারণে গাযওয়ায়ে অহুদে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। অবশ্য গাযওয়ায়ে খন্দক এবং বায়আতে রেদওয়ানে শরিক ছিলেন। তিনি مكثرين فى الحديث -এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি রাসূল ﷺ -এর নিকট থেকে ৬৩০ টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। ৭৩ হিঃ মতান্তরে ৭৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

عَرْضُ الْحَدِيْثِ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ

دَخَلَ الزُّهْرِيُّ عَلَى الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَقَالَ مَا حَدِيْثٌ يُحَدِّثُنَا بِهِ اَهْلُ الشَّامِ. قَالَ وَمَاهُوَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ يُحَدِّثُوْنَنَا اَنَّ اللّٰهَ اِذَا اَسْتَرْعَى عَبْدًا رَعِيَّتَهُ كَتَبَ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ السَّيِّئَاتُ، قَالَ : بَاطِلٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اَنَبِيٌّ خَلِيْفَةٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ اَمْ خَلِيْفَةٌ غَيْرُ نَبِيٍّ؟ قَالَ بَلْ خَلِيْفَةٌ نَبِيٌّ قَالَ : فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِنَبِيِّهِ دَاوٗدَ : يَادَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ فَهٰذَا وَعِيْدٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِنَبِيٍّ خَلِيْفَةٍ فَمَا ظَنُّكَ بِخَلِيْفَةٍ غَيْرِ نَبِيٍّ؟ قَالَ اِنَّ النَّاسَ لَيَغُرُّوْنَنَا عَنْ دِيْنِنَا ـ

কুরআনের বিরুদ্ধে জাল হাদীস পরিবেশনা

একদা ইমাম [১]যুহরী খলীফা [২]ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিকের নিকট আসলেন। তখন খলীফা বললেন, এটা কি ধরনের হাদীস যা শামবাসীরা আমাদের কাছে বর্ণনা করে? ইমাম যুহরী বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, উহা কি? ওয়ালীদ বললেন, শামবাসীরা বর্ণনা করে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে স্বীয় অধীনস্থদের শাসক নিযুক্ত করেন তখন তার শুধু পুণ্যই লিপিবদ্ধ করেন, পাপসমূহ লিপিবদ্ধ করেন না। ইমাম যুহরী বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আচ্ছা বলুন তো; যে ব্যক্তি নবী এবং খলীফা উভয়টি হন তিনি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানী না ঐ ব্যক্তি যিনি শুধু খলীফা, নবী নন? ওয়ালীদ বললেন, যিনি খলীফা এবং নবী উভয়টা তিনি আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানী। ইমাম যুহরী বললেন, যখন এটাই স্বতঃসিদ্ধ তাহলে লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ তা'আলা তার নবী দাউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি, তাই তুমি মানুষের মাঝে ন্যায় ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবে এবং নফসের কুমন্ত্রণার অনুসরণ করবে না। (যদি এমন করো) তাহলে সে তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দিবে। যারাই আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী হবে তার জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। কেননা, তারা পরকালকে ভুলে গেছে। সুতরাং হে আমীরুল মু'মিনীন! যে ব্যক্তি নবী এবং খলীফা (উভয়টা হওয়া সত্ত্বেও) তার জন্য এই সাবধান বাণী! তাহলে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য যিনি শুধু খলীফা, নবী নন? ওয়ালীদ বললেন, (আপনার কথাই সাঠিক) লোকেরা আমাদেরকে আমাদের দীন সম্পর্কে প্রতারিত করছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
فَاحْكُمْ (ن) حُكْمًا	বিচার করো	عَرْضٌ (ض) مص	পেশ করা, দেখানো
فَيُضِلَّكَ ـ اِضْلَالًا	তোমাকে পথভ্রষ্ট করে দিবে	اِسْتَرْعٰى	রক্ষণাবেক্ষণ কামনা করা
لَيَغُرُّوْنَنَا (ن)	ধোঁকা দিচ্ছে। প্রতারণা করছে	اَكْرَمُ (اسم تفضيل)	অধিক সম্মানী

১. الزهرى ঃ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম। ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লা ইবনে শিহাব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে জুহরা ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ কারশী মাদানী। হিজাজ এবং শামের বিশিষ্ট আলেমদের অন্যতম। ৫১ হিঃ মতান্তরে ৫২/৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. وليد بن عبد الملك ঃ বনী উমাইয়ার ৬ষ্ট খলীফা। তিনি মাসজিদে আকসা, জামে দিমাশক ইত্যাদি তৈরি করেছে। ৯৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন।

اَلتَّلْمِيْحُ

حَكٰى صَاحِبُ الْحَدَائِقِ اَنَّ الْفَتْحَ بْنَ خَاقَانَ ذَكَرَ ابْنَ الصَّائِغِ فِىْ قَلَائِدِ الْعِقْيَانِ فَقَالَ فِيْهِ اَرْمَدَ عَيْنَ الدِّيْنِ وَكَمِدَ نُفُوْسُ الْمُهْتَدِيْنَ لَا يَتَطَهَّرُ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا يَظْهَرُ مَخَائِلَ اِنَابَةٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ الصَّائِغِ فَمَرَّ يَوْمًا عَلَى الْفَتْحِ بْنِ خَاقَانَ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ جَمَاعَةٍ فَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ وَضَرَبَ عَلٰى كَتِفِ الْفَتْحِ وَقَالَ اِنَّهَا شَهَادَةٌ يَافَتْحُ! وَمَضٰى وَلَمْ يَدْرِ اَحَدٌ مَا قَالَ لِلْفَتْحِ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ فَقِيْلَ لَهُ مَا قَالَ لَكَ؟ فَقَالَ اِنِّىْ وَصَفْتُهُ كَمَا تَعْلَمُوْنَ فِىْ قَلَائِدِ الْعِقْيَانِ فَمَا بَلَّغْتُ بِذَالِكَ عُشْرَ مَا بَلَغَ هُوَ مِنِّىْ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ فَاِنَّهُ اَشَارَ بِهَا اِلٰى قَوْلِ الْمُتَنَبِّىْ وَاِذَا اَتَتْكَ مَذَمَّتِىْ مِنْ نَاقِصٍ فَهِىَ الشَّهَادَةُ لِىْ بِاَنِّىْ كَامِلٌ -

---

সূক্ষ্মতম ইঙ্গিত

হাদাইক গ্রন্থের রচয়িতা বর্ণনা করেছেন যে, ফাত্হ ইবনে খাকান "কালাইদুল ইকয়ান" নামক গ্রন্থে ইবনুস সায়েগ-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইবনুস সায়েগ এর দীনের চোখ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। (অর্থাৎ তার দীন নষ্ট হয়ে গেছে) হিদায়েতপ্রাপ্ত লেকেরা তার বদদীনি দেখে চিন্তিত হয়ে গেছেন। সে জানাবাত (অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র হয় না এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার (অর্থাৎ তওবা করার)ও কোনো নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে না। এ কথা ইবনুস সায়েগ পর্যন্ত পৌছল। (অর্থাৎ সে জানতে পারল) তাই একদিন সে ফাত্হ ইবনে খাক্বানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইবনে খাকান তখন এক জামাতের সাথে বসে ছিলেন। ইবনুস সায়েগ উপস্থিত লোকদেরকে সালাম করলেন এবং ইবনে খাকান-এর কাঁধে হাত মেরে বললেন, হে ফাত্হ! 'এটাইতো সাক্ষ্য।' এইটুকু বলেই চলতে লাগলেন। উপস্থিত লোকজনের কেউই বুঝতে পারল না যে, তিনি ইবনে খাকানকে কি বলেছেন? কিন্তু ইবনে খাকানের চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তিনি আপনাকে কি বলেছেন? ইবনে খাকান বললেন, আমি ক্বালাইদুল ইকইয়ান নামক গ্রন্থে তার সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছি তা তোমাদের জানা। কিন্তু সে একটি মাত্র বাক্যে আমাকে যা কিছু বলে গেল আমি তার এক-দশমাংশ পর্যন্তও পৌছতে পারিনি। কেননা সে এই (انها شهادة) বাক্য দ্বারা কবি মুতানাববির নিম্ন পংক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছে।

واذا أتتك مذمتى الخ অর্থাৎ যখন তোমার নিকট কোনো অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমার দোষ-ত্রুটি পৌছে তাহলে এটাই প্রমাণ যে, আমি কামেল বা সৎ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلتَّلْمِيْحُ ইঙ্গিত, ইশারা, আভাস
অলংকার শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় কোনো প্রসিদ্ধ ঘটনা, কবিতা, প্রবাদের দিকে ইঙ্গিত করাকে 'তালমীহ' বলা হয়

اَرْمَدُ (افعال) ধ্বংস করে দিয়েছে

رَمِدَتِ الْعَيْنُ চক্ষু উঠা, চক্ষুরোগ হওয়া

كَمِدَ (س) كَمَدًا চিন্তিত হয়ে গেছে

مَخَائِلُ (و) مَخِيْلَةٌ চিহ্ন, আলমত, নিদর্শন

اِنَابَةٌ প্রত্যাবর্তন করা, তওবা করা

كَتِفٌ ، كَتِفٌ (ج) اَكْتَافٌ কাঁধ, স্কন্ধ

شَهَادَةٌ (ج) شَهَادَاتٌ প্রমাণ, সাক্ষ্য

لَمْ يَدْرِ জানতে পারেনি

تَغَيَّرَ (تفعل) تَغَيُّرًا পরিবর্তন হয়ে গেল

عُشْرٌ এক দশমাংশ

مَذَمَّةٌ দোষ-ত্রুটি

نَاقِصٌ অসম্পূর্ণ

كَامِلٌ যোগ্য, পুণ্যবান

وَادُ الْبَنَاتِ

أَوَّلُ مَنْ مَنَعَ عَنِ الْوَادِ صَعْصَعَةُ بْنُ نَاجِيَةَ جَدُّ الْفَرَزْدَقِ وَ ذٰلِكَ اَنَّهُ اَضَلَّ نَاقَتَيْنِ لَهُ فَخَرَجَ فِىْ بُغَائِهِمَا فَلَمَّا اَجَنَّهُ اللَّيْلُ رُفِعَتْ لَهُ نَارٌ، فَاَمَّهَا ، فَاِذَا شَيْخٌ وَ امْرَأَةٌ مَا خِضٌ فَسَلَّمَ فَرَدَّ الشَّيْخُ ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاقَتَيْنِ ، فَقَالَ وَجَدْتُهُمَا ، وَقَدْ اَحْيَانَا اللّٰهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ لِنِسَاءٍ كُنَّ عِنْدَهُ اِنْ جَآءَ غُلَامٌ فَمَا اَدْرِىْ مَا اَصْنَعُ بِهِ ، وَاِنْ جَاءَتْنَا جَارِيَةً فَاقْتُلْنَّهَا وَلَا اَسْمَعَنَّ صَوْتَهَا ، فَجَائَتْ جَارِيَةٌ، فَاشْتَرَاهَا صَعْصَعَةُ بِنَاقَتَيْهِ وَجَمَلِهِ الَّذِىْ رَكِبَهُ فِىْ طَلَبِهِمَا وَجَعَلَ ذٰلِكَ سُنَّةً، فَكُلُّ مَنْ أَرَادَ اَنْ يَئِدَ اِبْنَةً لَهُ جَائَهُ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بِلَقْحَتَيْنِ وَجَمَلٍ، فَجَاءَ الْاِسْلَامُ وَقَدْ فَدٰى ثَلَاثَ مِائَةِ مَوْءُدَةً

কন্যা সন্তান জীবন্ত পুঁতে রাখা

সর্ব প্রথম যিনি কন্যা সন্তান জীবন্ত পুঁতে রাখা নিষেধ করেছেন। তিনি হলেন কবি [১]ফিরাজদাকের পিতামহ [২]সা'সা' ইবনে নাজিয়া। ঘটনা হচ্ছে এই যে, সা'সার দু'টি উটনী হারিয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি উষ্ট্রীদ্বয়ের সন্ধানে বের হলেন। যখন রাত্রী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল তখন তিনি কিছুদূর অগ্নি প্রজ্বলিত দেখে সেখানে যাওয়ার মনস্থ করলেন। যখন সেখানে পৌছলেন হঠাৎ প্রসব বেদনাগ্রস্ত একজন মহিলাকে দেখতে পেলেন। তিনি তাদের সালাম বিনিময় করে তার উষ্ট্রীদ্বয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, আমরা তা পেয়েছি এবং এগুলোর অসিলায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অতঃপর বৃদ্ধা তার নিকটস্থ মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, যদি আমার ছেলে সন্তান জন্ম নেয় তাহলে আমি তাকে কি করব তা জানি না, তবে যদি কন্যা সন্তান জন্ম নেয় তাহলে অবশ্যই তাকে হত্যা করে ফেলব এবং তার আর্তচিৎকারটুকু পর্যন্ত শুনব না। অতঃপর তার কন্যা সন্তানই জন্ম নিল। তখন সা'সা' তাকে সেই দু'টি উষ্ট্রী এবং যে উটে আরোহণ করে হারানো উষ্ট্রীদ্বয়ের সন্ধানে এসেছিলেন তার বিনিময়ে কন্যা সন্তানটিকে ক্রয় করে ফেললেন এবং তিনি এটাকে নিজের একটি নিয়ম বানিয়ে নিলেন। এরপর যে ব্যক্তিই স্বীয় সন্তানকে জীবন্ত দাফন করতে চাইতো তার নিকট গিয়ে দুগ্ধদানকারী দু'টি উষ্ট্রী ও একটি উটের বিনিময়ে ক্রয় করতেন। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত তিনি তিনশত জীবন্ত কবর অবধারিত কন্যা সন্তানকে মুক্তি দিয়েছেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ
وَادٌ (ض) مص	জ্যান্ত কবর দেওয়া, জীবন্ত দাফন করা
اَلْبَنَاتُ (ج) (و) بِنْتٌ	কন্যা সন্তান
اَضَلَّ (افعال) اِضْلَالٌ	হারিয়ে ফেলেছে
نَاقَتَيْنِ (و) نَاقَةٌ	উষ্ট্রী, উটনী
بُغَائُهِمَا	অন্বেষণ, প্রচেষ্টা, ইচ্ছা
بَغٰى (ض) بُغَاءً ، بَغْيًا ، بُغْيَةً	সন্ধান করা
اَجَنَّهُ اللَّيْلُ	রাতের অন্ধকার তাকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছে
فَاَمَّهَا (ن) اَمًّا	ইচ্ছা করলেন, মনস্থ করলেন
اَمًّا (ن) اِمَامَةً	ইমাম হওয়া
مَا خِضٌ (فا ، و، مص ـ مَخَاضٌ : س)	প্রসব বেদনাগ্রস্ত নারী
لَقْحَتَيْنِ (و) لَقْحَةٌ	অধিক দুধদানকারী উষ্ট্রী
(ان) يَئِدَ اَلْاَنْ النَاصِبَةُ واَدَ	জীবন্ত কবর দিতে
فَدٰى (ض) فِدَاءً	(সম্পদ বিনিময়ে) মুক্তি দিয়েছে
مَوْءُدَةٌ (مف) (مؤ) وَادٌ (ض)	জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা সন্তান

১. فرزدق আবূ ফারাহ হুমাম ইবনে গালিব ইবনে সা'সাআ আল-ফরাজদাক। সে এবং তাঁর ভাই উভয়ে প্রসিদ্ধ ইসলামি কবি ছিল। জন্ম : ৩৮ হিঃ মৃত্যু: ১২০ হিঃ।

২. صعصعه بن ناجية তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি মূর্খতার যুগে কিছু ভাল কাজ করেছি। ইসলাম গ্রহণের পর আমি কি ঐ গুলোর ছওয়াব পাব? প্রিয় নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি কি কাজ করেছ? তিনি উত্তরে বললেন, তিনশত কন্যা সন্তানকে একটি করে উট ও দু'টি করে উষ্ট্রীর বিনিময়ে ক্রয় করে জীবন্ত কবর দেওয়া থেকে মুক্তি দিয়েছি। প্রিয় নবী ﷺ এরশাদ করলেন– هٰذَا مِنْ بَابِ الْبِرِّ وَلَكَ اَجْرُهُ اِذَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ بِالْاِسْلَامِ ইহা পুন্যের কাজ। তুমি তার প্রতিদান পাবে। তাইতো আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তোমার উপর ইহসান করেছেন।

اَلْفَصْلُ بَيْنَ التَّانِيْثِ اللَّفْظِىْ وَ الْمَعْنوِىْ

ذُكِرَ اَنَّ قَتَادَةَ دَخَلَ الْكُوفَةَ فَالْتَفَّ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ : سَلُوْا عَمَّا شِئْتُمْ وَ كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ حَاضِرًا وَهُوَ غُلَامٌ حَدِيْثُ السِّنِّ فَقَالَ سَلُوْا عَنْ نَمْلَةِ سُلَيْمَانَ اَكَانَتْ ذَكَرًا اَمْ اُنْثٰى ؟ فَسَأَلُوْهُ فَاَفْحَمَ فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَتْ اُنْثٰى فَقِيْلَ لَهٗ مِنْ اَيْنَ عَرَفْتَ؟ فَقَالَ : مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَهُوَ قَوْلُهٗ قَالَتْ نَمْلَةٌ وَلَوْ كَانَتْ ذَكَرًا لَقِيْلَ "قَالَ نَمْلَةٌ" وَ ذَالِكَ اَنَّ النَّمْلَةَ مِثْلُ الْحَمَامَةِ ، وَالشَّاةِ فِىْ وُقُوْعِهِمَا عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى فَيُمَيَّزُ بَيْنَهُمَا بِعَلَامَةٍ نَحْوُ قَوْلُهُمْ حَمَامَةٌ ذَكَرٌ وَ حَمَامَةٌ اُنْثٰى -

---

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের শব্দগত ও অর্থগত ব্যবধান প্রসঙ্গ

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত কাতাদা কূফা নগরীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর আগমনে অনেক লোকজন (দল বেঁধে) সমবেত হলো। তিনি বললেন, তোমরা যা খুশি তাই প্রশ্ন করো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)ও সে মজলিশে উপস্থিতি ছিলেন। তখন তিনি স্বল্প বয়সী কিশোর ছিলেন। তিনি লোকজনকে বললেন, আপনারা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর পিপীলিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন যে, তা নর ছিল না মাদী ছিল? লোকজন তাকে তাই জিজ্ঞেস করল। এ প্রশ্নে তিনি বোকা (নিরুত্তর) হয়ে গেলেন। অতঃপর আবূ হানীফা (র.) বললেন, পিপীলিকাটি স্ত্রীলিঙ্গ ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কোত্থেকে জানলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে। আর তা হলো قالت نملة (কেননা এখানে فعل স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে) যদি নর হতো তাহলে বলা হতো قال نملة (প্রশ্ন হতে পারে نملة স্ত্রীলিঙ্গের পূর্বে فعل مذكر কিভাবে আসতে পারে? এর উত্তরে বলেছেন– একারণে যে, نملة -এর ব্যবহার حمامة ও شاة -এর মতো নর-নারী উভয়টার ক্ষেত্রে হতে পারে। এখানেও প্রশ্ন আসে উভয়টাতেই ব্যবহার হলে কোথায় নর কোথায় নারী কিভাবে বুঝা যাবে? তার উত্তর হলো তখন) উভয়টার মাঝে কোনো আলামত দ্বারা পার্থক্য করা হবে। যেমন আরবদের ব্যবহার (পুরুষ হলে) حمامة ذكر এবং (নারী হলে) حمامة انثى ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِلْتَفَّ (افتعال) اِلْتِفَافًا ভীড় জমাল, সমবেত হলো

غُلَامٌ (ج) غِلْمَانٌ ছেলে, যুবক

حَدِيْثُ السِّنِّ (ج) اَحْدَاثٌ অল্প বয়সী

نَمْلَةٌ (ج) نِمَالٌ পিপীলিকা, পিঁপড়া

اَفْحَمَ (افعال) اِفْحَامًا জব্দ করে দেয়া হল, চুপ হয়ে গেল

فحم শব্দের অর্থ কয়লা। কারো মুখে কয়লা বা ছাই নিক্ষেপ করলে যেমন তার চোখ মুখ নাক বন্ধ হয়ে যায় রীতিমতো জব্দ হয়ে যায়, তেমনি অবস্থা কারো হলে উক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়।

اَلْحَمَامَةُ (ج) حَمَائِمُ কবুতর

شَاةٌ বকরি

يُمَيَّزُ (تفعيل) تَمْيِيْزًا পার্থক্য করা হবে

اَلْكِنَايَةُ ইঙ্গিত/পরোক্ষভাবে উল্লেখ

هُوَ يَعْنِىْ اَنَّ التَّانِيْثَ - لَفْظِىٌّ وَ مَعْنُوِىٌّ وَاللَّفْظِىْ لاَ يُعْتَبَرُ فِىْ لُحُوْقِ عَلاَمَةِ التَّانِيْثِ بِالْفِعْلِ اَلْبَتَّةَ بِدَلِيْلِ اَنَّهُ لاَيَجُوْزُ قَامَتْ طَلْحَةُ وَلاَ حَمْزَةُ عَلَمَىْ مُذَكَّرٍ فَتَعَيَّنَ اَنْ يَّكُوْنَ اللُّحُوْقُ اِنَّمَا هُوَ لِلتَّانِيْثِ الْمَعْنُوِىْ -

اَلْكِنَايَةُ

لَقِىَ شَيْطَانُ الطَّاقِ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ وَبِيَدِهٖ سَيْفٌ فَقَالَ لَهُ الْخَارِجِىُّ : وَاللّٰهِ لاَ قْتُلَنَّكَ اَوْ تَبْرَأَ مِنْ عَلِيٍّ : فَقَالَ " اَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَمِنْ عُثْمَانَ بَرِئٌ اَيْضًا وَ دَخَلَ مُعَلِّىَ الطَّائِىْ عَلٰى اِبْنِ السَّرِىِّ يَعُوْدُهُ فِىْ مَرَضِهٖ فَاَنْشَدَ شِعْرًا يَقُوْلُ فِيْهِ

فَاُقْسِمُ اِنْ مَنَّ الْاِلٰهُ بِصِحَّةٍ * وَنَالَ السَّرِىُّ بْنُ السَّرِىِّ شِفَاءً

لاَرْتَحِلَنَّ الْعِيْسَ شَهْرًا بِحَجَّةٍ * وَيُعْتَقُ شُكْرًا سَالِمٌ وَجَفَاءُ

فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهٖ قَالَ لَهُ اَصْحَابُهُ : وَاللّٰهِ مَا نَعْلَمُ عَبْدَكَ سَالِمًا ، وَلاَ عَبْدَكَ جَفَاءً فَمَنْ اَرَدْتَ اَنْ تُعْتِقَ؟ قَالَ : هُمَا هِرَّتَانِ عِنْدِىْ وَالْحَجُّ فَرِيْضَةٌ وَاجِبَةٌ فَمَا عَلَىَّ فِىْ قَوْلِىْ شَيْئٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

---

অর্থাৎ تانيث দু'প্রকার। (১) لفظى (২) معنوى -এর তানীছে লফজীর تانيث لفظى ক্ষেত্রে فعل -এর সঙ্গে علامة التانيث যুক্ত হওয়াটা কোনো ধর্তব্য নয়. (অর্থাৎ কোনো শব্দে علامة التانيث থাকলেই তার فعل স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে এমনটি নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে مذكر শব্দের শেষেও علامة التانيث যুক্ত থাকে) এ জন্য طلحة এবং حمزه পুংলিঙ্গের দু'টি নাম হওয়া অবস্থায় قامت طلحة ও قامت حمزة বলা শুদ্ধ হবে না।

সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, قالت نملة -এর মাঝে فعل -এর সঙ্গে علامة التانيث যুক্ত হওয়াটা مؤنث معنوى হওয়ার কারণে হয়েছে।

ইঙ্গিত : শয়তান তাক্ব হাতে তলোয়ার বিশিষ্ট জনৈক খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা সাথে সাক্ষাৎ করলে খারিজী তাকে বলল, আল্লাহর শপথ! তুমি আলী (রা.) থেকে সম্পর্ক ছিন্ন কর অন্যথায় তোমাকে হত্যা করে ফেলব। শয়তান তাক্ব বলল– اَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَمِنْ عُثْمَانَ بَرِئٌ এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। (১) আমি হযরত আলী ও হযরত ওসমান উভয় থেকে মুক্ত। (২) انا من على স্বতন্ত্র বাক্য এবং ومن عثمان برئ আরেকটি বাক্য। অর্থ হলো, আমি আলী (রা.)-এর দলভুক্ত এবং হযরত ওসমানের দল থেকে মুক্ত। খারেজী তার কথার প্রথম অর্থটি মনে করে তাকে ছেড়ে দিল। এখানে من শব্দটি برئ -এর সাথে متعلق হবে। আর শয়তান তাকের লক্ষ্য ছিল বাক্যের ২য় অর্থটি। তিনি كناية ব্যবহারের মাধ্যমে খারেজীর হাত থেকে প্রাণে বেঁচেছেন।

[অনুরূপ আরেকটি ঘটনা]

মুআল্লা তায়ী ইবনু সারীর অসুস্থ অবস্থায় তাকে দেখতে গেলেন এবং একটি কবিতা আবৃত্তি করে বললেন আল্লাহর শপথ করে বলছি যদি আল্লাহ তা'আলা সুস্থতা দান করেন এবং সারী ইবনে সারী আরোগ্য লাভ করে তাহলে অবশ্যই আমি হজের উদ্দেশ্যে ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কালো রঙ্গের ঘোড়ায় চড়ে একমাস সফর করব এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সালেম ও জাফাকে মুক্ত করতে হবে।

[প্রভুর অনুগ্রহে হই যদি সুস্থ
মোর বিমারী হয় যদি রোগ মুক্ত
শপথ আমার
মাস ভর করব সফর তীর্থ পানে
সালেম জাফা মুক্ত হবে কৃতজ্ঞ মনে।]

যখন তিনি সারী ইবনে সারীর নিকট থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তার সঙ্গীগণ তাকে বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তো আপনার সালেম ও জাফা নামের কোনো গোলাম আছে বলে জানি না। তাহলে আপনি কাদেরকে আজাদ করে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন? মুআল্লা তায়ী বললেন, তারা দু'জন হলো আমার দু'টি বিড়াল। অর্থাৎ এ নামে আমার দু'টি বিড়াল আছে। আর হজ আমার উপর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য (ওয়াজিব)। সুতরাং এ কসমের দ্বারা আমার উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব হবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

نَالَ (س) نَيْلاً مَنَالاً অর্জন করে, লাভ করে

شِفَاءً (ض) مص আরোগ্য

اَلْعَيَسُ (ج) اَعْيَسُ ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কালো রঙ্গের উট

يُعْتَقُ (ض) عِتْقًا মুক্ত করা হবে

هِرَّتَانِ (و) هِرَّةٌ (ج) هِرَرٌ বিড়াল

اَيْضًا (مفعول مطلق لفعل مقدر وهو اض اى اض ايضا)

اٰضَ (ض) اَيْضًا ফিরে আসা

এক বিষয়ের পর অনুরূপ আরও একটি বিষয়ের অবতারণা করা।

يَعُوْدُ (ن) عِيَادَةً অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া

مَنَّ (ن) مَنًّا ، مَنَّةً (عليه) অনুগ্রহ করা

جُوْدُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ

رَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلّٰى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ : اِجْلِسْ سَيَرْزُقُكَ اللّٰهُ، ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ ثُمَّ اٰخَرُ فَقَالَ لَهُمْ اِجْلِسُوْا فَجَاءَ رَجُلٌ بِاَرْبَعِ اَوَاقِيَّ، فَاَعْطَاهُ اِيَّاهَا ، وَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ هٰذِهٖ صَدَقَةٌ فَدَعَا الْاَوَّلَ فَاَعْطَاهُ اُوْقِيَةً ثُمَّ دَعَا الثَّانِيَ فَاَعْطَاهُ اُوْقِيَةً ثُمَّ دَعَا الثَّالِثَ فَاَعْطَاهُ اُوْقِيَةً، وَبَقِيَتْ مَعَهٗ اُوْقِيَةٌ فَعَرَضَ بِهَا لِلْقَوْمِ ، فَمَا قَامَ اَحَدٌ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ وَضَعَهَا تَحْتَ رَاْسِهٖ وَكَانَ عَلٰى فِرَاشِهٖ عَبَاؤُهٗ فَجَعَلَ لَا يَأْخُذُهُ النَّوْمُ فَيَرْجِعُ فَيُصَلِّيْ ، فَقَالَتْ لَهٗ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَحَلَّ بِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ : لَا قَالَتْ فَجَاءَكَ اَمْرٌ مِنَ اللّٰهِ؟ قَالَ لَا قُلْتُ اِنَّكَ صَنَعْتَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ هٰذِهِ الَّتِيْ فَعَلَتْ بِيْ مَا تَرَيْنَ أَنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يَحْدُثَ اَمْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَمْ اَمْنَحْهَا ـ

সায়্যেদুল মুরসালীন ﷺ -এর বদান্যতা

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ মুআল্লা ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন হাসান বসরী থেকে। (ঘটনা এই) যে, এক লোক কিছু চাওয়ার জন্য মহানবী ﷺ-এর নিকট আসল, তিনি বললেন, বস কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহ তোমার রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন। অতঃপর একে একে আরও দু'জন আসল। মহানবী ﷺ সকলকেই বসতে বললেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি চারটি উকিয়া (১৬০ দিরহাম) নিয়ে নবীজীর নিকট আসল এবং সেগুলো নবীজীর কাছে পেশ করে আরজ করল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) এগুলো সাদকা করলাম। মহানবী ﷺ প্রথম জনকে ডেকে একটি উকিয়া প্রদান করলেন, অতঃপর ২য় জনকে ডেকে একটি উকিয়া ও তৃতীয় জনকে ডেকে একটি উকিয়া প্রদান করলেন। আর নবীজী-এর নিকট একটি উকিয়া অবশিষ্ট রয়ে গেল। তিনি সেটিও লোকদের সামনে পেশ করলেন কিন্তু (নেওয়ার মতো) কেউ দাঁড়ায়নি। যখন রাত হলো তখন ইহা তাঁর মাথার নিচে রেখে দিলেন। (আর সেদিন) রাসূল ﷺ-এর বিছানায় ছিল তাঁর আবা (জুব্বা)। (সেই একটি উকিয়ার কারণে তিনি এমন পেরেশান ছিলেন যে,) সে রাত্রে রাসূল ﷺ-এর নিদ্রা আসছিল না তখন উঠে উঠে নামাজ পড়তেন। এ অবস্থা দৃষ্টে আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কিছু হয়েছে নাকি? তিনি বললেন, না, কিছু হয়নি। হযরত আয়েশা (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ এসেছে নাকি? নবীজী বললেন, না। হযরত আয়েশা আবার জিজ্ঞেস করলেন, (তাহলে আপনার হলো কি?) আপনি আজ রাতভর এমন কিছু কাজ করলেন যা ইতোপূর্বে কখনো করেননি। নবীজী ﷺ সেই উকিয়া বের করে বললেন, আমার সাথে এই বস্তুটির অবস্থান যা অস্বস্থিকর আচরণ করেছে যা তুমি প্রত্যক্ষ করছিলে। আমি আশঙ্কা করছি যে, কখন আল্লাহ নির্দেশ (মৃত্যু) এ অবস্থায় এসে যায় অথচ আমি তা দান করতে পারিনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

جُوْدٌ দয়া অনুগ্রহ, বদান্যতা

جَوْدٌ (ن) مص দান করা, দয়া করা

(ج) اَوَاقِيْ (و) اُوْقِيَةٌ

এক ধরনের পরিমাপ বিশেষ। সাত মিছকালে এক উকিয়া হয়। আর এক মিছকাল দেড় দিরহাম সমপরিমাণ ওজন

فِرَاشٌ (ج) فُرُشٌ বিছানা

عَبَاءٌ (ج) اَعْبِئَةٌ জুব্বা, আবা

حَلَّ (ن ، ض) حُلُوْلًا আপাতত হয়েছে

لَمْ اَمْنَحْ (ف، ض) مَنْحًا দান করতে পারিনি

مَنْحَةٌ (ج) مِنَحٌ দান

قِصَّةُ سَيِّدِنَا نُوحٍ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

اَرْسَلَ اللّٰهُ نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ وَكَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْاَصْنَامَ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّعْبُدُوْا اللّٰهَ فَلَمْ يَسْتَمِعُوْا قَوْلَهٗ وَاتَّفَقُوْا عَلٰى اَذَاهُ وَكَانَ كُلَّمَا يَنْصَحُهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ لِئَلَّا يَسْمَعُوْا وَيُغَطُّوْنَ وُجُوْهَهُمْ كَرَاهَةَ النَّظْرِ اِلَيْهِ وَاسْتَمَرَّ عَلٰى هٰذِهِ الْحَالَةِ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُوْنَ سَنَةً ثُمَّ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ يَّصْنَعَ الْفُلْكَ فَعَمِلَهَا طَبَقَاتٍ عَلٰى حَسْبِ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ خَشَبِ الْاَنْبُوْسِ ثُمَّ بَعْدَ ذَالِكَ دَعَا نُوْحٌ عَلٰى قَوْمِهٖ فَاَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهٗ وَاَمَرَهٗ اَنْ يَّأْخُذَهٗ مِنْ جَمِيْعِ الْحَيَوَانَاتِ ذَكَرًا وَاُنْثٰى ، وَاَنْ يَّأْخُذَ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ فَفَعَلَ كَمَا اَمَرَّ ، وَاَخَذَ مَا يَكْفِيْهِمْ مِنَ الزَّادِ مُدَّةَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ وَ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنْ يَّرْكَبَ فِى السَّفِيْنَةِ وَقْتَ مَا يَفُوْرُ الْمَاءُ مِنَ التَّنُّوْرِ فَعِنْدَ ذٰلِكَ خَرَجَ وَنَادٰى مَنْ اٰمَنَ فَحَضَرُوْا وَكَانُوْا اَرْبَعِيْنَ نَفْسًا ـ

হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর গোত্রের প্রতি (নবী হিসেবে) প্রেরণ করলেন। গোত্রের লোকজন মূর্তি পূজা করতো। তিনি তাদেরকে আল্লাহর উপাসনা করার নির্দেশ দিলেন, তারা তাঁর কথা শুনল না এবং উল্টো সকলেই তাকে নির্যাতনে একজোট হলো। হযরত নূহ (আ.) যখনই তাদেরকে নসিহত করতেন তখন তারা তাদের কানে অঙ্গুলি দিয়ে রাখতো যাতে তার কথা শুনতে না পায়। এমনকি তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে চেহারা অর্ধনমিত রাখতো। তিনি ক্রমাগত দীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এবং লোকজন তাকে নির্যাতন করতেছিল।) এ অবস্থায় নয়শত পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হলো। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিসতী নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। তাই হযরত নূহ (আ.) আম্বুস কাঠ দ্বারা সকল প্রাণীদের শ্রেণী অনুযায়ী স্তর বিশিষ্ট একটি কিসতী তৈরি করলেন। অনন্তর তাঁর জাতির জন্য বদ দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং হযরত নূহ (আ.)-কে প্রত্যেক প্রকার প্রাণী হতে একটি করে নর ও মাদী এবং যে সকল লোক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে নৌকায় উঠাতে নির্দেশ দিলেন। তাঁকে যেভাবে নির্দেশ করা হয়েছে তিনি সেভাবেই পালন করেছেন। আর তাদের ছয় মাস যথেষ্ট হবে এ পরিমাণ পাথেয় (খাদ্য) সঙ্গে নিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত নুহ (আ.)-এর নিকট ওহী পাঠালেন যে, যখন চুলা দিয়ে পানি উথলে উঠবে তখন কিসতীতে উঠে যাবে। সুতরাং পানি উথলাতে আরম্ভ করলে নূহ (আ.) বাহিরে গিয়ে ঈমানদারদেরকে ডাকলেন। ডাক শুনে তারা সকলেই উপস্থিত হলো। তাঁরা ছিল মাত্র চল্লিশ জন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قِصَّةٌ (ج) قِصَصٌ ঘটনা, কাহিনী, কেচ্ছা
اَلْاَصْنَامُ (ج) (و) صَنَمٌ মূর্তি
اَذَاءٌ/اَذِيَّةٌ নির্যাতন, কষ্ট, অনিষ্ট
اذى (الافعال) (اِيْذَاءً) কষ্ট দেওয়া
يَنْصَحُ (ف) نَصْحًا উপদেশ দিতেন, নসিহত করতেন
اَصَابِعُ (ج) (و) اِصْبَعٌ অঙ্গুলী
اٰذَانٌ (ج) (و) اُذُنٌ কান, কর্ণ
يُغَطُّوْنَ (تفعيل) تَغْطِيَةً ঢেকে রাখতো, আবৃত করে রাখতো
وُجُوْهٌ (ج) (و) وَجْهٌ চেহারা, মুখমণ্ডল
اَلْفُلْكُ কিসতী, বড় নৌকা, জাহাজ
اَلْاَنْبُوْسُ
আম্বুস: একপ্রকার ফলের গাছ, যার কাঠ খুব কৃষ্ণ ও পাতাগুলো ছনুবরের মতো
اَلزَّادُ (ج) اَزْوِدَةٌ পাথেয়
اَلسَّفِيْنَةُ (ج) سُفُنٌ জাহাজ, কিসতী
اَلتَّنُّوْرُ (ج) تَنَانِيْرُ চুলা
يَفُوْرُ (ن) فَوْرًا উথলে উঠবে

مَرَاتِبُ الْاَصْدِقَاءِ

اَقَلُّ الْاَصْدِقَاءِ حَالَةً مَنْ تَشْكُوْ اِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُ سِمَاعِ الشَّكْوٰى وَالْاِصْغَاءِ اِلَيْهِ لِاَنَّ سِمَاعَ الشَّكْوٰى وَبَثُّهَا فِيْهِ تَخْفِيْفٌ عَنِ الْمَكْرُوْبِ وَالنَّفْسُ تَسْتَرُوْحُ اِلَيْهِ وَلِهٰذَا قَالَ الشَّاعِرُ : وَلَابُدَّ مِنْ شَكْوٰى اِلٰى ذِيْ مُرُوَّةٍ ـ يُوَاسِيْكَ اَوْ يُسَلِّيْكَ اَوْ يَتَوَجَّعُ ، لِاَنَّ الْمَشْكُوْ اِلَيْهِ اِمَّا يُوَاسِيْكَ فِيْ هَمِّكَ وَ هٰذِهِ الرُّتْبَةُ الْعُلْيَاءُ وَهُوَ الصَّدِيْقُ الْكَرِيْمُ ذُو الْمُرُوَّةِ وَاِمَّا اَنْ يُسَلِّيَكَ وَهِيَ الرُّتْبَةُ الْوُسْطٰى ، وَ هُوَ الصَّدِيْقُ الْحَكِيْمُ الْمُهَذَّبُ ذُو التَّجَارُبِ الَّذِيْ حَلَبَ اَشْطُرَ الدَّهْرِ وَ اِمَّا اَنْ يَتَوَجَّعَ وَهٰذِهِ الرُّتْبَةُ السُّفْلٰى وَهُوَ الصَّدِيْقُ الْعَاجِزُ ـ فَاِنْ خَلَا الصَّدِيْقُ مِنْ اِحْدٰى هٰذِهِ الْمَرَاتِبِ كَانَ وُجُوْدُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ بَلْ عَدَمُهُ خَيْرٌ مِنْ وُجُوْدِهٖ ـ

বন্ধুদের শ্রেণীবিন্যাস

সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর বন্ধু হলো ঐ ব্যক্তি, যার নিকট তুমি কোনো অভিযোগ করবে কিন্তু তার থেকে অভিযোগ শ্রবণ ব্যতীত আর কিছুই হয় না। (অর্থাৎ শুধু শুনাই তার কাজ। এরপর সান্ত্বনামূলক কিছু বলবে না এবং সমাধানের কোনো কথাও বলবে না।) কেননা অভিযোগ শ্রবণ করে তা প্রকাশ করার মাঝেও চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির চিন্তা হালকা হয় এবং আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। তাইতো কবি বলেছেন, অভিযোগ মানবতা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে করা উচিত। কেননা হয়তো সে তোমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে, তোমাকে সান্ত্বনা দিবে কিংবা তোমার ব্যাথায় ব্যথিত হবে।

কেননা তুমি যার নিকট অভিযোগ করবে সে হয়তো তোমার বিপদে সহানুভূতি দেখাবে আর এটাই হলো বন্ধুত্বের শীর্ষস্তর। এবং সে হলো মানবতা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। অথবা তোমাকে সান্ত্বনা দিবে। এটা হচ্ছে বন্ধুত্বের মধ্যস্তর এবং সে হচ্ছে বুদ্ধিমান ভদ্র ও অভিজ্ঞ বন্ধু। যে যুগের ভাল-মন্দ বিষয় যাচাই করেছে। অথবা তোমার ব্যথায় ব্যথিত হবে আর এটা হবে বন্ধুত্বের সর্বনিম্ন স্তর এবং সে হচ্ছে অপারগ বন্ধু। সুতরাং যদি কোনো বন্ধু উল্লিখিত তিনটি স্তর থেকেই মুক্ত হয় (অর্থাৎ কোনো স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত না হয়) তাহলে তার অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান বরং না থাকাই শ্রেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَرَاتِبُ (ج) (و) مَرْتَبَةٌ — স্তর, শ্রেণী, মর্যাদা
اَلْاَصْدِقَاءُ (ج) (و) صَدِيْقٌ — বন্ধু, দোস্ত
تَشْكُوْ (ن) شِكَايَةً — অভিযোগ করবে
شَكْوٰى (ج) شَكَاوٰى — অভিযোগ
اَلْاِصْغَاءُ (افعال) مص — মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ
بَثُّهَا (ن) بَثًّا — প্রসার করা, প্রকাশ করা, ফাঁস করা
مَكْرُوْبٌ (مف ، و، مذ) مص : كربا ـ ن — চিন্তাগ্রস্থ বিপদগ্রস্ত
تَسْتَرُوْحُ - اِسْتِرَاحَةً — প্রশান্তি লাভ করে
مُرُوَّةٌ ، مروة — পুরুষত্ব, মানবিকতা, মানবতা বোধ

يُوَاسِيْكَ ـ مُوَاسَاةً — সমবেদনা, সহানুভূতি
يُسَلِّيْكَ (افعال ، تفعيل) اِسْلَاءً تسلية — চিন্তা মুক্ত করবে, শান্ত্বনা দিবে।
يَتَوَجَّعُ ـ تَوَجُّعًا — ব্যথিত হবে
اَلْمَشْكُوْ اِلَيْهِ — যার কাছে অভিযোগ করা হয়
هَمِّكَ ـ هَمٌّ (ج) هُمُوْمٌ — চিন্তা, পেরেশানী
حَلَبَ اَشْطُرَ الدَّهْرِ — যে যুগের ভাল মন্দকে পরীক্ষা করেছে
حَلَبَ — দোহন করা
شَطْرٌ (ج) (و) شُطُرٌ — সংবাদ, অর্ধাংশ, মধ্য

اَلْاِبْرَامُ

اَهْدٰى رَجُلٌ مِنَ الثُّقَلَاءِ اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الظُّرَفَاءِ جَمَلًا ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ حَتّٰى اَبْرَمَهُ فَقَالَ فِيْهِ

يَا مُبْرِمًا اَهْدَى الْجَمَلَ خُذْ وَانْصَرِفْ بِاَلْفَىْ جَمَلْ * قَالَ وَمَا اَوْقَارُهَا قُلْتُ زَبِيْبٌ وَعَسَلْ

قَالَ وَمَنْ يَقُوْدُهَا قُلْتُ لَهٗ اَلْفَا رَجُلْ * قَالَ وَمَنْ يَسُوْقُهَا ؟ قُلْتُ لَهٗ اَلْفَا بَطَلْ

قَالَ وَمَا لِبَاسُهُمْ؟ قُلْتُ حُلًى وَحُلَلْ * قَالَ وَمَا سِلَاحُهُمْ قُلْتُ سُيُوْفٌ وَاَسَلْ

قَالَ : عَبِيْدٌ لِىْ اِذًا قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ خَوَلْ * قَالَ بِهٰذَا فَاكْتُبُوْا اِذًا عَلَيْكُمْ لِىْ سِجِلْ

قُلْتُ لَهٗ اَلْفَىْ سِجِلْ فَاضْمِنْ لَنَا اَنْ تَرْتَحِلْ * قَالَ وَقَدْ اَضْجَرْتُكُمْ قُلْتُ اَجَلْ ثُمَّ اَجَلْ

قَالَ وَقَدْ اَبْرَمْتُكُمْ ـ قُلْتُ لَهٗ الْاَمْرُ جَلَلْ * قَالَ وَقَدْ اَثْقَلْتُكُمْ قُلْتُ لَهٗ فَوْقَ الثِّقَالْ

قَالَ فَاِنِّىْ رَاحِلٌ قُلْتُ الْعَجَلْ ثُمَّ الْعَجَلْ * يَا كَوْكَبَ الشُّؤْمِ مِنْ اَرْبٰى عَلٰى نَحْسِ زَحَلْ

يَاجَبَلًا مِنْ جَبَلٍ فِىْ جَبَلٍ فَوْقَ الْجَبَلْ ـ

বিরক্তকরণ

একজন কঠোর স্বভাবী লোক জনৈক বুদ্ধিমান লোককে হাদিয়া স্বরূপ একটি উট প্রদান করল। অতঃপর তার নিকট এসে মেহমান হলো (আসার পর আর যাওয়ার নেই) এমনকি তাকে বিরক্ত করে দিল। তাই তার সম্পর্কে বুদ্ধিমান লোকটি বলল, ওহে একটি উট হাদিয়া দিয়ে বিরক্তকারী। তুমি দু' হাজার উট নিয়ে চলে যাও। সে বলল, সেই উটের উপর মালামাল কি হবে? আমি বললাম, কিসমিস এবং মধু। সে বলল, উটগুলো কে চালাবে? আমি বললাম, দুই হাজার লোক, সে বলল, হাঁকিয়ে নিবে কে? আমি বললাম, দু'হাজার যুবক। সে বলল, তাদের পোশাক কি হবে? আমি বললাম, অলংকার এবং অভিজাত পোশাক। সে বলল, তাদের হাতিয়ার কি হবে? আমি বললাম, তলোয়ার এবং তীর। সে বলল, তাহলে গোলামও হওয়া উচিত। আমি বললাম, হাঁ, চাকর-বাকরও। সে বলল, তাহলে এ সম্পর্কে একটি দলিল লিখে দিন; আমি বললাম দু'হাজার দলিল লিখে দিব; কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দাও। সে বলল, আমি আপনাদেরকে বিরক্ত করে দিয়েছি। আমি বললাম, হাঁ! হাঁ! সে বলল, আমি আপনাদেরকে ক্লান্ত করে দিয়েছি। আমি বললাম, ব্যাপারটি এর চেয়েও কঠিন। সে বলল, আমি আপনাদের ওপর ভারী হয়ে গেছি। আমি বললাম, ভারী থেকেও ভারী। সে বলল, আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। আমি বললাম, হে দুর্ভাগা নক্ষত্র! হে দুর্ভাগা নক্ষত্রের চাইতে দুর্ভাগা! হে উঁচু পর্বতের চেয়েও উচু পর্বত। অতিদ্রুত যাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

আরবি	বাংলা
سِلَاحٌ (ج) اَسْلِحَةٌ	পোশাকের সেট, জোড়া, হাতিয়ার, অস্ত্র
اَسَلٌ	নেজা, তীর
خَوَلٌ	গোলাম, বাদী
سِجِلٌّ (ج) سِجِلَّاتٌ	দলিল, চুক্তি পত্র, নথি পত্র
اَضْمَنُ	দায়িত্ব লাভ
تَرْتَحِلُ - اِرْتِحَالًا (افتعال)	চলে যাওয়া
اَضْجَرْتَ	বিরক্ত করে ফেলেছি
اَجَلْ	হাঁ!
جَلَلٌ	কঠিন ব্যাপার
اَلْعُجَلُ	দ্রুত
نَحْسٌ	অশুভ তারকার নাম
زُحَلُ	উঁচু ও দুরত্ব বুঝানোর জন্য উপমা পেশ করা হয়
اَلْإِبْرَامُ (افعال) مص	বিরক্ত করা
اَلثُّقَلَاءُ (ج) (و) ثَقِيْلٌ	ভারী, কঠিন
ثَقُلَ (ك) ثِقْلًا	ভারী হওয়া
اَلظُّرَفَاءُ (ج) (و) ظَرِيْفٌ	চতুর, বুদ্ধিমান, রসিক
ظُرُوْفٌ (ك) ظَرَافَةٌ	চতুর হওয়া, রসিক হওয়া
اَوْقَارٌ (ج) (و) وَقْرٌ	বোঝা
زَبِيْبٌ	কিসমিস
عَسَلٌ (ج) عُسُلٌ ، اَعْسَالٌ	মধু
يَقُوْدُ (ن) قَوْدًا	জন্তুকে সামনের দিক থেকে টেনে নেওয়া
قَادَ (ن) قِيَادَةً	সেনা প্রধান হওয়া
يَسُوْقُ (ن) سَوْقًا	জন্তুকে পশ্চাত থেকে হাঁকানো
بَطَلٌ (ج) اَبْطَالٌ	বীর সাহসী, বাহাদুর
حُلِيٌّ (ج) (و) حَلْيٌ	অলংকার

اَلشُّجَاعَةُ الدِّيْنِيَّةُ

مِنْ خُطَبِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَثَانِى الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَبِىْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ خُطْبَتِهِ الَّتِىْ قَالَ فِيْهَا : يَآ اَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ فِىَّ اِعْوِجَاجًا فَلْيُقَوِّمْهُ (اَىْ يُعَدِّلْهُ) فَقَامَ اِلَيْهِ اَعْرَابِىٌّ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ : وَاللّٰهِ لَوْ رَأَيْنَا فِيْكَ اِعْوِجَاجًا لَقَوَّمْنَاهُ بِسُيُوْفِنَا ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ مَنْ يُّقَوِّمُ اِعْوِجَاجَ عُمَرَ بِسَيْفِهِ (قَالَ الرَّاوِىْ) فَرَحِمَكَ اللّٰهُ يَا عُمَرُ! فَقَدْ عَدَدْتَّ جَوَابَ هٰذَا الْاَعْرَابِىْ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ رَعَايَاكَ وَفَرْدٌ مِّنْ اَفْرَادِ شَعْبِكَ عَدَدْتَّهُ نِعْمَةً تَحْمَدُ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَنَخْتِمُ لَكَ الْمَقَالَ بِوَصِيَّةٍ وَصّٰى بِهَا الرَّسُوْلُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ اَحَدَ اَصْحَابِهٖ وَهُوَ اَبُوْ ذَرٍّ الْغِفَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِصِفَاتٍ مِنَ الْخَيْرِ اَوْصَانِىْ اَلَّا اَخَافَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاَوْصَانِىْ اَنْ اَقُوْلَ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا ـ

সৎ সাহস

আমীরুল মু'মিনীন ও খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলীফা আবূ হাফস ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খুতবা সমূহের মধ্য থেকে একটি খুতবা। যাতে তিনি (জনগণকে সম্বোধন করে) বলেছিলেন, হে জন মন্ডলী! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমার মাঝে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য কর তাহলে সে যেন তা ধরে শোধরিয়ে দেন। (এতদশ্রবণে) মসজিদ থেকে এক পল্লীবাসী দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহর কসম! যদি আমরা তোমার মাঝে কোনো বিচ্যুতি লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের তলোয়ার দ্বারা ঠিক করে দিব। হযরত ওমর (রা.) (কৃতজ্ঞতা আদায় করে) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য যিনি এ উম্মতের মাঝে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন যে ওমরের তরবারি দ্বারা ওমরের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঠিক করে দেওয়ার সাহস রাখে।

বর্ণনাকারী বলেন. হে ওমর! আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি এই পল্লীবাসী লোকটির জবাবকে নিয়ামত হিসেবে গণনা করেছেন। যার উপর আপনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন। অথচ সে পল্লীবাসী আপনার একজন সাধারণ প্রজা এবং আপনার গোত্রের একজন লোক। আমি একটি অসিয়তের মাধ্যমে কথা শেষ করছি যা রাসূল ﷺ তাঁর একজন সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-কে করেছিলেন। তিনি আবূ যর গিফারী (রা.) আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে কিছু উত্তম গুণাবলির অসিয়ত করেছেন। প্রথম অসিয়ত এই যে, শরিয়তের ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া না করি। দ্বিতীয় উপদেশ হলো, আমি যেন আল্লাহর (হুকুম আহকামের) ক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দা যাদেরকে ভয় না করি। দ্বিতীয় অসিয়ত এই যে, আমি যেন সত্য বলি যদিও তা তিক্ত হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ
اَلشُّجَاعَةُ	বীরত্ব, বাহাদুরী
خُطَبٌ (ج) (و) خُطْبَةٌ	খুতবা, বক্তৃতা, ভাষণ
اِعْوِجَاجًا	বক্রতা, দোষ-ত্রুটি
فَلْيُقَوِّمْهُ ـ تَقْوِيْمٌ	যেন সোজা করে দেয়, ঠিক করে দেয়, শোধরিয়ে দেয়
عَدَدْتَّ	গণনা করেছেন, শুমার করেছেন
رَعَايَا (و) رَعِيَّةٌ	প্রজা, অধীনস্থ
شُعَبٌ (و) شُعْبَةٌ	গোত্র, দল
اَلْمَقَالُ	কথাবার্তা
مُرٌّ	তিক্ত, তেতো

اَلذَّكَاوَةُ

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى عَدِيِّ بْنِ اَرْطَاةَ اَنِ اجْمَعْ بَيْنَ اَيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ الْجَرْشِيِّ ، فَوَلِّ الْقَضَاءَ اَنْفَذَهُمَا ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ اَيَاسٌ : اَيُّهَا الرَّجُلُ! سَلْ عَنِّيْ وَعَنِ الْقَاسِمِ فَقِيْهَيِ الْبَصْرَةِ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيْرِيْنَ وَكَانَ الْقَاسِمُ يَأْتِي الْحَسَنَ وَابْنَ سِيْرِيْنَ وَكَانَ اَيَاسٌ لَا يَأْتِيْهِمَا ، فَعَلِمَ الْقَاسِمُ اَنَّهُ اِنْ سَأَلَهُمَا اَشَارَا بِهٖ فَقَالَ الْقَاسِمُ لَا تَسْأَلْ عَنِّيْ وَلَا عَنْهُ فَوَ اللّٰهِ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ هُوَ اِنَّ اَيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ اَفْقَهُ مِنِّيْ وَاَعْلَمُ بِالْقَضَاءِ فَاِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ تُوَلِّيَنِيْ ، وَاِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَيَنْبَغِيْ لَكَ اَنْ تَقْبَلَ قَوْلِيْ ، فَقَالَ لَهُ اَيَاسٌ : اِنَّكَ جِئْتَ بِرَجُلٍ فَاَوْقَفْتَهُ عَلٰى شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَنَجّٰى نَفْسَهُ مِنْهَا بِيَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْهَا ، وَيَنْجُوْ مِمَّا يَخَافُ فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ اَمَّا اِذًا فَهِمْتَهَا فَاَنْتَ لَهَا ، فَاسْتَقْضَاهُ ـ

তীক্ষ্ণ মেধা

হযরত [১]ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) আদী ইবনে আরত্বাতের বরাবর পত্র লিখলেন যে, তুমি আয়াস ইবনে মু'আবিয়া এবং কাসিম ইবনে রবিয়া জারশীকে একত্রিত ক রে উভয়ের মধ্যে যে বেশি দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন তার নিকট বিচার বিভাগের দায়িত্ব দিও, আদী ইবনে আরত্বাত উভয়কে একত্রিত করলেন। তখন আয়াস আদীকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি আমার এবং কাসিম সম্পর্কে বসরার দুই ফকীহ তথা হাসান বসরী এবং ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করুন যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে বিচারের পদে কে প্রাজ্ঞ? আর তাদের মধ্যে কাসেম বসরার ফকীহ হাসান এবং ইবনে সিরীন-এর নিকট গমনাগমন করতো কিন্তু আয়াস তাদের দু'জনের কাছে যাতায়াত করতো না কাসেম বুঝতে পারল যে, যদি বসরার ফকীহদ্বয়ের কাছে তাদের দু'জন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় তাহলে তারা তার (কাসেম) প্রতিই ইঙ্গিত করবেন। (কেননা তারা তার সম্পর্কেই জানেন আয়াস সম্পর্কে জানেন না এবং বিচারকের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে।) তাই কাসিম ইবনে রবী'আ বলল, আপনি আমাদের দু'জনের কারো সম্পর্কে ঐ সত্তার কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। নিঃসন্দেহে আয়াস আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী এবং বিচারের বিষয়াদি সম্পর্কে বেশি বুঝেন। যদি আমি এই শপথে মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমাকে কাজি বানানো কোনোভাবেই শোভা পাবে না। আর আমি যদি সত্যবাদীও হই তাহলে আমার কথা আপনার গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। আয়াস আদীকে বলল, আপনি একজন লোককে এনে জাহান্নামের কিনারায় দণ্ডায়মান করেলেন আর সে মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেকে রক্ষা করেছিল। অতঃপর মিথ্যা কসমের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিবে এবং সে যে জিনিসের আশংকা করছিল তা থেকে বেঁচে যাবে। আদী আয়াসকে বলল, যখন আপনি আপনার তীক্ষ্ণ মেধার মাধ্যমে এহেন সূক্ষ্ম বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাই আপনিই বিচারের বেশি যোগ্য। সুতরাং আদী আয়াসকেই কাজি নিযুক্ত করলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ
اَلذَّكَاوَةُ	তীক্ষ্ণ মেধা
وَلِّ صيغة الأمر-تَوْلِيَةً	অর্পণ করো
اَنْفَذُ (ن) نِفَاذًا نُفُوْذًا	অধিক কার্য সম্পন্নকারী, অধিক যোগ্য
(تث) فَقِيْهَيْ (و) فَقِيْهٌ	ফকীহ
اَفْقَهُ (اسم تفضيل)	অধিক ফকীহ জ্ঞানী
شَفِيْرٌ	কিনারা, প্রান্ত, পার্শ্ব
جَهَنَّمُ	জাহান্নাম, দোজখ
نَجّٰى (تَنْجِيَةً)	মুক্তি দিয়েছে

১. عمر بن عبد العزيز ঃ তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। ৯৯ হিজরিতে খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর। তাঁর সুবিচারের আমলে ছাগল ও বাঘ একত্রে এক ঘাটে পানি খেতো, কিন্তু বাঘ ছাগলরে উপর আক্রমণ করতে না। তিনি আড়াই বছর খেলাফতের দায়িত্ব আদায় করে ১০১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

اَلْوَفَاءُ وَالْمُحَافَظَةُ وَالْاَمَانَةُ

كَانَ اَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ خَتَنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِبْنَتِهٖ زَيْنَبَ تَاجِرًا تُضَارِبُهٗ قُرَيْشٌ بِاَمْوَالِهِمْ فَخَرَجَ اِلَى الشَّامِ سَنَةَ الْهِجْرَةِ فَلَمَّا قَدِمَ عَرَضَ لَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَسَرُوْهُ وَاَخَذُوْا مَا مَعَهٗ وَقَدِمُوْا بِهِ الْمَدِيْنَةَ لَيْلًا فَلَمَّا صَلَّوُا الْفَجْرَ قَامَتْ زَيْنَبُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ اَجَرْتُ اَبَا الْعَاصِ وَمَا مَعَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ وَ دَفَعَ اِلَيْهِ مَا اَخَذُوْهُ مِنْهُ وَعَرَضَ عَلَيْهِ الْاِسْلَامَ ـ فَاَبٰى وَخَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ وَ دَعَا قُرَيْشًا فَاَطْعَمَهُمْ ـ ثُمَّ دَفَعَ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ وَفَّيْتُ؟ قَالُوْا : نَعَمْ قَدْ اَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَ وَفَّيْتَ قَالَ اشْهَدُوْا جَمِيْعًا اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَمَا مَنَعَنِىْ اَنْ اُسْلِمَ اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا اَخَذَ اَمْوَالَنَا ـ ثُمَّ هَاجَرَ ـ فَاَقَرَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّكَاحِ وَتُوُفِّىَ سَنَةَ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ ـ

অঙ্গীকার পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও আমানত সংরক্ষণ

রাসূল ﷺ -এর জামাতা হযরত যয়নবের স্বামী হযরত আব্দুল আস ইবনে রাবী ইবনে আব্দুল উজ্জা ইবনে আব্দুশ শামস একজন ব্যবসায়ী লোক ছিলেন। কুরাইশরা তাকে মুদারাবার ভিত্তিতে মালামাল প্রদান করতো। তিনি তা দ্বারা বাণিজ্য করতেন। হিজরতের বছর তিনি বাণিজ্য করতে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন (সিরিয়া থেকে) ফিরলেন তখন মুসলমানরা তাকে বন্দী করে তার সাথে যা কিছু ছিল নিয়ে নিলেন এবং রাতের বেলায় মদীনায় নিয়ে আসেন। ফজরের নামাজ পড়া শেষ হলে হযরত যয়নব মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আবুল আসকে আশ্রয় দিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম। এরপর রাসূল ﷺ তার সমস্ত মালামাল ফেরত দিয়ে দিলেন যা সাহাবায়ে কেরাম তার থেকে নিয়েছিলেন। অতঃপর তার নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করা হলে তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং মক্কায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে কুরাইশদেরকে আহ্বান করে খাবার খাওয়ালেন। অতঃপর কুরাইশদের যে সমস্ত মালামাল তার নিকট ছিল সব তাদেরকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদের মালামাল পূর্ণভাবে আদায় করে দিয়েছি? কুরাইশরা বলল, হ্যাঁ; আপনি আমানতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এরপর বললেন, মদীনায় ইসলাম গ্রহণে আমার কোনো বাঁধা ছিল না। শুধু এ জন্য সেখানে ইসলাম গ্রহণ করিনি যে, তোমরা বলবে– আমাদের মালামাল নিয়ে চলে গেছে। এরপর তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন। রাসূল ﷺ যয়নবের সাথে তার বিবাহকে বহাল রেখেছেন। তিনি ১২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَسَرُوْهُ (ض) اَسْرًا — বন্দী করল
اَجَرْتُ (افعال) اِجَارَةً — আশ্রয় দিলাম
دَفَعَ (ف) دَفْعًا — প্রদান করল
اَبٰى (ف ، ض) اِبَاءً — অস্বীকার করল
وَفَّيْتُ (تفعيل) تَوْفِيَةً — পুরোপুরি আদায় করেছি
اَقَرَّ (افعال) اِقْرَارًا — বহাল রেখেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন

اَلْوَفَاءُ — ওয়াদা রক্ষা করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা
اَلْمُحَافَظَةُ — দেখাশোনা করা
اَلْاَمَانَةُ (ك) — আমানত রক্ষা করা
خَتَنٌ — জামাতা
تُضَارِبُ (مفاعلة) مُضَارَبَةً — মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করতো
মুদারাবা হলো কারো মাল বা মূলধন দিয়ে ব্যবসা করা এবং লভ্যাংশে উভয়ে অংশীদার হওয়া।

مَوْعِظَةُ النَّمْلَةِ

رُوِيَ اَنَّ سُلَيْمَانَ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ النَّمْلَةِ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهُ الخ قَ. اِيْتُوْنِي بِهَا فَاَتَوْهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا : لِمَ حَذَّرْتِ النَّمْلَ مِنْ ظُلْمِي اَمَا عَلِمْتَ اَنِّي نَبِيٌّ عَدْ. فَلِمَ قُلْتَ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهُ فَقَالَتِ النَّمْلَةُ اَمَا سَمِعْتَ قَوْلِي : وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ وَمَعَ اَنِّي لَمْ اُرِدْ حَطْمَ النُّفُوْسِ وَاِنَّمَا اَرَدْتُّ حَطْمَ الْقُلُوْبِ خَشِيْتُ اَنْ يَّرَوْا مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ بِهِ عَلَيْكَ مِنَ الْجَاهِ وَالْمُلْكِ الْعَظِيْمِ فَيَقَعُوْا فِي كُفْرَانِ النِّعَمِ فَلَا اَقَلَّ مِنْ اَنْ يَّشْتَغِلُوْا بِالنَّظْرِ اِلَيْكَ عَنِ التَّسْبِيْحِ. فَقَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ عِظِيْنِيْ ، فَقَالَتِ النَّمْلَةُ اَعَلِمْتَ لِمَ سُمِّيَ اَبُوْكَ دَاوُدُ ؟ قَالَ : لَا- قَالَتْ : لِاَنَّهُ دَاوِى جُرْحَةَ قَلْبِهِ -

---

পিপীলিকার দিক-নির্দেশনা

বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলাইমান (আ.) যখন পিপীলিকার কথা لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهُ (সুলাইমান এবং তাঁর সৈন্যদল তোমাদেরকে পিষে দিবে অথচ তারা টের পাবে না) শুনতে পেলেন তখন তিনি নির্দেশ দিলেন পিপীলিকার রাণীকে নিয়ে এসো। খাদেমরা পিপীলিকাকে তাঁর নিকট নিয়ে এলো। তিনি রাণীকে শুধালেন, তুমি পিপীলিকাদেরকে আমার অত্যাচারের ভয় দেখালে কেন? তুমি কি জান না আমি ন্যায়পরায়ণ নবী? তুমি তাদেরকে কেন বলেছ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهُ পিপীলিকা বলল, জনাব, আপনি কি আমার কথা وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (অথচ তারা টের পাবেনা) শুনেননি? এছাড়া حَطْمٌ (পিষে মারা) দ্বারা হাতমে নফস বা জান পিষে মারা উদ্দেশ্য নেইনি; বরং হাতমে কলব বা অন্তরকে ভেঙে দেওয়া বুঝিয়েছি। (অর্থাৎ পিপীলিকাদেরকে সতর্ক করার ক্ষেত্রে আমার এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, সুলাইমান এবং তদীয় সৈন্যদল তোমাদের প্রাণ নষ্ট করে দিবে বরং আমার উদ্দেশ্য তো ছিল এই যে, তোমাদের অন্তঃকরণকে নষ্ট করে দিবে।) কেননা, আমার এ আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে মান-মার্যাদা ও বিশাল রাজত্ব দান করেছেন তা এই সব পিপীলিকারা দেখে (নিজেদের কাছে তা অনুপস্থিত পেয়ে ঐ সব) নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে (যা তাদের মাঝে উপস্থিত আছে)। কমপক্ষে আপনাকে এবং আপনার দলবল দেখে তারা আল্লাহর জিকির থেকে তো বিরত থাকতো। অতঃপর সুলাইমান (আ.) পিপীলিকাকে বললেন, আমাকে কিছু নসিহত করো। পিপীলিকা বলল, আপনি জানেন কি আপনার পিতার নাম দাউদ কেন রাখা হয়েছে? তিনি বললেন না। পিপীলিকা বলল, কেননা তিনি তার হৃদয়ের জখমের চিকিৎসা করেছেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لِمَ حَذَّرْتِ (تفعيل) تَحْذِيْرًا — কেন ভয় দেখিয়েছে?	مَوْعِظَةٌ — উপদেশ
جَاهٌ — মর্তবা, মর্যাদা	اَلنَّمْلَةُ — পিপীলিকা
كُفْرَانٌ — অকৃতজ্ঞতা	لَا يَحْطِمَنَّكُمْ (ض) حَطْمًا — পিষে মেরে ফেলবে, ভেঙ্গে ফেলবে, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবে সৈন্য, লশকর
نِعَمٌ (و) نِعْمَةٌ — নিয়ামত অনুগ্রহ	جُنُوْدٌ (و) جُنْدٌ — সৈন্য, দল
دَاوِى - مُدَاوَاةٌ — চিকিৎসা করেছে	
جُرْحَةٌ (مذ) جَرْحٌ (ج) جُرُوْحٌ — ক্ষত, জখম, ঘা	

وَهَلْ تَدْرِى لِمَ سُمِّيتَ سُلَيْمَانُ ؟ قَالَ : لَا - قَالَتْ لِاَنَّكَ سَلِيْمُ الصَّدْرِ وَالْقَلْبِ ثُمَّ قَالَتْ اَتَدْرِىْ لِمَ سَخَّرَ اللّٰهُ لَكَ الرِّيْحَ؟ قَالَ : لَا قَالَتْ اَخْبَرَكَ اللّٰهُ بِذَالِكَ اَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا رِيْحٌ فَمَنْ اِعْتَمَدَ عَلَيْهَا فَكَاَنَّمَا اِعْتَمَدَ عَلَى الرِّيْحِ -

اَلشَّرُّ يَبْدَأُهُ فِى الْاَصْلِ اَصْغَرُهُ

مِنَ الْعَجَائِبِ اَنَّ اَهْلَ قَرْيَتَيْنِ قُتِلُوْا بِالسَّيْفِ عَنْ اٰخِرِهِمْ بِسَبَبِ قَطْرَةٍ مِنْ عَسَلٍ وَسَبَبُ ذٰلِكَ اَنَّ رَجُلًا نَحَّالًا فِىْ قَرْيَةٍ اَخَذَ ظَرْفًا مِنَ الْعَسَلِ لِيَبِيْعَهُ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَجَاءَ اِلٰى زَيَّاتٍ وَفَتَحَ الظَّرْفَ لِيُرِيَهُ الْعَسَلَ فَقَطَرَتْ مِنَ الْعَسَلِ قَطْرَةٌ عَلَى الْأَرْضِ فَانْقَضَ عَلَيْهَا زَنْبُوْرٌ فَخَطِفَتْهُ قِطَّةٌ فَخَطِفَ الْقِطَّةَ كَلْبٌ وَكَانَتِ الْقِطَّةُ لِلزَّيَّاتِ وَالْكَلْبُ لِلْعَسَّالِ فَلَمَّا رَاٰى الزَّيَّاتُ اَنَّ الْكَلْبَ اِفْتَرَسَ الْقِطَّةَ ضَرَبَ الزَّيَّاتُ الْكَلْبَ فَقَتَلَهُ فَلَمَّا رَاٰى الْعَسَّالُ كَلْبَهُ قَدْقُتِلَ ضَرَبَ الزَّيَّاتَ فَقَتَلَهُ - فَلَمَّا رَاٰى وَلَدُ الزَّيَّاتِ اَنَّ اَبَاهُ قَدْ قُتِلَ ضَرَبَ الْعَسَّالَ فَقَتَلَهُ - فَلَمَّا سَمِعَ اَهْلُ الْقَرْيَتَيْنِ بِقَتْلِ الرَّجُلَيْنِ لَبِسُوْا عُدَّةَ حَرْبِهِمْ وَلَا زَالُوْا يَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى فَنَوْا تَحْتَ السَّيْفِ عَنْ اٰخِرِهِمْ وَكَانَ سَبَبُهُ قَطْرَةَ عَسَلٍ كَمَا قِيْلَ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ -

---

পিপীলিকা পুনরায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জানেন আপনার নাম সুলাই. ান কেন রাখা হল? তিনি বললেন, না। পিপীলিকা বলল, এজন্য যে, আপনি সুস্থ-শান্ত বক্ষ ও হৃদয়ের অধিকারী। পিপীলিকা আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জানেন আল্লাহ তা'আলা বায়ুকে আপনার জন্য কেন নিয়োজিত করেছেন? তিনি বললেন, না। পিপীলিকা বলল, এর দ্বারা আপনাকে একথা বুঝিয়েছেন যে, দুনিয়া পুরোটাই হলো বায়ু। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার উপর ভরসা করল যেন সে বায়ুর উপর ভরসা করল।

অনিষ্টতার সূচনা ছোট থেকেই হয়

বিস্ময়কর ঘটনা : এক ফোঁটা মধুকে কেন্দ্র করে দু'টি জনপদ পরস্পর তরবারি চালিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘটনাটির সূত্রপাত হলো এ কারণে যে, জনৈক গ্রামের একজন মধুবিক্রেতা মধুর পাত্র নিয়ে অপর এক গ্রামে বিক্রি করার জন্য গেল। এবং কোনো এক তৈল বিক্রেতার নিকট গিয়ে তাকে মধু দেখানোর জন্য পাত্রের মুখ খুলল। তখন এক ফোঁটা মধু মাটিতে টপকে পড়ে, একটি ভিমরুল এসে সে মধুর ফোঁটার উপর ভেঙ্গে পড়ল। ভিমরুলকে

দেখে একটি বিড়াল ঝাঁপ দেয়। বিড়ালকে দেখে একটি কুকুর বিড়ালের উপর ঝাঁপ দেয় যে, বিড়ালটি ছিল তৈল বিক্রেতার। আর কুকুরটি ছিল মধু বিক্রেতার। তৈল বিক্রেতা যখন দেখল কুকুর তার বিড়ালকে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে তখন সে কুকুরকে আঘাত করে মেরে ফেলল; মধু বিক্রেতা তার কুকুরকে মেরে ফেলতে দেখে তৈল বিক্রেতাকে আঘাত করে মেরে ফেলল। তৈল বিক্রেতার ছেলে যখন দেখল তার পিতাকে মেরে ফেলেছে তখন সে মধু বিক্রেতাকে আঘাত হেনে মেরে ফেলে। অতঃপর যখন উভয় গ্রামের লোকজন তাদের হত্যার সংবাদ শুনতে পেল তখন উভয় গ্রামবাসীরা তাদের যুদ্ধের সামগ্রী সজ্জিত হলো এবং পরস্পরে লড়াই করতে করতে সকলেই তরবারীর নীচে নিঃশেষ হয়ে গেল। আর এই ভয়াবহ যুদ্ধের কারণ এক ফোঁটা মধু। যেমন– বলা হয় অধিকাংশ অগ্নি শিখা ছোট ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে জলে ওঠে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قَطَرَةٌ (ن) টপকে পড়ল

فَانْقَضَّ ـ اِنْقِضَاضًا ভেঙ্গে পড়ল

زَنْبُورٌ ভিমরুল

خَطِفَتْ (ض – س) خَطْفًا ছিনিয়ে নিল, কেড়ে নিল

اَلْقِطَّةُ বিড়াল

اَلشَّرُّ (ج) اَشْرَارٌ মন্দ, খারাপ, ক্ষতিকারক

يُبْدَأُ (ن) بَدْءًا সূচনা হয়, আরম্ভ হয়

نَحَّالًا মধু বিক্রেতা

زَيَّاتٌ তৈল বিক্রেতা

اَلظَّرْفُ (ج) ظُرُوْفٌ পাত্র

لِيُرِيَهُ ـ اَللَّامُ هُوَلَامُ كَيْ ـ اِرَاءَةً দেখানোর জন্য

اَلنَّجَابَةُ

قَالَ الْيَزِيْدُ اَوَّلُ مَا ظَهَرَ مِنْ نَجَابَةِ الْمَامُوْنِ وَسَدَادِهِ اَنِّىْ كُنْتُ اُوَدِّبُهُ فَوَجَّهْتُ اِلَيْهِ يَوْمًا لِيَخْرُجَ ، فَاَبْطَاءَ فَقُلْتُ لِسَعِيْدِ الْجَوْهَرِىْ وَهُوَ فِىْ حِجْرِهِ : اِنَّ هٰذَا الْفَتٰى قَدْ اِشْتَغَلَ بِالْبَاطِلِ فَقَالَ سَعِيْدٌ قَوِّمْهُ بِالْاَدَبِ فَلَمَّا خَرَجَ ضَرَبْتُهُ ثَلَاثَ دُرَرٍ فَاِنَّهُ لَيَبْكِىْ .اِذَا بِجَعْفَرِ بْنِ يَحْيٰى قَدْ اِسْتَاْذَنَ عَلَيْهِ فَوَثَبَ اِلٰى فِرَاشِهِ مُسْرِعًا ، وَهُوَ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ لِيَدْخُلْ فَدَخَلَ فَقُمْتُ مِنَ الْمَجْلِسِ وَخَشِيْتُ اَنْ يَّشْكُوْلِىْ اِلٰى جَعْفَرٍ فَاَلْقٰى مِنْهُ مَا اَكْرَهُ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ طَلِقٍ وَحَادَثَهُ وَضَاحَكَهُ فَلَمَّا هَمَّ بِالْحَرَكَةِ قَالَ يَا غُلَامُ : دَابَّتَهُ وَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ اَنْ قُمْتَ عَنَّا ؟ فَقُلْتُ خِفْتُ اَنْ تَشْكُوَنِىْ اِلَيْهِ فَيُوَبِّخُنِىْ فَقَالَ اِنَّا لِلّٰهِ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ مَا كُنْتُ اَطَّلِعُ الرَّشِيْدَ عَلٰى هٰذَا فَكَيْفَ اَطَّلِعُ جَعْفَرَ عَلٰى اَنِّىْ اَحْتَاجُ اِلٰى اَدَبٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ فَكُنْتُ اَهَابَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

আভিজাত্য মহত্ব

ইয়াযীদী বর্ণনা করেছেন যে, বাদশা মামূনের সর্বপ্রথম যে মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো, আমি তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতাম। একদিন আমি তাকে ডেকে আনার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালাম। সে আসতে বিলম্ব করল। আমি সাঈদ জাওহারীকে (যার পরিচর্যায় মামূন ছিল) বললাম, এই ছেলেতো অহেতুক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সাঈদ বললেন, তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন। যখন সাঈদ বাহিরে গেলেন তখন আমি তাকে তিনটি বেত্রাঘাত করলাম। সে কাঁদতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ জা'ফর ইবনে ইয়াহইয়া আগমন করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। মামূন তৎক্ষণাৎ তার বিছানার দিকে ছুটে চলল এবং চোখ মুছতে মুছতে বসে পড়ল। অতঃপর ইয়াহয়া ইবনে সাঈদকে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলে আমি মজলিশ থেকে উঠে চলে যাই। আমি আশংকা করছিলাম যে, আমার সম্পর্কে জাফরের কাছে নালিশ করে কি-না। (যদি সত্যিই নালিশ করে) তাহলে তো তার ধমক খেতে হবে, যা আমি অপছন্দ করি। কিন্তু মামূন জাফরের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়ই সাক্ষাৎ করেছে এবং হাসি খুশিতেই কথাবার্তা বলেছে। যখন জাফর ইবনে ইয়াহইয়া প্রস্থানের পূর্ণ ইচ্ছা করলেন তখন মামূনকে বললেন, হে বৎস! সওয়ারি উপস্থিত করো। (উপস্থিত করা হলে চলে গেলেন) জা'ফর চলে যাওয়ার পর আমি ফিরে এলাম। ফিরে আসার পর মামূন বলল, আপনি আমাদের কাছ থেকে উঠে চলে গেলেন কেন? আমি বললাম, আমি আশংকা করলাম যে, তুমি তার কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর কিনা; ফলে তিনি আমাকে তিরস্কার করেন কিনা; যা আমি

...ছন্দ করি। মামূন বলল, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! হে আবূ মুহাম্মদ! আমি তো এই বিষয়টি হারুন ...দকেও জানাতাম না, সুতরাং জা'ফরকে কিভাবে জানাব? অধিকন্তু আমি আদব-শিষ্টাচারের অধিক মুখাপেক্ষী ...ল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। ইয়াযীদী বর্ণনা করেন, উক্ত ঘটনার পর থেকে আমি তাকে ভয় করতে থাকি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَبْطَأَ (افعال) اِبْطَاءً দেরি করল

اَلْفَتٰى (ج) فِتْيَانٌ যুবক, নওজওয়ান

اَلْبَطَالَةُ অহেতুক কাজ

دِرَرٌ (ج) (و) دُرَّةٌ বেত, লাঠি, দোররা

وَثَبَ (ض) وَثْبًا وُثُوبًا উঠে গেল, ঝাপ দিল

دَابَّتَهُ (ج) دَوَابُّ (مفعول لفعل محذوف · اى احضر دابته চতুষ্পদ সওয়ারি

يُوَبِّخُنِى ـ تَوْبِيْخًا আমাকে ধমক দিবে

كُنْتُ اَهَابُهُ (ف) هَيْبَةً ভয় করতাম

اِفْتَرَسَ ـ اِفْتِرَاسًا গর্দান ভেঙ্গে দিল

عُدَّةٌ (ج) عُدَدٌ যুদ্ধের সামগ্রী

فَنَوْا (س) فَنَاءً নিঃশেষ হয়ে গেল

مُعْظَمٌ অধিকাংশ, প্রধান অংশ, বড় অংশ

اَلشَّرَرُ شَرَرَةٌ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আগুনের ফুলকি

اَلنَّجَابَةُ বংশীয় মর্যাদা, মহত্ব, আভিজাত্য

سَدَادٌ যথার্থতা, সঠিকতা

اُوَدِّبُهُ (تفعيل) تَأْدِيْبًا আদব শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেছিলাম

وَجَّهْتُ প্রেরণ করলাম

قَالَ اِبْنُ الْكَلْبِىْ : قَدِمَ اَوْسُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ لَامِ الطَّائِىْ وَحَاتِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الطَّائِىْ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ فَقَالَ لِاَيَاسِ بْنِ قَبِيْصَةَ الطَّائِىْ : اَيُّهُمَا اَفْضَلُ؟ قَالَ : اَبَيْتَ اللَّعْنَ اَيُّهَا الْمَلِكُ : اِنِّىْ مِنْ اِحْدِهُمَا وَلٰكِنْ سَلْهُمَا عَنْ اَنْفُسِهِمَا ، فَاِنَّهُمَا يُخْبِرَ انِكَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَوْسٌ فَقَالَ : اَنْتَ اَفْضَلُ اَمْ حَاتِمٌ؟ فَقَالَ اَبَيْتَ اللَّعْنَ اِنَّ اَدْنٰى وَلَدِ حَاتِمٍ اَفْضَلُ مِنِّىْ، وَلَوْ كُنْتُ اَنَا وَ وَلَدِىْ وَمَالِىْ لِحَاتِمٍ لَاَتْهَبْنَا فِىْ غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ حَاتِمٌ ، فَقَالَ لَهٗ : اَنْتَ اَفْضَلُ اَمْ اَوْسٌ ؟ فَقَالَ : اَبَيْتَ اللَّعْنَ اِنَّ اَدْنٰى وَلَدِ لِاَوْسٍ اَفْضَلُ مِنِّىْ فَقَالَ النُّعْمَانُ هٰذَا وَاللّٰهِ السُّوْدَدُ وَاَمَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ -

---

ইবনে কালবী বর্ণনা করেন, আউস ইবনে হারিছা তাঈ এবং হাতেম তাঈ উভয়ে নু'মান ইবনে মুনযিরের নিকট আগমন করল। নু'মান আয়াস ইবনে কুবাইছাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি বললেন, হে বাদশা! অভিশাপের কারণমূলক বিষয় থেকে আল্লাহ আপনাকে হিফাজত করুক। আমি তো তাদের একজনের আত্মীয়। আপনি তাদের নিজেদেরকেই জিজ্ঞেস করুন। কেননা তারা নিজেরাই আপনাকে সঠিকভাবে বলে দিবে। সুতরাং নু'মানের নিকট আউস তাঈ আসলে নু'মান তাকে জিজ্ঞেস করল তুমি উত্তম না হাতেম তাঈ?

সে বলল, হাতেম তাঈর একজন নগণ্য সন্তানও আমার চেয়ে উত্তম। যদি আমি আমার সন্তানাদি এবং আমার সকল মাল সম্পদ হাতেমের হতো, তাহলে তিনি আমাদেরকে এক প্রভাতেই দান করে দিতেন। অতঃপর বাদশাহ নু'মানের নিকট হাতেম তাঈ আসলেন। হাতেমকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি শ্রেষ্ঠ না আউস? হাতেম বললেন, আউসের একেবারে নগণ্য ছেলেও আমার থেকে উত্তম। নু'মান বললেন, আল্লাহর শপথ এটাইতো মহত্ত্ব ও আভিজাত্য এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য একশত উট প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَأَتْهَبْنَا (اللام لجواب لو) (افعال) اِتْهَابًا
আমাদেরকে দান করে দিতেন।

غَدَاةٌ সকাল, প্রভাত

اَلسُّوْدَدُ، سُؤْدَدٌ নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব

اَبَيْتَ اللَّعْنَ জাহেলী যুগের বাদশাহদের অভিবাদন
বাদশাহ কাহ্তানকে সর্বপ্রথম এই অভিবাদনে ভূষিত করা হয়েছে।

اَدْنٰى নগণ্য

لَا تُتَّقَى مِنْ نُبَاحِ الْكَلْبِ اِلَّا بِكَسْرَةِ خُبْزَةٍ تُلْقَى اِلَيْهِ

جَلَسَ الْمَهْدِيُّ (هُوَ اِبْنُ الْمَنْصُوْرِ ثَالِثُ خُلَفَاءِ بَنِى الْعَبَّاسِ مَوْلِدُهُ سَنَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ وَكَانَ مُلْكُهُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَشَهْرًا وَنِصْفًا مَاتَ فِيْ سَنَةِ تِسْعٍ وَّسِتِّيْنَ وَمِائَةٍ وَعَاشَ ثَلَاثَ وَاَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَصَلّٰى عَلَيْهِ وَلَدُهُ هَارُوْنُ الرَّشِيْدُ) جُلُوْسًا عَامًّا فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَبِيَدِهٖ مِنْدِيْلٌ فِيْهِ نَعْلٌ فَقَالَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذِهٖ نَعْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَهْدَيْتُهَا لَكَ فَاَخَذَهَا مِنْهُ وَقَبَّلَهَا، وَ وَضَعَهَا عَلٰى عَيْنَيْهِ وَاَعْطَاهُ عَشَرَةَ اٰلَافِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِجُلَسَائِهٖ : مَاتَرَوْنَ اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَرَهَا فَضْلًا عَنْ اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ لَبِسَهَا وَلَوْكَذَّبْنَاهُ لَقَالَ لِلنَّاسِ اَتَيْتُ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِنَعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَكَانَ مَنْ يُصَدِّقُهُ اَكْثَرَ مِمَّنْ يُكَذِّبُهُ اِذَا كَانَ مِنْ شَاْنِ الْعَامَّةِ اَلْمَيْلُ اِلٰى اَشْكَالِهَا وَالنُّصْرَةُ لِلضَّعِيْفِ عَلَى الْقَوِىْ وَلَوْ كَانَ ظَالِمًا فَاشْتَرَيْنَا لِسَانَهُ وَقَبِلْنَا هَدِيَّتَهُ وَصَدَّقْنَا قَوْلَهُ وَكَانَ الَّذِىْ فَعَلْنَاهُ اَرْجَحَ وَاَنْجَحَ ـ

কুকুরের ঘেউ ঘেউ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় রুটি নিক্ষেপ

বাদশাহ মাহদী একদিন সাধারণ বৈঠকে বসলেন। (তিনি বাদশাহ মানসূরের ছেলে, বনী আব্বাসের তৃতীয় খলীফা। তার জন্ম ১২৭ হিজরি। তার রাজত্ব ছিল দশ বছর দেড় মাস। ৪৩ বছর বয়সে ১৬৯ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। জানাযার নামাজ পড়িয়েছেন তার ছেলে হারুনুর রশীদ।) তখন একজন লোক একটি রুমাল হাতে আগমন করল। রুমালের ভিতরে ছিল জুতা। এসে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! ইহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতা মুবারক। আপনাকে হাদীয়া দিতে চাই। খলীফা জুতাকে চুমু খেলেন, চোখের সঙ্গে লাগালেন এবং সে ব্যক্তিকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করলেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর মাহদী তার বৈঠকে উপবিষ্ট লোকদেরকে বললেন, তোমরা কি দেখছ? আমি ভালভাবে জানি যে, রাসূল ﷺ এই জুতা পরিধানতো দূরের কথা দেখেনওনি। কিন্তু আমি যদি তার কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম, তাহলে সে মানুষের কাছে বলে বেড়াতো যে, আমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে রাসূল ﷺ-এর জুতা মুবারক নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং তার এ কথার সত্যায়নকারীর সংখ্যা মিথ্যা পোষণকারী থেকে বেশি হতো। কেননা জনসাধারণের অভ্যাস হলো এ ধরনের (স্পর্শকাতর) বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং সবল থেকে দুর্বলের সাহায্য করা, যদিও দুর্বল জালেমই হোক না কেন। তাই আমি তার কণ্ঠকে ক্রয় করে নিয়েছি, তার হাদীয়া গ্রহণ করেছি এবং তার কথাকে সত্যায়ন করেছি এবং আমি যা করেছি এটাই উত্তম এবং যথার্থ।

শব্দ বিশ্লেষণ

جُلَسَاءُ (و) جَلِيْسٌ সঙ্গী, সহচর

يُصَدِّقُ ـ (تفعيل) تَصْدِيْقًا সত্যায়ন করা

يُكَذِّبُ (تفعيل) تَكْذِيْبًا মিথ্যা প্রতিপন্ন করা

اَنْجَحُ যথার্থ

اَرْجَحُ উত্তম

شَاْنٌ (ج) شُؤُوْنٌ অবস্থা, স্বভাব

اَلْمَيْلُ ঝুঁকে পড়া

نُبَاحٌ (ج) اَنْبَاحٌ কুকুরের ডাক, ঘেই ঘেই শব্দ

كَسْرَةٌ (ج) كَسْرٌ খণ্ড, টুকরা, ফালি

خُبْزَةٌ রুটি

مُلْكٌ কর্তৃত্ব, রাজত্ব

جُلُوْسٌ সভা বৈঠক

جُلُوْسٌ مص (ض) বসা, উপবেশন করা, আসীন হওয়া

نَعْلٌ ـ (ج) نِعَالٌ জুতা, স্যান্ডেল

قَبَّلَ (تفعيل) تَقْبِيْلًا চুমু খাওয়া

فَضْلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْمُلُوْكِ

حَكَى الْمَسْعُوْدِىْ فِىْ شَرْحِ الْمَقَامَاتِ اَنَّ الْمَهْدِىَّ لَمَّا دَخَلَ الْبَصْرَةَ رَاى اَيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ صَبِىٌّ وَخَلْفَهُ اَرْبَعُ مِائَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَاَصْحَابُ الطَّيَالَسَةِ وَاَيَاسٌ يَقْدُمُهُمْ فَقَالَ الْمَهْدِىْ : اُفِّ لِهٰؤُلَاءِ اَمَا كَانَ فِيْهِمْ شَيْخٌ يَقْدُمُهُمْ غَيْرَ هٰذَا الْحَدَثِ ثُمَّ اِنَّ الْمَهْدِىَّ اِلْتَفَتَ اِلَيْهِ وَقَالَ : كَمْ سِنُّكَ يَافَتٰى ؟ قَالَ سِنِّىْ (اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ) سِنُّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ لَمَّا وَلَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَيْشًا فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ لَهُ تَقَدَّمْ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ - قُلْتُ اَلصَّوَابُ اَنَّ اَيَاسًا لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ الْمَهْدِىْ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِىْ فِى التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ اِنَّ اَيَاسًا قَاضِى الْبَصْرَةِ تُوُفِّىَ فِىْ زَمَانِ بَنِىْ اُمَيَّةَ سَنَةَ مِائَةٍ وَّتِسْعَ عَشَرَةَ ، وَلَمْ يَلْحَقْ دَوْلَةَ بَنِى الْعَبَّاسِ، وَيُقَالُ سِنُّهُ اِذْ ذَاكَ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً وَلَّاهُ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَحَسْبُكَ بِمَنْ يَخْتَارُهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لِهٰذَا الْمَنْصَبِ -

---

রাজা বাদশাদের উপর আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব

মাসউদী শরহে মাকামাতে বর্ণনা করেছেন যে, খলীফা মাহদী যখন বসরায় আগমন করলেন তখন আয়াস ইবনে মু'আবিয়াকে প্রত্যক্ষ করলেন যে, তিনি একজন স্বল্প বয়সী বালক তার পশ্চাতে রয়েছে চার শত ওলামা ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং আয়াস তাদের অগ্রে চলছেন। মাহদী বললেন, ধিক তাদেরকে। তাদের মধ্যে কি এই বালক ব্যতীত কোনো বয়স্ক লোক নেই, যিনি তাদের সম্মুখ ভাগে চলবেন? অতঃপর মাহদী তার নিকট গেলেন এবং শুধালেন, হে বালক! তোমার বয়স কত? তিনি বললেন, আমার বয়স (আল্লাহ তা'আলা আমীরুল মু'মিনীনের আয়ু বৃদ্ধি করুন) হযরত উসামা ইবনে যায়দ ইবনে হারিছার বয়সের সমান যখন উসামাকে রাসূল ﷺ এক সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন সৈন্য দলে হযরত আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.) -এর মতো ব্যক্তিও ছিলেন। বাদশাহ মাহদী বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার মাঝে বরকত দান করুন। (গ্রন্থকার বলেন,) আমার বক্তব্য হলো, আয়াস মাহদীর যুগ পাননি। হাফিজ যাহাবী তারীখে কাবীরে লিখেছেন, আয়াস বসরার কাজি ছিলেন। ১১৯ হিজরিতে বনী উমাইয়ার খেলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং তিনি বনী আব্বাসের খেলাফতকাল পাননি। বলা হয় তাঁর বয়স তখন ১৭ বৎসর ছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তাঁকে বসরার কাজি নিযুক্ত করেছিলেন। কাজি পদে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিযুক্তিই তার দক্ষতার জন্য যথেষ্ট।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْحَدَثُ (ج) اَحْدَاثٌ (নতুন জিনিস) বালক	فَضْلٌ (ج) اَفْضَالٌ মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব
فَتًى (ج) فِتْيَانٌ ، فِتْيَةٌ যুবক, তরুণ, বালক, নওজোয়ান	صَبِىٌّ (ج) صِبْيَانٌ، صِبْيَةٌ বালক, ছেলে, শিশু
جَيْشٌ (ج) جُيُوْشٌ সৈন্য, সেনা দল, সৈন্য বাহিনী	اَلطَّيَالَسَةُ (ج) (و) طَيْلَسَانٌ পুরুষের পরিধানের লম্বা চাদর বিশেষ
اَلْمَنْصَبُ (اسم الظرف) (ج) مَنَاصِبُ পদ, পদ মর্যাদা, অবস্থান	يَقْدُمُ (ن) قَدْمًا ، قُدُوْمًا আগে চলছে
	اُفٌّ (অসন্তোষ প্রকাশক শব্দ) ধিক, ছি: ছি:

وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَرَّ يَوْمًا فِى السُّوْقِ عَلَى الْمُشْتَغِلِيْنَ بِتِجَارَاتِهِمْ فَقَالَ : اَنْتُمْ هٰهُنَا ؟ وَمِيْرَاثُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَسَّمُ فِى الْمَسْجِدِ - فَقَامُوْا سِرَاعًا فَلَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ الْقُرْاٰنَ اَوِ الذِّكْرَ اَوْ مَجَالِسَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا : اَيْنَ مَا قُلْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ هٰذَا مِيْرَاثُ مُحَمَّدٍ ﷺ يُقَسَّمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَلَيْسَ مَوَارِيْثُهُ دُنْيَاكُمْ ، قِيْلَ لِلْخَلِيْلِ بْنِ اَحْمَدَ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ؟ اَلْعِلْمُ اَوِ الْمَالُ قَالَ الْعِلْمُ : قِيْلَ لَهُ فَمَابَالُ الْعُلَمَاءِ؟ يَزْدَحِمُوْنَ عَلٰى اَبْوَابِ الْمُلُوْكِ وَالْمُلُوْكُ لاَيَزْدَحِمُوْنَ عَلٰى اَبْوَابِ الْعُلَمَاءِ قَالَ ذٰلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْعُلَمَاءِ بِحَقِّ الْمُلُوْكِ وَجَهْلِ الْمُلُوْكِ بِحَقِّ الْعُلَمَاءِ ـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন বাজারে স্বীয় ব্যবসার কাজে ব্যস্ত লোকদের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন এবং বলতেছিলেন, হে ব্যবসায়ীগণ! তোমরা এখানে বসে আছ, অথচ মসজিদে নবীজীর মিরাস বণ্টন হচ্ছে। ইহা শুনে ব্যবসায়ী লোকজন দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটল। তারা মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত এবং জিকির, তালীমের বৈঠক ব্যতীত আর কিছু দেখতে পেল না। লোকেরা তাকে বলল, হে আবূ হুরায়রা! আপনি যা বলেছিলেন তা কোথায়? আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, ইহাই তো হুযূর ﷺ-এর মিরাস যা তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছে। নবীজীর মিরাস (ত্যাজ্য সম্পত্তি) তোমাদের জাগতিক সম্পদ নয়। খলীল ইবনে আহমদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই দু'টো (ইলম ও মাল) থেকে কোনটি শ্রেষ্ঠ– ইলম না সম্পদ? তিনি বলেছিলেন ইলম শ্রেষ্ঠ। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো তাহলে ওলামাদের একি অবস্থা? তারা রাজা বাদশাদের দরজায় ভিড় জমায়। অথচ বাদশাগণ ওলামাদের দরজায় ভিড় করে না। তিনি বললেন, এ অবস্থা এজন্য যে, আলেমগণ বাদশাদের হক সম্পর্কে অবগত এবং বাদশাগণ আলেমদের হক সম্পর্কে অনবহিত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مِيْرَاثٌ (ج) مَوَارِيْثُ মিরাস, উত্তরাধিকারী

يَزْدَحِمُوْنَ (افتعال) اِزْدِحَامًا ভিড় করছে

اَلْمُشْتَغِلِيْنَ (ج) (و) اَلْمُشْتَغِلُ লিপ্ত, মগ্ন, ব্যস্ত

تِجَارَاتٌ (و) تِجَارَةٌ ব্যবসা, বাণিজ্য

لَاتَعْمَلُوا بِقَوْلِ اَحَدٍ مِنْ غَيْرِ تَدَبُّرٍ

حَدَثَّ الشَّعْبِىْ ـ قَالَ : صَادَ رَجُلٌ قُمْرِيَّةً ـ فَقَالَتْ : مَاتُرِيْدُ اَنْ تَصْنَعَ؟ قَالَ : اَذْبَحُكَ وَ اٰكُلُكَ فَقَالَتْ : وَاللّٰهِ مَا اُشْبِعُ مِنْ جُوْعٍ وَخَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَكْلِىْ اَنْ اُعَلِّمَكَ ثَلَاثَ خِصَالٍ وَاحِدَةً وَاَنَا فِىْ يَدِكَ وَالثَّانِيَةَ وَاَنَا عَلَى الشَّجَرَةِ وَالثَّالِثَةَ وَاَنَا عَلَى الْجَبَلِ قَالَ : هَاتِ قَالَتْ لَاتَلْهَفَنَّ عَلٰى مَا فَاتَكَ فَخَلّٰى سَبِيْلَهَا فَلَمَّا صَارَتْ عَلَى الشَّجَرَةِ قَالَتْ لَا تُصَدِّقَنَّ بِمَا لَايَكُوْنُ اَنَّهٗ سَيَكُوْنُ ، فَلَمَّا صَارَتْ عَلَى الْجَبَلِ قَالَتْ لَهٗ يَاشَقِىُّ : لَوْ ذَبَحْتَنِىْ اَخْرَجْتَ مِنْ حَوْصَلَتِىْ دُرَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا قَالَ : فَعَضَّ الرَّجُلُ عَلٰى شَفَتِهٖ تَلَهُّفًا ثُمَّ قَالَ : هَاتِ الثَّالِثَ؟ فَقَالَتْ اَنْتَ قَدْ نَسِيْتَ ثِنْتَيْنِ فَكَيْفَ اُخْبِرُكَ بِالثَّالِثَةِ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ : لَا تَلْهَفَنَّ عَلٰى مَا فَاتَ وَلَا تُصَدِّقَنَّ بِمَا لَايَكُوْنُ اَنَّهٗ سَيَكُوْنُ اَنَا وَ لَحْمِىْ وَ دَمِىْ ـ وَرِيْشِىْ ـ لَايَكُوْنُ فِىَّ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا ـ فَكَيْفَ يَكُوْنُ فِىْ حَوْصَلَتِىْ دُرَّتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا ثُمَّ طَارَتْ وَ ذَهَبَتْ ـ

কারো কথা যাচাই না করে আমল করবে না

ইমাম শা'বী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি একটি কুমারিয়া পাখি শিকার করল। পাখিটি শিকারিকে জিজ্ঞেস করল; আপনি আমাকে কি করতে চান? শিকারি বলল, আমি তোমাকে জবাই করব এবং খাব। পাখিটি বলল আল্লাহর কসম! আমি আপনার ক্ষুধা মিটাতে যথেষ্ট নই। (অধিক ক্ষুদ্রাকার হওয়ার কারণে) আপনার জন্য আমাকে খাওয়ার চেয়ে উত্তম হলো, আমি আপনাকে তিনটি স্বভাবের কথা শিক্ষা দিব। একটি (কথা বলব) আপনার হাতে থাকাবস্থায়। দ্বিতীয়টি গাছে গিয়ে। তৃতীয়টি পাহাড়ে গিয়ে। শিকারি (পাখিটি না খেয়ে তার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বলল, ঠিক আছে। তুমি বল, পাখিটি বলল, (১) আপনার হাত থেকে যা কিছু চলে যায় তাতে কখনো আক্ষেপ করবেন না, অতঃপর পাখিটিকে ছেড়ে দিল। যখন পাখিটি বৃক্ষে গেল তখন বলল, (২) যে জিনিস অসম্ভব তা সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস করবেন না। যখন পাখিটি পাহাড়ে গেল তখন বলল, (৩) হে দুর্ভাগা! যদি তুমি আমাকে জবাই করতে তাহলে আমার পাকস্থলি থেকে তুমি বড় দু'টি মোতি পেতে। প্রত্যেকটি বিশ মিছকাল বা ৯ মাসা ওজনের ইমাম শা'বী বলেন, শিকারি আক্ষেপে দাঁত কেঁটে বলল। তোমার তৃতীয় কথা কি? তা বল। পাখি বলল, যখন আপনি প্রথম দুই কথা ভুলে গেলেন তৃতীয় কথা আর কি বলব? আমি আপনাকে প্রথমে বলিনি যে, যা চলে যায় তার জন্য আক্ষেপ না করবেন না এবং অসম্ভব বস্তু সম্ভব হবার বিশ্বাস না করবেন না। আমি আমার গোশত, রক্ত এবং আমার পশম ইত্যাদি সব একত্রিত করা হলেও আমার মধ্যে বিশ মিছাকাল হবে না। সুতরাং আমার পাখার ভিতর বিশ মিছকাল ওজনের দু'টি মোতি কেমন করে হতে পারে? অতঃপর পাখিটি উড়ে চলে গেল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَاتَلْهَفَنَّ (س) لَهْفًا	আক্ষেপ করবে না	تَدَبُّرٌ مصـ (تفعل)	চিন্তা ভাবনা
حَوْصَلَةٌ	পাখির পাকস্থলি	قُمْرِيَّةٌ (ج) قَمَارِىُّ	ঘুঘু, কপোত, (পাখি)
خِصَالٌ (ج) (و) خَصْلَةٌ	স্বভাব, গুণ	مَا اُشْبِعُ (افعال) اِشْبَاعًا	তৃপ্ত করতে পারব না

اِغْرَاءُ الصَّدِيْقِ عَلَى الصَّدِيْقِ

وَجَّهَ عَبْدُ الْمَلِكِ الشَّعْبِيَّ اِلٰى مَالِكِ الرُّوْمِ فِيْ بَعْضِ الْاُمُوْرِ ، فَاسْتَكْبَرَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ لَهٗ : مِنْ اَهْلِ بَيْتِ الْمَلِكِ اَنْتَ؟ قَالَ : لَا فَلَمَّا اَرَادَ الرُّجُوْعَ اِلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ حَمَّلَهٗ رُقْعَةً لَطِيْفَةً وَقَالَ لَهٗ : اِذَا بَلَّغْتَ صَاحِبَكَ جَمِيْعَ مَا يَحْتَاجُ اِلٰى مَعْرِفَتِهٖ مِنْ نَاحِيَتِنَا فَارْفَعْ اِلَيْهِ هٰذِهِ الرُّقْعَةَ فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى عَبْدِ الْمَلِكِ ذَكَرَ لَهٗ مَا احْتَاجَ اِلٰى ذِكْرِهٖ وَنَهَضَ فَلَمَّا خَرَجَ ذَكَرَ الرُّقْعَةَ ، فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اِنَّهٗ حَمَّلَنِيْ اِلَيْكَ رُقْعَةً اُنْسِيْتُهَا فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ وَنَهَضَ فَقَرَأَهَا عَبْدُ الْمَلِكُ وَاَمَرَ بِرَدِّهٖ فَقَالَ اَعَلِمْتَ مَا فِي الرُّقْعَةِ؟ قَالَ لَا قَالَ فِيْهَا عَجِبْتُ مِنَ الْعَرَبِ كَيْفَ مَلَّكَتْ غَيْرَ هٰذَا ؟ اَفَتَدْرِيْ لِمَ كَتَبَ اِلَيَّ بِهٰذَا؟ قَالَ : لَا - قَالَ : حَسَدَنِيْ عَلَيْكَ فَارَادَ اَنْ يُّغْرِيَنِيْ بِقَتْلِكَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيْ لَوْ رَاٰكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ : مَااسْتَكْبَرَنِيْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ مَلِكَ الرُّوْمِ فَذَكَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ وَقَالَ لِلّٰهِ اَبُوْهُ ، وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُّ اِلَّا ذٰلِكَ ـ

বন্ধুকে বন্ধুর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা

বাদশাহ আব্দুল মালিক ইমাম শা'বীকে রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য রোমের বাদশাহর নিকট প্রেরণ করলেন। সে ইমাম শা'বীকে একজন মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক মনে করলেন; তাই শা'বীকে শুধালেন আপনি কি বাদশাহর নিকট আত্মীয়? তিনি বললেন, না, যখন তিনি আব্দুল মালিকের নিকট ফিরে আসার ইচ্ছা করলেন তখন রোমের বাদশাহ তার নিকট ছোট একটি এক সূক্ষ্ম চিরকুট বলল, যখন আপনি আপনার বাদশাহর নিকট আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন করবেন। তখন তার নিকট এ চিরকুটও পৌঁছে দিবেন, যখন ইমাম শা'বী বাদশাহ আব্দুল মালিকের নিকট ফিরে এলেন এবং যে সব বিষয় বর্ণনা করার তা বর্ণনা করে উঠে চলে গেলেন, পথি মধ্যে সে পত্রটির কথা স্মরণ হলে পুনরায় বাদশাহের নিকট ফিরে এসে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! রোমের বাদশাহ একটি পত্রও দিয়েছিল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বাদশাহ পত্র পড়ে ইমাম শা'বীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, জানো! পত্রে কি লিখা? তিনি বললেন, না। বাদশাহ বললেন, এতে লিখা রয়েছে আরববাসীর উপর আমি আশ্চর্য বোধ করি যে, তারা এমন লোক (ইমাম শা'বী) থাকা সত্ত্বেও অন্যকে কি করে বাদশাহ বানালেন। অতঃপর আব্দুল মালিক শা'বীকে জিজ্ঞেস করলেন জান, সে ইহা কেন লিখেছে? শা'বী বললেন, না। তিনি বললেন, তার উদ্দেশ্য হলো আমাকে তোমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা এবং তোমাকে হত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। ইমাম শা'বী বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! (রোমের বাদশাহ আপনাকে দেখে নাই) যদি আপনাকে দেখতে পেতো তাহলে আমাকে এত বড় মনে করতো না। এই সংবাদও রোমের বাদশাহের নিকট পৌঁছল। তখন সে আব্দুল মালিকের আলোচনা করে বলল, আল্লাহর শপথ! আমার এটাই উদ্দেশ্য ছিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

حَمَّلَ	বাহক পাঠালেন	اِغْرَاءٌ مص افعال	উত্তেজিত করা, ক্ষেপানো
رُقْعَةٌ (ج) رُقَعٌ رِقَاعٌ	চিরকুট, কাগজ বা কাপড়ের টুকরা	وَجَّهَ	প্রেরণ করলেন
نَهَضَ (ف) نُهُوْضًا	উঠে দাঁড়ালেন	اِسْتَكْبَرَ	বড় ভাবলেন

ظَرَافَةٌ اَدَبِيَّةٌ

قَالَ اَبُو عُثْمَانَ بْنُ بَحْرِ الْجَاحِظِ : اَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ رُؤَسَاءِ التُّجَّارِ قَالَ : كَانَ مَعَنَا فِي السَّفِيْنَةِ شَيْخٌ شَرِسِيٌّ اَلسَّيِّئُ الْخُلُقِ طَوِيْلُ الْأَطْرَاقِ وَكَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ الشِّيْعَةَ غَضِبَ وَارْبَدَ وَجْهُهُ وَ زَوَى مِنْ حَاجِبَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ مَا الَّذِي تَكْرَهُهُ مِنَ الشِّيْعَةِ فَانِّي رَأَيْتُكَ إِذَا ذَكَرُوا غَضِبْتَ وَقَبَضْتَ قَالَ : مَا اَكْرَهُ مِنْهُمْ إِلَّا هٰذِهِ الشِّيْنَ فِي أَوَّلِ إِسْمِهِمْ ، فَإِنِّي لَمْ أَجِدْهَا قَطُّ إِلَّا فِي كُلِّ شَرٍّ وَشُؤْمٍ وَشَيْطَانٍ وَشَغْبٍ وَشَقَاءٍ وَشَنَارٍ وَشَرَرٍ وَشَيْنٍ وَشَكْوَى وَشَهْوَةٍ وَشَتْمٍ وَشُحٍّ قَالَ اَبُو عُثْمَانَ فَمَا ثَبَتَ لِشِيْعِيٍّ بَعْدَهَا قَائِمَةٌ ـ

সাহিত্যের পাণ্ডিত্য

আবূ ওসমান ইবনে বাহ্‌র আল-জাহিয বর্ণনা করেছেন আমার নিকট একজন নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের সাথে একজন কুশ্রী অসৎ চরিত্রের অধিকারী ও দীর্ঘ মৌনি এক বৃদ্ধ ছিল। যখন তার সামনে শিয়াদের আলোচনা করা হতো তখন সে রাগে ফুলে উঠতো এবং তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো ও ভ্রু কুঞ্চিত করতো একদিন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আপনার নিকট শিয়াদের কোন কথাটি অপছন্দনীয়? আমি লক্ষ্য করছি যে, যখনই শিয়া সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় তখনই আপনি রাগান্বিত হয়ে যান এবং চেহারা কুঞ্চিত করে ফেলেন। বৃদ্ধ লোকটি বললঃ আমার নিকট কোনো কথা অপছন্দীয় নয়, তবে তাদের নামের শুরুতে যে ش অক্ষরটি রয়েছে ইহাই অপছন্দনীয়। কেননা এই শীনটি প্রতিটি অশুভ ও মন্দের মধ্যে বিরাজমান যেমন- شر (খারাপি) شوم (অশুভ) شيطان (বিতাড়িত) شغب (উচ্ছৃঙ্খল) شقاء (দুর্ভাগা) شرر (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) شين ত্রুটি شوك (কাঁটা) شكوى (অভিযোগ) شهرة (বদনাম), شهوة (কুপ্রবৃত্তি) شتم (গালি) شح (কৃপণতা) আবূ ওসমান জাহিয বলেন- এরপর আর শিয়াদের পা অটল থাকতে পারেনি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

- ظَرَافَةٌ চাতুর্য, বুদ্ধিমত্তা, রসিকতা, সৌন্দর্য
- اَدَبِيَّةٌ সাহিত্য বিষয়ক
- شَرِسِيٌّ বদমেজাজী
- اَلْاَطْرَاقُ চুপ করে থাকা, (মৌনী)
- اَرْبَدَ মলিন হয়ে যেতো
- زَوَى (ض) زَوِيًّا، زَيًّا (ভ্রু) কুঞ্চিত করতো
- حَاجِبٌ ভ্রু
- غَضِبْتَ (س) غَضَبًا রাগান্বিত হন
- قَبَضْتَ (س) قَبْضًا ভ্রু কুঞ্চিত করে ফেলেন
- شَيْطَانٌ (ج) شَيَاطِيْنُ শয়তান, নাফরমান

شَيْطَانٌ শব্দটি شَطَنَ (ن) شَطْنًا (বিরোধিতা করা) থেকে নির্গত। কেননা শয়তান আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করেছে। অথবা, شَطَنَتِ الدَّارُ شُطُوْنًا (দূরে হওয়া) থেকে নির্গত। কেননা শয়তান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে।

- شَغَبٌ দাঙ্গা, অশান্তি
- شَغَبَ (س) شَغْبًا দাঙ্গা করা, শান্তিভঙ্গ করা
- شَقَاءٌ দুর্ভাগ্য, দুঃখ, কষ্ট
- شَنَارٌ দোষ, লজ্জা
- شَرَرٌ (مت) شَرَرَةٌ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আগুনের ফুলকি
- شَيْنٌ দোষ, দুর্নাম, অসম্মান
- شَوْكٌ (اِسْ شَوْكَةٌ) (ج) شَوْكَانٌ কণ্টক, কাঁটা
- شَكْوَى (ج) شَكَاوِى অভিযোগ, অনুযোগ
- شُهْرَةٌ দুর্নাম, বদনাম
- شَتْمٌ গালি, তিরস্কার
- شُحٌّ কার্পণ্য, কৃপণতা

قَالَ رَجُلٌ لِبَعْضِ وُلَاةِ بَنِي الْعَبَّاسِ : اَنَا اَجْعَلُ فِي هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ اَنْ يَقُوْلَ فِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ ظَالِمٌ، قَالَ لَهُ نَشَدْتُكَ اللّٰهَ اَبَا مُحَمَّدٍ : اَمَا تَعْلَمُ؟ اَنَّ عَلِيًّا بَارَزَ الْعَبَّاسَ عِنْدَ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ : نَعَمْ قَالَ فَمَنِ الظَّالِمُ مِنْهُمَا؟ فَكَرِهَ اَنْ يَقُوْلَ الْعَبَّاسُ فَيُوَاقِعُ سَخَطَ الْخَلِيْفَةِ اَوْ يَقُوْلُ : عَلِيٌّ فَيَنْقُضُ اَصْلَهُ : قَالَ : مَا مِنْهُمَا ظَالِمٌ ، قَالَ فَكَيْفَ يَتَنَازَعُ اِثْنَانِ فِيْ شَيْءٍ لَايَكُوْنُ اَحَدُهُمَا ظَالِمًا؟ قَالَ قَدْ تَنَازَعَ الْمَلَكَانِ عِنْدَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا فِيْهِمَا ظَالِمٌ وَلٰكِنْ لِيُنَبِّهَا دَاوُدَ عَلَى الْخَطِيْئَةِ وَكَذٰلِكَ هٰذَانِ اَرَادَا تَنْبِيْهَ اَبِيْ بَكْرٍ خَطِيْئَتَهُ فَاَسْكَتَ الرَّجُلَ وَاَمَرَ الْخَلِيْفَةُ لِهِشَامٍ بِصِلَةٍ ـ

জনৈক ব্যক্তি বনূ আব্বাসের কোনো এক গভর্নরকে বলল, আমি হিশাম ইবনে আব্দুল হিকামকে এ কথা বলতে বাধ্য করব যে, হযরত আলী (রা.) অত্যাচারী ছিলেন। (অথচ সে ছিল শিয়া মতাবলম্বী এবং হযরত আলী (রা.)-কে তিন খলীফার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করে) সুতরাং সে বলল: হে আবূ মুহাম্মদ! (ইহা হিশামের ডাক নাম) আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি আপনি কি জানেন না যে, হযরত আলী (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সম্মুখে ঝগড়া করেছিল? হিশাম বলল, হ্যাঁ, জানি। (সে বলল, যখন পরস্পরে মাঝে ঝগড়া হয়েছে তাহলে তো দু'জনের মধ্যে একজন অবশ্যই অত্যাচারী হবেন) তাহলে বলুন তাদের মধ্যে অত্যাচারী কে ছিল? হিশামের জন্য দু'টি পথই খোলা ছিল, হয়তো হযরত আলী (রা.)-কে অত্যাচারী বলবে, না হয় হযরত আব্বাসকে) হিশাম হযরত আব্বাস (রা.)-কে অত্যাচারী বলা সমীচীন মনে করেননি, কেননা এতে খলীফার রোষানলে পতিত হওয়ার আশংকা ছিল। আর হযরত আলী (রা.)-কে অত্যাচারী বলা উচিত মনে করেননি, কেননা এতে নিজ আকীদা-বিশ্বাসে আঘাত হানা হয়। তাই তিনি উপরোক্ত উভয় পন্থা পরিহার করে তৃতীয় পন্থা গ্রহণ করলেন। আর তা হলো এই যে, (তিনি বলেন।) এদের মধ্যে কেউই অত্যাচারী ছিলেন না। প্রশ্নকারী বললেন, দু'ব্যক্তি কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়া করল অথচ কেউই অত্যাচারী নয়। এটা কেমন কথা? হিশাম বললেন, এটা হতে পারে। কেননা হযরত দাউদ (আ.)-এর সামনে দু'জন ফেরেশতা ঝগড়া করেছিল এবং তন্মধ্য হতে কেউই অত্যাচারী ছিল না; বরং সে ঝগড়া শুধুমাত্র হযরত দাউদ (আ.)-কে তাঁর পদস্খলনের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ছিল। এমনিভাবে তাঁরা (তাদের ধারণা মতে) হযরত আবূ বকর (রা.)-কে তার ভুলের প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন। হিশাম (এই জবাবের দ্বারা) প্রশ্নকারীকে চুপ করিয়ে দিলেন এবং খলীফা হিশামের জন্য পুরস্কারের নির্দেশ দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

سَخَطٌ ক্রোধ, রাগ

يَنْقُضُ (ভেঙ্গে পড়বে) আঘাত হানবে

اَصْلٌ اُصُوْلٌ এখানে আক্বীদা বিশ্বাসকে মূল বুঝানো হয়েছে

يَتَنَازَعُ (تفاعل) ঝগড়া করবে

اَلْمَلَكَانِ (و) مَلَكٌ দুজন ফেরেশতা

لِيُنَبِّهَا (تَنْبِيْهًا) সতর্ক করার জন্য

اَلْخَطِيْئَةُ ভুল

صِلَةٌ পুরস্কার, বখশিশ

(ج) وُلَاةٌ (و) وَلِيٌّ হাকিম, গভর্নর

اَجْعَلُ বাধ্য করব

نَشَدْتُّ اللّٰهَ (ن،ض) نَشْدًا، نِشْدَةً কসম দিচ্ছি

نَشَدْتُ الضَّالَّةَ হারানো বস্তু অনুসন্ধান করেছি

بَارَزَ (مفاعلة) مُبَارَزَةً ঝগড়া করেছে, যুদ্ধ করেছে

• بَرَزَ (ن) بُرُوْزًا মাঠের দিকে যাওয়া

كَرِهَ (س) كَرَاهَةً অপছন্দ করল

فَيُوَاقِعُ নিপতিত হবে

وَسَمِعَ اَعْرَابِيٌّ اَبَا الْمَكْنُوْنِ النَّحْوِيَّ وَهُوَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَاءِ الْاِسْتِسْقَاءِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَاِلٰهَنَا وَمَوْلَانَا فَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا وَمَنْ اَرَادَ بِنَا سُوْءً فَاَحِطْ ذٰلِكَ السُّوْءَ بِهِ كَاِحَاطَةِ الْقَلَائِدِ بِاَعْنَاقِ الْوَلَائِدِ ثُمَّ اَرْسِخْهُ عَلٰى هَامَّتِهِ كَرُسُوْخِ السِّجِّيْلِ عَلٰى هَامَّةِ اَصْحَابِ الْفِيْلِ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْعًا مُجَلْجَلًا مُسْحَنْفِرًا سَحًّا سُفُوْحًا طَبَقًا غَدَقًا مُنْفَجِرًا نَافِعًا لِعَامَّتِنَا وَغَيْرَ ضَارٍّ لِخَاصَّتِنَا فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ : يَا خَلِيْفَةَ نُوْحٍ هٰذَا الطُّوْفَانُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ دَعْنِيْ حَتّٰى اٰوِيَ اِلٰى جَبَلٍ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ -

জনৈক পল্লীবাসী আবুল মাকনূন নাহবীকে ইস্তিসকার দু'আতে (এই বাক্যসমূহ) বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! হে আমাদের ইলাহ! হে আমাদের মালিক! আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর রহমত অবতীর্ণ করুন। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে মন্দ পোষণ করে আপনি সে মন্দ দ্বারা তাকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করুন যেমনিভাবে হার রমণীদের গলদেশকে বেষ্টন করে। অতঃপর সে মন্দকে তার মাথায় এমনভাবে বিদ্ধ করুন যেমনিভাবে আসহাবে ফীলের (হস্তিবাহিনীর) মাথায় প্রস্তর খণ্ড বিদ্ধ হয়েছিল, আয় আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি এমন বৃষ্টি দান করুন যাতে আকাঙ্ক্ষা দূর হয়, অনেক পানি হয় এবং গর্জন করে অধিক বর্ষণ করে, মুষলধারে, ব্যাপকভাবে বড় বড় ফোঁটার সাথে বর্ষণ হয়। যা আমাদের সবার জন্য উপকারী হয় এবং আমাদের কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। ইহা শুনে পল্লীবাসী বলল, হে নূহের উত্তরসূরি কা'বা গৃহের প্রভুর কসম! ইহাতো মহাপ্লাবন। আপনি আমাদেরকে কিছু সময় অবকাশ দিন, যাতে আমরা এমন পর্বতে আশ্রয় নিতে সক্ষম হই যা আমাদেরকে পানি থেকে রক্ষা করতে পারে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ
مَرَاعَةً (ك)(س) مَرْعًا	সবুজ হওয়া
مَرِيْعًا	সতেজকারী
مُجَلْجَلًا	গর্জনসহ বৃষ্টি
مُسْحَنْفِرًا (اسحنفر المطر)	অধিক বৃষ্টি হওয়া
سَحًّا (ن) سُحُوْحًا	অনেক হওয়া
سُفُوْحًا	প্রবাহিত বৃষ্টি, সয়লাবকারী বৃষ্টি
طَبَقًا	সাধারণ বৃষ্টি
غَدَقًا	বড় বড় কোটাযুক্ত বৃষ্টি
مُنْفَجِرًا	পানি প্রবাহিতকারী
اَلْاِسْتِسْقَاءُ	পানি প্রার্থনা করা
اَحِطْ (افعال) اِحَاطَةً	পরিবেষ্টন করুন
قَلَائِدُ (و) قِلَادَةٌ	হার, মালা
اَعْنَاقُ (ج) (و) عُنُقٌ	গলা, গর্দান, গ্রীবা
(ج) اَلْوَلَائِدُ (و) وَلِيْدَةٌ	বালিকা, মেয়ে
اَرْسِخْ (افعال) اِرْسَاخًا	সুদৃঢ় ভাবে বিদ্ধ কর
هَامَّةٌ (ج) هَامَّاتٌ	মাথা
اَلسِّجِّيْلُ	কঙ্কর, প্রস্তর খণ্ড
غَيْثًا	সাহায্য, বৃষ্টি
مُغِيْثًا	সাহায্যদাতা

اَلْاِسْتِسْقَامُ بِالْاَزْلَامِ

مَعْنَى الْاِسْتِسْقَامِ بِالْاَزْلَامِ طَلَبُ مَعْرِفَةِ مَا قُسِّمَ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِوَاسِطَةِ ضَرْبِ الْاَقْدَاحِ وَقِيْلَ : مَعْنَى الْاِسْتِسْقَامِ بِالْاَزْلَامِ طَلَبُ مَعْرِفَةِ كَيْفِيَةِ قِسْمَةِ الْجَزُوْرِ بِاَقْدَاحٍ وَهِيَ عَشَرَةُ اَقْدَاحٍ اَلْفَذُّ ثُمَّ التَّوْأَمُ ثُمَّ الرَّقِيْبُ ثُمَّ الْحِلْسُ ثُمَّ النَّافِسُ ثُمَّ الْمُسْبِلُ ثُمَّ الْمُعَلّٰى وَهٰذِهِ الْاَقْدَاحُ السَّبْعَةُ لَهَا اَنْصِبَاءُ مِنْ جَزُوْرٍ يَنْحَرُوْنَهَا وَيُقَسِّمُوْنَهَا عَلَى الْعَادَةِ بَيْنَهُمْ وَ الثَّلٰثَةُ الْاُخَرُ لَا نَصِيْبَ لَهَا وَهُوَالسَّفِيْحُ وَالْمَنِيْحُ وَالْوَغْدُ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْمَعُوْنَ عَشَرَةَ اَنْفُسٍ وَيَشْتَرُوْنَ جَزُوْرًا وَيَجْعَلُوْنَ لَحْمَهُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِيْنَ جُزْءً وَيَجْعَلُوْنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِ الْاَزْلَامِ نَصِيْبًا مَعْلُوْمًا لِلْفَذِّ سَهْمٌ وَلِلتَّوْأَمِ سَهْمَانِ وَلِلرَّقِيْبِ ثَلَاثَةُ اَسْهُمٍ وَلِلْحِلْسِ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَلِلنَّافِسِ خَمْسَةٌ وَلِلْمُسْبِلِ سِتَّةٌ وَلِلْمُعَلّٰى سَبْعَةٌ وَيَجْعَلُوْنَ الْاَزْلَامَ فِيْ خَرِيْطَةٍ وَيَضَعُوْنَهَا عَلٰى يَدِ رَجُلٍ -

---

তীর দ্বারা বণ্টন করা

ইস্তিক্বসাম বিল আযলাম-এর অর্থ পলহীন তীর দ্বারা বণ্টনকৃত ভাল মন্দ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। (অর্থাৎ কার ভাগ্য ভালো আর কার ভাগ্য মন্দ) কেউ কেউ বলেছেন, ইস্তিকসাম বিল আজলাম এর অর্থ পলহীন তীর দ্বারা জবাইকৃত উটের (গোশতের) বণ্টন পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর (পলহীন তীর হলো যদ্দারা বণ্টন পদ্ধতী জ্ঞাত হওয়া যায়) তা দশটি তীর– (১) الفذ (২) التوام (৩) الرقيب (৪) الحلس (৫) النافس (৬) المسبل (৭) المعلى এই সাতটি তীরের জন্য সেই বন্টিত গোশতের মাঝে নির্ধারিত অংশ ছিল এবং অন্য তিনটি তীর তথা (৮) السفيح (৯) المنيح ও (১০) الوغد এগুলোর জন্য কোনো অংশ নির্ধারিত ছিল না। বর্বরতার যুগে আরববাসীদের এ রীতি ছিল যে, দশ ব্যক্তি মিলে একটি উট খরিদ করতো এবং জবাই করে উহার গোশত আটাইশ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক তীরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করতো। (এভাবে যে,) الفذ -এর জন্য এক ভাগ, التوام -এর জন্য দু'ভাগ, الرقيب-এর জন্য তিন ভাগ, الحلس-এর জন্য চার ভাগ, النافس-এর জন্য পাঁচ ভাগ, المسبل -এর জন্য ছয় ভাগ, المعلى-এর জন্য সাত ভাগ এবং তীরগুলোকে একটি থলের ভেতর রেখে এক ব্যক্তির হাতে রাখা হতো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِسْتِقْسَامٌ ভাগ করা, বণ্টন করা	اَلْجَزُوْرُ (ج) جَزَائِرُ উট
اَزْلَامٌ (ج) (و) زَلَمٌ কাল বের করার তীর	خَرِيْطَةٌ থলে
اَلْاَقْدَاحُ (و) قَدَحٌ পলহীন তীর, জুয়ার তীর	

ثُمَّ يَجْعَلُ ذٰلِكَ الرَّجُلُ يُحَرِّكُهَا فَيُخْرِجُ بِاسْمِ كُلِّ رَجُلٍ قَدْحًا مِنْهَا وَمَنْ خَرَجَ لَهُ قَدْحٌ مِنْ أَرْبَابِ الْاَنْصِبَاءِ يَجْعَلُهُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَيَفْتَخِرُوْنَ بِذٰلِكَ وَيَذُمُّوْنَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيْهِ وَيُسَمُّوْنَهُ الْبَرَمَ يَعْنِى اللَّئِيْمَ ـ

نَصِيْحَةُ سَيِّدِنَا نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ وَنَتِيْجَةُ مُخَالَفَةِ اَوَامِرِ الْوَالِدَيْنِ

وَخَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ وَلَدُهُ كِنْعَانُ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَاتَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ فَاَجَابَهُ ابْنُهُ بِقَوْلِهِ سَاٰوِىْ اِلٰى جَبَلٍ يَعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ـ ثُمَّ نَبَعَ الْمَاءُ مِنَ الْاَرْضِ وَنَزَلَ الْمَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ حَتّٰى عَلَا الْمَاءُ فَوْقَ الْجِبَالِ وَمَكَثَ الطُّوْفَانُ سِتَّةَ اَشْهُرٍ ثُمَّ اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِقَوْلِهِ يَا اَرْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَكَانَ هٰذَا الْاِسْتِوَاءُ عَلٰى جَبَلِ الْجُوْدِىْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَبَعْدَ اَنْ جَفَّتِ الْاَرْضُ قِيْلَ يَانُوْحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ثُمَّ اِنَّ مَنْ كَانَ مَعَ نُوْحٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَاشُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ قَلِيْلًا فَلَمْ يَبْقَ اِلَّا نُوْحٌ وَاَوْلَادُهُ الثَّلَاثَةُ سَامٌ وَحَامٌ وَيَافِثُ وَنِسَاؤُهُمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ اَبُوْهُمْ نُوْحٌ حَتّٰى ذَهَبَ كُلٌّ اِلٰى نَاحِيَةٍ فَعَمَّرَهَا بِاَوْلَادِهِ حَتّٰى صَارَ الْاٰدَمِيُّوْنَ كَمَا تَرٰى مِنْ عَهْدِ نُوْحٍ اِلٰى وَقْتِنَا هٰذَا مِنْ نَسْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِذَا سُمِّىَ اَبَا الْبَشَرِ الثَّانِىْ بَعْدَ سَيِّدِنَا اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

সে ব্যক্তি থলের ভেতর তীরগুলোকে নাড়াচাড়া করে প্রত্যেকের নামে একটি করে তীর বের করতো এবং যার নামে অংশ বিশিষ্ট তীরসমূহ থেকে কোনো একটি বেরিয়ে আসতো সে তার ভাগটি গরিবদেরকে দিয়ে দিতো। তন্মধ্য হতে নিজে কিছুই ভক্ষণ করতো না এবং এর দ্বারা পরস্পরে গর্ব করতো এবং যে তাতে (ফাল খেলায়) অংশ গ্রহণ করতো না তার নিন্দা করতো এবং তাকে برم তথা কঞ্জুস বলে ডাকতো।

স্বীয় পুত্রের প্রতি হযরত নূহ (আ.)-এর উপদেশ ও পিতামাতার আদেশ অমান্য করার কুফল ঃ হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র কেন'আন তাঁর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল। তিনি বললেন, হে বৎস! আমাদের সঙ্গে জাহাজে আরোহণ করো এবং কাফিরদের সঙ্গে থেকো না। উত্তরে সে বলল, আমি অতি সত্বর পাহাড়ে আশ্রয় নিব। পাহাড় আমাকে (তুফানের) পানি থেকে বাঁচাবে। তিনি বললেন, (বৎস, এটা সাধারণ কোনো তুফান নয় এটা আল্লাহর আজাব, পাহাড় কি?) আজ আল্লাহর আজাব থেকে কোনো কিছুই বাঁচাতে পারবে না। তবে যার উপর আল্লাহর দয়া হয়। (পিতা পুত্রের কথাবার্তা শেষ হয়নি) ইতোমধ্যেই ঢেউ এসে তাদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে এবং কেন'আন ডুবে গেল। অতঃপর জমিন থেকে প্রচণ্ড বেগে পানি নির্গত হতে লাগল এবং আকাশ থেকে বর্ষণ শুরু হলো এমনকি পানি পাহাড়েরও উপরে ওঠে গেল। এ প্লাবন ক্রমাগত ছয় মাস পর্যন্ত এভাবেই স্থির ছিল। অতঃপর আল্লাহ

তা'আলা আসমান ও জমিনকে হুকুম দিলেন– হে জমিন! তুমি তোমার পানিকে চোষণ করো এবং হে আকাশ! তুমি থেমে যাও (অর্থাৎ বৃষ্টি বন্ধ করো)। সুতরাং পানি কমে গেল এবং কাজ সমাধা হয়ে গেল, (অর্থাৎ কাফির অত্যাচারীরা ধ্বংস হয়ে গেল) আর নূহ (আ.)-এর জাহাজ জুদী পাহাড়ে স্থির হয়ে থামল। জাহাজ জুদী পাহাড়ে স্থির হয়ে থামার দিনটি ছিল মহররমের দশ তারিখ তথা আশুরার দিন।

জমিন শুকিয়ে যাওয়ার পর নির্দেশ হলো হে নূহ! আমার পক্ষ থেকে শান্তির সাথে তুমি ও তোমার সঙ্গীগণ সালামতী ও বরকতের সাথে জাহাজ থেকে অবতরণ করো। হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে যেসব মু'মিন ছিল তারা অবতরণের পর কিছু দিন জীবিত থেকে মারা যান। হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর তিন ছেলে সাম হাম ইয়াফিস ও তাদের স্ত্রীগণ ব্যতীত কেউই অবশিষ্ট থাকেনি। এরপর তাদের পিতা তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থানান্তর করে দিলেন এমনকি তারা প্রত্যেকে পৃথিবীর এক এক দিকে গিয়ে স্বীয় সন্তানাদি দিয়ে তা আবাদ করেছেন। (এভাবে বংশ বৃদ্ধি হচ্ছিল) এমনকি হযরত নূহ (আ.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সংখ্যা যে পরিমাণ দেখছ তা সব তাঁরই বংশধর। এ কারণেই হযরত আদম (আ.)-এর পর হযরত নূহ (আ.)-কে আবুল বাশার ছানী বা দ্বিতীয় আদম বলা হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَقْلَعِيْ (صيغة الأمر) (ف) সমূলে উৎপাটন করো

غِيْضَ (صيغة مجهول) (ض) غَيْضًا শুকিয়ে ফেলা হয়েছে

اِسْتَوَتْ (افتعال) اِسْتِوَاءً সমাসীন হলো, থামল

اَلْجُوْدِيْ জুদী পর্বতের নাম

কেউ বলে এটি মোসলে ছিল; কেউ বলে শামে এবং কেউ বলে বাবেলে ছিল।

عَاشُوْرَاءُ মহররমের দশম তারিখ

بَعْدَ اَنْ جَفَّتْ (س، ض ، ف) جِفَافًا ، جُفُوْفًا শুকিয়ে যাওয়ার পর

اُهْبُطْ (ن، ض) هُبُوْطًا

অবতরণ করো, ওপর থেকে নিচে নামাকে هُبُوْط বলা হয়।

اُمَمٌ (و) اُمَّةٌ দল, উম্মত, জামাআত

عَاشُوْا (ض) عَيْشًا ، مَعِيْشَةً বসবাস করেছে, জীবন যাপন করেছে

يُحَرِّكُ নাড়াচাড়া করতো

اَنْصِبَاءُ (و) نَصِيْبٌ ভাগ, অংশ

يَذُمُّوْنَ নিন্দা করতো

يَفْتَخِرُوْنَ গর্ব করতো

اَلْبُرْمُ কঞ্জুস, কমীনা

سَاٰوِيْ - صيغة المضارع للمتكلم - (ض) أَوْيًا، أَوِيْ اِيْوَاءً

আশ্রয় নিব।

نَبَعَ (ن، ض، ف) نَبْعًا ، نُبُوْعًا প্রচণ্ড বেগে নির্গত হলো

حَالَ - حَيْلُوْلَةً অন্তরায় হলো, প্রতিবন্ধক হলো

عَلَا (ن) عُلُوًّا উঁচু হলো, উপরে উঠল

مَكَثَ (ن) مَكْثًا (ك) مَكَاثَةً অবস্থান করল, ক্রমাগত স্থির ছিল

اَلطُّوْفَانُ তুফান, প্লাবন

اِبْلَعِيْ (صيغة الأمر) (ف) بَلْعًا গিলে ফেল, চুষে ফেল

ذَكَاوَةُ الْمُلُوْكِ وَحُسْنُ الطَّلَبِ

وَلَمَّا دَخَلَ اَبُوْ جَعْفَرِ الْمَنْصُوْرُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِلرَّبِيْعِ : اِبْغِنِيْ رَجُلًا عَاقِلًا عَالِمًا بِالْمَدِيْنَةِ لِيَقِفَنِيْ عَلٰى دُوْرِهَا فَقَدْ بَعُدَ عَهْدِيْ بِدِيَارِ قَوْمِيْ فَالْتَمَسَ لَهُ الرَّبِيْعُ فَتًى مِنْ اَعْقَلِ النَّاسِ وَاَعْلَمِهِمْ فَكَانَ لَايَبْتَدِئُ بِاَخْبَارٍ حَتّٰى يَسْاَلَهُ الْمَنْصُوْرُ فَيُجِيْبُهُ بِاَحْسَنِ عِبَارَةٍ وَاَجْوَدِ بَيَانٍ وَ اَوْفٰى مَعْنًى فَاَعْجَبَ الْمَنْصُوْرُ بِهٖ، وَاَمَرَ لَهُ بِمَالٍ فَتَاَخَّرَعَنْهُ وَدَعَتْهُ الضَّرُوْرَةُ اِلٰى اِسْتِنْجَازِهٖ ، فَاجْتَازَ بِبَيْتِ عَاتِكَةَ، فَقَالَ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا بَيْتُ عَاتِكَةَ الَّذِيْ يَقُوْلُ فِيْهِ الْاَحْوَصُ :

يَابَيْتَ عَاتِكَةَ الَّذِيْ اَتَعَزَّلُ * حَذَرَ الْعَدُوِّ بِهٖ الْفُؤَادُ مُوَكَّلُ

فَفَكَّرَ الْمَنْصُوْرُ فِيْ قَوْلِهٖ : وَقَالَ لَمْ يُخَالِفْ عَادَتَهٗ بِابْتِدَاءِ الْاِخْبَارِ دُوْنَ الْاِسْتِخْبَارِ اِلَّا لِاَمْرٍ، وَاَقْبَلَ يُرَدِّدُ الْقَصِيْدَةَ وَيَتَفَحَّصُهَا بَيْتًا بَيْتًا حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى قَوْلِهٖ فِيْهَا :

وَاَرَاكَ تَفْعَلُ مَاتَقُوْلُ وَبَعْضُهُمْ * مَذِقُ اللِّسَانِ يَقُوْلُ مَالَا يَفْعَلُ

فَقَالَ يَارَبِيْعُ! هَلْ اَوْصَلْتَ اِلَى الرَّجُلِ مَا اَمَرْنَا لَهٗ فَقَالَ اَخَّرْتُهٗ عَنْهُ لِعِلَّةٍ، ذَكَرَهَا الرَّبِيْعُ ، فَقَالَ عَجِّلْ لَهٗ مُضَاعَفًا وَهٰذَا اَلْطَفُ تَعْرِيْضٍ مِنَ الرَّجُلِ وَحُسْنُ فَهْمٍ مِنَ الْمَنْصُوْرِ -

---

বাদশাহর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌশলী উপস্থাপনা

বাদশাহ আবূ জা'ফর মানসূর যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি রাবীকে বললেন, পূর্ণ যাচাই-বাছাই করে এমন একজন লোক অনুসন্ধান করো যে বুদ্ধিমান হবে এবং মদীনার ঘর-বাড়ি সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে যাতে সে আমাকে মদীনার ঘর-বাড়ি সম্পর্কে অবগত করতে পারে। কেননা স্বীয় কওমের বাড়ি ঘরের সাথে আমার সম্পর্ক বেশ দীর্ঘ হয়েছে। অর্থাৎ দীর্ঘ দিন যাবৎ আমার কওমের খোঁজখবর নিতে পারিনি। রবী তাঁর জন্য একজন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী যুবক আবিষ্কার করল। সে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সংবাদ পরিবেশন করতো না, যতক্ষণ না মনসূর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতো। (যখন মনসূর তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতেন) তখন সে সুন্দর বাক্যে উত্তম ও অর্থপূর্ণ বর্ণনায় (সাজিয়ে গুছিয়ে) উত্তর দিতো। মনসূর তাকে খুব পছন্দ করলো এবং তাকে কিছু সম্পদ প্রদান করার হুকুম দিলেন। কিন্তু সম্পদ দিতে বিলম্বিত হয়ে গেল। এমনকি তার এমন প্রয়োজন দেখা দিল যা তাকে ওয়াদা পূর্ণ করার দাবি করতে বাধ্য করল। একদিন সে আতিকার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে বলল, হে

আমীরুল মু'মিনীন! ইহা সেই আকিতার ঘর যার সম্পর্কে কবি আহওয়াস এই কবিতা পাঠ করেছে– ওহে আতিকার আবাসস্থল! যা থেকে আমি দুশমনের ভয়ে পৃথক হয়ে আছি। কিন্তু আমার হৃদয় ইহার প্রতিই লেগে আছে। মনসূর তার এই কথা নিয়ে অনেক্ষণ ভাবলেন এবং মনে মনে বললেন, আজ অভ্যাসের বিপরীত জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত তার এই সংবাদ প্রদানে নিশ্চয় কোনো হেতু রয়েছে।

তাই মনসূর কবিতাটিকে বারংবার আওড়াতে লাগলেন এবং এক একটি পংক্তিতে গবেষণা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে কবি আহওয়াসের নিম্নোক্ত পংক্তি পর্যন্ত পৌছলেন, নিঃসন্দেহে তুমি যা বল তাই সম্পাদন কর। কেউ কেউ মিশ্র কথায় অভ্যস্ত। যা বলে তা পূর্ণ করে না। অতঃপর বললেন, হে রবী! আমি ঐ লোকটিকে যা দেওয়ার নির্দেশ করেছিলাম তা কি পৌছিয়েছে? রবী বলল, আমি কোনো কারণ বশত বিলম্ব করেছি। রবী সে কারণও উল্লেখ করল। মনসূর বলল, অতিসত্বর তাকে দ্বিগুণ করে দিয়ে দাও। ইহা সেই লোকটির অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এবং মনসূরের তীক্ষ্ণ মেধার ইঙ্গিত বহন করে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَحْسَنُ সুন্দর

أَجْوَدُ উত্তম, উৎকৃষ্ট

أَوْفَى (وَافِى، وَافٍ) অধিক পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ

أُعْجِبَ (مج، افعال) إِعْجَابًا আশ্চর্যান্বিত হলো

أَخَّرَ عَنْهُ (مج ، تفعيل) تَأْخِيْرًا বিলম্বিত হলো

اِسْتَنْجَزَ অঙ্গীকার পূর্ণ করার দাবি করা

اِجْتَازَ (افتعال) اِجْتِيَازًا অতিক্রম করল

أَتَعَزَّلُ (تفعل) تَعَزُّلاً বিচ্ছিন্ন হয়েছি

حَذَرٌ ভয়, ভীতি, সতর্কতা

اَلْأَعْدَاءُ (ج) (و) عَدُوٌّ দুশমন, শত্রু

اَلْفُؤَادُ (ج) أَفْئِدَةٌ অন্তর, হৃদয়

مُوَكَّلٌ সম্পর্কিত, অর্পিত, নিয়োজিত

يُرَدِّدُ বারবার পড়তে লাগলেন

يَتَفَحَّصُ গবেষণা করতেছিলেন, চিন্তা করতেছিলেন

مَذْقُ اللِّسَانِ সত্য-মিথ্যায় মিশ্র যবান

مَذَقَ (ن) مَذْقًا দুধে পানি মিশানো

اَلرَّبِيْعُ : রবী ঃ পূর্ণ নাম আবুল ফজল ইবনে ইউনুস অত্যন্ত মেধাবী ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। প্রথমে বাদশাহ মনসূরের দারোয়ান ছিলেন। অতঃপর আবু আইয়ূ্য মিরযাবানীর শাসনামলে মন্ত্রীপদে সমাসীন হয়েছিলেন, ১০৭ হিজরিতে বিষপানে মারা যান।

اِبْغِ بَغَا (ض) بَغْيًا بُغْيَةً (الشَّئَ) অনুসন্ধান করো, খোঁজ করো

بَغَا (ن) بَغْوًا গভীরভাবে লক্ষ্য করা (عَلَيْهِ) জুলুম করা

لِيَقِفَنِى (ض) وُقُوْفًا (عَلٰى) অবগত করবে, অবহিত করবে

دُوْرٌ (ج) (و) دَارٌ ঘর-বাড়ি

بَعُدَ (ك) (س) بُعْدًا দূরবর্তী হয়েছে

عَهْدٌ (ج) عُهُوْدٌ যুগ, আমল, কাল

عَهِدَ (س) مص সাক্ষাৎ করা, উপস্থিত থাকা

اِلْتَمَسَ (افتعال) اِلْتِمَاسًا অন্বেষণ করল

فَتًى (ج) فِتْيَانٌ ، فِتْيَةٌ যুবক, তরুন, বালক

أَعْقَلُ (اسم التفضيل) অধিক বুদ্ধিমান

أَعْلَمُ (اسم التفضيل) অধিক জ্ঞানী

كَانَ اَبُوْ جَعْفَرٍ مَنْصُوْرٌ اَيَّامَ بَنِيْ اُمَيَّةَ اِذَا دَخَلَ دَخَلَ مُسْتَتِرًا ، فَكَانَ يَجْلِسُ فِيْ حَلْقَةِ اَزْهَرَ السَّمَّانِ الْمُحَدِّثِ فَلَمَّا اَفْضَتِ الْخِلَافَةُ اِلَيْهِ قَدِمَ عَلَيْهِ اَزْهَرُ فَرَحَّبَ بِهٖ وَقَرَّبَهٗ وَقَالَ لَهٗ مَا حَاجَتُكَ يَا اَزْهَرُ؟ قَالَ : دَارِيْ مُنْهَدِمَةٌ وَعَلَيَّ اَرْبَعَةُ اٰلَافِ دِرْهَمٍ وَاُرِيْدُ لَوْ اَنَّ ابْنِيْ مُحَمَّدًا بَنٰى بِعِيَالِهٖ فَوَصَلَهٗ بِاثْنَيْ عَشَرَ اَلْفًا ، وَقَالَ قَدْ قَضَيْنَا حَاجَتَكَ يَا اَزْهَرُ فَلَا تَأْتِنَا طَالِبًا فَاَخَذَهَا وَارْتَحَلَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ اَتَاهُ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ جَعْفَرٍ قَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا اَزْهَرُ؟ قَالَ : جِئْتُكَ مُسَلِّمًا - قَالَ : اِنَّهٗ يَقَعُ فِيْ خَلَدِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّكَ جِئْتَ طَالِبًا ، قَالَ : مَا جِئْتُكَ اِلَّا مُسَلِّمًا ، قَالَ : قَدْ اَمَرْنَا لَكَ بِاثْنَيْ عَشَرَ اَلْفًا وَاذْهَبْ فَلَا تَاْتِنَا طَالِبًا وَلَا مُسَلِّمًا ، فَاَخَذَهَا وَمَضٰى -

---

বাদশাহ আবূ জা'ফর মনসূর বনী উমাইয়ার শাসনামলে কখনো যদি আসতেন তাহলে চুপি চুপি আসতেন এবং মুহাদ্দিস [১] আযহার সাম্মান-এর মজলিসে শরিক হতেন। যখন তিনি খেলাফত পেলেন তখন মুহাদ্দিস আযহার সাম্মান তার নিকট গেলেন। বাদশাহ তাকে স্বাগত জানালেন এবং তার নিকটে বসালেন। অতঃপর বললেন, হে আযহার! তোমার কি প্রয়োজন? তিনি বললেন, আমার ঘর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে আমার চার হাজার স্বর্ণমুদ্রার ঋণ রয়েছে এবং আমি চাই আমার ছেলে মুহাম্মদ যদি তার পরিবার ঘরে তোলতে পারতো! তখন বাদশাহ বার হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন, হে আযহার! আমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দিলাম। তাই আমার নিকট আর কিছু চাইতে আসবে না। তিনি বাদশাহর হাদিয়া নিয়ে প্রস্থান করলেন, যখন পূর্ণ এক বছর হলো তখন আবার বাদশাহর দরবারে আগমন করলেন। বাদশাহ তাকে দেখে বললেন, হে আযহার! তোমার কি প্রয়োজন? তিনি বললেন, আমি সালাম প্রদানের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট এসেছি। বাদশাহ বললেনঃ আমীরুল মু'মিনীনের অন্তরে তো অনুমান হচ্ছে– তুমি কিছু চাইতে এসেছো। তিনি বললেন, না; আমি শুধু সালাম করার জন্যই এসেছি। বাদশাহ বললেন, আমি তোমাকে বার হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি; তুমি চলে যাও এবং আমার নিকট কিছু চাইতে এবং সালাম পেশ করতেও আসবে না। তিনি হাদিয়া নিয়ে চলে গেলেন।

শব্দ–বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ
خَلَدٌ	অন্তর
مَضٰى (ض) مُضِيًّا	চলে গেল, (অতিবাহিত হলো)
عَائِدًا (فا، مذ ، و ، مص : عِيَادَةٌ ـ ن)	রোগ পরিচর্যার জন্য
مَضَتْ (ض) مُضِيًّا	অতিবাহিত হলো
اَقْبَلَ (افعال) اِقْبَالًا	আগমন করল, অগ্রসর হলো
غَيْرُ مُسْتَجَابٍ	অগ্রাহ্য, অগ্রহণযোগ্য
اِنْصَرَفَ	গমন করল, ফিরে গেল, রওনা হলো
اَعْيَتْنِيْ (افعال) اِعْيَاءٌ	ক্লান্ত করে দিয়েছে, অক্ষম করে দিয়েছে
حِيْلَةٌ (ج) حِيَلٌ	কৌশল, ফন্দি, উপায়
مُسْتَتِرًا (فا، مذ، و ، مص : اِسْتِتَارٌ)	পর্দাবৃত অবস্থায়, চুপি চুপি
اَفْضَتْ (افعال) اِفْضَاءً	পৌছাল, মিলিত হলো
رَحَّبَ ـ ب (تفعيل) تَرْحِيْبًا	স্বাগত জানাল, অভিনন্দ জানাল
قَرَّبَ (تفعيل) تَقْرِيْبًا	নিকটবর্তী করল
مُنْهَدِمَةٌ (مف ، مؤ ، مص : اِنْهِدَامٌ)	বিধ্বস্ত
بَنٰى بِعِيَالِهٖ	স্বীয় স্ত্রীকে ঘরে আনা
اِرْتَحَلَ (افتعال) اِرْتِحَالًا	চলে গেল, প্রস্থান করল, যাত্রা করল
طَالِبًا (فا، و ، مذ، مص : اَلطَّلَبُ ـ ن)	কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে
مُسَلِّمًا	সালাম পেশ করতে

---

১. ازهر السمان : পূর্ণ নাম : আবূ বকর আযহার ইবনে সা'আদ বাহিলী। জন্ম ১১১ হিঃ মৃত্যু ২০৩ হিঃ।

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ اَتَاهُ قَالَ : مَاحَاجَتُكَ يَا اَزْهَرُ ! قَالَ اَتَيْتُ عَائِدًا ، قَالَ : اِنَّه يَقَعُ فِىْ خَلَدِىْ اَنَّكَ جِئْتَ طَالِبًا ، قَالَ : مَاجِئْتُ اِلَّا عَائِدًا ، قَالَ قَدْ اَمَرْنَا لَكَ بِاثْنَى عَشَرَ اَلْفًا ، وَاذْهَبْ فَلَا تَاْتِنَا طَالِبًا وَلَا مُسَلِّمًا وَلَا عَائِدًا فَاَخَذَهَا وَانْصَرَفَ ، فَلَمَّ مَضَتِ السَّنَةُ اَقْبَلَ. فَقَالَ لَهُ : مَاجَاءَ بِكَ يَا اَزْهَرُ؟ قَالَ : دُعَاءً كُنْتُ اَسْمَعُكَ تَدْعُوْبِهِ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! جِئْتُ لِاَ كْتُبَهُ. فَضَحِكَ اَبُوْ جَعْفَرٍ، وَقَالَ : اِنَّهُ دُعَاءٌ غَيْرُ مُسْتَجَابٍ وَ ذٰلِكَ اَنِّىْ قَدْ دَعَوْتُ اللّٰهَ بِهِ اَنْ لَااَرَاكَ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ ، وَقَدْ اَمَرْنَ لَكَ بِاثْنَى عَشَرَ اَلْفًا وَتَعَالْ مَتَى شِئْتَ فَقَدْ اَعْيَيْتَنِىْ فِيْكَ الْحِيْلَةُ ـ

এক বছর পর পুনরায় তিনি বাদশাহর নিকট আসলেন। বাদশাহ বললেন, হে আযহার তোমার কি প্রয়োজন? (অর্থাৎ তুমি কেন এসেছ?) তিনি বললেন, আমি আপনার চিকিৎসা সেবার জন্য এসেছি। বাদশাহ বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছু চাওয়ার জন্য এসেছ। সে বলল, না, আমি শুধুমাত্র চিকিৎসা সেবার জন্যই এসেছি। বাদশাহ বললেন, আমি তোমার জন্য বার হাজার স্বর্ণমুদ্রার নির্দেশ দিচ্ছি। চলে যাও এবং আমার নিকট কিছু চাইতে কিংবা সালাম দিতে কিংবা চিকিৎসা সেবার জন্যও আর আসবে না। তিনি হাদিয়া নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। যখন বছর পূর্ণ হলো তখন আবার আসলেন। বাদশাহ তাকে বললেন, হে আযহার কেন এসেছ? তিনি বললেন, আমি আপনাকে একটি দোয়া করতে শুনতাম, সেই দোয়াটি লিখে নেওয়ার জন্য এসেছি। বাদশাহ আবূ জা'ফর হেসে বললেন, সে দোয়া তো এমন যা কবুল হয় না। এ জন্য যে, আমি বারবার এই দোয়া করছি যেন আমি তোমাকে না দেখি। কিন্তু তা কবুল হয়নি। আমি তোমার জন্য বার হাজার স্বর্ণ মুদ্রার নির্দেশ দিচ্ছি। তুমি যখন ইচ্ছা আসবে। তোমার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বনে আমি ক্লান্ত।

مَحَبَّةُ الْعِلْمِ

كَانَ اِبْنُ الْاَثِيْرِ مَجْدُ الدِّيْنِ اَبُو السَّعَادَاتِ صَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ وَالنِّهَايَةِ ، فِيْ غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ مِنْ اَكَابِرِ الرُّؤَسَاءِ مُحَظِّيًا عِنْدَ الْمُلُوْكِ وَتَوَلّٰى لَهُمُ الْمَنَاصِبَ الْجَلِيْلَةَ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ كَفَّ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَانْقَطَعَ فِيْ مَنْزِلِهِ، وَتَرَكَ الْمَنَاصِبَ وَالْاِخْتِلَاطَ بِالنَّاسِ ، وَكَانَ الرُّؤَسَاءُ يَغْشَوْنَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ ، فَحَضَرَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْاَطِبَّاءِ وَالْتَزَمَ بِعِلَاجِهِ، فَلَمَّا طَبَّبَهُ ، وَقَارَبَ الْبُرْءَ وَاَشْرَفَ عَلَى الصِّحَّةِ دَفَعَ لِلطَّبِيْبِ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ، وَقَالَ اِمْضِ لِسَبِيْلِكَ فَلَامَهُ اَصْحَابُهُ عَلٰى ذٰلِكَ وَقَالُوْا : هَلَّا اَبْقَيْتَهُ اِلٰى حُصُوْلِ الشِّفَاءِ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّنِيْ مَتٰى عُوْفِيْتُ طَلَبْتُ الْمَنَاصِبَ دَخَلْتُ فِيْهَا وَكُلِّفْتُ قَبُوْلَهَا وَاَمَّا مَا دُمْتُ عَلٰى هٰذِهِ الْحَالَةِ فَاِنِّيْ لَا اَصْلُحُ لِذٰلِكَ فَاَصْرِفُ اَوْقَاتِيْ فِيْ تَكْمِيْلِ نَفْسِيْ ، وَمُطَالَعَةِ كُتُبِ الْعِلْمِ وَلَا اَدْخُلُ مَعَهُمْ فِيْمَا يُغْضِبُ اللّٰهَ وَيُرْضِيْهِمْ وَالرِّزْقُ لَابُدَّ مِنْهُ ، فَاخْتَارَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عُطْلَةَ جِسْمِهِ لِيَحْصُلَ لَهُ بِذٰلِكَ الْاِقَامَةِ عَلَى الْعُطْلَةِ مِنَ الْمَنَاصِبِ وَفِيْ تِلْكَ الْمُدَّةِ اَلَّفَ كِتَابَ جَامِعِ الْاُصُوْلِ وَالنِّهَايَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُفِيْدَةِ -

---

ইলমের প্রতি অনুরাগ

'জামিউল উসূল ওয়ান নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস' গ্রন্থের প্রণেতা মাজদুদ্দীন ইবনুল আছীর আবুস সা'আদাত বড় ধনাঢ্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাজা বাদশাহদের নিকট তাঁর যথেষ্ট মূল্যায়ন ছিল এবং বড় পদের অধিকারী ছিলেন। তার এমন রোগ হলো, যাতে তার হাত পা অবস হয়ে গিয়েছিল (চলাফেরা করতেও অক্ষম ছিলেন)। তাই তিনি স্বীয় ঘরে বন্দি হয়ে গেলেন এবং সকল পদ থেকে অব্যাহতি নিলেন। এমনকি মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তার ঘরে ভিড় করতো। ইত্যবসরে একজন ডাক্তার তার নিকট উপস্থিত হলো এবং চিকিৎসায় রত হলো। যখন ডাক্তার চিকিৎসা করল এবং তিনি সুস্থ হওয়ার উপক্রম হলেন তখন ডাক্তারকে কিছু স্বর্ণ দিয়ে বললেন, আপন পথে চলে যাও। এতে তার সঙ্গীরা তাকে নিন্দা করলেন এবং বললেন, আপনি কেন তাকে পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত রাখলেন না? তিনি তাদেরকে বললেন, আমি যখন সুস্থ হয়ে যাব তখন পুনরায় দায়িত্ব

গ্রহণের জন্য ডাকা হবে এবং তা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হবে। এভাবে আমার আত্ম শুদ্ধির সুযোগ হবে না) আর যতক্ষণ আমি এ অবস্থায় থাকব ততক্ষণ কোনো পদের যোগ্য হবো না। সুতরাং আমি আমার সময়টুকু আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও কিতাব অধ্যয়নে ব্যয় করব এবং আল্লাহর অসন্তুষ্ট লোকদেরকে সন্তুষ্ট করার কাজে অনুপ্রবেশ করা থেকে রক্ষা পাব। আর রিজিক তা তো অবশ্যই মিলবে। সুতরাং তিনি অবসর নির্জনতাকে পছন্দ করলেন– যেন পদাধিকার মুক্ত থাকেন ঐ অবসরকালীন সময়ে তিনি জামিউল উসূল ওয়ান নিহায়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি রচনা করেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْاَطِبَّاءُ (ج) (و) طَبِيْبٌ চিকৎসক, ডাক্তার

طَبَّبَ (تفعيل) تَطْبِيْبٌ চিকিৎসা করল

قَارَبَ (مفاعلة) مُقَارَبَةٌ নিকটবর্তী হলো, উপক্রম হলো

اَلْبُرْءُ সুস্থতা

اَشْرَفَ ـ اِشْرَافًا عَلٰى নিকটবর্তী হলো

لَامَ (ن) مَلَامَةٌ ، لَوْمًا নিন্দা করল, ভর্ৎসনা করল

كُلِّفْتُ (تفعيل) تَكْلِيْفًا বাধ্য করা হবে, চাপিয়ে দেওয়া হবে

اَلَّفَ (تفعيل) تَالِيْفًا রচনা করেছেন

محظيا (مف ، حظوة حظوة ـ س) পদবী, পদপ্রাপ্ত অর্জন করা, জয় করা

اَلْمُلُوْكُ (ج) (و) مَلِكٌ বাদশাহ

اَلْمَنَاصِبُ (ج)(و) مَنْصَبٌ পদ, পদমর্যাদা

اَلْجَلِيْلَةُ (ج) اَلْجِلَّةُ মহান; সম্মানিত

عَرَضَ (ض) عَرْضًا পেশ হলো, উপস্থাপিত হলো

كَفَّ (ن) كَفًّا অচল হয়ে গেছে, (বিরত হয়েছে)

اَلْاِخْتِلَاطُ মিশ্রণ, মেলামেশা

يَغْشَوْنَ (س) غَشْيًا غِشَاوَةً (ভিড় জমাতো) ঢেকে ফেলতো, ছেয়ে ফেলতো

خَوْفُ الْعَبْدِ قَدْرُ التَّقَرُّبِ

يُقَالُ : اِنَّ اَبَا اَيُّوْبَ الْمِرْزَبَانِى وَزِيْرَ الْمَنْصُوْرِ كَانَ اِذَا دَعَاهُ الْمَنْصُوْرُ يَصْفَرُّ وَيَرْعَدُ فَاِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهٖ يَرْجِعُ اِلَيْهِ لَوْنُهٗ ، فَقِيْلَ لَهٗ : اِنَّا نَرَاكَ مَعَ كَثْرَةِ دُخُوْلِكَ عَلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاُنْسِهٖ بِكَ تَتَغَيَّرُ اِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ بَازِيٍّ وَ دِيْكٍ تَنَاظَرَا فَقَالَ الْبَازِىْ لِلدِّيْكِ : مَا اَعْرِفُ اَقَلَّ وَفَاءً مِنْكَ لِاَصْحَابِكَ ، قَالَ وَكَيْفَ؟ قَالَ تُؤْخَذُ بَيْضَةً وَتَحْضُنُكَ اَهْلُكَ وَتَخْرُجُ عَلٰى اَيْدِيْهِمْ فَيُطْعِمُوْنَكَ بِاَيْدِيْهِمْ حَتّٰى اِذَا كَبُرْتَ صِرْتَ لَايَدْنُوْا مِنْكَ اِلَّا طِرْتَ مِنْ هُنَا اِلٰى هُنَا ، وَصِحْتَ وَاِذَا عَلَوْتَ عَلٰى حَائِطِ دَارٍ كُنْتَ فِيْهَا سِنِيْنَ طِرْتَ مِنْهَا اِلٰى غَيْرِهَا ـ

وَاَمَّا اَنَا فَاُوْخَذُ مِنَ الْجِبَالِ وَقَدْ كَبُرَ سِنِّىْ فَتُخَاطُ عَيْنِىْ ، وَاُطْعَمُ الشَّيْءَ الْيَسِيْرَ وَاُسَاهَرُ فَاُمْنَعُ مِنَ النَّوْمِ وَاُنْسَى الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ اُطْلَقُ عَلَى الصَّيْدِ وَحْدِىْ فَاَطِيْرُ اِلَيْهِ وَاٰخُذُهٗ وَاَجِيْءُ بِهٖ اِلٰى صَاحِبِىْ فَقَالَ لَهُ الدِّيْكُ : ذَهَبَتْ عَنْكَ الْحُجَّةُ ، اَمَّا لَوْ رَأَيْتَ بَازِيَّيْنِ فِىْ سُفُوْدٍ عَلَى النَّارِ ، مَاعُدْتَّ لَهُمْ ، وَاَنَا فِىْ كُلِّ وَقْتٍ اَرَى السَّفَافِيْدَ مَمْلُوْءَةً دُيُوْكًا فَلَاتَكُنْ حَلِيْمًا عِنْدَ غَضَبِ غَيْرِكَ ، اَنْتُمْ لَوْ عَرَفْتُمْ مِنَ الْمَنْصُوْرِ مَا اَعْرِفُهٗ لَكُنْتُمْ اَسْوأَ حَالاً مِنِّىْ عِنْدَ طَلَبِهٖ لَكُمْ ـ

বান্দার নৈকট্য মর্যাদা পরিমাণ

কথিত আছে, মনসূরের উজির আবূ আইয়ূ্যব মিরযাবানীর অবস্থা এই ছিল যে, যখন মনসূর তাকে (কোনো প্রয়োজনে) ডাকতেন, তখন তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো এবং তিনি কাঁপতে থাকতেন। আর যখন তার নিকট থেকে ফিরে আসতেন তখন তার রং পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতো লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার সাথে আমীরুল মু'মিনীনের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এবং আপনারও তার নিকট অধিক আসা যাওয়া রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করি যে, যখন আপনি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট গমন করেন তখন আপনার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় উজির বলল, আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত ঐ মোরগ এবং বাজপাখির ন্যায়। যারা পরস্পরে বিতর্ক করেছিল বাজপাখী মোরগকে বলল, আমি তোমার চেয়ে অধিক মালিকের অকৃতজ্ঞ আর কাউকে পাইনি। মোরগ বলল, তা কিভাবে? বাজ বলল, তোমাকে ডিমের অবস্থায় নেওয়া হয় এবং তোমার পরিবারের লোকেরা তোমাকে লালন-পালন করে। তুমি তাদের হাতেই জন্ম লাভ কর। অতঃপর তারা স্বীয় হাতেই তোমাকে আহার করায়। পরিশেষে যখন তুমি বড় হও (তখন পলায়ন করতে থাক।) যখনই তারা তোমার নিকটবর্তী হয় তুমি উড়ে এদিক সেদিক চলে যাও এবং চিৎকার করতে থাক। আর যে ঘরে তুমি বছরের পর বছর বাস করেছ। যখন তার দেয়ালে চড় তখন সেখান থেকে উড়ে অন্য ঘরে চলে যাও।

আর আমি বড় অবস্থায় পাহাড় থেকে ধৃত হই। আমার চক্ষুদ্বয় সিলিয়ে দেওয়া হয়, সাধারণ খাবার খাওয়ানো হয়। বিনিদ্র রাখা হয়, এক দু'দিন ভুলিয়ে রাখা হয়। অতঃপর আমাকে একাকী শিকার করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি শিকারের জন্য উড়ে যাই এবং শিকার ধরে মালিকের নিকট নিয়ে আসি। তখন মোরগ বাজকে বলল, তোমার যুক্তি প্রমাণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। যদি তুমি কোনো বাজকে আগুনের মধ্যে (লোহার) শিকের উপর দেখতে, তাহলে কখনো তুমি তাদের নিকট ফিরে আসতে না। আমিতো সর্বদা কাবাবের শিককে মোরগের গোশত দ্বারা পরিপূর্ণ দেখি। সুতরাং অন্যের রাগের সময় এতো নরম হয়ো না। যদি তোমরা মনসূরের ঐ রাগ সম্পর্কে অবগত হতে যা আমি জানি, তাহলে তার সন্ধানের সময় তোমাদের আমার চেয়ে অধিক মন্দ অবস্থা হতো।

শব্দ বিশ্লেষণ

عَلَوْتُ (ن) عُلُوًّا — উপরে উঠ

حَائِطٌ — দেয়াল

سِنِيْنَ (ج) (و) سَنَةٌ — বছর

اَلْجِبَالُ (و) جَبَلٌ — পাহাড়-পর্বত

سِنٌّ (ج) اَسْنَانٌ ، اَسِنَّةٌ — বয়স, দাঁত

تُخَاطُ (ض) خَيْطًا — সেলাই করা হয়

اَلْيَسِيْرُ — সাধারণ, সামান্য

أُسَاهَرُ (مج ، مفاعلة) — বিনিদ্র রাখা হয়, জাগ্রত রাখা হয়

أُنْسٰى (مج ، افعال) اِنْسَاءً — ভুলিয়ে রাখা হয়, বিস্মৃত করা হয়

أُطْلَقُ (مج افعال) اِطْلَاقًا — ছেড়ে দেওয়া হয়

اَلصَّيْدُ (ض) مص — শিকার করা, ধরা

سُفُّوْدٌ (ج) سَفَافِيْدُ — গোশত ভূনা করার শিক, শলা

مَاعُدْتَ (ن) عَوْدًا — ফিরে আসতে না

مَمْلُوْءَةٌ (مف ، مؤ ، و) مص : مِلْأٌ مَلَاءَةٌ ـ ف — পরিপূর্ণ, ভর্তি

حَلِيْمًا — নরম, দয়ালু

غَضَبٌ — রাগ, গোসসা

اَسْوَأُ (صيغة المبالغة) — অধিক খারাপ

خَوْفٌ — ভয়-ভীতি, আশংকা

قَدْرٌ — পরিমাণ

اَلتَّقَرُّبُ — নৈকট্য

يَصْفَرُّ (افعلال) اِصْفِرَارًا — হলদে বর্ণ হয়ে যায়, বিবর্ণ হয়ে যায়

يَرْعَدُ (افعال) اِرْعَادًا — কাঁপে, কম্পিত হয়

أُنْسٌ — বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা, পরিচয়

تَتَغَيَّرُ — পরিবর্তিত হয়

مَثَلٌ (ج) اَمْثَالٌ — দৃষ্টান্ত, উপমা

بَازِيٌّ — বাজপাখি

دِيْكٌ (ج) دُيُوْكٌ — মোরগ

تَنَاظَرَا (مفاعله) مُنَاظَرَةً — পরস্পরে বিতর্ক করেছে

اَقَلُّ (صيغة المبالغه) — সবচেয়ে কম

وَفَاءٌ — কৃতজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা

تُؤْخَذُ (ن) اَخْذًا — ধরা হয়, লওয়া হয়

تَحْضُنُ (ن) حِضْنًا ، حِضَانَةً — কোলে নেয়, আশ্রয় দেয়

كَبُرْتَ (ك) كُبْرًا ، كِبَارَةً — বড় হয়েছো

يَدْنُوْ (ن) دُنُوًّا — নিকটবর্তী হয়

طِرْتَ (ض) طَيَرَانًا ، طَيْرًا — ওড়ে যাও

صِحْتَ (ض) صَيْحًا ، صَيْحَةً — চিৎকার কর

اَلْاِبْهَامُ

هُوَ (بِالْمُوَحَّدَةِ التَّحْتَانِيَّةِ) اَنْ يَّقُوْلَ الْمُتَكَلِّمُ كَلَامًا مُبْهَمًا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ لَايُتَمَيَّزُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ وَلَايَأْتِىْ فِىْ كَلَامِهٖ مَايَحْصُلُ بِهِ التَّمْيِيْزُ ، مِثَالُهٗ مَا حُكِىَ عَنْ بَعْضِ الشُّعَرَاءِ هَنَّأَ الْحَسَنَ بْنَ سَهْلٍ بِاتِّصَالِ بِنْتِهٖ بُوْرَانَ بِالْمَامُوْنِ مَعَ مَنْ هَنَّاهُ فَاَثَابَ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَحَرَمَهٗ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِنْ اَنْتَ تَمَادَيْتَ عَلٰى حِرْمَانِىْ عَمِلْتُ فِيْكَ شَيْئًا لَايَعْلَمُ بِهٖ اَحَدٌ مَدَحْتُكَ اَمْ هَجَوْتُكَ فَاسْتَحْضَرَهٗ وَسَأَلَهٗ عَنْ قَوْلِهٖ فَاعْتَرَفَ فَقَالَ لَا اُعْطِيْكَ اَوْ تَفْعَلَ فَقَالَ :

بَارَكَ اللّٰهُ لِلْحَسَنِ * وَلِبُوْرَانَ فِى الْخَتَنِ ، يَااِمَامَ الْهُدٰى ظَفِرْتَ * وَلٰكِنْ بِبِنْتِ مَنْ

অবোধগম্য কথা

'ইবহাম' বলা হয় বক্তার এমন অস্পষ্ট বাক্যকে, যা পরস্পরবিরোধী দু'টি অর্থের অবকাশ রাখে এবং একটি থেকে অন্যটি পৃথক করা যায় না, (অর্থাৎ উভয় অর্থের মধ্যে কোনটি বক্তার উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করা যায় না এবং বক্তার কথায় এমন কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না যদ্বারা পার্থক্য করা সম্ভব হয়, উহার উদাহরণ হলো এই, জনৈক কবি থেকে বর্ণিত যে, মামূনের সঙ্গে হাসান ইবনে সাহলের কন্যা বৌরানের বিবাহের সময় অন্যদের সাথে সেও অভিনন্দ জ্ঞাপন করেছিল। হাসান ইবনে সাহল অন্যান্য সকল অভিনন্দন জ্ঞাপনকারীদেরকে তো পুরস্কার দিলেন কিন্তু কবিকে কিছুই দিলেন না। কবি হাসান ইবনে সাহলের বরাবর পত্র লিখল যে, যদি আপনি আমাকে বঞ্চিত রাখার উপরই অটল থাকেন তাহলে আমি আপনার সম্পর্কে এমন কিছু রচনা করব যা কেউ বুঝতে সক্ষম হবে না যে, আমি আপনার স্তুতি গেয়েছি নাকি কুৎসা করেছি। হাসান ইবনে সাহল কবিকে ডেকে এনে তার উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে স্বীকার করে। হাসান ইবনে সাহল বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সে জিনিস রচনা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কিছু দেব না। কবি বলল, আল্লাহ তা'আলা হাসান এবং বৌরানকে জামাতার ক্ষেত্রে বরকত দিন, হে হি-দায়েতের ইমাম! আপনি সফল হয়েছেন, কিন্তু কার মেয়ের দ্বারা?

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِبْهَامٌ অস্পষ্টতা, অবোধগম্যতা

এখানে اِبْهَامٌ দ্বারা বদী' শাস্ত্রের বিশেষ পরিভাষা বুঝানো হয়েছে, যাকে مُحْتَمِلُ الضِّدَّيْنِ বা تَوْجِيْهٌ ও বলা হয়।

مُتَضَادَّيْنِ পরস্পর বিরোধী

لَايُتَمَيَّزُ পৃথক করা যায় না, পার্থক্য করা যায় না

هَنَّأَ (تفعيل) تَهْنِيَةٌ অভিনন্দন জ্ঞাপন করল

اِتِّصَالٌ সংযুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া

اَثَابَ ـ اِثَابَةٌ পুরস্কার দিল, প্রতিদান দিল

حَرَمَا (ض) حِرْمَانًا বঞ্চিত করল

(ن) تَمَادَيْتَ ـ تَمَادِيًا ، تَمَادًا যদি বহাল থাক, দীর্ঘস্থায়ী হও

هَجَوْتَ (ن) هَجْوًا ، هِجَاءٌ কুৎসা করেছি, নিন্দা করেছি

اِسْتَحْضَرَ ـ اِسْتِحْضَارًا ডেকে পাঠাল, উপস্থিত করল

اِعْتَرَفَ ـ اِعْتِرَافًا স্বীকার করল

خَتَنٌ (ج) اَخْتَانٌ জামাই, বর

ظَفِرْتَ (س) ظَفْرًا সফল হয়েছ

فَلَم يَعْلَمْ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِبِنْتِ مَنْ؟ فِى الرِّفْعَةِ أَوْ فِى الْحِقَارَةِ فَاسْتَحْسَنَ الْحَسَنُ مِنْهُ ذٰلِكَ وَنَاشَدَهُ أَسَمِعْتَ هٰذَا الْمَعْنٰى أَمْ اِبْتَكَرْتَهُ؟ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ اِنَّمَا نَقَلْتُهُ مِنْ شِعْرِ شَاعِرٍ مَطْبُوْعٍ كَانَ كَثِيرَ الْعَبَثِ بِهٰذَا النَّوْعِ ، وَاتَّفَقَ أَنَّهُ فَصَّلَ قُبَاءً عِنْدَ خَيَّاطٍ أَعْوَرَ اِسْمُهُ زَيْدٌ فَقَالَ لَهُ الْخَيَّاطُ عَلٰى طَرِيْقِ الْعَبَثِ بِهِ سَآتِيْكَ بِهِ لَاتَدْرِى أَقُبَاءٌ هُوَ أَمْ دَرَّاجٌ؟ فَقَالَ لَهُ لَئِنْ فَعَلْتَ لَأَنْظِمَنَّ فِيْكَ بَيْتًا لَايَعْلَمُ أَحَدٌ مِمَّنْ سَمِعَهُ أَدَعَوْتُ لَكَ أَمْ دَعَوْتُ عَلَيْكَ؟ فَفَعَلَ الْخَيَّاطُ فَقَالَ : خَاطَ لِىْ زَيْدٌ قُبَاءً * لَيْتَ عَيْنَيْهِ سَوَاءٌ -

---

কবি তার কবিতায় بنت من দ্বারা কি বুঝায়েছেন তা তিনি (হাসান) বুঝতে পারেননি যে, মর্যাদা বুঝিয়েছেন নাকি তুচ্ছতা বুঝিয়েছেন। হাসান ইবনে সাহাল কবির উক্তিটি খুব পছন্দ করলেন এবং তাকে শপথ দিয়ে বললেন, তুমি কি ইহা অন্য কারো থেকে শুনেছ নাকি নিজেই উদ্ভাবন করেছ? কবি বলল না, আল্লাহর শপথ! আমি ইহা এমন এক স্বভাব কবির কবিতা থেকে নকল করেছি যিনি এ ধরনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ বেশি করেন। একবার যায়দ নামী এক কানা দর্জির নিকট ক্বাবা সেলাই করেছিলেন। দর্জি তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বলল, আমি ইহাকে এমনভাবে তৈরি করে দিব যে, আপনি বুঝতে পারবেন না এটা ক্বাবা নাকি দারাজ? কবি বললেন, যদি তুমি ঐ রূপ বানাতে পার তাহলে আমি তোমার সম্পর্কে এমন একটি কবিতা রচনা করব যে, যে কেউ তা শ্রবণ করবে বুঝতে পারবে না যে, আমি তোমার জন্য দোয়া করেছি নাকি বদদোয়া করেছি?

সুতরাং দর্জি তেমনই বানাল। তখন কবি বললেন– যায়েদ আমার জন্য এক ক্বাবা সেলাই করেছে। হায়! যদি তার উভয় চক্ষু সমান হতো! শেষোক্ত পংক্তিটির দু'টি অর্থ হতে পারে– (১) তার কানা চোখটি ভাল হয়ে যদি উভয়টা সমান হতো (২) তার ভাল চোখটিও যদি কানা হয়ে উভয় চোখ সমান হতো। প্রথম অর্থে নেক দোয়া হবে। আর দ্বিতীয় অর্থে হবে বদ দোয়া।

শব্দ-বিশ্লেষণ

فَصَّلَ সিলাই করিয়েছেন

قُبَاءٌ (ج) أَقْبِيَةٌ লম্বা অস্তিন বিশিষ্ট ঢিলা জামা, ক্বাবা, আলখিল্লা

أَعْوَرُ (مؤ) عَوْرَاءُ (ج) عُوْرٌ কানা, একচক্ষুহীন

دَرَّاجٌ ক্বাবার মতো এক প্রকার পোশাক

لَأَنْظِمَنَّ (ض) نَظْمًا অবশ্যই কবিতা রচনা করব

دَعَوْتُ لَكَ (তোমার পক্ষে) দোয়া করেছি

دَعَوْتُ عَلَيْكَ (তোমার বিপক্ষে) বদদোয়া করেছি

اَلرِّفْعَةُ উচ্চতা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব

اَلْحِقَارَةُ তুচ্ছতা, লাঞ্ছনা, হীনতা

إِسْتَحْسَنَ ভাল মনে করেছেন, পছন্দ করেছেন

نَاشَدَ . مُنَاشَدَةً শপথ দিয়েছে, কসম করেছে

اِبْتَكَرْتَ . اِبْتِكَارًا উদ্ভাবন করেছ, সৃষ্টি করেছ

مَطْبُوْعٌ স্বভাবজাত, মুদ্রিত

اَلْعَبَثُ ঠাট্টা, বিদ্রূপ

إِنَّ الْعَصَا قُرِعَتْ لِذِى الْحِلْمِ

قَالَ ابْنُ الْكَلْبِىْ لَمَّا فَتَحَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَيْسَارِيَّةَ سَارَ حَتّٰى نَزَلَ غَزَةَ فَبَعَثَ اِلَيْهِ عِلْجُهَا اَنِ ابْعَثْ اِلَىَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِكَ اُكَلِّمُهُ فَفَكَّرَ عَمْرٌو، وَقَالَ مَا لِهٰذَا اَحَدٌ غَيْرِىْ قَالَ فَخَرَجَ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى الْعِلْجِ ، فَكَلَّمَهُ فَسَمِعَ كَلَامًا لَمْ يَسْمَعْ قَطُّ مِثْلَهُ ، فَقَالَ الْعِلْجُ : حَدِّثْنِىْ هَلْ فِىْ اَصْحَابِكَ اَحَدٌ مِثْلُكَ؟ قَالَ : لَاتَسْأَلْ عَنْ هٰذَا ، اِنِّىْ هَيِّنٌ عَلَيْهِمْ اِذْبَعَثُوْا بِىْ اِلَيْكَ وَعَرَضُوْنِىْ لِمَا عَرَضُوْنِىْ وَلَايَدْرُوْنَ مَاتَصْنَعُ بِىْ قَالَ فَاَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ وَكِسْوَةٍ وَبَعَثَ اِلَى الْبَوَّابِ اِذَا مَرَّ بِكَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَخُذْ مَا مَعَهُ ـ

লাঠি বুদ্ধিমানদের জন্যই নাড়ানো হয়

ইবনুল কালবী বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত [১] আমর ইবনুল আস (রা.) কায়সারিয়া জয় করেছেন তখন সেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'গাযযা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন। সেখানকার গভর্নর তাঁর নিকট পত্র প্রেরণ করলেন যে, আপনি আপনার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কাউকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, তাঁর সাথে কিছু আলোচনা করব। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) চিন্তা করলেন এবং মনে মনে ভাবলেন যে, এ কাজের জন্য আমি ছাড়া যোগ্য আর কেউ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি গমন করে গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আলোচনা করলেন। গভর্নর আমর ইবনুল আস থেকে এমন বক্তব্য শুনেছে যা সে আর কোনো দিন শুনেনি। তাই গভর্নর (বিস্ময়ের সাথে) জিজ্ঞেস করল আমাকে বলুন তো, আপনার সঙ্গীদের মধ্যে আপনার মতো আর কেউ আছেন কি? তিনি বললেন, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। আমিই হলাম তাদের মধ্যে সহজ সরল, তাই আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন এবং যে বিশেষ কাজের জন্য পেশ করার পেশ করেছেন। তারা জানেন না যে, আপনি আমার সাথে কিরূপ আচরণ করবেন? বর্ণনাকারী বলেন, গভর্নর তাকে কিছু উপঢৌকন এবং বস্ত্র প্রদান কারার নির্দেশ দিল এবং দ্বার রক্ষীকে বলে পাঠাল যে, আমর যখন তোমার নিকট দিয়ে যাবে তখন তাকে হত্যা করে সাথে যা কিছু আছে সব নিয়ে নিবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

غَزَّةٌ গাযযা ঃ ফিলিস্তিনের দাক্ষিণাঞ্চলের একটি শহর	اَلْعَصَا (ج) عَصًى লাঠি, ডাণ্ডা
هَيِّنٌ সহজ সরল, তুচ্ছ, নগণ্য	اَلْحِلْمُ বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য
جَائِزَةٌ (ج) جَوَائِزُ، جَائِزَاتٌ পুরস্কার	قُرِعَتْ (ف) قَرْعًا নাড়ানো হয়, আঘাত করা হয়
كِسْوَةٌ (ج) كِسًى বস্ত্র, পোশাক	قَيْسَارِيَّة ফিলিস্তিনের একটি অঞ্চল
بَوَّابٌ দারোয়ান, দ্বার রক্ষী	سَارَ (ض) سَيْرًا চললেন, সফর করলেন
(اذا) مَرَّ যখন পাশ দিয়ে যায়, অতিক্রম করে	عِلْجٌ গভর্নর
عُنُقٌ (ج) اَعْنَاقٌ গলা, ঘাড়, গ্রীবা	

---

১. আমর ইবনুল আস ঃ প্রসিদ্ধ সাহাবী কুরাইশ বংশে জন্ম, ৭ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবীজী ﷺ গযওয়ায়ে যাতুস সালাসিলে তাঁকে তিনশত সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি আম্মান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর ইত্যাদি দেশের গর্ভনর হয়েছিলেন। তিনি ৯০ বছর বয়সে ৪৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهٖ فَمَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ نَصَارٰى غَسَّانٍ فَعَرَفَهٗ فَقَالَ يَا عَمْرُو! قَدْ اَحْسَنْتَ الدُّخُوْلَ فَاَحْسِنِ الْخُرُوْجَ فَفَطِنَ لِمَا اَرَادَهٗ فَرَجَعَ فَقَالَ الْمَلِكُ : مَارَدَّكَ اِلَيْنَا ؟ قَالَ نَظَرْتُ فِيْمَا اَعْطَيْتَنِيْ فَلَمْ اَجِدْ ذٰلِكَ يَسَعُ بَنِيْ عَمِّيْ فَاَرَدْتُّ اَنْ اٰتِيَكَ بِعَشَرَةٍ مِنْهُمْ تُعْطِيْهِمْ هٰذِهِ الْعَطِيَّةَ فَيَكُوْنُ مَعْرُوْفُكَ عِنْدَ عَشَرَةٍ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ صَدَقْتَ اِعْجِلْ بِهِمْ وَبَعَثَ اِلَى الْبَوَّابِ اَنْ خَلِّ سَبِيْلَهٗ فَخَرَجَ عَمْرُو ، وَهُوَ يَلْتَفِتُ حَتّٰى اِذَا أَمِنَ قَالَ : لَا عُدْتُّ لِمِثْلِهَا اَبَدًا فَلَمَّا صَالَحَهٗ عَمْرُو وَدَخَلَ عَلَيْهِ الْعِلْجُ قَالَ لَهٗ : اَنْتَ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ عَلٰى مَا كَانَ مِنْ غَدْرِكَ ـ

হযরত আমর গভর্নরের কাছ থেকে বের হয়ে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে গাসসান গোত্রের এক খ্রিস্টানের পাশ দিয়ে গেলেন। খ্রিস্টান লোকটি তাকে দেখে চিনতে পারল এবং বলল, হে আমর! প্রবেশটা তো ভালই ছিল এখন বের হওয়াটাও ভাল হওয়া উচিত। আমর (রা.) বুঝে ফেললেন এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন। ফিরে আসতে দেখে গভর্নর জিজ্ঞেস করল, ফিরে আসার উদ্দেশ্য কি? হযরত আমর (রা.) বললেন, আপনি আমাকে যে উপঢৌকন দিয়েছেন তা দেখলাম যে, উহা আমার চাচতো ভাইদের জন্য যথেষ্ট নয়। আমি চাচ্ছি যে, তাদের মধ্য হতে দশজনকে আপনার নিকট নিয়ে আসব যাতে আপনি তাদেরকেও সামান্য উপঢৌকন প্রদান করেন তাহলে দশজনের নিকট আপনার পরিচিতি হবে এবং একজনের নিকট পরিচিতি হওয়ার চেয়ে দশ জনের নিকট পরিচিত হওয়া উত্তম। গভর্নর বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তাদেরকে জলদি নিয়ে আসেন ঃ দারোয়ানকে বলে পাঠাল যে, তাকে যেতে দাও। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এদিক সেদিক লক্ষ্য করে বেরিয়ে আসেন এবং যখন আশঙ্কা মুক্ত হলেন তখন মনে মনে বললেন, আর কখনো এ ধরনের দূত হয়ে আসব না। পরে হযরত আমরের সাথে তার সন্ধি হয়ে গেলে তার নিকট গাযার গভর্নর আসলেন তখন সে বলল আপনি কি সেই ব্যক্তি? (যে মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচিয়েছেন?) তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার গাদ্দারীর কারণেই আমাকে মিথ্যা বলতে হয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

نَصَارٰى (ج) (و) نَصْرَانٌ খ্রিস্টান, ঈসা (আ.)-এর অনুসারী	مَعْرُوْفٌ পরিচিতি
غَسَّانٌ শামের একটি গোত্রের নাম	اَعْجِلْ (س) عَجْلًا তাড়াতাড়ি করো
عَرَفَ (ض) পরিচয় পেল, চিনতে পারল	يَلْتَفِتُ ـ اِلْتِفَاتًا এদিকে সেদিক তাকাচ্ছিলেন
اَحْسَنْتَ ভাল করেছ	أَمِنَ আশংকা মুক্ত হলেন, নিশ্চিত হলেন
فَطِنَ (ن، س ك) فَطْنَةً বুঝলেন, বিচক্ষণ হলেন	لَا عُدْتُّ আর কখনো এমন করব না
يَسَعُ (س) سَعَةً، سعة পর্যাপ্ত হবে, প্রশস্ত হবে	صَالَحَ ـ مُصَالَحَةً সন্ধি চুক্তি করলেন
بَنِيْ عَمِّيْ চাচাত ভাই	غَدَرَ (ض) مص গাদ্দারী করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা
اَلْعَطِيَّةُ (ج) عَطَايَا উপহার	

اَلْاِيْثَارُ

وَمِنْ حَدِيْثِهِ (حَدِيْثُ الْحَاتِمِ الطَّائِى) اَنَّ مَاوِيَةَ اِمْرَأَةَ حَاتِمٍ حَدَّثَتْ اَنَّ النَّاسَ اَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ فَاِذَا هَبَتِ الْخُفُّ وَالظِّلْفُ ، فَبِتْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ بِاَشَدِّ الْجُوْعِ فَاَخَذَ حَاتِمُ عَدِيًا (هُوَ اِبْنُ الْحَاتِمِ) وَاَخَذْتُ سَفَّانَةَ (بِنْتَ الْحَاتِمِ) فَعَلَّلْنَاهُمَا حَتّٰى نَامَا ثُمَّ اَخَذَ يُعَلِّلُنِى بِالْحَدِيْثِ لِاَنَامَ فَرَقَقْتُ لِمَا بِهِ مِنَ الْجُهْدِ، فَاَمْسَكْتُ عَنْ كَلَامِهِ لِيَنَامَ وَيَظُنُّ اَنِّى نَائِمَةٌ فَقَالَ لِىْ : اَنِمْتَ؟ مِرَارًا فَلَمْ اُجِبْهُ فَسَكَتَ وَنَظَرَ مِنْ وَرَاءِ الْخِبَاءِ فَاِذَا شَئٌ قَدْ اَقْبَلَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا اِمْرَأَةٌ تَقُوْلُ يَا اَبَاسَفَانَةَ! قَدْ اَ تَيْتُكَ مِنْ عِنْدِ صِبْيَةٍ جِيَاعٍ فَقَالَ : اَحْضِرِيْنِى صِبْيَانَكِ فَوَاللّٰهِ لَاُشْبِعَنَّهُمْ ـ

অগ্রাধিকার/স্বার্থত্যাগ

হাতেম ত্বাই-এর দানশীলতার একটি ঘটনা। স্বয়ং তার স্ত্রী মাবিয়্যাহ বর্ণনা করেন, একবার এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি সব প্রাণীই বিনাশ হয়ে গেছে। আমরা একটি রাত্র অনেক ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়েছি। হাতেম তার ছেলে আদীকে এবং আমি তার মেয়ে সাফফানাকে মনোরঞ্জন করতেছিলাম। এমনকি তারা উভয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়ল। অতঃপর হাতেম কথাবার্তা বলে আমাকে মন ভুলাতে লাগলেন যাতে আমিও ঘুমিয়ে পড়ি। হাতেমের অস্থিরতা ও কষ্ট দেখে আমার অনেক দয়া হলো। তাই আমি নিশ্চুপ হয়ে গেলাম যাতে তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন এবং বুঝতে পারেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। হাতেম আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ঘুমিয়ে? আমি কোনো জবাব দিলাম না। সুতরাং তিনি চুপ হয়ে গেলেন। ক্ষণিক পর তাঁবুর পিছন থেকে কাউকে আসতে দেখলে হাতেম মাথা উত্তোলন করে দেখলেন যে, একজন মহিলা বলতেছে হে আবূ সাফফানা! আমি কয়েকজন ক্ষুর্ধাত সন্তান রেখে তোমার কাছে এসেছি। হাতেম ত্বাই বললেন ঃ তোমার সন্তানদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে তৃপ্ত করে দিব।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْاِيْثَارُ
নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া, স্বার্থ ত্যাগ করা

اَصَابَتْ سَنَةٌ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল

اَذْهَبَتْ চলে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে

اَلْخُفُّ (ج) اَخْفَافٌ উটের পায়ের খুর

যে সকল প্রাণীর পায়ের খুর মাঝখানে ফাটা না থাকে তাকে خُفٌّ বলে আর যেগুলোর পায়ের খুর মাঝখানে ফাটা থাকে তাকে ظِلْفٌ বলে।

اَلظِّلْفُ (ج) ظُلُوْفٌ ، اَظْلَافٌ

خُفٌّ ও ظِلْفٌ দ্বারা খুর বিশিষ্ট প্রাণী উদ্দেশ্য

بِتْنَا (ض) مَبِيْتًا রাত্রি যাপন করেছি

اَلْجُوْعُ ক্ষুধা, অনাহার

عَلَّلْنَا تَعْلِيْلًا ব্যস্ত রেখেছি, মনোরঞ্জন করেছি

رَقَقْتُ (ض) رِقَّةً করুণা হলো, সদয় হলাম

اَلْجُهْدُ দুঃখ, কষ্ট, ক্লান্তি

مِرَارًا (ج) (و) مَرَّةً বারবার, অনেকবার

وَرَاءَ পিছনে

اَلْخِبَاءُ (ج) اَخْبِيَةٌ ، اَخْبِئَةٌ তাঁবু, খীমা

اَقْبَلَ আগমন করল

جِيَاعٌ (ج) (ف) جَائِعٌ ক্ষুধার্ত, উপবাস

قَالَتْ فَقُمْتُ سَرِيْعًا فَقُلْتُ بِمَ ذَا يَاحَاتِمُ؟ فَوَاللّٰهِ مَانَامَ صِبْيَانُكَ مِنَ الْجُوْعِ اِلَّا بِالتَّعْلِيْلِ فَقَامَ اِلَى فَرَسِهِ فَذَبَحَهُ ثُمَّ اَجَّجَ نَارًا وَ رَفَعَ اِلَيْهَا شَفْرَةً وَقَالَ اِشْتَوِىْ وَكُلِىْ وَاَطْعِمِىْ وَلَدَكِ وَقَالَ لِىْ اَيْقِظِىْ صِبْيَكِ فَاَيْقَظْتُهُمَا ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذَا اللُّؤْمُ اَنْ تَأْكُلُوْا وَاَهْلُ الصَّرْمِ حَالُهُمْ كَحَالِكُمْ فَجَعَلَ يَاتِى الصَّرْمَ بَيْتًا بَيْتًا ، وَيَقُوْلُ عَلَيْكُمُ النَّارُ فَاجْتَمِعُوْا وَاَكَلُوْا وَتَقَنَّعَ بِكِسَائِهِ وَقَعَدَ نَاحِيَةً حَتّٰى لَمْ يُوْجَدْ مِنَ الْفَرَسِ عَلَى الْأَرْضِ قَلِيْلٌ وَلَا كَثِيْرٌ وَلَمْ يَذُقْ مِنْهُ شَيْئًا -

---

হাতেমের স্ত্রী বললেন, আমি তৎক্ষণাৎ উঠে বললাম, ওহে হাতেম! কি দিয়ে তৃপ্ত করাবেন? আল্লাহর শপথ! আপনার বাচ্চাগুলোই তো ক্ষুধার তাড়নায় মন ভুলানো ছাড়া ঘুমায়নি। তখন হাতেম ত্বাই উঠে গিয়ে স্বীয় ঘোড়াটি জবাই করে দিলেন এবং আগুন জ্বালিয়ে সেই মহিলাকে একটি বড় ছুরি দিয়ে বললেন, গোশত ভুনা করে তুমি নিজে খাও এবং তোমার সন্তানদেরকেও খাওয়াও। আর আমাকে বললেন তুমিও তোমার সন্তানদেরকে জাগিয়ে দাও। আমি সন্তানদ্বয়কে জাগালাম। অতঃপর হাতেম বললেন, এটা বড়ই নিচুমনের কথা যে, তোমরা খাচ্ছ আর মহল্লা বাসীর অবস্থাও তো ক্ষুধায় তোমাদের মতোই, তখন তিনি মহল্লার ঘরে ঘরে গিয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, عَلَيْكُمُ النَّارُ ... النَّارُ عَلَيْكُمُ ঘোষণা শুনে মহল্লাবাসী সকলে একত্রিত হলো এবং সকলেই উদর পুরে ভক্ষণ করল। কিন্তু হাতেম চাদর মুরি দিয়ে এক কোণে বসে রইলেন এবং নিজে এক টুকরা গোশতও খেলেন না, এমনকি ঘোড়ার সকল গোশত সাবাড় হয়ে গেল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَللُّؤْمُ	নিচুতা	صِبْيَانٌ (و) صَبِىٌّ	বাচ্চাগুলো
اَلصَّرْمُ (ج) اَصْرَامٌ	(মহল্লাবাসী,) জামাত, দল	اَلتَّعْلِيْلُ	ব্যস্ত রাখা, মনভুলানো
صَرَمَ (ض) صَرْمًا	কাটা, কর্তন করা	فَرَسٌ	ঘোড়া
تَقَنَّعَ	বস্ত্র দ্বারা শরীর ঢাকলেন, মুখোশ পড়লেন, অবগুণ্ঠিত হলেন	اَجَّجَ ـ تَأْجِيْجًا	প্রজ্জ্বলিত করল, জ্বালাল
كِسَاءٌ (ج) اَكْسِيَةٌ	পোশাক, বস্ত্র	شَفْرَةٌ (ج) شَفَرَاتٌ ، شِفَارٌ	বড় ছুরি, ফলা
نَاحِيَةٌ (ج) نَوَاحِىْ	এক কোণে, প্রান্তে	اِشْتَوِىْ (صيغة الأمر للمؤنث) اِشْتِوَاء	ভুনা করো
لَمْ يَذُقْ (ن) ذَوْقًا ، مَذَاقًا	স্বাদগ্রহণ করেননি	شَوٰى (ض) شَيًّا	ভুনা করা
		اَيْقِظِىْ ـ اِيْقَاظًا	জাগ্রত করো

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ خَالِقِهٖ

دَخَلَ اَبُو النَّضْرِ سَالِمٌ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَلٰى عَامِلِ الْخَلِيْفَةِ فَقَالَ لَهٗ اَبُو النَّضْرِ اِنَّا تَأْتِيْنَا كُتُبٌ عَنْ عِنْدِ الْخَلِيْفَةِ ، فِيْهَا وَفِيْهَا وَلَا نَجِدُ بُدًّا مِنْ اِنْفَاذِهَا فَمَا تَرٰى؟ قَالَ لَهٗ اَبُو النَّضْرِ قَدْ اَتَاكَ كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبْلَ كِتَابِ الْخَلِيْفَةِ ، فَاَيُّهُمَا اَتَّبَعْتَ كُنْتَ مِنْ اَهْلِهٖ : وَنَظِيْرُ هٰذَا الْقَوْلِ مَارَوَاهُ الْاَعْمَشُ عَنِ الشَّعْبِىْ اِنَّ زِيَادًا كَتَبَ اِلَى الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىْ وَكَانَ عَلَى الطَّائِفَةِ اَنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَتَبَ اِلَىَّ اَنْ اَصْطَفِىَ لَهُ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَلَاتُقَسِّمَ بَيْنَ النَّاسِ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً فَكَتَبَ اِلَيْهِ اِنِّىْ وَجَدْتُّ كِتَابَ اللّٰهِ قَبْلَ كِتَابِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا عَلٰى عَبْدٍ فَاتَّقَى اللّٰهَ لَجَعَلَ لَهٗ مِنْهَا مَخْرَجًا ثُمَّ نَادٰى فِى النَّاسِ فَقَسَّمَ لَهُمْ مَا اجْتَمَعَ مِنَ الْفَيْءِ -

---

সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের আনুগত্য বৈধ নয়

এক. ওমর ইবনে উবায়দুল্লাহর গোলাম 'আবুন নযর সালেম' খলীফার কোনো এক কর্মকর্তার নিকট গেলেন। খলীফার কর্মকর্তা তাকে বলল, আবুন নযর! আমাদের নিকট খলীফার পক্ষ থেকে এমন চিঠি পত্র আসে, যাতে বিভিন্ন ধরনের বিধ-নাবলি থাকে এবং তা প্রয়োগ ও কার্যকরী না করে আমাদের উপায় নেই। (অথচ সেগুলোর মাঝে শরিয়ত পরিপন্থী অনেক বিধানও থাকে) এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আবুন নযর বললেন, আপনার নিকট খলীফার পত্র আসার পূর্বেই আল্লাহর একটি কিতাব এসেছে। সুতরাং আপনি তন্মধ্য হতে যেটার অনুসরণ করবেন তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

দুই. এ ঘটনার অনুরূপ আরেকটি ঘটনা, যা হাফিয আ'মাশ ইমাম শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াদ হযরত হিকাম ইবনে আমর গিফারীর নিকট (যিনি এক অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন) পত্র লিখলেন যে, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে তার জন্য স্বর্ণ রূপা জমা করার এবং লোকজনের মাঝে তা বিতরণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত হুকাম ইবনে আমর উত্তরে লিখলেন, আমি আমীরুল মু'মিনীনের পত্র পাওয়ার পূর্বে আল্লাহর কিতাব পেয়েছি। আল্লাহর শপথ! যদি আসমান জমিন কোনো বান্দাকে আবদ্ধ করে ফেলে এবং সে আল্লাহকে ভয় করতে থাকে তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বের হওয়ার কোনো না কোনো পথ করে দিবেন। অতঃপর তিনি জনগণকে ডেকে জমাকৃত গনিমতের মাল-সম্পদ বণ্টন করে দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

طَاعَةٌ আনুগত্য, মান্যতা

مَعْصِيَةٌ (ج) مَعَاصِىْ مَعَاصٍ পাপ, অবাধ্যতা, নাফরমানী

مَوْلٰى (ج) مَوَالِىْ মুক্ত দাস

بُدٌّ গত্যন্তর, মুক্তির উপায়

اِنْفَاذٌ প্রয়োগ করা, কার্যকরি করা

نَظِيْرٌ (ج) نُظَرَاءُ অনুরূপ, উদাহরণ

اَلطَّائِفَةُ (ج) طَوَائِفُ ، طَائِفَاتٌ সম্প্রদায়, অংশ, অঞ্চল

اِصْطِفَاءٌ সঞ্চয় করব, বাছাই করব

اَصْطَفِىَ (صيغة المضارع للمتكلم من افتعال)

اَلصَّفْرَاءُ স্বর্ণ, হলদে

اَلْبَيْضَاءُ সাদা, রূপা

رَتْقًا বদ্ধ, আবদ্ধ

رَتَقَ (ن، ض) رَتْقًا মুখ বন্ধ করা, সেলাই করা

اِتَّقٰى . اِتِّقَاءٌ বিরত থাকে, (আল্লাহকে) ভয় করে

مَخْرَجٌ (ج) مَخَارِجُ বের হওয়ার পথ, উপায়

نَادٰى (مفاعلة) مُنَادَاةٌ، نِدَاءٌ ডাকল, আহ্বান করল

اَلْفَيْءُ (ج) اَفْيَاءُ ، فُيُوْءٌ ফায় ঃ গনিমতের মাল, সন্ধি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْحَسَنِ حِيْنَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ اِبْنُ هُبَيْرَةَ وَاَتَى الشَّعْبِى فَقَالَ لَهُ مَا تَرٰى اَبَاسَعِيْدٍ! فِىْ كُتُبٍ تَأْتِيْنَا مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِيْهَا بَعْضُ مَا فِيْهَا فَاِنْ اَنْفَذْتُهَا وَافَقْتُ سَخَطَ اللّٰهِ وَاِنْ لَمْ اُنْفِذْهَا خَشِيْتُ عَلٰى دَمِىْ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ هٰذَا عِنْدَكَ الشَّعْبِىْ فَقِيْهُ الْحِجَازِ، فَسَأَلَهُ فَرَفَقَ لَهُ الشَّعْبِىْ وَقَالَ لَهُ قَارِبْ وَسَدِّدْ فَاِنَّمَا اَنْتَ عَبْدٌ مَامُوْرٌ ثُمَّ الْتَفَتَ ابْنُ هُبَيْرَةَ اِلَى الْحَسَنِ وَقَالَ مَاتَقُوْلُ؟ يَااَبَاسَعِيْدٍ! فَقَالَ الْحَسَنُ يَا ابْنَ هُبَيْرَةَ! لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، فَانْظُرْ مَا كَتَبَ اِلَيْكَ فِيْهِ يَزِيْدُ فَاعْرِضْهُ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاَنْفِذْهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَا تُنْفِذْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ اَوْلٰى بِكَ مِنْ يَزِيْدَ وَكِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْلٰى بِكَ مِنْ كِتَابِهٖ ـ

তিন. ইহার অনুরূপ হযরত হাসান বসরীর বক্তব্য। একবার তাকে ইবনে হুবাইরা ডেকে পাঠালেন। ঘটনাক্রমে সেখানে ইমাম শা'বীও উপস্থিত হয়েছিলেন। ইবনে হুবাইরা তাকে বললেন, হে আবূ সাঈদ! (হাসান বসরী) সে সব পত্র সম্পর্কে আপনার রায় কি? যা ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে আমার নিকট আসে। যেগুলোর মধ্যে শরিয়ত বিরোধী নির্দেশও থাকে। যদি আমি সেগুলো বাস্তবায়ন করি তাহলে আল্লাহর রোষানলে পতিত হব। আর যদি সেগুলো বাস্তবায়ন না করি তাহলে আমার খুন ঝরার আশংকা করছি। হাসান বসরী তাকে বললেন, এই তো হিজাজের ফকীহ শা'বী আপনার কাছে উপবিষ্ট (তাকে জিজ্ঞেস করুন?)

সুতরাং তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম শা'বী তার এ ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করলেন এবং বললেন, তুমি সঠিক পথে থেকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। কেননা তুমি একজন আদিষ্ট ব্যক্তিমাত্র। ইবনে হুবাইরা হযরত হাসান বসরীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ সাঈদ! আপনি কি বলেন? হাসান বসরী বললেন, হে ইবনে হুবাইরা! সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের আনুগত্য বৈধ নয়। সুতরাং ইয়াযীদ তোমাকে যা লিখেছে তাতে ভেবে দেখ এবং কিতাবুল্লাহর সঙ্গে তুলনা করো। অতঃপর যেসব নির্দেশ কিতাবুল্লাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তা কার্যকরী করো এবং যেসব নির্দেশ কিতাবুল্লাহর বিপরীত হবে তা কার্যকরী করবে না। কেননা তোমার জন্য ইয়াযীদের চেয়ে আল্লাহ অধিক উত্তম এবং ইয়াযীদের পত্র থেকে আল্লাহর কিতাব উত্তম।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَرْسَلَ اِلَيْهِ ডেকে পাঠাল

وَافَقْتُ অনুকূলে হই

سَخَطٌ ক্রোধ, রোষ

رَفَقَ (ن) رِفْقًا، رُفْقًا নম্র আচরণ করল

قَارِبْ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো

سَدِّدْ (صيغة الامر) تَسْدِيْدًا ঠিক করো, সঠিক পথে চলো

مَامُوْرٌ (مف ، و ، مذ، مصد : أَمَرَ - ن) আদিষ্ট, আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

اُنْظُرْ চিন্তা কর, লক্ষ্য কর

اِعْرِضْ পেশ করো, মিলিয়ে দেখ

خَالَفَ - مُخَالَفَةً ، خِلَافًا বিরোধিতা করল

اَوْلٰى শ্রেষ্ঠতর, অধিকতর উপযোগী

فَضَرَبَ اِبْنُ هُبَيْرَةَ بِيَدِهٖ عَلٰى كَتِفِ الْحَسَنِ وَقَالَ هٰذَا الشَّيْخُ صَدَقَنِىْ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ وَاَمَرَ لِلْحَسَنِ بِاَرْبَعَةِ اٰلَافٍ وَلِلشَّعْبِىِّ بِاَلْفَيْنِ فَقَالَ الشَّعْبِىُّ رَفَقْنَا فَرَفِقَ بِنَا ، فَاَمَّا الْحَسَنُ فَاَرْسَلَ اِلَى الْمَسَاكِيْنِ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا فَرَّقَهَا وَاَمَّا الشَّعْبِىُّ فَقَبِلَهَا وَشَكَرَ عَلَيْهَا وَكَتَبَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اِلٰى مُعَاوِيَةَ اَمَّابَعْدُ ، فَاِنَّهٗ مَنْ يَلْتَمِسْ رِضَا اللّٰهِ بِسَخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخْطِ اللّٰهِ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ وَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اِلٰى مُعَاوِيَةَ ، اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهٗ مَنْ يَعْمَلْ بِمَسَاخِطِ اللّٰهِ يَصِيْرُ حَامِدُهٗ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا لَهٗ وَالسَّلَامُ ـ

ইবনে হুবাইরা হযরত হাসান বসরীর স্কন্ধে হাত মেরে বললেন, কা'বার রবের কসম! এই শায়খ ঠিক বলেছেন অতঃপর হযরত হাসানকে চার হাজার দিরহাম এবং ইমাম শা'বীকে দু'হাজার দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন। ইমাম শা'বী বললেন, আমি (মাসআলার সমাধানে) নম্রতা অবলম্বন করেছি বিধায় তিনিও হাদিয়া প্রদানে আমার সাথে নম্রতা অবলম্বন করেছেন। অতঃপর ইমাম হাসান সেই চার হাজার দিরহাম গরিব মিসকিনদেরকে ডেকে বিতরণ করে দিলেন, আর ইমাম শা'বী তা গ্রহণ করলেন এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

চার. হযরত আবুদ দারদা (রা.) হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর বরাবর পত্র লিখলেন– হামদ্ সালাতের পর সমাচার এই যে, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষী হবে মানুষের অত্যাচার থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের হাওলা করে দিবেন।

পাঁচ. হযরত আয়েশা (রা.) হযরত মু'আবিয়ার (রা.) বরাবর পত্র লিখলেন– হামদ সালাতের পর সমাচার এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে কোন কাজ করবে। মানুষের মধ্যে তার প্রশংসাকারীরাই তার নিন্দুকে পরিণত হয়ে যাবে। ওয়াস্সালাম।

শব্দ-বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ
شَكَرَ (ن) شُكْرًا	শুকরিয়া জ্ঞাপন করল
يَلْتَمِسُ (افتعال) اِلْتِمَاسًا	অন্বেষণ করবে, খোঁজ করবে
رِضَا ـ رَضِىَ	সন্তুষ্টি, সম্মতি
مُؤْنَةٌ (ج) مُؤْنَاتٌ	সামগ্রী
وَكَّلَ	হাওলা করেছেন
مَسَاخِطُ (و) مَسْخَطٌ	অসন্তুষ্টির কারণ
حَامِدٌ	প্রশংসাকারী
ذَامٌّ	নিন্দুক
كَتِفٌ	কাঁধ, স্কন্ধ
فَرَّقَ (تفعيل) مصـ تَفْرِيْقًا	বণ্টন করে দিল
قَبَّلَ (تفعيل) مصـ تَقْبِيْلًا	গ্রহণ করল

رَجُلٌ جَرٰى عَلٰى لِسَانِهٖ فِىْ حَيٰوتِهٖ مَاجَرٰى عَلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهٖ

رَوَى الْاَنْبَارِى بِاِسْنَادِهٖ اِلٰى هِشَامِ الْكَلْبِيْ ، قَالَ عَاشَ عُبَيْدُ بْنُ شَرِيَةَ الْجَرْهَمِيْ ثَلٰثَمِائَةَ سَنَةٍ وَاَدْرَكَ الْاِسْلَامَ فَاَسْلَمَ وَ دَخَلَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ (رضـ) بِالشَّامِ ، وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَقَالَ لَهٗ حَدِّثْنِىْ بِاَعْجَبِ مَا رَأَيْتَ قَالَ مَرَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ بِقَوْمٍ يَدْفِنُوْنَ مَيِّتًا لَهُمْ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ اِلَيْهِمْ اِغْرَوْرَقَتْ عَيْنَايَ بِالدُّمُوْعِ ، فَتَمَثَّلْتُ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ :

يَا قَلْبُ اِنَّكَ مِنْ اَسْمَاءَ مَغْرُوْرٌ * فَاذْكُرْ وَهَلْ يَنْفَعَنَّكَ الْيَوْمَ تَذْكِيْرُ

قَدْ بُحْتَ بِالْحُبِّ مَا تُخْفِيْهِ مِنْ اَحَدٍ * حَتّٰى جَرَتْ لَكَ اِطْلَاقًا مَحَاضِيْرُ

فَلَسْتَ تَدْرِيْ وَمَاتَدْرِىْ اَعَاجِلُهَا * اَدْنٰى لِرُشْدِكَ اَمْ مَافِيْهِ تَاخِيْرُ

فَاسْتَقْدِرِ اللّٰهَ خَيْرًا وَ ارْضَيَنَّ بِهٖ * فَبَيْنَمَا الْعُسْرُ اِذْ دَارَتْ مَيَاسِيْرُ

وَبَيْنَمَا الْمَرْءُ فِي الْاَحْيَاءِ مُغْتَبِطٌ * اِذَا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوْهُ الْاَعَاصِيْرُ

يَبْكِى الْغَرِيْبُ عَلَيْهِ لَيْسَ يَعْرِفُهٗ * وَذُوْ قَرَابَتِهٖ فِى الْحَيِّ مَسْرُوْرُ

قَالَ : فَقَالَ لِيْ رَجُلٌ : اَتَعْرِفُ مَنْ صَاحِبُ هٰذَا الشِّعْرِ ؟ قُلْتُ لَا قَالَ اِنَّ صَاحِبَهٗ هٰذَا الْمَيِّتُ الَّذِىْ دَفَنَّاهُ السَّاعَةَ وَاَنْتَ الْغَرِيْبُ الَّذِىْ تَبْكِيْ عَلَيْهِ ، وَلَسْتَ تَعْرِفُهٗ وَهٰذَا الَّذِىْ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهٖ اَقْرَبُ النَّاسِ رُحْمًا اِلَيْهِ وَاَسَرُّهُمْ بِمَوْتِهٖ فَقَالَ لَهٗ مُعَاوِيَةُ لَقَدْ رَأَيْتَ عَجِيْبًا فَمَنِ الْمَيِّتُ؟ قَالَ عُنَيْزُ بْنُ لَبِيْدِ الْعَزَرِيْ -

---

জনৈক ব্যক্তির মুখ থেকে তার জীবদ্দশায়ই এমন কথা বের হয়েছে যা তার মৃত্যুর পর ঘটেছে

আবদুর রহমান আম্বরী তার নিজ সনদে হিশাম ক্বালবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উবাই ইবনে সারিয়া জারহামী তিনশত ষাট বছর জীবিত ছিলেন এবং ইসলামের যুগ পেয়ে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) যখন খলীফা তখন তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) তাকে বললেন, আপনি (আপনার সুদীর্ঘ জীবনে) আশ্চর্যজনক যা দেখেছেন তা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, একদিন আমি কোনো এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তারা তাদের একটি লাশ সমাধিস্থ করছিল। যখন আমি তাদের নিকট পৌঁছলাম তখন (কবরের ভীষণ কষ্টের কথা স্মরণ হওয়ায়) আমার আখি যুগল অশ্রুতে ভরে গেল এবং আমি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলাম—

[কবিতার অনুবাদ :]

১। হে হৃদয়! তুমি আসমার কারণে ধোকায় পড়ে আছ। সুতরাং তুমি উপদেশ গ্রহণ করো। আর আজ উপদেশ তোমার কোনো কাজে আসবে কি?

২। তুমি ভালবাসার ভেদকে প্রকাশ করে দিয়েছ, কারো নিকট তা গোপন রাখনি। এমনকি দ্রুতগামী ঘোড়ার বারংবার চক্কর লাগানোর মতো তোমার মহব্বতের সংবাদ সর্বত্র পৌঁছে গেছে।

৩। তুমি এখানে অবগত নও এবং আগামীতেও অবগত হতে না যে, দুনিয়ার নিকটবর্তী জমানা তোমার পথপ্রদর্শনের নিকটতম নাকি দূর ভবিষ্যৎকাল।

৪। আল্লাহর নিকট (রূপক প্রেম থেকে মুক্তির জন্য) কল্যাণের প্রার্থনা করো এবং এতেই সন্তুষ্ট থাকো, কেননা অভাবের মুহূর্তে হঠাৎ স্বচ্ছলতার চাকা ঘুরে আসে।

৫। মানুষ জীবিতদের মাঝে হাসি-খুশিতে জীবন যাপন করে হঠাৎ (মারা যায় সমাধিত হয়ে এমনকি) প্রবল ঘূর্ণিঝড় তার সমাধির চিহ্নও মিটিয়ে দেয়।

৬। মুসাফিরগণ তার কবর দেখে কাঁদে কিন্তু সে তাকে চিনে না অথচ তার (মৃত ব্যক্তির) বংশীয় আত্মীয়-স্বজন তার মৃত্যুতে আনন্দিত।

তিনি বলেন, তখন আমাকে এক ব্যক্তি বলল, আপনি জানেন কি এই কবিতাটি কার? আমি বললাম, না। সে আমাকে বলল : এই কবিতাটি এই মুর্দার যাকে আমরা এইমাত্র দাফন করেছি এবং আপনি মুসাফির লোক তার জন্য কাঁদছেন অথচ তাকে চিনেন না। আর এই ব্যক্তি যিনি তার কবর থেকে (তাকে কবরে রেখে) বের হয়েছে তিনি তার মৃত্যুতে মানুষের মধ্যে অধিকতর আনন্দিত। হযরত মু'আবিয়া (রা.) বললেন, সত্যিই আপনি অতি বিস্ময়কর ঘটনা দেখেছেন। আচ্ছা বলুন তো সেই মৃত ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, উনাইয ইবনে লাবী আল-আযারী।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَاجِلٌ দ্রুত, ত্বরিত (নিকটবর্তী কাল)

أَدْنَى (صيغة التفضيل) مص : دُنُوٌّ নিকটতম

رَشَدَ (ن) مص হিদায়েত, লাভ করা

اِرْضَيَنَّ (صيغة الامر) (س) رِضًا প্রার্থনা কর, কামনা কর

اَلْعُسْرُ কষ্ট, কাঠিন্য, অভাব

دَارَتْ (ن) دَوْرًا ঘোরা, চক্কর দেওয়া, আবর্তিত হওয়া

مَيَاسِيْرُ (و) مَيْسُوْرٌ শান্তি, স্বচ্ছলতা, নরম

مُغْتَبِطٌ (مف ، و) مص : اِغْتِبَاطٌ আনন্দিত, সন্তুষ্টি

اَلدَّمْسُ (ج) دُمُوْسٌ ، اَدْمَاسٌ কবর, সমাধি

اَلْاَعَاصِيْرُ (و) اِعْصَارٌ ঘূর্ণিঝড়

اَلْغَرِيْبُ (ج) اَلْغُرَبَاءُ বিদেশী, মুসাফির

اَسَرُّ (صيغه التفضيل) অধিক আনন্দিত

جَرَى মুখ থেকে প্রকাশ পেয়েছে

حَدِّثْنِيْ (تفعيل) تَحْدِيْثًا আমাকে বলুন, বর্ণনা করুন

اَعْجَبُ (صيغة التفضيل) অধিকতর আশ্চর্যজনক

يَدْفِنُوْنَ (ض) দাফন করছে, সমাহিত করছে

مَيْتًا (ج) اَمْوَاتٌ ، مَوْتَى মৃত, মৃতব্যক্তি

اِنْتَهَيْتُ পৌঁছলাম

اِغْرَوْرَقَتْ ، اِغْرِوْرَاقًا সিক্ত হয়েছে, প্লাবিত হয়েছে

اَلدُّمُوْعُ (ج) (و) دَمْعٌ চোখের পানি, অশ্রু

مَغْرُوْرٌ (مف ، و) مص : غُرُوْرٌ (ن) প্রতারিত

اُذْكُرْ صيغة الأمر উপদেশ গ্রহণ কর

قَدْ بُحْتَ (ن) بَوْحًا প্রকাশ করে দিয়েছ

اِطْلَاقًا (و) طَلْقٌ ঘোড়ার দৌড়ের এক চক্কর

مَحَاضِيْرُ (و) مَحْضَرٌ উপস্থিতি

اَلْكَرِيْمُ لَايَنْسٰى مَنْ اَحْسَنَ اِلَيْهِ

حُكِيَ اَنَّ الْوَزِيْرَ الْمَهْلَبِيْ سَافَرَ قَبْلَ اَنْ يَّتَوَلَّى الْوَزَارَةَ وَكَانَ فَقِيْرًا جِدًّا فَلَقِيَ فِيْ سَفَرِهٖ مَشَقَّةً عَظِيْمَةً فَاشْتَهٰى اللَّحْمَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اِرْتِجَالًا :

اَلَا مَوْتٌ يُبَاعُ فَاَشْتَرِيَهٗ * فَهٰذَا الْعَيْشُ مَا لَا خَيْرَ فِيْهِ

اَلَا مَوْتٌ لَذِيْذُ الطَّعْمِ يَاْتِيْ * يُخَلِّصُنِيْ مِنَ الْمَوْتِ الْكَرِيْهِ

اِذَا اَبْصَرْتُ قَبْرًا مِنْ بَعِيْدٍ * وَدِدْتُّ لَوْ اَنَّنِيْ مِمَّا يَلِيْهِ

اَلَا رَحِمَ الْمُهَيْمِنُ نَفْسَ حُرٍّ * يُفَرِّجُ بِالْوَفَاءِ عَلٰى اَخِيْهِ

قَالَ : وَكَانَ مَعَهٗ رَفِيْقٌ يُقَالُ لَهٗ عَبْدُ اللّٰهِ الضَّبِّيْ فَلَمَّا سَمِعَهٗ اِشْتَرٰى لَهٗ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ وَطَبَخَهٗ وَاَطْعَمَهٗ اِيَّاهُ ثُمَّ افْتَرَقَا وَتَقَلَّبَتْ بِالْمَهْلَبِي الْاَحْوَالُ وَاَثْرٰى وَتَوَلَّى الْوَزَارَةَ الْعُظْمٰى لِمُعِزِّ الدَّوْلَةِ وَافْتَقَرَ رَفِيْقُهٗ جِدًّا فَبَلَغَهٗ وَزَارَةُ الْمَهْلَبِيْ فَقَصَدَهٗ وَكَتَبَ اِلَيْهِ فِيْ رُقْعَةٍ :

اَلَاقُلْ لِلْوَزِيْرِ فَدَتْكَ نَفْسِيْ * مَقَالَةَ مُذَكِّرٍ مَا قَدْ نَسِيَهٗ

اَتَذْكُرُ اِذَا تَقُوْلُ لِضَنْكِ عَيْشٍ * اَلَا مَوْتٌ يُبَاعُ فَاشْتَرِيْهِ

فَلَمَّا وَقَفَ عَلٰى رُقْعَتِهٖ اَمَرَ لَهٗ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَ وَقَّعَ فِيْ رُقْعَتِهٖ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ثُمَّ دَعَا بِهٖ ، وَخَلَعَ عَلَيْهِ ، وَزَادَهٗ فِيْ بِرِّهٖ ، وَ وَلَّاهُ عَلٰى عَمَلٍ -

---

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার অনুগ্রহকারী ভুলে না

বর্ণিত আছে যে, একবার উজির মাহলাবী মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে কোথাও ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তখন তিনি খুব দরিদ্র অসহায় ছিলেন। ভ্রমণে অসামান্য কষ্টক্লেশের সম্মুখীন হয়েছেন। ভ্রমণ অবস্থায় গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হলো, কিন্তু তা ক্রয় করতে সক্ষম হলেন না। তাই তিনি (মনের দুঃখে) উপস্থিত কবিতা রচনা করে বললেন,

১। কোথাও মৃত্যু বিক্রি হয় নাকি? আমি তা ক্রয় করব। কেননা এ জীবনে কোনো কল্যাণ নেই।

২। কোনো সুস্বাদু মৃত্যু আসবে নাকি, যা আমাকে তিক্ত মৃত্যু (কষ্টের জীবন) থেকে মুক্তি দিবে?

৩। যখন আমি দূর থেকে কোনো সমাধি দেখতে পাই তখন কামনা করি– হায়! যদি আমিও তার পাশে হতাম!।

৪। আল্লাহ সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ওপর দয়া করুন, যে তার ভাইয়ের চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, মাহলাবীর সাথে একজন সফরসঙ্গী ছিল। যাকে আবদুল্লাহ আদ-দাবী বলা হতো। সে যখন তার দুঃখ ভরা কথাগুলো শুনল তখন মাহলাবীর জন্য এক দিরহামের গোশত ক্রয় করল এবং রান্না করে তাকে একাই খাওয়াল। এরপর তারা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর মাহলাবীর অবস্থা পাল্টে যায় এবং অনেক সম্পদের অধিকারী হয়ে যান এবং বাদশাহ মা'যুদ্দৌলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এদিকে তার সফরসঙ্গী দরিদ্র হয়ে গেলেন।

তিনি মাহলাবীর মন্ত্রী হওয়ার সংবাদ পেয়ে তার কাছে গমনের ইচ্ছা করলেন এবং (গিয়ে) একটি চিরকুটে (নিম্নোক্ত পংক্তিটি) লিখে মাহলাবীর নিকট প্রেরণ করলেন– اَلَاقُلْ لِلْوَزِيْرِالخ – যার অর্থ এই।

১। মন্ত্রীকে বলো যে, আমার প্রাণ তোমার উপর উৎসর্গ, সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যা তিনি ভুলে গেছেন।

২। আপনার কি স্মরণ আছে সেদিনের কথা, যখন আপনি দরিদ্রতার কারণে বলেছিলেন কোথাও মৃত্যু বিক্রি হচ্ছে নাকি, আমি তা ক্রয় করব। মন্ত্রী মাহলাবী তার চিরকুটের মর্ম উপলব্ধি করে তাকে সাতশত দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তার চিরকুটে নিম্নোক্ত আয়াত লিখে শাহী মহর অংকিত করে দিয়েছেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ –

অর্থ ঃ যারা আল্লাহর সাথে স্বীয় মাল-সম্পদ ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত ঐ শস্য দানার ন্যায়, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে আর প্রতিটি শীষে থাকে একশতটি দানা।

অতঃপর তাকে নির্জনে ডেকে আরো বেশি উপহার দিলেন এবং তাকে (সরকারি) কোনো কাজে নিযুক্ত করে দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُفَرِّجُ - تَفْرِيْجًا কষ্ট লাঘব করবে, আরাম দিবে

اَثْرٰى ، اِثْرَاءً ধনবান হলো, সম্পদশালী হলো

ضَنْكٌ দরিদ্র, দুঃখ, কঠিন

وَقَفَ (ض) وُقُوْفًا - عَلٰى অবগত হলেন

وَقَّعَ - تَوْقِيْعًا শাহী মহর লাগালেন

سُنْبُلَةٍ (ج) سَنَابِلُ শীষ, মুকুল

حَبَّةٌ (ج) حَبَّاتٌ শস্যদানা

اَنْبَتَتْ (افعال) اِنْبَاتًا উৎপন্ন করেছে

(ان) يَتَوَلّٰى - تَوَلِّيًا দায়িত্ব নেওয়ার, গ্রহণ করার

اَلْوَزَارَةُ মন্ত্রীত্ব

مَشَقَّةٌ (ج) مَشَقَّاتٌ ، مَشَاقٌّ কষ্ট, ক্লেশ, জটিলতা

اِرْتِجَالًا পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত বলা বা করা

يُخَلِّصُنِىْ ، تَخْلِيْصًا আমাকে মুক্তি দিবে

اَلْكَرِيْهُ অপছন্দনীয়

وَدِدْتُ - وِدَادًا ، مَوَدَّةً পছন্দ করি, কামনা করি

يَلِيْهِ - يَلِىَ (ح) وَلِيًّا পার্শ্ববতী হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া

اَلْمُهَيْمِنُ ভয় থেকে রক্ষাকারী, আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম

لَاتَحْزَنْ اِذَا اَسَاءُوا بِكَ الظَّنَّ وَكُنْتَ مُحْسِنًا فَاِنَّهُ خَيْرٌلَكَ

اَوْدَعَ تَاجِرٌ مِنْ تُجَّارِ نِيْسَابُوْر جَارِيَةً عِنْدَ الشَّيْخِ اَبِى عُثْمَانَ الْحَيرِى فَوَقَعَ نَظَرُ الشَّيْخِ عَلَيْهَا يَوْمًا فَعَشِقَهَا وَشَغَفَ بِهَا فَكَتَبَ اِلٰى شَيْخِهِ اَبِىْ حَفْصِ الْحَدَّادِ بِالْحَالِ فَاَجَابَهُ بِالْاَمْرِ بِالسَّفَرِ اِلَى الرَّىْ اِلٰى صُحْبَةِ الشَّيْخِ يُوْسُفَ فَلَمَّا وَصَلَ اِلَى الرَّىْ وَسَاَلَ النَّاسَ عَنْ مَنْزِلِ الشَّيْخِ يُوْسُفَ اَكْثَرَ النَّاسُ فِى مَلَامَتِهِ وَقَالُوْا كَيْفَ يَسْاَلُ تَقِيٌّ مِثْلُكَ عَنْ بَيْتِ شَقِيٍّ فَاسِقٍ فَرَجَعَ اِلٰى نِيْسَابُوْرَ وَقَصَّ عَلٰى شَيْخِهِ الْقِصَّةَ فَاَمَرَهُ بِالْعُوْدِ اِلَى الرَّىْ وَمُلَاقَاةِ الشَّيْخِ يُوْسُفَ الْمَذْكُوْر فَسَافَرَ مَرَّةً ثَانِيَةً اِلَى الرَّىْ وَسَاَلَ عَنْ مَنْزِلِ الشَّيْخِ يُوْسُفَ وَلَمْ يُبَالِ بِذَمِّ النَّاسِ وَازْدِرَائِهِمْ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ فِىْ مَحَلَّةِ الْخَمَّارَةِ -

---

যদি তুমি সৎ হও, তাহলে মানুষের মন্দ ধারণায় চিন্তিত হয়ো না, কেননা, তা তোমার জন্য মঙ্গলজনক

নিশাপুরের জনৈক ব্যবসায়ী একটি বাদিকে শায়খ আবূ ওসমান আল-হারীরীর নিকট আমানত রেখেছিল। একদিন বাদির প্রতি শায়খের দৃষ্টি পড়ে যায়। তাই (মানবিক তাড়নায়) তাকে ভালবাসেন এবং তার প্রতি আসক্ত হয়ে যান। সুতরাং তিনি তার এ অবস্থা সম্পর্কে তার পীর শায়খ আবূ হাফস হাদ্দাদের কাছে পত্র লিখলেন। তিনি উত্তরে 'রায়' নামক স্থানে শায়খ ইউসুফের সোহবতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। শায়েখ আবূ ওসমান 'রায়' নামক স্থানে পৌঁছে লোকজনের নিকট শায়খ ইউসুফের বাড়ির সন্ধান জানতে চাইলেন, লোকজন তার (ইউসুফের) অনেক সমালোচনা করে বলল, আপনার মতো একজন পরহেজগার-মুত্তাকী লোক কিভাবে একজন দুর্ভাগা, ফাসিক, পাপাচারের বাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে? এ কথা শুনে শায়খ আবূ ওসমান নিশাপুর ফিরে এলেন এবং শায়খ আবু হাফসকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনালেন। শায়খ আবূ ওসমান তাকে পুনরায় 'রায়' গিয়ে শায়খ ইউসুফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দিলেন। তাই শায়খ আবূ ওসমান দ্বিতীয়বার 'রায়' গেলেন এবং লোকজনকে শায়খ ইউসুফের বাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। (এবার) লোকজনের নিন্দা ও (শায়খ ইউসুফ সম্পর্কে) তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। তাকে বলা হলো, তিনি মদ্যপায়ীদের মহল্লায় থাকেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَوْدَعَ - اِيْدَاعًا আমানত রাখল

عَشِقَ (س) عِشْقًا ভালবাসলেন

شَغِفَ (س ، ف) شَغْفًا আসক্ত হলেন

الرى: রায় ঃ ইরান দেশের একটি সুদৃশ্য প্রাচীন শহর। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে তা মুসলমানগণ জয় করেন এবং ১৫৮ হিজরিতে খলীফা মাহদী তার সংস্কার করেন।

مَلَامَةٌ নিন্দা

تَقِيٌّ মুত্তাকী, পরহেজগার

شَقِيٌّ দুর্ভাগা

لَمْ يُبَالِ পরওয়া করলেন না, ভ্রুক্ষেপ করলেন না

اِزْدِرَاءٌ তুচ্ছ জ্ঞান, ঘৃণা, অবজ্ঞা

اَلْخَمَّارَةُ শরাব বিক্রেতা, শরাবখোর

فَاَتٰى اِلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَعَظَّمَهُ وكَانَ اِلٰى جَانِبِهٖ صَبِيٌّ بَارِعُ الْجَمَالِ وَاِلٰى جَانِبِهِ الْاٰخَرِ زُجَاجَةٌ مَمْلُوْءَةٌ مِنْ شَئٍ كَانَّهُ الْخَمْرُ بِعَيْنِهٖ فَقَالَهُ الشَّيْخُ اَبُوْ عُثْمَانَ مَاهٰذَا الْمَنْزِلُ فِىْ هٰذِهِ الْمَحَلَّةِ فَقَالَ اِنَّ ظَالِمًا شَرٰى بُيُوْتَ اَصْحَابِنَا وَصَيَّرَهَا خَمَّارَةً وَلَمْ يَحْتَجْ اِلٰى شِرَاءِ دَارِىْ فَقَالَ لَهٗ مَاهٰذَا الْغُلَامُ وَمَا هٰذَا الْخَمْرُ ؟ فَقَالَ اَمَّا الْغُلَامُ فَوَلَدِىْ مِنْ صُلْبِىْ وَاَمَّا الزُّجَاجَةُ فَخَلٌّ فَقَالَ وَلِمَ تُوْقِعُ نَفْسَكَ فِىْ مَقَامِ التُّهْمَةِ بَيْنَ النَّاسِ ؟ فَقَالَ لِئَلَّا يَعْتَقِدُوْا اَنَّنِىْ ثِقَةٌ اَمِيْنٌ وَيَسْتَوْدِعُوْنِىْ جَوَارِيَهُمْ فَاَبْتَلِىَ بِحُبِّهِنَّ فَبَكٰى اَبُوْ عُثْمَانَ بُكَاءً شَدِيْدًا وَعَلِمَ قَصْدَ شَيْخِهٖ فَهٰكَذَا اَحْوَالُ اَهْلِ اللّٰهِ نَفَعَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِمْ -

---

তিনি তার খেদমতে হাজির হয়ে সালাম প্রদান করলেন। শায়খ সালামের জবাব দিলেন এবং তাকে খুব ইজ্জত-সম্মান করলেন। শায়খের এক পাশে অধিক সুশ্রী একটি বালক ছিল এবং অপর পাশে কাঁচের বোতল হুবহু শরাবের মতো কোনো বস্তু ভর্তি কাঁচের বোতল ছিল। শায়খ আবূ ওসমান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ঘর এই মহল্লায় কেন? শায়খ ইউসুফ বললেন, এক জালেম ব্যক্তি আমাদের মহল্লার সকল বাড়ি-ঘর ক্রয় করে শরাব খানা বানিয়ে দিয়েছে এবং আমার ঘর ক্রয় করার প্রয়োজন হয়নি। শায়খ আবূ ওসমান আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলেটি কে? এবং এই শরাব কেন? তিনি বললেন, এই ছেলে তো আমার ঔরসজাত সন্তান। আর এই কাঁচের বোতলটিতে ছিরকা রয়েছে। শায়খ আবূ ওসমান বললেন, আপনি নিজেকে কেন লোকদেরকে সন্দেহের স্থল বানিয়ে রেখেছেন? তিনি বললেন, লোকজন যাতে আমার সম্পর্কে এ ধারণা না করে যে আমি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। এমনকি তারা আমার নিকট তাদের বাদিদেরকে আমানত রেখে দিবে আর আমি তাদের প্রেমে আসক্ত হয়ে যাব। এতদশ্রবণে আবূ ওসমান প্রচণ্ডভাবে কাঁদলেন এবং তার শায়খের উদ্দেশ্যও বুঝে নিলেন। আল্লাহ ওয়ালাদের অবস্থা এ ধরনেরই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাদের দ্বারা উপকৃত করুন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَظَّمَهٗ ইজ্জত-সম্মান করলেন

بَارِعُ الْجَمَالِ সুন্দরে পরিপূর্ণ

بَرَعَ (ن ، س ، ك) بُرُوْعًا ، بَرَاعَةً জ্ঞান, মর্যাদা ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হওয়া

زُجَاجَةٌ কাঁচের টুকরা, কাঁচ, শিশি, বোতল

مَمْلُوْءَةٌ পরিপূর্ণ, ভরা

اَلْخَمْرُ শরাব, মদ

صُلْبٌ (ج) اَصْلَابٌ ، اَصْلُبٌ পিঠ, মেরুদণ্ড, ঔরষ

خَلٌّ সিরকা, এক প্রকার পানীয়

تُوْقِعُ (افعال) اِيْقَاعًا নিপতিত করে

اَلتُّهْمَةُ সন্দেহ, তোহমত, অপবাদ

لِئَلَّا يَعْتَقِدُوْا ، اِعْتِقَادًا যাতে ধারণা না করে, মনে না করে

ثِقَةٌ নির্ভরযোগ্য

اَمِيْنٌ বিশ্বস্ত

جَوَارِىْ (و) جَارِيَةٌ বাদী, মেয়ে

اَبْتَلِىَ (مج ، صيغة المتكلم) اِبْتِلَاءً পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া

اَلتَّوَاضُعُ

قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَوْمًا وَقَدْ دَخَلَتْهُ اُبْهَةُ الْعِلْمِ سَلُوْنِىْ عَمَّا تَحْتَ الْعَرْشِ اِلٰى اَسْفَلِ الثَّرٰى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَانَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا مَعَكَ فِى الْاَرْضِ اَخْبِرْنِىْ عَنْ كَلْبِ اَهْلِ الْكَهْفِ مَا كَانَ لَوْنُهُ؟ فَاَفْحَمَهُ وَلَمَّا شَهَرَتْ تَالِيْفُ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَلَحَظَ بِعَيْنِ الْعَالِمِ الْمُتَفَنِّنِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَقَدْ غَصَّ الْمَحْفِلُ وَاعْتَلٰى تِبْرِيْزًا عَلٰى عُلَمَاءِ وَقْتِهٖ مَعَ فَضْلِ جَاهٍ اِشْتَمَلَ بِهٖ مِنَ السُّلْطَانِ فَقَالَ لِيَسْأَلْنِىْ مَنْ شَاءَ عَمَّا شَاءَ فَقَامَ اِلَيْهِ اَحَدُ الْاَغْفَالِ فَقَالَ لَهُ مَا الْفَتِيْلُ وَالْقِطْمِيْرُ فَلَمْ يُجِرْ جَوَابًا وَاَفْحَمَ وَنَزَلَ خَجِلًا وَانْصَرَفَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ كَسِلًا فَلَمَّا نَظَرَ اللَّفْظَتَيْنِ وَجَدَ نَفْسَهُ اَذْكَرَ النَّاسِ بِهِمَا وَهٰذَا مِنْ عِقَابِ الْعُجْبِ -

নম্রতা/বিনয়

(১) একদিন মুক্বাতিল ইবনে সুলাইমান ইলমী অহঙ্কার দেখিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে আরশ থেকে নিয়ে ভূ-গর্ভের তলদেশ পর্যন্ত যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর। এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমরা আপনাকে সে সম্পর্কে (তথা আরশের নিচ থেকে জমিনের নিচের বিষয়) জিজ্ঞেস করব না বরং আমরা আপনাকে সে জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব যা আপনার সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে আছে। বলুনতো আসহাবে কাহফের কুকুরটির রং কি ছিল? তিনি নিরুত্তর হয়ে গেলেন (সকল অহঙ্কার মাটিতে মিশে গেল)। যখন হাফিজ ইবনে কুতাইবার প্রসিদ্ধি লাভ করল এবং তিনি একজন বিজ্ঞ ও পণ্ডিত আলেম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে লাগলেন। তখন তিনি একদিন মিম্বরে সমাসীন হলেন। সেদিন লোকজনে বৈঠক ভরে গিয়েছিল। হাফিজ মুকাতিল তার যুগের আলেমদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পাশাপাশি বাদশাহর নিকটও তার মর্যাদা ছিল। তিনি (উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে) বললেন, যার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর। একজন গ্রাম্য বোকা লোক দাঁড়িয়ে বলল, فَتِيْل এবং قِطْمِيْر শব্দদ্বয়ের অর্থ কি? তিনি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। একেবারে লা জওয়াব হয়ে গেলেন। লজ্জিত হয়ে মিম্বরে থেকে অবতরণ করলেন এবং বাড়িতে ফিরলেন। পুনরায় যখন শব্দদ্বয়ের মাঝে চিন্তা করলেন তখন তিনি এ শব্দদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে নিজেকে অধিক জ্ঞানী পেলেন। এই লজ্জা ছিল নিজেকে বড় ভাবার (অহঙ্কারের শাস্তি স্বরূপ)।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْمَحْفِلُ (ج) مَحَافِلُ মজলিস, বৈঠক
حَفَلَ (ض) حَفْلًا ، اَلْقَوْمُ জমায়েত হওয়া
تِبْرِيْزًا - بَرَزَ الرَّجُلُ সহপাঠীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা
جَاهٌ جَاهَةٌ (ج) جَاهَاتٌ সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব
اَلْاَغْفَالُ অল্প, জ্ঞানী, বোকা, গ্রাম্য ব্যক্তি
اَلْفَتِيْلُ খেজুর বীচির উপরিভাগের পাতলা আবরণ
اَلْقِطْمِيْرُ কিতমীর ঃ আসহাবে কাহাফের কুকুরের নাম
خَجِلًا (س) خَجَلًا লজ্জিত
كَسِلًا (س) অলস হওয়া
عِقَابٌ শাস্তি, সাজা, দণ্ড
اَلْعُجْبُ বড়াই, আহমিকা, নিজেকে বড় মনে করা

اَلتَّوَاضُعُ বিনয়, নম্রতা, লাঞ্ছনা
اُبْهَةٌ গর্ব, অহঙ্কার, আড়ম্বর
اَسْفَلُ (مؤ) سُفْلٰى নিম্নতর, নিম্নাংশ, তলদেশ
اَلثَّرٰى (ج) اِثْرَاءٌ মাটি, ভিজামাটি
اَفْحَمَ মুখ বন্ধ করে দিল, চুপ করিয়ে দিল
شَهَرَتْ (ف) شَهْرًا প্রসিদ্ধি লাভ করল
تَالِيْفٌ (ج) تَالِيْفَاتٌ রচনাবলি
لَحَظَ (ف) لَحْظًا দৃষ্টি দেওয়া হলো
اَلْمُتَفَنِّنُ বিভিন্ন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞ
قَدْ غَصَّ (س ، ن) غَصَصًا - اَلْمَكَانُ ভরে গেছে, সংকীর্ণ

وَقَالَ قَتَادَةُ مَاسَمِعْتُ شَيْئًا قَطُّ اِلَّا حَفِظْتُهُ وَلَاحَفِظْتُ شَيْئًا فَنَسِيْتُهُ ثُمَّ قَالَ يَاغُلَامُ هَاتِ نَعْلِيْ فَقَالَ هُمَا فِيْ رِجْلَيْكَ فَفَضَحَهُ اللّٰهُ وَكَانَ بِشَرِيْشِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الدِّيْنِ وَالْوَرَعِ وَحَجَّ فِيْ اَيَّامِ اَبِيْ حَامِدٍ وَصَحِبَهُ فَفَاتَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ يَوْمًا لِاَحَدِ اَصْحَابِهِ فَلَامَهُ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِى الْيَوْمِ الثَّانِيْ اَدْرَكَ الْحَاجُّ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَلَمَّا لَقِيَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ قَالَ لَهُ هٰذَا كَمَا رَأَيْتَ اِنَّمَا ذَكَرْتُ عَمَلَكَ عَلٰى مَعْنَى التَّبْصِرَةِ وَالْاِرْشَادِ فَلَوْذَكَرْتَهُ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ لَفَاتَتْكَ الثَّانِيَةُ -

---

(২) হযরত কাতাদা (র.) বললেন, আমি কখনো এমন কিছু শুনিনি যা স্মরণ নেই এবং এমন কিছু স্মরণে রাখিনি যা আমি ভুলে গেছি। (অর্থাৎ এমন কোনো কথা নেই যা আমি শোনার পর ভুলে গেছি, বা এমনও হয়নি যে, কোনো কথা স্মরণে রাখার পর ভুলে গেছি।) এরপর বললেন, হে গোলাম! আমার পাদুকাদ্বয় নিয়ে এসো। সে বলল, পাদুকাদ্বয় তো আপনার পায়েই রয়েছে। এই বড়াইয়ের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকেও লজ্জিত করে দিলেন।

(৩) শিরীশ নামক স্থানে একজন দীনদার এবং পরহেজগার ব্যক্তি ছিল। তিনি আবূ হামীদের যুগে হজব্রত পালন করেছেন এবং তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। একদিন তার এক সঙ্গীর ফজরের নামাজ ছুটে গেলে সেজন্য তাকে ভর্ৎসনা করেন। পরের দিন সেই (পরহেজগার) হজকারী ফজরের শুধু এক রাকআত পান। নামাজান্তে যখন তার সেই সঙ্গী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, যা কিছু দেখছেন এটা এজন্য যে, আপনি আমার পথ প্রদর্শন ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে আপনার আমল উদ্দেশ্য করেছেন। যদি আপনি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) তা বর্ণনা করতেন তাহলে আপনার দ্বিতীয় রাকআতও ছুটে যেতো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلتَّبْصِرَةُ পর্যালোচনা, শিক্ষা, উপদেশ

اَلْاِرْشَادُ পথ প্রদর্শন, শিক্ষাদান

فَضَّحَ (تفعيل) تَفْضِيْحًا লজ্জিত করেছেন

شَرِيْشُ শারীশ ঃ উন্দুলুসের একটি বড় শহর

اَلْوَرَعُ পরহেজগারী

وَكَانَ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ (وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ) مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فِىْ حُرُوْبِهِ كُلِّهَا وَمَاتَ بِالْقُسْطُنْطِنِيَّةِ مُرَابِطًا سَنَةَ اِحْدٰى وَخَمْسِيْنَ وَ ذَالِكَ مَعَ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَمَّا اَعْطَاهُ اَبُوْهُ الْقُسْطُنْطُنِيَّةَ خَرَجَ مَعَهُ فَمَرِضَ فَلَمَّا ثَقُلَ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ اِذَا اَنَامِتُّ فَاحْمِلُوْنِىْ فَاِذَا صَافَفْتُمُ الْعَدُوَّ فَادْفِنُوْنِىْ تَحْتَ اَقْدَامِكُمْ فَفَعَلُوْا ، وَ دَفَنُوْهُ قَرِيْبًا مِنْ سُوْرِهَا وَهُوَ مَعْرُوْفٌ اِلَى الْيَوْمِ مُعَظَّمٌ يَسْتَشْفُوْنَ فَيُشْفَوْنَ فَكَاَنَّهُ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ -

---

(৪) হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.) (তাঁর নাম ছিল খালেদ ইবনে যায়েদ) হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর সকল যুদ্ধে শরিক ছিলেন এবং ৫১ হিজরিতে কুস্তুনতুনিয়া নামক স্থানে সীমান্ত প্রহরারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন আর সে ঘটনা ঘটেছিল ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া (রা.)-এর সঙ্গে। যখন তাঁর পিতা তাকে 'কুস্তুনতুনিয়া' প্রদান করেছিল। তখন তিনি তার সঙ্গে বের হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যখন রোগ ভীষণ আকার ধারণ করল তখন তিনি সাথীদেরকে বললেন, যখন আমার ইন্তেকাল হবে তখন আমার লাশ বহন করে নিয়ে যাবে এবং যখন তোমরা শত্রুদের মোকাবেলায় কাতারবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হবে, তখন আমার লাশকে তোমাদের পদতলে দাফন করে দিবে। সঙ্গীরা অসিয়ত মোতাবেক তেমনই করল এবং (পরবর্তীতে) তাকে কুস্তুনতুনিয়ার শহর বেষ্টিত প্রাচীরের নিকট দাফন করেছিল। সে স্থানটি আজ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ। লোকজন তাঁর অসিলা নিয়ে রোগমুক্তি কামনা করে এবং আরোগ্যও হচ্ছে। যেন এ ঘটনা সে বাক্যের প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উঁচু করে দেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

حُرُوْبٌ (و) حَرْبٌ	যুদ্ধ, লড়াই
مُرَابِطًا	সীমান্ত প্রহরারত অবস্থায়
(فَاِذَا) صَافَفْتُمْ	(যখন) তোমরা কাতারবন্দী হবে
سُوْرٌ (ج) اَسْوَارٌ	শহর বেষ্টিত দেয়াল
يَسْتَشْفُوْنَ	আরোগ্যতা কামনা করে

اَلْجَوابُ الْمُفْحِمُ

قَالَ هِشَامٌ : اَسْلَمَ عَقِيْلٌ (شَقِيْقُ عَلِيٍّ) سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسِيْنَ.، وَكَانَ اَسْرَعُ النَّاسِ جَوابًا ، فَنَسَبُوْهُ اِلَى الْحِمَاقَةِ ، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرٍ دَخَلَ عَقِيْلٌ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَاَقْعَدَهُ مَعَهُ عَلٰى سَرِيْرِهِ ، وَقَالَ : يَا بَنِىْ هَاشِمٍ! تُصَابُوْنَ فِىْ اَبْصَارِكُمْ فَقَالَ عَقِيْلٌ : وَاَنْتُمْ يَابَنِىْ اُمَيَّةَ تُصَابُوْنَ فِىْ بَصَائِرِكُمْ وَقَالَ هِشَامٌ : اِنَّ عَقِيْلًا قَدِمَ عَلٰى اَخِيْهِ عَلِيٍّ بِالْعِرَاقِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَااُعْطِيْكَ شَيْئًا فَقَالَ : اِنِّىْ فَقِيْرٌ وَمُحْتَاجٌ ، فَقَالَ : اِصْبِرْ حَتّٰى يَخْرُجَ عَطَائِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاُعْطِيْكَ ، فَاَلَحَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلِيٌّ لِرَجُلٍ خُذْ بِيَدِهِ وَانْطَلِقْ بِهِ اِلَى الْحَوَانِيْتِ فَافْتَحْ اَقْفَالَهَا ، وَخُذْ مَا فِيْهَا ، فَقَالَ عَقِيْلٌ : اَنْتَ اَرَدْتَّ اَنْ تَجْعَلَنِىْ سَارِقًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : اَنْتَ اَرَدْتَّنِىْ اُخُذُ اَمْوَالَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاُعْطِيْكَ اِيَّاهَا -

---

কণ্ঠরোধকারী জবাব

(১) হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা.)-এর সহোদর ভাই হযরত [১] আক্বীল ৮ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ৫০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি খুব উপস্থিত জবাব প্রদানকারী ছিলেন। কিন্তু লোকজন তাকে বোকা বলতে লাগল।

[২] ইবনে আসাকীর বলেছেন, একবার আক্বীল তার দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পর হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট গেলেন। হযরত মু'আবিয়া তাকে তার সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, হে বনী হাশেম! (তোমাদের কি হলো যে, শেষ বয়সে) তোমাদের দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। হযরত আক্বীল তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, হে বনী উমাইয়া তোমাদের কি হলো যে, (শেষ বয়সে) তোমাদের বুদ্ধি চলে যায়।

---

১. عَقِيْلُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ঃ রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই। হযরত আলী এবং জা'ফর (রা.)-এর সহোদর ভাই। বিশিষ্ট সাহাবী। গাযওয়ায়ে 'মুতা'য় অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর খেলাফতের শেষভাগে কিংবা ইয়াযীদের শাসনামলের শুরুভাগে ইন্তেকাল করেছেন। নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ গ্রন্থে তাঁর সূত্রে রেওয়ায়েত রয়েছে।

২. اِبْنُ عَسَاكِرٍ ঃ আবুল কাসেম আলী ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন ইবনে আসাকীর শাফেয়ী, মৃতঃ ৫৭১ হিঃ বিদগ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর অস্বাভাবিক মেধা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে বাগদাদবাসী তাঁকে 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' বলতো। তিনি আশি খণ্ডে 'তারীখে দিমাশক' প্রণয়ন করেছেন।

(২) হযরত হিশাম বর্ণনা করেন, হযরত আক্বীল ইরাকে তার ভাইয়ের নিকট গিয়ে কিছু চেয়েছিল। তিনি বললেন, এখন তো কিছু দিতে পারছি না। আক্বীল বললেন, আমি দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী। হযরত আলী (রা.) বললেন, যখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমার ভাতা আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তাহলে আমি তোমাকে কিছু দিতে পারব। হযরত আক্বীল দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে ছিলেন। হযরত আলী (রা.) এক ব্যক্তিকে বললেন, তাকে হাত ধরে দোকানগুলোর দিকে নিয়ে যাও এবং তালা খুলে যা কিছু আছে বের করে দাও। হযরত আক্বীল বললেন, আপনি আমাকে চোর বানাতে চাচ্ছেন? হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমি কি চাও, আমি তোমাকে মুসলমানদের সম্পদ দিয়ে দিব?

শব্দ-বিশ্লেষণ

سَرِيْرٌ — সিংহাসন, খাট

اَبْصَارٌ (ج) (و) بَصَرٌ — চোখ, দৃষ্টিশক্তি

بَصَائِرُ (و) بَصِيْرَةٌ — বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা

قَدِمَ (س) قُدُوْمًا — আগমন করল

اَلَحَّ ، اِلْحَاحًا — পীড়াপীড়ি করলেন

اِنْطَلِقْ بِهٖ — তাকে নিয়ে যাও

اَلْحَوَانِيْتُ (ج) (و) حَانُوْتٌ — দোকান

اَقْفَالٌ (و) قَفْلٌ — তালা

اَلْمُفْحِمُ (مف مص : اَفْحَامٌ) — নিশ্চুপকারী উত্তর

شَقِيْقٌ — সহোদর ভাই

اَسْرَعُ (صيغة التفضيل) — অধিক দ্রুত

نَسَبُوْا (ن - ض) نَسَبًا - نِسْبَةً — সম্পর্কিত করা, নিসবত করা

اَلْحِمَاقَةُ — নির্বুদ্ধিতা

حَمُقَ (س - ك) حَمْقًا ، حِمَاقَةً — নির্বোধ হওয়া

بَصَرٌ — চোখ, দৃষ্টিশক্তি

اَقْعَدَ (افعال) اِقْعَادًا — বসাল

فَقَالَ عَقِيْلٌ : لَاَذْهَبَنَّ اِلٰى رَجُلٍ هُوَ اَوْلٰى مِنْكَ يَعْنِىْ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : اَنْتَ وَ ذَاكَ ، فَذَهَبَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ فَاَعْطَاهُ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ : اِصْعَدِ الْمِنْبَرَ ، وَاذْكُرْ مَا اَوْلَاكَ عَلِيٌّ وَمَا اَوْلَيْتُكَ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ : اِنِّىْ اُخْبِرُكُمْ اَنِّىْ اَرَدْتُّ عَلِيًّا عَلٰى دِيْنِهٖ فَاخْتَارَ دِيْنَهٗ عَلَىَّ وَاِنِّىْ اَرَدْتُّ مُعَاوِيَةَ عَلٰى دِيْنِهٖ فَاخْتَارَنِىْ عَلٰى دِيْنِهٖ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : هٰذَا الَّذِىْ تَزْعُمُ قُرَيْشٌ اَنَّهٗ اَحْمَقُ وَاَيُّمَا اَعْقَلُ مِنْهُ وَكَانَ طَالِبٌ اَسَنَّ مِنْ عَقِيْلٍ بِعَشْرِ سِنِيْنَ وَعَقِيْلٌ اَسَنَّ مِنْ جَعْفَرٍ بِعَشْرِ سِنِيْنَ وَكُلُّهُمْ وُلِدُوْا قَبْلَ عَلِيٍّ وَهُوَ اَكْبَرُهُمْ -

---

হযরত আক্বীল বললেন, আমি (বদান্যতায়) আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি তথা হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট গমন করব। হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমি তার নিকট চলে যাও। অতঃপর তিনি হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট গমন করলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাকে এক লক্ষ দিরহাম প্রদান করে বললেন, আমি এবং হযরত আলী তোমাকে যা কিছু দান করেছি, মিম্বরে উঠে তা ঘোষণা করো। হযরত আকীল মিম্বরে উঠে বললেন, হে জনমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে একটি সংবাদ জানাচ্ছি যে, আমি হযরত আলীকে স্বীয় ধর্মের উপর আমাকে প্রাধান্য দেওয়ার ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তিনি ধর্মকে আমার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং হযরত মু'আবিয়াকে স্বীয় ধর্মের উপর আমাকে প্রাধান্য দেওয়ার ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তিনি ধর্মের উপর আমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) বললেন, এই সেই লোক? যাকে কুরাইশগণ বোকা মনে করে! এর চেয়ে বড় জ্ঞানী কে হতে পারে? আবূ তালিবের ছেলে তালিব আক্বীলের দশ বছরের বড় এবং আক্বীল জা'ফরের দশ বছরে বড়। এদের সকলের জন্ম হযরত আলী (রা.)-এর পূর্বে হয়েছিল এবং হযরত আলী (রা.) বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানে গুণে সবার বড়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

لَاَذْهَبَنَّ	আমি অবশ্যই যাব	اَوْلَاكَ ، اِيْلَاءً	তোমাকে দান করেছে, প্রদান করেছে
أَوْلٰى	উত্তম, শ্রেষ্ঠ	تَزْعُمُ (ن) زَعْمًا	ধারণা করে
اِصْعَدْ	আরোহণ করো	اَعْقَلُ	অধিক জ্ঞানী
اَلْمِنْبَرُ	মিম্বর	اَسَنُّ	বয়সে বড়, অধিকতর বয়স্ক
اُذْكُرْ	উল্লেখ করো, ঘোষণা করো		

তারকীব ঃ اَنْتَ وَ ذَاكَ ঃ اَىْ كُنْ اَنْتَ مَعَ ذٰلِكَ ঃ যদি মুবতাদার পর وَاوُ الْمَعِيَّةِ আসে, তাহলে খবর মাহযূফ থাকে। যেমন– كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَةٌ সুতরাং اَنْتَ وَذَاكَ -এর মাঝে اَنْتَ হলো মুবতাদা এবং ذَاكَ তার ওপর مَعْطُوْفٌ আর খবর মাহযূফ রয়েছে। মূলরূপ ছিল এই– اَنْتَ مَقْرُوْنٌ مَعَ ذَاكَ এবং খবর انشاء -এর অর্থে।

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ

لَمَّا فُتِحَتْ مِصْرُ اَتٰى اَهْلُهَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ حِيْنَ دَخَلَ يَوْمٌ مِنْ اَشْهُرِ الْعَجَمِ فَقَالُوْا يَا اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اِنَّ لِنِيْلِنَا هٰذَا سُنَّةً لاَيَجْرِىْ اِلاَّ بِهَا قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوْا ! اِذَا كَانَ اِحْدٰى عَشَرَةَ لَيْلَةً يَخْلُوْ مِنْ هٰذَا الشَّهْرِ عَمَدْنَا اِلٰى جَارِيَةٍ بِكْرٍ بَيْنَ اَبَوَيْهَا فَارْضَيْنَا اَبَوَيْهَا، وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلٰى اَفْضَلَ مَايَكُوْنُ ثُمَّ اَلْقَيْنَاهَا فِىْ هٰذَا النِّيْلِ فَقَالَ لَهُمْ عَمْرُو، اِنَّ هٰذَا لاَيَكُوْنُ اَبَدًا فِى الْاِسْلَامِ وَاِنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ فَاَقَامُوْا وَالنِّيْلُ لاَيَجْرِىْ قَلِيْلًا وَلاَ كَثِيْرًا حَتّٰى هَمُّوْا بِالْجَلاَ، فَلَمَّا رَأٰى ذَالِكَ عَمْرُو كَتَبَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِذٰلِكَ فَكَتَبَ لَهُ اَنْ قَدْ اَصَبْتَ بِالَّذِىْ قُلْتَ وَاِنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَبَعَثَ بِطَاقَةً فِىْ دَاخِلِ كِتَابِهِ وَكَتَبَ اِلٰى عَمْرٍو اِنِّىْ قَدْ بَعَثْتُ اِلَيْكَ بِبِطَاقَةٍ فِىْ دَاخِلِ كِتَابِىْ فَاَلْقِهَا فِى النِّيْلِ فَلَمَّا قَدِمَ كِتَابُ عُمَرَ اِلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَخَذَ الْبِطَاقَةَ فَفَتَحَهَا فَاِذَا فِيْهَا مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰى نِيْلِ مِصْرَ فَاِنْ كُنْتَ تَجْرِ مِنْ قِبَلِكَ فَلاَتَجْرِىْ وَاِنْ كَانَ اللّٰهُ يُجْرِيْكَ فَاَسْاَلُ اللّٰهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ اَنْ يُجْرِيَكَ فَاَلْقَى الْبِطَاقَةَ فِى النِّيْلِ قَبْلَ الصَّلِيْبِ بِيَوْمٍ، فَاَصْبَحُوْا، وَقَدْ اَجْرَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا فِىْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَعَ اللّٰهُ تِلْكَ السُّنَّةَ عَنْ اَهْلِ الْمِصْرِ اِلَى الْيَوْمِ -

---

নির্দেশ একমাত্র আল্লাহরই

মিশর বিজয় হওয়ার পর মিশরবাসী হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নিকট গিয়ে বলল, আমীরুল মু'মিনীন আমাদের এই নীল্‌নদের একটি নীতি আছে যা ব্যতীত (সেই নদীতে) পানি প্রবাহিত হয় না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কোন নীতি? তারা বলল, এই মাসের ১১ তারিখে আমরা এমন এক কুমারী মেয়েকে বাছাই করি যে তার মাতাপিতার প্রথম সন্তান, তার মাতাপিতাকে (টাকা পয়সা) দিয়ে সন্তুষ্ট করি এবং তাকে উন্নতমানের পোষাক ও অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত করি। অতঃপর আমরা তাকে এই নীল্‌নদে নিক্ষেপ করি। হযরত আমর বললেন, ইসলামে কখনো এটা হতে পারে না। ইসলাম তার পূর্ববর্তী সব নিয়ম-নীতিকে মিটিয়ে দেয়। মিশরবাসীরা আরো কিছুদিন

অপেক্ষা করল কিন্তু নীলনদ থেকে কমবেশি কোনো পানিই প্রবাহিত হচ্ছিল না। এমনকি মিশরবাসীরা মিশর ত্যাগ করার পরিকল্পনা করে ফেলল। হযরত আমর (রা.) এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট এ মর্মে পত্র লিখে পাঠালেন। অতঃপর তিনি হযরত আমরের উত্তরে লিখলেন, তুমি যা কিছু বলেছ সঠিকই বলেছ। নিশ্চয় ইসলাম তার পূর্ববর্তী নিয়ম-নীতিকে খতম করে দেয় এবং তিনি তাঁর সেই পত্রের ভিতর একটি ছোট কাগজ দিয়ে দিলেন এবং তিনি আমরের নিকট লিখলেন, আমি আমার পত্রের ভিতরে তোমার নিকট একটি কাগজের টুকরা প্রেরণ করলাম, তুমি তা নীলনদে ফেলে দিও। যখন ওমর (রা.)-এর পত্র হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-এর নিকট আসল তখন তিনি কাগজের টুকরাটি নিয়ে খুললেন তাতে লেখা ছিল– আল্লাহর বান্দা ওমর ইবনে খাত্তার আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে মিশরের নীল নদীর প্রতি। (হে নীল নদী) তুমি যদি তোমার পক্ষ থেকে প্রবাহিত হয়ে থাক তাহলে প্রবাহিত হয়ো না, আর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন তাহলে সেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন। অতঃপর তিনি কাগজের টুকরাটিকে ছলীব এর (একটি উৎসবের দিন) একদিন পূর্বে নীলনদে নিক্ষেপ করলেন।

অতএব পরদিন ভোর বেলায় দেখা গেল আল্লাহ তা'আলা একই রাত্রে ১৬ গজ (উঁচু) করে (নীলদে) পানি প্রবাহিত করে দিলেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সেই নীতি ও প্রথাকে মিশর থেকে চিরদিনের জন্য উঠিয়ে দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

هِمَّةً . هَمًّا . هَمْوًا

ইচ্ছা করা, চিন্তাশীল হওয়া, দৃঢ় সংকল্প করা

جَلَاهُ (عن) (ن) اَلْجَلَا দেশান্তর করা

بِطَاقَةٌ (ج) بِطَاقَاتٌ . بَطَائِقُ কাগজের টুকরা, কাড

اَلصَّلِيْبُ জাহেলিয়াতের যুগের একটি উৎসবের দিনের নাম

سُنَّةٌ (ج) سُنَنٌ পদ্ধতি, নীতি

عَمَدَ (ض) (إِلَيْهِ) عَمْدًا ইচ্ছা, সংকল্প করা

اَلْإِرْضَاءُ . اَرْضَيْنَا খুশি করা, সন্তুষ্ট করা

নোট : سَمِعَ হতে مَرْضَاةً . رِضَاءً . رِضْوَانًا সন্তুষ্ট হওয়া।

بِكْرٌ (ج) اَبْكَارٌ কুমারী, অবিবাহিতা নারী

حُلِيٌّ (ج) اَلْحُلْيُ গহনা, গয়না, অলঙ্কার

صِفَةُ الْعَدْلِ

قَالَ مُعَاوِيَةُ (رض) وَاِنِّى لَاَسْتَحْيِى اَنْ اَظْلِمَ مَنْ لَايَجِدُ نَاصِرًا عَلَىَّ اِلَّا اللّٰهَ . اِسْتَعْمَلَ اِبْنُ عَامِرٍ عَمْرَو بْنَ اَصْبَعَ عَلَى الْاَهْوَازِ فَلَمَّا عَزَلَهُ قَالَ لَهُ مَاجِئْتَ بِهٖ؟ قَالَ لَهُ مَا مَعِىَ اِلَّامِائَةُ دِرْهَمٍ وَاَثْوَابٌ قَالَ كَيْفَ ذَالِكَ ؟ قَالَ اَرْسَلْتَنِىْ اِلٰى بَلَدٍ اَهْلُهُ رَجُلَانِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ لَهُ مَالِىْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَىَّ وَ رَجُلٌ لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ قَالَ فَوَ اللّٰهِ مَادَرَيْتَ اَيْنَ اَضَعُ يَدِىْ قَالَ (الرَّاوِىْ) فَاَعْطَاهُ عِشْرِيْنَ اَلْفًا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمَّا وُلِّىَ الْخِلَافَةَ اِلَى الْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ الْبَصَرِى اَنْ يَّكْتُبَ اِلَيْهِ بِصِفَةِ الْاِمَامِ الْعَادِلِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ، اِعْلَمْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْاِمَامَ الْعَادِلَ قِوَامَ كُلِّ مَائِلٍ وَقَصَدَ كُلِّ جَائِرٍ وَصَلَاحَ كُلِّ فَاسِدٍ وَقُوَّةَ كُلِّ ضَعِيْفٍ وَنِصْفَةَ كُلِّ مَظْلُوْمٍ وَمَفْزَعَ كُلِّ مَلْهُوْفٍ وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَالرَّاعِى الشَّفِيْقِ عَلٰى اِبِلِهِ الرَّفِيْقِ الَّذِىْ يَرْتَادُ لَهَا اَطْيَبَ الْمَرْعٰى وَيَذُوْدُهَا عَنْ مَرَاتِعِ الْمُهْلِكَةِ وَيَحْمِيْهَا مِنَ السِّبَاعِ وَيَكْنِفُهَا مِنْ اَذَى الْحَرِّ وَالْقَرِّ ، وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! كَالْاَبِ الْحَافِىْ عَلٰى وَلَدِهٖ يَسْعٰى لَهُمْ صِغَارًا وَيُعَلِّمُهُمْ كِبَارًا يَكْتَسِبُ لَهُمْ فِىْ حَيَاتِهٖ وَيَدَّخِرُ بَعْدَ مَمَاتِهٖ، وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ -

---

ইনসাফের বর্ণনা

(১) হযরত মু'আবিয়া (রা.) বলেন, আমি এমন ব্যক্তির ওপর জুলুম করতে লজ্জাবোধ করি, যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যকারী পায় না। ইবনে আমির আমর ইবনে আসবা'আকে আহওয়াজের কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। যখন তাকে বরখাস্ত করা হয় তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি নিয়ে এসেছ? সে বলল: একশত দিরহাম এবং কিছু কাপড় ব্যতীত কিছুই আমার নিকট নেই। ইবনে আমির জিজ্ঞেস করলেন : এত অল্প কেন? তিনি বললেন : আপনি আমাকে এমন শহরে প্রেরণ করেছিলেন যাতে দু'শ্রেণীর লোক বাস করে। এক মুসলমান, আমার জন্য যা উপকারী তা তাদের জন্য উপকারী এবং যে বস্তু আমার জন্য ক্ষতিকারক তা তাদের জন্যও ক্ষতিকারক (উপকারিতা ও ক্ষতিতে আমার ও তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই) দ্বিতীয় প্রকার লোক হলো যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দায়িত্বে রয়েছে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে, আমার হাত কোথায়

রাখব? বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে আমীর আমর ইবনে আসবা'আকে বিশ হাজার দিরহাম দান করেছেন, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন অত্যাচার কিয়ামত দিবসে অনেক প্রকার অন্ধকারের সমষ্টি হবে। (২) ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) খলিফা হওয়ার পর হযরত হাসান বসরীর নিকট পত্র লিখলেন যে, তিনি যেন ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা খলিফার গুণাবলি লিখে প্রেরণ করেন। তাই হযরত হাসান বসরী (র.) ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট পত্র লিখলেন যে, আমিরুল মু'মিনীন! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ খলিফাকে প্রত্যেক বক্রতাকে সোজাকারী, প্রত্যেক অত্যাচারীকে সঠিক পথে আনয়নকারী, ফাসিককে (দুষ্টকে) সংশোধনকারী, প্রত্যেক অত্যাচারিতের ন্যায়ের মিমাংসাকারী এবং প্রত্যেক বিপদগ্রস্তকে আশ্রয়দানকারী রূপে বানিয়েছেন। (অর্থাৎ যার মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলি আছে সেই খলিফা হওয়ার যোগ্য।) হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হলো সেই রাখাল স্বরূপ যে তার উটের ওপর বড় দয়াশীল এবং এমন মমতাশীল যে সে ওদের জন্য উত্তম চারণভূমি সন্ধান করে এবং যে চারণভূমিতে ক্ষতির সম্ভাবনা সেখান থেকে দূরে থাকে এবং তার পশুগুলোকে হিংস্র প্রাণী ও ঠাণ্ডা গরম থেকে হেফাজত রাখে। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ সেই পিতার মতো যে তার সন্তানের সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয়তা ও উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। সন্তান যখন ছোট থাকে তখন তাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে, সন্তান যখন লেখা-পড়ার উপযুক্ত হয় তখন লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করে, নিজের জীবদ্দশায় সন্তানদের জন্য রোজগার করে এবং মরে যাবার পরে যাতে সন্তানদের জন্য কাজে আসে সে জন্য মালসম্পদ জমা রাখে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ
مُرْتَعٌ (ج) مَرَاتِعُ	চারণভূমি
رَتَعَ (ف) رَتْعًا	বিলাসীতায় জীবন যাপন করা
مُهْلِكَةٌ (مصدر ميمى)	ধ্বংস হওয়া
اَلسِّبَاعُ (و) سَبْعٌ	হিংস্র প্রাণী
يَكْنُفُ (ن) كَنْفًا	হেফাজত করে
يَحْمِيْهَا حِمًى (ض) حِمَايَةً وحمايةً	বাঁচানো, বিরত রাখা
اَلْقَرُّ	ঠাণ্ডা
اَلْحَرُّ	গরম
اَلْبَرَّةُ (مو) اَلْبَرُّ	দয়া ও পূণ্যকারিণী
كُرْهًا (س)	নিজে নিজকে কষ্টের উপর বাধ্য করা
كُرْهٌ	কষ্ট
اَكْرَهَا (عَلٰى)	বাধ্য করা
قَوَامٌ	ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক
قَصَدَ (ض) قَصْدًا	মধ্যম পন্থা, সঠিক রাস্তা
جَائِرٌ (ج) جَارَةٌ ، جَائِرُوْنَ	সীমালঙ্ঘনকারী
نَصْفَةٌ	ন্যায়, ইনসাফ
مَفْزَعٌ	আশ্রয়ের স্থান
مَلْهُوْفٌ	চিন্তাশীল, অত্যাচারিত
فَزِعَ (ج) فَزَعًا	ভয় করা, আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া
اَلرَّاعِىْ (ج) رُعَاةٌ	রাখাল
اَلشَّفِيْقُ	দয়ালু, দয়ালু হওয়া, কল্যাণকামী
شَفِقَ (س) مِنَ الْاَمْرِ	মেহেরবানী করা
يَرْتَادُ - اِرْتِيَادًا	সন্ধান করা
اَلْمَرْعٰى (ج) مَرَاعِىْ	চারণভূমি, ঘাসের মাঠ
يَذُوْدُ (ن) ذَوْدًا	তাড়িয়ে দেওয়া, সরিয়ে দেওয়া

يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! كَالْاُمِّ الشَّفِيْقَةِ الْبَرَّةِ الرَّفِيْقَةِ بِوَلَدِهَا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ رَبَّتْهُ طِفْلًا تَسْهَرُ بِسَهْرِهٖ وَتَسْكُنُ بِسُكُوْنِهٖ تُرْضِعُهٗ تَارَةً وَتَفْطِمُهٗ اُخْرٰى وَتَفْرَحُ بِعَافِيَتِهٖ وَتَغْتَمُّ بِشِكَايَتِهٖ وَالْاِمَامُ الْعَدْلُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَصِيُّ الْيَتَامٰى، وَخَازِنُ الْمَسَاكِيْنِ، يُرَبِّىْ صَغِيْرَهُمْ ، وَيَمُوْنُ كَبِيْرَهُمْ وَالْاِمَامُ الْعَدْلُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! كَالْقَلْبِ بَيْنَ الْجَوَانِحِ تَصْلُحُ الْجَوَانِحُ بِصَلَاحِهٖ وَتَفْسُدُ بِفَسَادِهٖ وَالْاِمَامُ الْعَدْلُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! هُوَ الْقَائِمُ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ عِبَادِهٖ يَسْمَعُ كَلَامَ اللّٰهِ وَيُسْمِعُهُمْ وَيَنْظُرُ اِلَى اللّٰهِ وَيُرِيْهِمْ وَيَنْقَادُ اِلَى اللّٰهِ وَيَقُوْدُهُمْ فَلَاتَكُنْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! فِيْمَا مَلَّكَكَ اللّٰهُ كَعَبْدٍ اِئْتَمَنَهٗ سَيِّدُهٗ وَاسْتَحْفَظَهٗ مَالَهٗ فَبَدَّدَ الْمَالَ وَشَرَّدَ الْعِيَالَ فَاَفْقَرَ اَهْلَهٗ وَفَرَّقَ مَالَهٗ وَاعْلَمْ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الْحُدُوْدَ لِيَزْجُرَ بِهَا عَنِ الْخَبَائِثِ وَالْفَوَاحِشِ فَكَيْفَ اِذَا اَتَاهَا مَنْ يَلِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الْقِصَاصَ حَيٰوةً لِعِبَادِهٖ فَكَيْفَ اِذَا قَتَلَهُمْ مَنْ يَّقْتَصُّ لَهُمْ وَاذْكُرْ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! الْمَوْتَ وَمَا بَعْدَهٗ وَقِلَّةَ اَشْيَاعِكَ عِنْدَهٗ وَاَنْصَارِكَ عَلَيْهِ فَتَزَوَّدْ لَهٗ وَلِمَا بَعْدَهٗ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَاعْلَمْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اِنَّ لَكَ مَنْزِلًا غَيْرَ مَنْزِلِكَ الَّذِىْ اَنْتَ فِيْهِ يَطُوْلُ فِيْهِ ثَوَاؤُكَ وَيُفَارِقُكَ اَحِبَّاؤُكَ يُسَلِّمُوْنَكَ فِىْ قَعْرِهٖ فَرِيْدًا وَحِيْدًا فَتَزَوَّدْ لَهٗ مَاتَصْحَبُكَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ –

হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ সেই মাতার মতো যিনি নিজ সন্তানের উপর বড় কল্যাণকামী ও দয়াশীল। যিনি সন্তানকে বড় কষ্ট করে পেটে ধারণ করেছেন এবং বড় কষ্ট করে প্রসব করেছেন। শিশুকালে লালন-পালন করেছেন। যদি কোনো কষ্টে সন্তান জাগ্রত থাকে তাহলে মাতাও জাগ্রত থাকেন। শিশুর শান্তিতে মায়ের শান্তি। কখনো দুধ পান করান, কখনো দুধ ছাড়ান। শিশুর সুস্থতাতেই মায়ের আনন্দ। বাচ্চার অভিযোগে মা চিন্তাশীলা হয়। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এতিমদের অভিভাবকের মতো এবং মিসকীনদের সম্পদ রক্ষকস্বরূপ। তাদের ছোটদের লালন-পালনকারী এবং বড়দের ব্যয় বহনকারী। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ পাঁজড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত কলবের মতো এটা সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে আর এটা নষ্ট হলে সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের মধ্যখানে দণ্ডায়মান। সে আল্লাহর কালাম শুনে মানুষকে শোনায় (অর্থাৎ আদেশের উপর নিজেও চলে অন্যকেও চালায়) সে নিজে আল্লাহর

দিকে মনোনিবেশ করে অন্যকেও আল্লাহর রাস্তা বাতলে দেয়, সে নিজেও আল্লাহর আনুগত্যশীল এবং অন্যকেও সেই দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই সব কাজে যার মালিক আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বানিয়েছেন আপনি সেই কৃতদাসের মতো হবেন না, যাকে মনিব বিশ্বাসী ভেবে তার নিকট নিজ সম্পদ রক্ষার জন্য রেখেছিল এবং সে তার মালসম্পদকে ছড়িয়ে দিল এবং পরিবার-পরিজনকে তাড়িয়ে দিল (গৃহহীন করল), তার পরিবার ও সন্তানাদিকে সম্পদহীন করল এবং তার মালকে নষ্ট করে দিল। হে আমীরুল মু'মিনীন আপনি অবগত থাকুন যে, আল্লাহ তা'আলা শরয়ী শাস্তি অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা মানব জাতিকে অশালীন কাজকর্ম ও অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখার জন্য। সুতরাং যখন অবাধ্যতা সেই ব্যক্তিই করে যিনি শরয়ী বিধান প্রয়োগকারী, কি কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে সে? আল্লাহ তা'আলা কেসাসের নির্দেশ দান করেছেন তাঁর বান্দাদের জীবন রক্ষার্থে। সুতরাং যে ব্যক্তি মানবজাতির কিসাস লওয়ার জিম্মাদার সে নিজেই যদি মানবজাতিকে হত্যা করে, তার অবস্থা কি হবে? হে আমীরুল মু'মিনীন! মৃত্যু ও তার পরের অবস্থাকে স্মরণ রাখুন! আল্লাহর নিকট আপনার কোনো সাহায্যকারী না হওয়ার কথা স্মরণ রাখুন। মৃত্যু থেকে নিয়ে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য পাথেয় অর্জন করুন। স্মরণ রাখুন! হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি বর্তমানে যে মনজিলে বা অবস্থায় আছেন এটা ব্যতীত আপনার জন্য অন্য একটি মঞ্জিল ও অবস্থানস্থল রয়েছে, যাতে অবস্থান খুব দীর্ঘ হবে এবং আপনার সাথী বন্ধুরা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেউই আপনার সাথে যাবে না। তারা আপনাকে কবরের গভীরে একাকী রেখে আসবে। সুতরাং আপনি তার জন্য সম্বল অর্জন করুন, সেদিন তা আপনার সাথে থাকবে যেদিন মানুষ তার ভাই মাতা, পিতা, স্ত্রী এবং ছেলেদের থেকে পলায়ন করবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَفْرِيْحٌ খুশি হওয়া, আনন্দিত হওয়া

فَرِحَ (س) فَرْحًا খুশি করা

تَغْتِمٌّ চিন্তাশীল হওয়া

يَتِيْمٌ (ج) اَلْيَتَامٰى নাবালিগ সন্তান যার পিতা মারা গেছে

يَمُوْنُ (ن) مَؤُنَةً وَمَوْنًا খানা-পিনার ব্যয় বহন করা

اَلْجَانِحَةُ (ج) اَلْجَوَانِحُ পার্শ্ব, বাজু

تَصْلُحُ (ف ، ك ، ن) صَلَاحًا সঠিক হওয়া, সংশোধন হওয়া

شَرَدَ (ن) شُرُوْدًا - شَرْدًا তাড়িয়ে দেওয়া

شَرَدَ عَلَى اللّٰهِ আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়া

عِيَالٌ পরিবার-পরিজন

يَزْجُرُ (ن) زَجْرًا বিরত রাখা

فَاحِشَةٌ (ج) فَوَاحِشُ অশ্লীলতা, কদর্যতা, খারাপকাজ

شِيْعَةٌ (ج) اَشْيَاعٌ অনুসারী

বিঃ দ্রঃ হযরত আলী (রা.)-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জিতকারীদের ক্ষেত্রে এ শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

تَزَوَّدَ (صيغة الامر) مِنَ التَّزَوُّدِ পাথেয় নেওয়া, সম্বল নেওয়া

فَزَعُ الْاَكْبَرِ হযরত ইস্রাফীল (আ.)-এর দ্বিতীয় ফুৎকার অথবা দোজখের দিকে যাওয়ার সময় বা যখন মউতকে জবাই করা হবে সে সময়।

قَعْرٌ (ج) قُعُوْرٌ গর্ত, গভীর

وَاذْ كُرْيَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ وَحُصِّلَ مَافِى الصُّدُوْرِ، فَالْاَسْرَارُ ظَاهِرَةٌ وَالْكِتَابُ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا ، فَالْاٰنَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! وَاَنْتَ فِىْ مَهْلٍ قَبْلَ حُلُوْلِ الْاَجَلِ وَانْقِطَاعِ الْاَمَلِ لَاتَحْكُمْ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيْنَ وَلَاتَسْلُكْ بِهِمْ سَبِيْلَ الظَّالِمِيْنَ وَلَاتُسَلِّطِ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَاِنَّهُمْ لَايَرْقُبُوْنَ فِىْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَلَاذِمَّةً فَتَبُوْءُ بِاَوْزَارِكَ وَاَوْزَارٍ مَعَ اَوْزَارِكَ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكَ وَثِقَالًا مَعَ اَثْقَالِكَ وَلَايَغُرَّنَّكَ الَّذِيْنَ يَتَنَعَّمُوْنَ بِمَا فِيْهِ بُوْسُكَ وَيَاْكُلُوْنَ الطَّيِّبَاتِ فِىْ دُنْيَاهُمْ بِاِذْهَابِ طَيِّبَاتِكَ فِىْ اٰخِرَتِكَ لَاتَنْظُرْ اِلٰى قُدْرَتِكَ الْيَوْمَ وَلٰكِنْ اُنْظُرْ اِلٰى قُدْرَتِكَ غَدًا وَاَنْتَ مَاْسُوْرٌ فِىْ حَبَائِلِ الْمَوْتِ وَمَوْقُوْفٌ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ فِىْ مَجْمَعٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَقَدْ عَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ، اِنِّىْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ لَمْ اَبْلُغْ بِعِظَتِىْ مَابَلَغَهُ اُوْلُو النُّهٰى مِنْ قَبْلُ فَلَمْ اٰلُكَ شَفْقَةً وَنُصْحًا فَاَنْزِلْ كِتَابِىْ كَمُدَاوِىْ حَبِيْبِهِ، يُسْقِيْهِ الْاَدْوِيَةَ الْكَرِيْهَةَ لِمَايَرْجُوْ لَهُ فِىْ ذَالِكَ مِنَ الْعَافِيَةِ وَالصِّحَّةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ.

হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি সেদিনকে (সে সময়কে) স্মরণ করুন, যখন কবর তার মধ্যকার সবকিছু বের করে দিবে এবং অন্তরে যা কিছু আছে সব প্রকাশ হয়ে যাবে। সুতরাং রহস্যসমূহ প্রকাশ হয়ে যাবে, (অতএব তখন দেখা যাবে) আমলনামা ছোট বড় কিছুই ছেড়ে দেয়নি বরং সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে। হে আমীরুল মু'মিনীন! এখন আপনি এমন অবস্থায় আছেন যে, মৃত্যু আসার পূর্বমুহূর্ত এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা নিঃশ্বেষের সময়, আপনি মূর্খদের নির্দেশের মতো নির্দেশ দিবেন না। অত্যাচারিদের মতো চলবেন না। তাদের পথ গ্রহণ করবেন না। অহংকারী দুষ্টদেরকে দুর্বলদের ওপর কর্তৃত্ব দিবেন না। কেননা সে কোনো মু'মিনের তত্ত্বাবধান করে না। না তাদের আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখে, না তাদের কথাবার্তার অঙ্গীকারের প্রতি। যদি এমন করেন তাহলে আপনি আপনার পাপ এবং আপনার পাপের সাথে আরো পাপ নিয়ে ফিরবেন। আর নিজের বোঝার সাথে অনেক বোঝা উঠাবেন (তথা আপনি যে পাপ করেছেন তার শাস্তি আপনি ভোগ করতে হবে এবং আপনি মূর্খ দুষ্ট অযোগ্যকে হাকিম এবং জিম্মাদার বানানোর কারণে তাদের পাপের অংশীদারও আপনি হবেন এবং আপনার পাপের আজাবের সাথে তাদের পাপের আযাবও ভোগ করতে হবে, সে সব লোক যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে, যারা এমন বস্তু দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যে ও বিলাসিতায় জীবন যাপন করে। যাতে আপনার ক্ষতি রয়েছে এবং যারা পরকালকে নষ্ট করে ইহজগতে উন্নত খাদ্য আহার করছে। (অর্থাৎ আপনার নিকট এমন লোকের সুযোগ দিবেন না যারা অবৈধভাবে বায়তুলমাল থেকে খরচ করে এবং বিলাসবহুল জীবন যাপন করে, যদি আপনি তাদেরকে এমন সুযোগ দেন তাহলে আপনি ইহকালীন ও পরকালীন

ক্ষতির মধ্যে পতিত হবেন এবং আপনার পরকালের সুখ, দুঃখে রূপান্তরিত হবে)। আপনি আপনার আজকের ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন না; বরং আগামীকাল (ক্বিয়ামত দিবসে) আপনার ক্ষমতা কি হবে সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন, তখন আপনি মউতের ফাঁদে আবদ্ধ থাকবেন এবং ফেরেশতা, নবী ও রাসূলগণের সমাবেশে আপনি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকবেন। সবার চেহারা নত হবে চিরঞ্জীব, চিরন্তন আল্লাহর সামনে।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার পূর্ববর্তী জ্ঞানীগণ যে নসিহত করতেন যদিও আমি নসিহত দ্বারা তাদের সেই সীমায় পৌঁছিনি তবুও আপনার কল্যাণার্থে আমি কোনো ত্রুটি করিনি। সুতরাং আপনি আমার পত্রটিকে আপনার বন্ধুর চিকিৎসকের মতো লক্ষ্য রাখবেন যিনি আপনার বন্ধুকে আরোগ্যতা ও সুস্থতার আশায় ঔষধ সেবন করায় আর হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অবতীর্ণ হোক আল্লাহর রহমত ও বরকত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بُؤْسٌ কষ্ট, আজাব, শাস্তি

حُبَالَةٌ (ج) حَبَائِلُ ফাঁদ

عَنَتْ (ن) عُنُوًّا আনুগত্যশীল হওয়া, ছোট হওয়া, হেয় হওয়া

مَلَكٌ (ج) اَلْمَلٰئِكَةُ ফেরেশতা

নোট : مَلَكٌ মূলে ছিল مَلْأَكٌ হামযার হরকত লাম শব্দে দিয়ে সহজের জন্য হামযাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে مَلَكٌ হয়ে গেছে। বহুবচনের সময় সেই বিলোপকৃত হামযা আবার ফিরে এসেছে।

اُولُو النُّهٰى জ্ঞানী

اَلنُّهْيَةُ (ج) اَلنُّهٰى জ্ঞান

مُدَاوِيْ (اسم فاعل) চিকিৎসক

بَعْثَرَهٗ বিক্ষিপ্ত করা, ছড়ানো

لَايُغَادِرُ ـ مُغَادَرَةً ছেড়ে দেওয়া, বিরত থাকা, রাজি রাখা

(অর্থাৎ ছোট বড় কোনো গুনাহকেই ছাড়েনি সবগুলোই লিপিবদ্ধ আছে)।

مَهَلٌ অবকাশ, সময়, সুযোগ, ঢিলেমি, ধীরতা

لَايَرْقُبُوْنَ (ن) رُقُوْبًا রক্ষণাবেক্ষণ করা, অপেক্ষা করা

اَلٌّ আত্মীয়, প্রতিবেশি

ذمه জিম্মা, দায়িত্ব, আশ্রয়, নিরাপত্তা

بَوْءًا (ن) تَبُوْءُ প্রত্যাবর্তন

আর ب. সেলা হলে অর্থ হবে স্বীকার করা পাপ

وِزْرٌ (ج) اَوْزَارٌ পাপ

لَا يَضِيعُ أَجْرُ مَنْ غَارَ لِلّٰهِ

ذَكَرَ الْحَرِيرِيُّ فِي الدُّرَّةِ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُبَرَّدَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ الْمَازِنِيَّ قَصَدَهُ بَعْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِيَقْرَأَ عَلَيْهِ كِتَابَ سِيبَوَيْهِ وَبَذَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَامْتَنَعَ أَبُوْ عُثْمَانَ مِنْ قَبُوْلِ بَذْلِهِ، فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَتْرُكُ هٰذِهِ النَّفَقَةَ مَعَ فَاقَتِكَ وَشِدَّةِ إِضَاقَتِكَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا الْكِتَابَ يَشْتَمِلُ عَلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ كَذَا وَكَذَا آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَسْتُ أَرٰى أَنْ أُمَكِّنَ مِنْهُ ذِمِّيًّا غَيْرَةً عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَحَمِيَّةً لَهُ قَالَ فَاتَّفَقَ أَنْ غَنَّتْ جَارِيَةٌ بِحَضْرَةِ الْوَاثِقِ بِقَوْلِ الْعَرْجِيِّ : أَظَلُومُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلًا * أَهْدَى السَّلَامَ تَحِيَّةً ظُلْمٌ فَاخْتَلَفَ مَنْ بِالْحَضْرَةِ فِيْ إِعْرَابِ "رَجُل" فَمِنْهُمْ مَنْ نَصَبَهُ، بِإِنَّ عَلٰى أَنَّهُ اِسْمُهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَعَهُ عَلٰى أَنَّهُ خَبَرُهَا وَالْجَارِيَةُ مُصِرَّةٌ عَلٰى أَنَّ شَيْخَهَا أَبُوْ عُثْمَانَ لَقَّنَهَا إِيَّاهُ بِالنَّصْبِ فَأَمَرَ الْوَاثِقُ بِإِحْضَارِهِ قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ فَلَمَّا مَثَلْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ مِنَ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ مِنْ بَنِيْ مَازِنٍ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَوَازِنِ ؟ أَمَازِنُ تَمِيْمٍ أَمْ مَازِنُ قَيْسٍ أَمْ مَازِنُ رَبِيْعَةَ؟ قُلْتُ مِنْ مَازِنِ رَبِيْعَةَ فَكَلَّمَنِيْ بِكَلَامِ قَوْمِيْ وَقَالَ لِيْ بَاسْمُكَ؟ يُرِيْدُ مَا اسْمُكَ وَهُمْ يَقْلِبُوْنَ الْمِيْمَ بَاءً وَالْبَاءَ مِيْمًا إِذَا كَانَ فِيْ أَوَّلِ الْأَسْمَاءِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجِيْبَهُ عَلٰى لُغَةِ قَوْمِيْ لِئَلَّا أُوَاجِهَهُ بِالْمَكْرِ فَقُلْتُ بَكْرٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! فَفَطِنَ لِمَا قَصَدْتُهُ وَأَعْجَبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ مَاتَقُوْلُ فِيْ قَوْلِ الشَّاعِرِ : أَظَلُوْمُ أَنَّ الْبَيْتَ أَتَرْفَعُ رَجُلًا أَمْ تَنْصِبُهُ؟ فَقُلْتُ بَلِ الْوَجْهُ النَّصْبُ قَالَ وَلِمَ ذَالِكَ فَقُلْتُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلًا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى إِصَابَتِكُمْ فَأَخَذَ الْيَزِيْدِيُّ فِيْ مُعَارَضَتِيْ فَقُلْتُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ إِنَّ ضَرْبَكُمْ زَيْدًا ظُلْمٌ فَالرَّجُلُ مَفْعُوْلُ مُصَابَكُمْ وَمَنْصُوْبٌ بِهِ وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَلَامَ مُعَلَّقٌ إِلَّا أَنْ يَّقُوْلَ "ظُلْمٌ" فَيَتِمُّ، فَاسْتَحْسَنَهُ الْوَاثِقُ ثُمَّ أَمَرَ لِيْ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ وَ رَدَّنِيْ مُكْرَمًا قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَلَمَّا عَادَ إِلَى الْبَصْرَةِ قَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ يَا أَبَالْعَبَّاسِ رَدَدْنَا لِلّٰهِ مِائَةً فَعَوَّضَنَا بِأَلْفٍ ـ

আল্লাহর জন্য আত্মমর্যাদা পোষণকারীর প্রতিদান নষ্ট হয় না

আল্লামা হারীরী 'দুররাতুল গাওওয়াস" গ্রন্থে আবুল আব্বাস মুবাররাদ নাহবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিছু সংখ্যক জিম্মিরা আবূ ওসমান মাযিনীর নিকট সীবওয়াইহের কিতাব পড়তে ইচ্ছা পোষণ করল। তারা আবূ ওসমানকে হাদিয়া হিসেবে একশত দিনার দিল, তিনি তা গ্রহণ করলেন না। সুতরাং আমি তাকে বললাম, আমি আপনার ওপর উৎসর্গ হই। আপনি এত কষ্টে ও অভাব-অনটনে থাকা সত্ত্বেও এই খরচ (দিনারগুলো) গ্রহণ করছেন না? তিনি বললেন, এ গ্রন্থটি কুরআনের অমুক অমুক তিনশত আয়াত সম্বলিত। কুরআনের প্রতি আত্মসম্মান ও অধিক ভক্তি থাকায় তার বিনিময় নিয়ে জিম্মিকে শিক্ষা দেওয়া আমি উচিত মনে করি না। আবুল আব্বাস বলেন, অতঃপর

ঘটনাক্রমে বাদশাহ ওয়াসিক বিল্লাহর সম্মুখে একজন বালিকা এক আরবি কবির কবিতা পড়ল অর্থ হচ্ছে " হে বড় অত্যাচারী এমন ব্যক্তিকে আঘাত করা, ব্যথা দেওয়া অত্যাচারম যার ত্রুটি শুধু এইটুকু যে, "তিনি সম্মানার্থে সালাম পেশ করেছেন"। বৈঠকে উপস্থিত (আলিম ও জ্ঞানী) লোকেরা (কবিতায়) رجل শব্দের ইরাবের মধ্যে মতভেদ করতে লাগলেন। সুতরাং কেউ বললেন, এটা ان -এর اسم হিসেবে منصوب হবে। কেউ বললেন, এটা ان -এর خبر হিসেবে مرفوع হবে। অপরদিকে মেয়েটি বারবার বলছিল যে, তার উস্তাদ আবূ ওসমান نصب -এর সাথে পড়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তাই বাদশাহ ওয়াসিকবিল্লাহ আবূ ওসমানকে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। আবূ ওসমান বলেন, অতঃপর আমি যখন তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হলাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন এই ব্যক্তি কে? আমি বললাম, আমি বনী মাযিনের লোক। তিনি বললেন, মাযিন তো অনেক তুমি কোন মাযিনের লোক? মাযিনে তামীম না মাযিনে কায়েস না মাযিনে রাবী'আ? আমি বললাম, মাযিনে রবী'আ-এর, সুতরাং তিনি আমার সাথে আমার স্বীয় গোত্রের ভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করলেন এবং আমাকে বললেন با اسمك অর্থাৎ ما اسمك বনী মাযিন সাধারণত মীমকে باء দ্বারা এবং باء কে ميم দ্বারা পরিবর্তন করত। তবে যখন নামের প্রথমে আসে তখন আমি নিজ ভাষায় তার জবাব দেওয়া সমচীন মনে করিনি। যাতে তার কারণে بكر শব্দকে مكر বলতে বাধ্য হব (যা এক প্রকারের বে'আদবি) এ জন্য আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন আমার নাম বকর। তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন এবং অত্যন্ত খুশি হলেন এরপর বললেন, আপনি কবির اظلوم ان رجلا কবিতার رجلا কে رفع দেন নাকি نصب ? আমি বললাম এখানে نصب দেয়াই হলো সঠিক। বাদশাহ বললেন, কেন? আমি বললাম مصابكم মাসদার যা اصابتكم -এর অর্থে ব্যবহৃত। এযীদী (যিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন) আমার সাথে তর্ক আলোচনা করতে লাগলেন। আমি বললাম, এই বাক্যটি আপনার কথা ان ضربكم زيدا ظلم -এর স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ ضرب زيدا মাসদারের مفعول হয়ে মানসূব হয়েছে এমনিভাবে رجلا - مصابكم -এর مفعول হবে। مصابكم মাসদার দ্বারা منصوب হয়েছে। যার প্রমাণ হচ্ছে– বাক্যটি অসম্পূর্ণ, ظلم শব্দ বললে সম্পূর্ণ হবে। সুতরাং ওয়াসিক বিল্লাহ এটাকে পছন্দ করলেন। এরপর আমার জন্য এক হাজার দিনার দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এবং আমাকে সম্মানজনক ভাবে বিদায় করলেন। আবুল আব্বাস বললেন, যখন আবূ ওসমান বসরায় ফিরলেন ও বললেন, হে আবুল আব্বাস! আপনি দেখলেন তো আমি আল্লাহর জন্য একশত আশরাফী মুদ্রা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর পরিবর্তে এক হাজার আশরাফী দান করলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَرَجَ - اَلْعرجى একটি মঞ্জিল যা মক্কা মোয়াজ্জমার রাস্তায় অবস্থিত

اَلْوَاثِقُ : আবূ জা'ফর হারুন ইবনে মু'তাসিম ইবনে হারুন রশিদ। সে একজন রুমী বাদি কারাতীসের গর্ভের ছিল। ১৯৬ হিজরিতে মক্কার রাস্তায় তার জন্ম হয়েছিল। মু'তাসিমের ইন্তেকালের দিন ৮ রবিউল আউয়াল ২৭৭ হিজরি বৃহস্পতিবার দিনে তার হাতে খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। তার উপাধি ওয়াসিকবিল্লাহ রাখা হয়েছিল। তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে ইসতিসকা রোগে তথা পানি রোগে আক্রান্ত হন এবং ৬ জিলহজ ২৮২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৫ বৎসর নয় মাস ১১দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

اَظَلُوم اَلْهَمْزَة لِلْاِسْتِفْهَامِ وَظَلُوْمٌ صِيْغَةُ الْمُبَالَغَةِ لِلظَّالِمِ প্রেমিক

مُصَابٌ মাসদারে মীমী, চিহ্নিত স্থানে তীর নিক্ষেপ করা, ব্যথিত করা

مَثُلَتْ (ك) مَثَالَةً بَيْنَ يَدَيْهِ কারো সম্মুখে দাঁড়ানো

مُثُولًا (ن) সমতুল্য হওয়া

مُثْلَةٌ (ج) مُثُلَاتٌ পূর্ব যুগের উম্মতের উপদেশমূলক শাস্তি

اَوَاجِهُهُ - مُوَاجَهَةً সামনা-সামনি কোনো কাজ করা

غَارَ (س) غَيْرَةً আত্মসম্মান বজায় রাখা

اَلْحَرِيْرِيُّ : আবুল কাসিম ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ওসমান বসরী। বসরা শহরের নিকটবর্তী গ্রামে ৪৪৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখর ধিশক্তির অধিকারী এবং বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। অনেক শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল। তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'মাকামাতে হারীরী' এর জ্বলন্ত প্রমাণ। ১৬ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

اَبُوْعُثْمَانُ الْمَازِنِى : বকর ইবনে মুহাম্মদ বড় মুত্তাকী, পরহেজগার ছিলেন। তাঁর যুগে তিনি ইমাম ছিলেন। ইলমে সরফ সর্বপ্রথম তিনিই প্রবর্তন করেন। তা ছাড়া আরো অনেক শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি তর্কশাস্ত্রে বড় পটু ছিলেন। অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ২৪৭ বা ২৪৮ বা ২৪৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

اَهْلُ الذِّمَّةِ

মুসলিম দেশে নিরাপত্তা নিয়ে বসবাসকারী ইহুদি নাসারা।

بَذَلَ (ن) بَذَلَ الشَّيْئَ দেওয়া, ব্যয় করা

بَذَلَ جُهْدَهُ পূর্ণ চেষ্টা করা

نَبْذَةٌ مِنْ ذِكْرِ الْحَجَّاجِ

يُقَالُ اِنَّ الْحَجَّاجَ بَعْدَ قَتْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ذَهَبَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَعَلٰى وَجْهِهٖ لِثَامٌ فَرَاٰى شَيْخًا خَارِجًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهٗ عَنْ حَالِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ، فَقَالَ شَرُّ حَالٍ قُتِلَ ابْنُ حَوَارِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَهٗ قَالَ الْفَاجِرُ اللَّعِيْنُ الْحَجَّاجُ عَلَيْهِ لَعَائِنُ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ مِنْ قَلِيْلِ الْمُرَاقَبَةِ لِلّٰهِ فَغَضِبَ الْحَجَّاجُ غَضَبًا شَدِيْدًا ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا الشَّيْخُ اَتَعْرِفُ الْحَجَّاجَ اِذَا رَاَئَيْتَهٗ قَالَ نَعَمْ وَلَا عَرَّفَهُ اللّٰهُ خَيْرًا وَلَاوَقَاهُ ضَيْرًا فَكَشَفَ الْحَجَّاجُ اللِّثَامَ عَنْ وَجْهِهٖ وَقَالَ سَتَعْلَمُ الْاٰنَ اِذَا سَالَ دَمُكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا تَحَقَّقَ الشَّيْخُ اَنَّهُ الْحَجَّاجُ قَالَ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ يَاحَجَّاجُ اَنَا فُلَانٌ اُصْرَعُ مِنَ الْجُنُوْنِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الْحَجَّاجُ اِذْهَبْ لَاشَفَى اللّٰهُ اِلَّا بَعْدَ مِنْ جُنُوْنِهٖ وَلَا عَافَاهُ وَخُلُوْصُ هٰذَا مِنْ يَدِ الْحَجَّاجِ مِنَ الْعَجَبِ لِاَنَّ اِقْدَامَهٗ عَلَى الْقَتْلِ مُبَادَرَتَهٗ اِلَيْهِ اَمْرٌ لَمْ يُنْقَلْ مِثْلُهٗ عَنْ اَحَدٍ وَكَانَ يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهٖ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَكْبَرَ لِذَاتِهٖ سَفْكُ الدِّمَاءِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْاَصْلُ فِىْ ذَالِكَ اَنَّهٗ لَمَّا وُلِدَ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيًا فَتَصَوَّرَ لَهُمْ اِبْلِيْسُ فِىْ صُوْرَةِ الْحَرْثِ بْنِ كَلْدَةَ طَبِيْبُ الْعَرَبِ وَقَالَ اذْبَحُوْا لَهٗ تَيْسًا اَسْوَدَ وَالْعِقُوْهُ مِنْ دَمِهٖ واطْلُوْا بِهٖ وَجْهَهٗ فَفَعَلُوْا بِهٖ ذَالِكَ فَقَبِلَ ثَدْىَ اُمِّهٖ وَ ذُكِرَ اَنَّهٗ اُتِىَ اِلَيْهِ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْخَوَارِجِ فَجَعَلَ يُكَلِّمُهَا وَهِىَ لَاتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَلَاتَرُدُّ عَلَيْهِ كَلَامًا فَقَالَ لَهَا بَعْضُ اَعْوَانِهٖ يُكَلِّمُكِ الْاَمِيْرُ وَاَنْتِ مُعْرِضَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَسْتَحِى اَنْ اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ لَايَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَاَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتْ وَقَدْ اَحْصَى الَّذِىْ قُتِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَبْرًا فَبَلَغَ مِائَةَ اَلْفٍ وَّعِشْرِيْنَ اَلْفًا ـ

হাজ্জাজের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বর্ণিত আছে হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে শহীদ করার পর মুখের ওপর নেকাব (পর্দা) ঢেলে মদীনায় আসল। শহরের বাইরে এক বৃদ্ধের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। হাজ্জাজ বৃদ্ধকে শহরবাসীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, বড় খারাপ অবস্থা (জটিল অবস্থা), নবীজীর একনিষ্ঠ বন্ধু (যুবাইরের) ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল কে হত্যা করেছে? বৃদ্ধ বললেন, ফাসিক অভিশপ্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তার আল্লাহভীতি না থাকায় তার ওপর আল্লাহ এবং রাসূলের অভিশাপ। এতে হাজ্জাজ রাগান্বিত হলো এবং বলল, হে বৃদ্ধ তুমি হাজ্জাজকে দেখলে চিনতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তাকে কল্যাণের পথ যেন না দেখায় এবং ক্ষতি থেকে যেন না বাঁচান। অতঃপর হাজ্জাজ তার চেহারা থেকে পর্দা উঠাল এবং বলল, এখন তুমি বুঝতে পারবে যখন তোমার রক্ত মাটিতে প্রবাহিত হবে। যখন বৃদ্ধ বুঝতে পারলেন যে, সে-ই হাজ্জাজ, তখন বৃদ্ধ বললেন, হে হাজ্জাজ

এটা বড় আশ্চর্যের কথা যে, আমি দৈনিক পাঁচ বার পাগলামীর কারণে জ্ঞানহারা হয়ে যাই। হাজ্জাজ বলল, চলে যাও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কখনো পাগলামী থেকে আরোগ্য না করুক এবং শান্তির সাথেও না রাখুক। হাজ্জাজের হাত থেকে সেই ব্যক্তির মুক্তি পাওয়া বড় আশ্চর্যের কথা। কেননা হাজ্জাজ বৃদ্ধের হত্যার প্রতি অগ্রসর হওয়া ও তাড়াতাড়ি করা এমন অন্য কারো সম্পর্কে ঘটেনি। (কেননা যত লোককে হত্যা করেছে কারো সম্পর্কে এত অগ্রসর ও তাড়াতাড়ি করেনি। তা সত্ত্বেও কেউ হত্যা থেকে মুক্তি পায়নি, তাই বৃদ্ধের মুক্তি না পাওয়াটাই নিশ্চিত ছিল। ইহা তৎসত্ত্বেও যখন মুক্তি পেল তাই এটা বড় আশ্চর্যের কথা।)

হাজ্জাজ তার সম্পর্কে বলতো আমার নিকট অধিক প্রিয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা। কেউ বলেছেন: এর মূল কারণ হচ্ছে সে যখন জন্ম গ্রহণ করেছে দুধ পানের জন্য কোনো স্তনে মুখ লাগাতো না। দুধ পান করতো না। সুতরাং হাজ্জাজের অভিভাবকরা এ অবস্থা দেখে বড় চিন্তিত হলো। তাদের সেই চিন্তিত অবস্থায় অভিশপ্ত ইবলিস আরবের ডাক্তার হারিস ইবনে কালদাহ-এর আকৃতিতে তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, তোমরা একটি কাল ছাগলের পাঠা জবাই করে তার রক্ত তাকে (হাজ্জাজকে) চাটাও এবং তার মুখে লাগিয়ে দাও। এটা করার পর সে তার মাতার স্তনে মুখ দিল। বর্ণিত আছে তার নিকট খারিজী মহিলা আনা হলো, সে মহিলার সাথে কথোপকথন করছিল কিন্তু মহিলা তার প্রতি দৃষ্টি দিল না এবং কোনো কথার উত্তর দিচ্ছিল না। তাই মহিলাকে হাজ্জাজের বিশেষ সদস্যরা জিজ্ঞেস করল তোমার সাথে খলিফা কথা বলছে এবং তুমি তার থেকে মুখ ফিরে রাখছ এটা বড় বেআদবি। মহিলা বলল, এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি করা আমার লজ্জা আসে যার দিকে আল্লাহ দৃষ্টি করেন না। সুতরাং হাজ্জাজ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল এবং তাকে হত্যা করল। যাদেরকে হাজ্জাজের সামনে তার নির্দেশে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাদের গণনা করা হলে এদের সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

نُبْذَةٌ অংশ, ভাগ, কিয়দংশ, কিছু পরিমাণ, সংক্ষিপ্ত

اَلْحَجَّاجُ : প্রসিদ্ধ অত্যাচারী শাসক ছিল। তার ডাক নাম আবূ মুহাম্মদ পিতার নাম ইউসুফ ইবনে হেকাম। ৪৫ হিজরি অথবা এর কিছু পরে তার জন্ম হয়েছে। তিনি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের পক্ষ থেকে ইরাক এবং খোরাসানের গভর্নর ছিলেন। আব্দুল মালিকের পর যখন ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিক খলিফা হলেন তিনিও হাজ্জাজকে তার পদে বহাল রেখেছেন। হাজ্জাজের রক্তপাতের ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, সে ১ লক্ষ ২০ হাজার মুসলমানকে তার শাসনকালে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে (যুদ্ধের ময়দানে যারা নিহত হয়েছে তারা ব্যতীত)। সে বলতো আমার নিকট রক্তপাত অতি প্রিয়। সে সাহাবীগণের ওপরও অত্যাচার করেছে যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-কে শহীদ করেছে, মক্কার হেরেম শরীফে রক্তপাত করেছে, কা'বা শরীফের সাথে বেআদবি করেছে। পরিণামে সে ভীষণ পেট ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছিল। অভিজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছিল পেটে কীট হয়েছে। সুতরাং একটি সুতায় গোশত বেঁধে তার কণ্ঠনালীর নিচে অনেক সময় রাখা হয়েছিল, অতঃপর বের করে দেখা গেল শত শত কীট এতে জড়িয়ে রয়েছে। হাজ্জাজ আল্লাহর রোষাণলে পতিত হয়েছিল। তাই কোনো ঔষধে কাজ হয়নি। তার অবস্থা এমন হয়েছিল যে তার নিকট অগ্নি প্রজ্বলিত করা হলে কিছু শান্তি পেতো কিন্তু ব্যথার কারণে অগ্নির তাপ একেবারেই অনুভব হতো না। এটা ছিল অত্যাচারের পরিণাম, আল্লাহ জগতবাসীকে দেখালেন। হাজ্জাজ হযরত হাসান বসরীর নিকট খবর পাঠিয়ে ছিল দোয়া করার জন্য, তিনি জবাব দিলেন যে, আউলিয়া ওলামাদেরকে কষ্ট না দিতে নিষেধ করে ছিলাম, সে মানেনি, এটা অত্যাচারেরই প্রতিফল। হাজ্জাজ সংবাদ পাঠাল যে, আপনি আরোগ্য হওয়ার দোয়া করবেন না এবং তার ইচ্ছাও আমার নেই। আপনি দোয়া করবেন যাতে আমার তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে এই আজাব থেকে মুক্তি পাব। হাজ্জাজ ১৫ দিন এই রোগে রোগাক্রান্ত থেকে ৫৪ বৎসর বয়সে ৯৫ হিজরিতে ওয়াসিত শহরে ইন্তেকাল করে। তার মৃত্যুর অবস্থা শুনে হাসান বসরী সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। লোকেরা তার কবরকে জমিনের সমান করে তার ওপর পানি ঢেলে দিল যাতে কবরের পরিচয় পাওয়া না যায়।

اِبْنُ الزُّبَيْرِ : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁর মাতা হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) তার পিতা নবীজীর ফুফাত ভাই ছিলেন। তাঁর শাহাদত হাজ্জাজের সৈন্যদের হাতে মক্কায় হেরেম শরীফের ভিতর ৭৩ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে হয়েছে।

لِثَامٌ অবগুণ্ঠন, আচ্ছাদন, পর্দা

اُصْرَعُ মির্গী হওয়া

سَفَكَ الدِّمَاءَ ـ سَفْكًا রক্তপাত করা

ثَدْيًا (ج) ثُدْيَاءُ স্তন

اَلْعَاقًا ـ اَلْعِقُوْا চাটানো

طَلَى ـ اِطْلُوْا (ض) طَلْيًا লাগিয়ে দেওয়া

عَوْنٌ ـ اَعْوَانٌ সাহায্যকারী

رُبَّ اَخٍ لَمْ تَلِدْهُ اُمُّكَ

اِتَّفَقَ اَنَّهٗ كَانَ شَاعِرٌ مِنَ الْعَجَمِ يُعْرَفُ بِالْغَسَّانِىْ وَفَدَ عَلٰى اَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَتْ عَادَتُهٗ اِذَا وَفَدَ عَلَيْهِ يُكْرِمُهٗ وَيُنْزِلُهٗ وَلَا يَسْتَحْضِرُهٗ اِلَّا بَعْدَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ، وَاتَّفَقَ اَنَّ الْغَسَّانِيَّ لَمْ يَكُنْ اَعَدَّ شِعْرًا يَمْدَحُهٗ بِهٖ ثِقَةً بِنَفْسِهٖ فَاَقَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَمْ يَفْتَحْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَاَخَذَ قَصِيْدَةً مِنْ شِعْرِ ابْنِ اَسَدٍ وَلَمْ يُغَيِّرْ مِنْهَا غَيْرَ الْاِسْمِ فَغَضِبَ الْاَمِيْرُ وَقَالَ هٰذَا الْاَعْجَمِيُّ يَسْخَرُ مِنَّا وَاَمَرَ اَنْ يُكْتَبَ بِذَالِكَ اِلٰى ابْنِ اَسَدٍ فَاَعْلَمَ الْغَسَّانِيَّ بَعْضُ الْحَاضِرِيْنَ بِذَالِكَ فَجَهَّزَ الْغَسَّانِيْ غُلَامًا جَلْدًا اِلٰى ابْنِ اَسَدٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَيُعَرِّفُهُ الْعُذْرُ فَوَصَلَ الْغُلَامُ اِلَى اَبْنِ اَسَدٍ قَبْلَ وُصُوْلِ قَاصِدِ ابْنِ مَرْوَانَ فَلَمَّا عَلِمَ ذَالِكَ كَتَبَ الْجَوَابَ اِلٰى ابْنِ مَرْوَانَ اَنَّهٗ لَمْ يَقِفْ عَلٰى هٰذِهِ الْقَصِيْدَةِ اَبَدًا وَلَمْ يَرَهَا اِلَّا فِىْ كِتَابِهٖ فَلَمَّا وَقَفَ ابْنُ مَرْوَانَ عَلَى الْجَوَابِ اَسَاءَ عَلَى السَّاعِيْ وَسَبَّهٗ وَقَالَ اِنَّمَا تُرِيْدُ اِسَائَتِىْ بَيْنَ الْمُلُوْكِ -

---

পর হয়েও আপনের চেয়ে বেশি

গাসসানী নামক একজন আজমী কবি একদা আহমদ ইবনে মারওয়ানের নিকট দূত হিসেবে আসলেন। আহমদ ইবনে মারওয়ানের স্বভাব ছিল যখন কেউ দূত হিসেবে তাঁর নিকট আসতো তিনি তাকে অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের সাথে মেহমানদারী করাতেন এবং তিনদিন পর্যন্ত তাকে ডাকতেন না। তাই অভ্যাস মতো তিনদিন পর তাকে বৈঠকে উপস্থিত করলেন। ঘটনাক্রমে গাসসানী তার বাকশক্তির ওপর নির্ভর করে এমন কোনো কবিতা প্রথম থেকে প্রস্তুত করেননি যদ্বারা আহমদ ইবনে মারওয়ানের প্রশংসা করা হয়। সুতরাং তিনদিন অবস্থান করলেন কিন্তু কোনো কবিতা তার মুখে আসেনি। তাই তিনি ইবনে আসাদ কবির একটি কবিতা গ্রহণ করলেন এবং এর মধ্যে নাম ব্যতীত কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি। এতে আমির রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে আজমী! তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ এবং নির্দেশ দিলেন ইবনে আসাদের নিকট এ সম্পর্কে পত্র লিখার জন্য যে, (এই কবিতা) কাসীদাটি তোমার না অন্য কারো। বৈঠকে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ গাসসানীকে এ সম্পর্কে অবগত করে দিল। গাসসানী এক শক্তিশালী গোলামকে ইবনে আসাদের নিকট প্রেরণ করার জন্য তৈরি করল যাতে সে তার সাথে সাক্ষাৎ করে উজর-আপত্তি সম্পর্কে অবগত করে দেয় যে, সে ইবনে আসাদের কবিতা অপারগতাবশত গ্রহণ করেছে। ইবনে আসাদের নিকট আহমদ ইবনে মারওয়ানের দূত পৌঁছার পূর্বেই তার কৃতদাস পৌঁছে গেছে। যখন ইবনে আসাদ সে সম্পর্কে অবগত হলো তখন ইবনে মারওয়ানের নিকট জবাব লিখল যে, সে সেই কবিতা সম্পর্কে অবগত নয় এবং সেই পত্র ব্যতীত কোথাও দেখেনি। যখন ইবনে মারওয়ান পত্রের জবাব সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি পরোক্ষে নিন্দাকারের (গুপ্তচরের) দোষারোপ করলেন এবং গালি দিলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বাদশাহদের নিকট সমালোচিত করতে চাও।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يَسْخَرُ (س) سَخْرًا ঠাট্টা করা, উপহাস করা

اَلسَّاعِىْ চোগলখোরী, পরনিন্দাকারী

اَخٌ (ج) اِخْوَةٌ ভাই

اِبْنُ اَسَدٍ : ইবনে আসদ মিসরী একজন মিষ্ট ভাষী কবি ছিলেন। আশ্চর্য ঘটনাবলি ও উপমার অনেক বই লিখেছেন। ৭৩২ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

ثُمَّ اَحْسَنَ الْغَسَّانِيَّ وَاَكْرَمَهُ غَايَةَ الْاِكْرَامِ وَعَادَ اِلٰى بِلَادِهٖ فَلَمْ يَمْضِ عَلٰى ذَالِكَ مُدَّةٌ حَتّٰى اجْتَمَعَ اَهْلُ مَيَافَارِقِيْنَ وَ دَعَوْا اِبْنَ الْاَسَدِ عَلٰى اَنْ يُوَقِّرُوْهُ عَلَيْهِمْ وَاُقِيْمَتِ الْخُطْبَةُ لِلسُّلْطَانِ مُلُكْ شَاهْ وَاِسْقَاطِ ابْنِ مَرْوَانَ فَاَجَابَهُمْ اِلٰى ذَالِكَ وَحَشَدَ ابْنُ مَرْوَانَ وَنَزَلَ عَلٰى مَيَافَارْقِيْنَ فَاَعْجَزَهٗ اَمْرُهَا فَسِيْرَ اِلٰى نِظَامِ الْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ يَسْتَمِدُّهُمَا فَاَنْفَذَ اِلَيْهِ جَيْشًا وَمَدَدًا مَعَ الْغَسَّانِىْ الشَّاعِرِ وَكَانَ قَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ السُّلْطَانِ فَصَدَقُوا الْحَمْلَةَ عَلٰى مَيَافَارِقِيْنَ فَمَلَّكُوْهَا عُنْوَةً وَقَبَضَ عَلٰى ابْنِ اَسَدٍ وَجِئَ بِهٖ اِلٰى اِبْنِ مَرْوَانَ فَاَمَرَ بِقَتْلِهٖ ، فَقَامَ الْغَسَّانِىْ وَجَرَدَ الْعِنَايَةَ فِى الشَّفَاعَةِ حَتّٰى خَلَّصَهٗ وَكَفَّلَهٗ بَعْدَ عَنَاءٍ شَدِيْدٍ ثُمَّ اجْتَمَعَ بِهٖ وَقَالَ اَتَعْرِفُنِىْ؟ قَالَ لَا ، وَاللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْرِفُ اَنَّكَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَىَّ بِكَ لِبَقَاءِ مَهْجَتِىْ، فَقَالَ اَنَا الَّذِىْ اِدَّعَيْتُ قَصِيْدَتَكَ وَسَتَرْتَ عَلَىَّ وَمَاجَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ، فَقَالَ ابْنُ اَسَدٍ مَاسَمِعْتُ بِقَصِيْدَةٍ جُحِدَتْ ، فَنَفَعَتْ صَاحِبَهَا اِلَّا هٰذِهٖ فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَانْصَرَفَ الْغَسَّانِىْ مِنْ حَيْثُ جَاءَ -

---

অতঃপর গাসসানীর সাথে ভাল ব্যবহার করলেন, তার বড় ইজ্জত সম্মান করলেন এবং সে নিজ শহরে চলে গেল। এ ঘটনার পর বেশি দিন অতিক্রম হয়নি, মায়াফারিকীন বাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইবনে আসাদকে তাদের হাকিম বানানোর জন্য ডাকলেন এবং সুলতান মুলুকশাহ-এর পদে বহাল থাকার এবং ইবনে মারওয়ান-এর বরখাস্ত সম্পর্কে বক্তৃতা প্রস্তুত করা হলো। ইবনে আসাদ তাদের প্রস্তাবকে গ্রহণ করলেন। অন্যদিকে ইবনে মারওয়ান সৈন্য একত্রিত করে মায়াফারিকীনে গিয়ে পৌঁছলেন সেখানের ব্যবস্থায় তাকে অপারগ বা অক্ষম করে দিল। সুতরাং তিনি সাহায্যের জন্যে নিজামুল মুলক এবং বাদশাহের নিকট লোক প্রেরণ করলেন। বাদশাহ গাসসানী কবির সাথে কিছু সৈন্য ও সাহায্যকারী প্রেরণ করলেন। গাসসানী বাদশাহের বড় নৈকট্যশীল লোক ছিলেন। সৈন্যরা মায়াফারিকীনের ওপর বড় সাহসিকতার সাথে আক্রমণ করলেন এবং শক্তি ও সাহসিকতার বদৌলতে বিজয় লাভ করলেন এবং ইবনে আসাদকে পাকড়াও করে ইবনে মারওয়ানের নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। তখন গাসসানী দাঁড়িয়ে অনেক সুপারিশ করলেন এমনকি প্রচুর চেষ্টার পর তার জামিন হয়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হলো। অতঃপর গাসসানী ইবনে আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তুমি আমার পরিচয় জান কি? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম জানি যে, আপনি একজন আকাশের ফেরেশতা হবেন। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রাণ রক্ষা করে বড় উপকার করেছেন। তিনি বললেন, আমি সেই ব্যক্তি যিনি আপনার কাসীদা (কবিতা)-কে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছিলাম এবং আপনি এর রহস্য গোপন রেখে আমার উপর অনুগ্রহ করেছিলেন। অনুগ্রহের

প্রতিদান অনুগ্রহই হয়। ইবনে আসাদ বললেন, আমি সেই কবিতা ছাড়া অন্য কবিতা সম্পর্কে কখনো শুনিনি যে অস্বীকার করার পরেও কবিতার আবৃত্তিকারী কবিকে উপকার করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। (এ বলে) গাসসানী যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে আবার ফিরে চলে গেলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَيَافَارْقِيْن : আদ-এর মেয়ের নাম ছিল, যিনি সেই শহর স্থাপন করেছিলেন। এজন্য স্থপতীর দিকে সম্বন্ধ করে মায়াফারিকীন বলা হয়। এর পূর্বে সেই শহরকে মদীনাতুশ শুহাদা বলা হতো।

(ن) حَشَدَ একত্রিত করা

حَشَدَ (الْجَيْشُ) সৈন্য মোতায়েন করা

نِظَامُ الْمُلْك : হাসান ইবনে আলী ইবনে ইসহাক, ডাক নাম আবূ আলী। উপাধি নেজামুল মুলক, দীন প্রতিষ্ঠাকারী। ৪০৮ হিজরি ২১ জিলকাদ জুমার দিন তুস জিলার নুকান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বড় বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। রাষ্ট্রের উজিরও ছিলেন। তার বৈঠকখানায় সর্বদা বড় বড় আলিম, সূফী, বড় বড় সাহিত্যিকরা ভর্তি থাকতেন। নেজামিয়া ইউনিভার্সিটি ৪৫৭ হিজরিতে ভিত্তি স্থাপন করেছেন যার পরিপূর্ণতা ৪৫৯ হিজরিতে। যখন আজান হতো সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কাজ ফেলে নামাজে উপস্থিত হতেন। নামাজ শেষে সেই কাজ পূর্ণ করতেন। তিনি 'সিয়াসত নামা" গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ৪৮৫ হিজরি ১৭ রমজান তাকে এক মুলহিদে শহীদ করে দেয়।

عَنْوَةً চুক্তির মাধ্যমে বা বল প্রয়োগ করে নিয়ে নেওয়া

مَهْجَةٌ (ج) مَهْجَاتٌ و مُهَجٌ

আত্মা, প্রত্যেক বস্তুর উত্তম ও বিশেষ অংশ

جُحِدَتْ (ف) جُحُوْدًا ـ جَحْدًا মিথ্যা প্রতিপাদন করা, কুফরি করা

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَارٍ قَالَ لِي الرَّبِيعُ الْحَاجِبُ اَتُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ حَدِيْثَ ابْنِ هُبَيْرَةَ مِنْ مُسْلِمَةَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَارْسَلَ لِخَصِيٍّ كَانَ لِمُسْلِمَةَ يَقُوْمُ عَلٰى وُضُوئِهِ فَجَائَهُ فَقَالَ حَدِّثْنَا حَدِيْثَ ابْنِ هُبَيْرَةَ مع مُسْلِمَةَ قَالَ كَانَ مُسْلِمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَتَنَفَّلُ حَتّٰى يُصْبِحَ فَيَدْخُلُ عَلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنِّي لَاَصُبُّ الْمَاءَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ اِذْ صَاحَ صَائِحٌ مِنْ وَرَاءِ الرِّوَاقِ اَنَا بِاللّٰهِ وَبِالْاَمِيْرِ ، فَقَالَ مُسْلِمَةُ صَوْتُ ابْنِ هُبَيْرَةَ اُخْرُجْ اِلَيْهِ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ وَ رَجَعْتُ وَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ اَدْخِلْهُ فَدَخَلَ فَاِذَا رَجُلٌ يَمِيْدُ نُعَاسًا فَقَالَ اَنَا بِاللّٰهِ وَبِالْاَمِيْرِ ، قَالَ اَنَا بِاللّٰهِ وَاَنْتَ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَنَا بِاللّٰهِ وَبِالْاَمِيْرِ قَالَ اَنَا بِاللّٰهِ وَاَنْتَ بِاللّٰهِ حَتّٰى قَالَهَا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ اَنَا بِاللّٰهِ فَسَكَتَ عَنْهُ -

আব্দুল্লাহ ইবনে সাওয়ার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, আমাকে রবী পাহারাদার বললেন যে, ইবনে হুবায়রা ও মুসলিমার সাথে যে ঘটনা ঘটেছে তা কি তুমি শুনতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি মুসলিমার একজন খাশি গোলামের দিকে সংবাদ প্রেরণ করল, যে মুসলিমার অজুর ব্যবস্থা করতো। সে (রবী) বলল তুমি আমাদেরকে ইবনে হুবায়রা ও মুসলিমার সাথে যে ঘটনা ঘটেছিল তা শুনাও। অতঃপর সে বলল যে, মুসলিমা ইবনে আব্দুল মালিক" রাতে জাগ্রত হতেন এবং অজু করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত নফল নামাজ পড়তেন। অতঃপর আমি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট প্রবেশ করতাম। একদিন আমি শেষ রাত্রিতে তার উভয় হাতে পানি ঢালতে ছিলাম এবং তিনি অজু করতে ছিলেন। ইত্যবসরে পর্দার সম্মুখ থেকে এক ব্যক্তি হাঁক দিয়ে বলল: আমি আল্লাহ এবং আমীরের আশ্রয় চাই। মুসলিমা বললেন, এই আওয়াজ ইবনে হুবায়রার মতো লাগছে তুমি তার দিকে যাও, আমি বের হয়ে আবার ফিরে আসি এবং তাকে খবর দিলে তিনি বললেন, তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বল। সুতরাং তিনি প্রবেশ করলেন। দেখা গেল নিদ্রার কারণে তন্দ্রায় ধোলছেন। আবার বলল, আমি আল্লাহ এবং আমীরের আশ্রয় চাই। মুসলিমা বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই, তুমিও আল্লাহর আশ্রয়ে। আবার বলল, আমি আল্লাহ এবং আমীরের আশ্রয় চাই। মুসলিমা বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই তুমিও আল্লাহর আশ্রয়ে, হুবায়রা বললো, আমি আল্লাহ এবং আমীরের আশ্রয় চাই। মুসলিমা বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই তুমিও আল্লাহর আশ্রয়ে এমনিভাবে তিনবার বললেন। আবার বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয়ে। তাই তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مُسْلِمَةَ : মুসলিমা ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান। উমাইয়া যুগের প্রসিদ্ধ বিজয়ী শাসক ছিলেন। সর্বদা রোমিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন। তিনি অনেক কিল্লা জয় করেছিলেন। আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে জযিরা এবং আযারবাইজানের গভর্নর ছিলেন। ১০২ হিজরিতে হিশামের ভাই তাকে বরখাস্ত করেছিলেন। ১২২ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়।

ثُمَّ قَالَ لِىْ اِنْطَلِقْ بِهٖ فَوَضِّئْهُ وَلْيُصَلِّ ثُمَّ اعْرِضْ عَلَيْهِ اَحَبَّ الطَّعَامِ اِلَيْهِ فَأْتِهٖ بِهٖ وَافْرِشْ لَهٗ فِىْ تِلْكَ الصِّفَةِ بَيْنَ يَدَىْ بُيُوْتِ النِّسَاءِ وَلَاتُوْقِظْهُ حَتّٰى يَقُوْمَ مَتٰى قَامَ فَانْطَلَقْتُ بِهٖ فَتَوَضَّاَ وَصَلّٰى وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ الطَّعَامَ فَقَالَ شَرْبَةُ سَوِيْقٍ، فَشَرِبَ وَفَرَشْتُ لَهٗ فَنَامَ وَجِئْتُ اِلٰى مُسْلِمَةَ فَاَعْلَمْتُهٗ، فَغَدَا اِلٰى هِشَامٍ فَجَلَسَ عِنْدَهٗ حَتّٰى اِذَا حَانَ قِيَامُهٗ، قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِىْ حَاجَةٌ، قَالَ قُضِيَتْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ فِىْ اِبْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ : رَضِيْتُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! ثُمَّ قَامَ مُنْصَرِفًا حَتّٰى اِذَا كَادَ اَنْ يَّخْرُجَ مِنَ الْاِيْوَانِ رَجَعَ، فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَاعَوَّدْتَنِىْ اَنْ تَسْتَثْنِىَ فِىْ حَجَّةٍ مِنْ حَوَائِجِىْ وَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ يَّتَحَدَّثَ النَّاسُ اَنَّكَ اَحْدَثْتَ عَلَىَّ الْاِسْتِثْنَاءَ قَالَ لَا اَسْتَثْنِىْ عَلَيْكَ قَالَ فَهُوَ اِبْنُ هُبَيْرَةَ فَعَفَا عَنْهُ –

এরপর আমাকে বললেন, তাকে গিয়ে অজু করাও এবং নামাজ পড়াও। এরপর তার সামনে তার পছন্দনীয় খাবার পেশ করো, খানা খাওয়ার পর তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। এবং এই কক্ষে তার জন্য বিছানা বিছিয়ে দাও। (মহিলাদের রুমের সম্মুখের একটি রুমের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে না উঠে তাকে জাগ্রত করো না। সুতরাং আমি তাকে নিয়ে চললাম। সে অজু করে নামাজ পড়ল এবং আমি তার সামনে খাবারের কথা বললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ছাতুর শরবত আছে কি? আমি শরবত দিলে তিনি তা পান করলেন এবং তার জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলাম, তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। আমি মুসলিমার নিকট এসে সংবাদ দিলাম তিনি হেশামের নিকট আসলেন এবং অনেক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট বসে রইলেন। যখন জাগ্রত হওয়ার সময় আসল তখন মুসলিমা বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমার একটি প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন অবশ্যই তোমার প্রয়োজন আমি পূর্ণ করব। তবে শর্ত হলো ইবনে হুবায়রা সম্পর্কিত কোনো বিষয় হতে পারবে না। মুসলিমা বলল তাতে আমি সন্তুষ্ট আছি।

অতঃপর ফিরে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হলো। যখন মহল থেকে বের হওয়ার নিকটবর্তী হলো তখন আবার ফিরে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনিতো আমাকে নিজের কোনো প্রয়োজনে শর্ত আরোপে অভ্যস্ত করেননি (বরং শর্তহীনভাবেই সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন।) আমি এটা পছন্দ করি না যে লোক বলাবলি করবে যে, আপনি মুসলিমার ওপর (আমার জন্য) শর্ত আরোপ করেছেন। বাদশাহ বললেন, আমি তোমার ওপর শর্ত আরোপ করিনি। মুসলিমা বলল, সে বিষয়টি ইবনে হুবায়রা সম্পর্কেই। বাদশাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

نَقَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَامِ الْمُقْرِئِيْ فِيْ كِتَابِ الْعَقَائِدِ اَنَّ سُلَيْمَانَ لَمَّا رَأٰى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَوْسَعَ لَهُ الدُّنْيَا وَصَارَتْ بِيَدِهٖ قَالَ اِلٰهِيْ ! لَوْ اَذِنْتَ لِيْ اَنْ اُطْعِمَ جَمِيْعَ الْمَخْلُوْقَاتِ سَنَةً كَامِلَةً. فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنَّكَ لَنْ تَقْدِرَ عَلٰى ذَالِكَ فَقَالَ اِلٰهِيْ أُسْبُوْعًا فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَنْ تَقْدِرَ. فَقَالَ اِلٰهِيْ يَوْمًا وَاحِدًا فَقَالَ تَعَالٰى لَنْ تَقْدِرَ ، فَقَالَ اِلٰهِيْ وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا فَاَذِنَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ فِيْ ذَالِكَ فَاَمَرَ سُلَيْمَانُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ بِاَنْ يَأْتُوْا بِجَمِيْعِ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ اَبْقَارٍ وَاَغْنَامٍ مِنْ جَمِيْعِ مَا يُؤْكَلُ مِنْ اَجْنَاسِ الْحَيَوَانِ مِنْ طَيْرٍ وَغَيْرِ ذَالِكَ فَلَمَّا جَمَعُوْا ذَالِكَ اِصْطَنَعُوْا لَهُ الْقُدُوْرَ الرَّاسِيَاتِ ثُمَّ ذَبَحَ ذَالِكَ وَطَبَخَهٗ وَاَمَرَ الرِّيْحَ اَنْ تَهُبَّ عَلَى الطَّعَامِ لِئَلَّا يَفْسُدَ ثُمَّ مَدَّ ذَالِكَ الطَّعَامَ فِى الْبَرِّيَّةِ فَكَانَ طُوْلُ ذَالِكَ السِّمَاطِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَعَرْضُهٗ مِثْلَ ذَالِكَ -

---

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত শক্তিশালী রিজিকদাতা

শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সালাম আল-মুকরী আকাইদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সুলাইমান (আ.) যখন দেখলেন, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দুনিয়া প্রশস্ত করে দিয়েছেন, পৃথিবীর সবকিছুই তার অধীনে করে দিয়েছেন। তাই তিনি আল্লাহর নিকট আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! সমস্ত সৃষ্ট জীবকে এক বৎসর আহার করানোর যদি অনুমতি দান করেন তাহলে আমি আহার করাব। আল্লাহ তা'আলা ওহী দ্বারা সুলাইমান (আ.)-কে জানালেন তা কখনো তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, আর তোমার সামর্থ্যও নেই। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! যদি এক সপ্তাহের অনুমতি দান করতেন। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারেও জানিয়ে দিলেন যে, এটাও কখনো তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি আবার আবেদন করলেন, আয় আল্লাহ! একদিনের অনুমতি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি এতে সক্ষম হবে না তিনি আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! একদিনের জন্য হলেও অনুমতি চাই।

সুতরাং (বারংবারের আবেদনে) আল্লাহ তা'আলা একদিনের অনুমতি দিলেন। অতঃপর সুলাইমান (আ.) মানব জাতি ও জিনজাতিকে নির্দেশ দিলেন, পৃথিবীর মধ্যে যত হালাল প্রাণী রয়েছে। যেমন– গরু, মহিষ, বকরি ইত্যাদি সব একত্রিত কর। সুতরাং মানবজাতি ও জিনজাতিরা সব প্রাণীকে একত্রিত করল। বড় বড় ডেক তৈরি করা হলো। প্রাণীগুলোকে জবাই করে পাকানো হলো এবং বায়ুকে খাদ্যের উপর প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন, যাতে খাবার নষ্ট না হয়। অতঃপর মাঠের মধ্যে এমন দস্তরখানের ওপর খানা প্রস্তুত করা হলো যে, দস্তরখানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্তের পরিমাণ ছিল এক মাসের রাস্তার সমতুল্য। অর্থাৎ উভয় দিকে এক মাসে অতিক্রান্ত রাস্তার বরাবর।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بَرِيَّةٌ (ج) بَرَارِيْ জঙ্গল, মাঠ	أُسْبُوْعٌ (ج) أَسَابِيْعُ সপ্তাহ
سِمَاطٌ سُمُطٌ দস্তরখানা	رَاسِيَةٌ (ج) رَاسِيَاتٌ এমন ডেক যা ভারী হওয়ার কারণে স্থান থেকে সরানো যায় না

ثُمَّ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ يَاسُلَيْمَانُ ! بِمَنْ تَبْتَدِئُ مِنَ الْمَخْلُوْقَاتِ؟ فَقَالَ سُلَيْمَانُ اَبْتَدِئُ بِدَوَابِّ الْبَحْرِ فَاَمَرَ اللّٰهُ حُوْتًا مِنَ الْبَحْرِ الْمُحِيْطِ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ ضِيَافَةِ سُلَيْمَانَ فَرَفَعَ ذَالِكَ الْحُوْتُ رَأْسَهُ وَقَالَ يَاسُلَيْمَانُ سَمِعْتُ اَنَّكَ فَتَحْتَ بَابًا لِلضِّيَافَةِ وَقَدْ جَعَلْتَ عَلَيْكَ ضِيَافَتِيْ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ فَقَالَ سُلَيْمَانُ (ع) دُوْنَكَ وَالطَّعَامَ فَتَقَدَّمَ ذَالِكَ الْحُوْتُ وَاَكَلَ مِنْ اَوَّلِ السِّمَاطِ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتّٰى اَتٰى اِلٰى اٰخِرِهٖ فِيْ لَحْظَةٍ ثُمَّ نَادٰى اَطْعِمْنِيْ يَا سُلَيْمَانُ وَاَشْبِعْنِيْ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ اَكَلْتَ الْجَمِيْعَ وَمَا شَبِعْتَ فَقَالَ الْحُوْتُ هٰكَذَا يَكُوْنُ جَوَابُ اَصْحَابِ الضِّيَافَةِ لِلضَّيْفِ اِعْلَمْ يَاسُلَيْمَانُ اِنَّ لِيْ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ مَاصَنَعْتَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَاَنْتَ كُنْتَ السَّبَبَ فِيْ مَنْعِ رَاتِبَتِيْ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَقَدْ قَصَرْتَ فِيْ حَقِّيْ فَعِنْدَ ذَالِكَ خَرَّ سُلَيْمَانُ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَقَالَ سُبْحَانَ الْمُتَكَفِّلِ بِاَرْزَاقِ الْخَلَائِقِ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান (আ.)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, হে সুলাইমান! তুমি কোন প্রাণী দ্বারা আহার করানো শুরু করতে চাও? সুলাইমান (আ.) বললেন, জলজপ্রাণী দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা আটলান্টিক মহাসাগরের একটি মাছকে সুলাইমান (আ.)-এর দাওয়াতের খাবার খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মাছটি তার মাথা উঠিয়ে বলল, সুলাইমান আমি শুনেছি আপনি নাকি খানার যিয়াফত করেছেন? এবং আমাকেও দাওয়াত করেছেন আজ। সুলাইমান (আ.) বললেন, জি-হ্যাঁ, আহার শুরু করো। মাছটি সামনে অগ্রসর হয়ে দস্তরখানার এক কোন থেকে আহার আরম্ভ করল এবং সামান্য সময়ের ভিতর সব খেয়ে ফেলল এবং বলতে লাগল হে সুলাইমান! আমাকে আহার করিয়ে পরিতৃপ্ত করো। সুলাইমান (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, এই সব খানা খেয়েও কি তুমি পরিতৃপ্ত হওনি? মাছ বলল, মেহমানের সাথে মেজবানের এমন জবাব কি উচিত? হে সুলাইমান আপনি জেনে রাখুন আপনি যত খাবার তৈরি করেছেন এতটুকু পরিমাণ প্রত্যহ আমি তিনবার পেয়ে থাকি। আজ আপনি আমার নির্ধারিত খানা বন্ধ রেখে আমার অধিকারকে হ্রাস করেছেন।

হযরত সুলাইমান (আ.) আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় পড়ে গেলেন এবং বললেন, পবিত্র সেই সত্তা যিনি তার সৃষ্টি জীবের রিজিকের এমন ব্যবস্থাকারী যা মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

حُوْتٌ - حِيْتَانٌ মাছ, সাধারণত বড় মাছকেই হুত বলা হয়

دُوْنَكَ ধারণ কর, নিয়ে নাও

رَوَاتِبُ (ج) رَاتِبَةٌ অজিফা, নির্দিষ্ট ভাতা, আহার

بَسْطُ الْمَعْدَلَةِ وَ رَدُّ الْمَظَالِمِ

رُوِىَ عَنِ الشَّيْبَانِىْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَبَّاسِ الْمُفَضَّلِ الْهَاشِمِىْ فِىْ خُطْبَةِ ابْنِ حَمِيْدٍ قَالَ اِنِّىْ لَوَاقِفٌ عَلٰى رَأْسِ الْمَامُوْنِ يَوْمًا وَقَدْ جَلَسَ لِلْمَظَالِمِ فَكَانَ اٰخِرُ مَنْ تَقَدَّمَ اِلَيْهِ (وَقَدْ هَمَّ بِالْقِيَامِ) اِمْرَأَةٌ عَلَيْهَا هَيْئَةُ السَّفَرِ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَثَّةٌ فَوَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه، فَنَظَرَ الْمَامُوْنُ اِلٰى يَحْيٰى بْنِ اَكْثَمَ فَقَالَ لَهَا يَحْىٰ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ يَا اَمَةَ اللّٰهِ تُكَلِّمِىْ فِىْ حَاجَتِكِ، فَقَالَتْ :

يَا خَيْرَ مُنْتَصِفٍ يُهْدٰى لَهُ الرُّشْدُ * وَيَا اِمَامًا بِهِ قَدْ اَشْرَقَ الْبَلَدُ
تَشْكُوْا اِلَيْكَ عَمِيْدُ الْقَوْمِ اَرْمِلَةٌ * عَدَا عَلَيْهَا فَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا سَبَدَ
وَابْتَزَّ مِنِّىْ ضِيَاعِىْ بَعْدَ مَنْعَتِهَا * ظُلْمًا وَفَرَّقَ مِنِّىْ الْاَهْلَ وَالْوَلَدُ

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অন্যায়ের প্রতিরোধ

ইমাম শায়বানী থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আব্বাস মফাজ্জল হাশিমীর মাধ্যমে ইবনে হামীদের বক্তৃতা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বললেন, আমি একদিন মামূনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলাম। তিনি অত্যাচারের বিচারের জন্য বসেছিলেন। সবশেষে (যখন বাদশাহ মামূন বিচার বৈঠক থেকে চলে যাবার পূর্ণ সংকল্প করেছিলেন) একজন মহিলা আগমন করল যার মাঝে ভ্রমণের নিদর্শন ছিল এবং সে পুরান কাপড় পরিহিতা ছিল। বাদশার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। মামূন ইয়াহইয়া ইবনে আকসামের দিকে দৃষ্টি দিলেন, তখন ইয়াহইয়া বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক আপনি আপনার প্রয়োজন বর্ণনা করুন। মহিলা বলল, হে অত্যাচারী থেকে অত্যাচারীতের উত্তম অধিকার আদায়কারী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী, যাকে হিদায়েত ও পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং হে ইমাম! যার দ্বারা শহর উজ্জ্বল, আলোকিত হয়েছে, আপনার নিকট একজন বিধবা দরিদ্র নারী! এক গোত্রের নেতার অভিযোগ করছে যে, সে নারীর ওপর এমন নির্যাতন করা হয়েছে যে, তার জন্য কিছুই রাখেনি। আমার সম্পত্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখে নির্যাতন করে সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে আমার থেকে পৃথক করে দিয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلشَّيْبَانِىْ : আবূ আমর ইসহাক ইবনে মুরার জন্ম ৯৬ হিজরি। অভিধান শাস্ত্র ও কবিতা শাস্ত্রে স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। আবূ উবাইদ ইয়াকূব ইবনে সকীব এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ছাত্র ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব হলো "আননাওয়াদিরুল কাবীর"। তিনি নিজের হাত দ্বারা ৮০টি কুরআন মাজীদ কপি করেছিলেন। ১১০ বৎসর বয়সে ১০৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا : মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রায় শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ৩০ বৎসর বয়সে বাগদাদ চলে যান। তিনি একজন দক্ষ ডাক্তার ছিলেন। ৩০ খণ্ডে মুদ্রিত "কিতাবুল হাবী" তিনি লিখেছেন ও ৩১১ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

اِبْنُ حُمَيْدٍ : আবূ ওসমান সাঈদ বাগদাদী ৬৬১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন।

ثِيَابٌ رَثَّةٌ ফাটা, পুরানো কাপড়

يَحْيَى بْنُ اَكْثَمَ : ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম ইবনে মুহাম্মদ ২৪২ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। যুগের ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। শাসন ও বিচার সম্পর্কেও বিজ্ঞ ছিলেন, তাঁর যোগ্যতা ও গুণাবলির কারণে বাদশাহ মামূন তাঁকে বাগদাদের কাজি নিযুক্ত করেছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে বসরার কাজি হন। বসরাবাসী তাকে অল্প বয়সী মনে করল, তখন তিনি বললেন, আমি উত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.) থেকে বয়সে বড় যাকে নবীজী মক্কার কাজি নিযুক্ত করেছিলেন এবং মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকেও বয়সে বড় যাকে নবীজী ইয়ামনের কাজি নিযুক্ত করেছিলেন।

عَمِيْدُ الْقَوْمِ (ج) عُمَدَاءُ সরদার, নেতা

اَرْمَلَةٌ (ج) اَرَامِلُ দরিদ্র, মিসকীন, বিধবা

عُدْوَانًا (ن) عَدَا অত্যাচার করা

سَبَدَ الشَّعْرَ (ن) سَبْدًا চুল মুণ্ডানো

নোট : এখানে سَبَدَكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো কিছুই না থাকা।

اِبْتَزَّ লুটে নেওয়া

ضِيَاعٌ জমিন, সম্পত্তি

فَاطْرَقَ الْمَامُوْنُ حِيْنًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ اِلَيْهَا وَهُوَ يَقُوْلُ

فِيْ دُوْنِ مَاقُلْتِ زَالَ الصَّبْرُ وَالْجَلَدُ * عَنِّيْ وَاقْرَحَ مِنِّى الْقَلْبُ وَالْكَبِدُ

هٰذَا اَذَانُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَانْصَرِفِيْ * وَاَحْضِرِىْ الْخَصْمَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ اَعِدُ

وَالْمَجْلِسُ السَّبْتُ اِنْ يُّقْضَ الْجُلُوْسُ لَنَا * نُنْصِفْكِ مِنْهُ وَاِلاَّ الْمَجْلِسُ الْاَحَدُ

قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحَدِ جَلَسَ فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ تَقَدَّمَ تِلْكَ الْمَرْاَةُ فَقَالَتْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ اَيْنَ الْخَصْمُ؟ فَقَالَتْ لَوَاقِفٌ عَلٰى رَأْسِكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَوْمَاَتْ اِلَى الْعَبَّاسِ اِبْنِهِ فَقَالَ يَااَحْمَدُ بْنَ اَبِىْ خَالِدٍ خُذْ بِيَدِهِ فَاَجْلِسْهُ مَعَهَا مَجْلِسَ الْخُصُوْمِ ، فَجَعَلَ كَلَامُهَا يَعْلُوْ كَلَامَ الْعَبَّاسِ فَقَالَهَا اَحْمَدُ ابْنُ خَالِدٍ يَا اَمَةَ اللّٰهِ! اِنَّكِ بَيْنَ يَدَىْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّكِ تُكَلِّمِيْنَ الْاَمِيْرَ فَاخْفِضِىْ مِنْ صَوْتِكِ فَقَالَ دَعْهَا يَا اَحْمَدُ فَاِنَّ الْحَقَّ اَنْطَقَهَا وَاَخْرَسَهُ ثُمَّ قَضٰى لَهَا بِرَدِّ ضَيْعَتِهَا اِلَيْهَا وَظُلْمِ الْعَبَّاسِ بِظُلْمِهِ لَهَا وَاَمَرَ بِالْكِتَابِ لَهَا اِلَى الْعَامِلِ بِبَلَدِهَا اَنْ يُّوْغِرَ لَهَا ضَيْعَتَهَا وَيُحْسِنُ مُعَاوَنَتَهَا وَاَمَرَ لَهَا بِنَفَقَةٍ ـ

মা'মূন কিছু সময় নিশ্চুপ থেকে মাথা উঠিয়ে বললেন, তুমি যা কিছু বলেছ এর কিয়দাংশ শ্রবণেই আমার ধৈর্য ও দৃঢ়তা আমার থেকে চলে গেছে এবং আমার হৃদয় আহত হয়ে গেছে। আসরের নামাজের আজান হয়ে গেছে তাই তুমি ফিরে যাও এবং যে দিনের প্রতিশ্রুতি দিব সেদিন বিবাদীকে নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি শনিবারে আমাদের বিচার বৈঠকে বসার সুযোগ হয় তাহলে শনিবারে নতুবা রবিবারে তোমার ন্যায়বিচার করে দিব। অতএব যখন রবিবারে বাদশাহ মামুন দরবারে বসলেন তখন সর্বপ্রথম সেই মহিলা উপস্থিত হলো এবং সে সালাম করল। মামূন সালামের জবাব দিয়ে বললেন, বিবাদী কোথায়? মহিলাটি বলল আপনার মাথার পার্শ্বেই দাঁড়ানো। তিনি মামূনের ছেলে আব্বাসের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। মামূন আহমদ ইবনে আবী খালিদকে বললেন, তাকে ধরে মহিলার সাথে অপরাধীদের মতো বসিয়ে দাও! মহিলা কথাবার্তা আরম্ভ করল এবং তার শব্দ আব্বাসের শব্দ থেকে বড় হয়ে গেল। আহমদ ইবনে আবী খালিদ বললেন, আল্লাহর বান্দী! আপনি আমীরুল মু'মিনীনের সম্মুখে তাঁর সাথে আলোচনা করছেন আপনার স্বর নীচু করুন। মামূন বললেন, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। কেননা অধিকার তাকে সরব বানিয়েছে এবং আব্বাসকে (তার অত্যাচারে) বোবা বানিয়েছে। অতঃপর তার জমি ফিরে দেওয়ার ফয়সালা করলেন এবং আব্বাসকে তার অত্যাচারের শাস্তি দেওয়া হলো; যে শহরে মহিলা বসবাস করতো সে শহরের কর্মচারীর নিকট আদেশনামা লিখলেন যে, তার জমি কর (টেক্স) বিহীন দিয়ে দাও এবং তার সাথে অনুগ্রহ করবে এবং তার খরচ দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْعَبَّاسُ بْنُ الْمَامُوْنِ : বাদশাহ মামূনের ছেলে। ২১৩ হিজরিতে তাঁর পিতা মামুন জাযীরা এবং ২১৮ হিজরিতে ত্বাবানা শহর আবাদ করার জন্য তাকে নিযুক্ত করেছিলেন (যা ইউরোপে অবস্থিত)। আব্বাস ১ মাইল লম্বা এবং ১ মাইল প্রস্ত শহর আবাদ করলেন ২২৩ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়।

يُوْغِرُ اَرْضَهُ কর (টেক্স) ব্যতীত জমি দেওয়া

نَبْذَةٌ مِنْ وَقْعَةِ الْحَرَّةِ

وَقْعَةُ الْحَرَّةِ الْمَشْهُوْرَةُ الَّتِىْ كَانَتْ تَبِيْدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ عَنْ اٰخِرِهِمْ قُتِلَ فِيْهَا الْجَمُّ الْكَثِيْرُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ. وَقِيْلَ الْمَقْتُوْلُ فِيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ ثَلٰثَةٌ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَنْظَلَةَ ، وَنُهِبَتِ الْمَدِيْنَةُ وَافْتُضَّ فِيْهَا اَلْفُ عَذْرَاءَ وَلَمْ تُقَمِ الْجَمَاعَةُ وَلَا الْاَذَانُ فِى الْمَسْجِدِ النَّبَوِىْ مُدَّةَ الْمُقَاتَلَةِ وَهِىَ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ خَرَجَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ يَوْمٍ مِنْ تِلْكَ الْاَيَّامِ وَهُوَ اَعْمٰى يَمْشِىْ فِىْ بَعْضِ اَزِقَّةِ الْمَدِيْنَةِ وَصَارَ يَعْثِرُ فِى الْقَتْلٰى وَيَقُوْلُ تَعِسَ مَنْ اَخَافَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنَ الْجَيْشِ مَنْ اَخَافَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَافَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَىَّ فَحَمَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْجَيْشِ لِيَقْتُلُوْهُ فَاَجَارَهُ مِنْهُمْ مَرْوَانُ وَاَدْخَلَهُ بَيْتَهُ -

---

হাররার সংক্ষিপ্ত ঘটনা

হাররার প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অধিকাংশ মদীনাবাসী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সে যুদ্ধে সাহাবী এবং তাবেঈনদের একটি দল শহীদ হয়েছিলেন। কেউ বলেছেন, সে যুদ্ধে তিনজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন যার মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালাও ছিলেন। সে ঘটনার সময় মদীনায় লুণ্ঠন করা হয়েছে, এক হাজার যুবতীদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সেই যুদ্ধকালীন সময়ে মসজিদে নববীতে জামাত আদায় হয়নি এবং আযানও হয়নি। যুদ্ধ তিনদিন পর্যন্ত ছিল। সেই দিনগুলোর মধ্যে কোনো একদিন হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বের হলেন তখন তাঁর দৃষ্টি শক্তি চলে গিয়েছিল। মদীনার একটি গলি হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং নিহতদের ওপর হোঁচট খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন যে, ধ্বংস হোক ওদের যারা নবীজীকে ভীতিগ্রস্ত করেছে। সৈন্যদের মধ্য হতে কেউ বলল, কে নবীজী ﷺ-কে ভীতিগ্রস্ত করল? তিনি বললেন, আমি নবীজী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (তিনি বললেন) যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে ভীতিগ্রস্ত করল সে আমার অন্তরকে ভীতিগ্রস্ত করল। সুতরাং সৈন্যদের মধ্য থেকে একটি দল হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর আক্রমণ করল তখন মারওয়ান তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়েছিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْحَرَّةُ (ج) حِرَارٌ কালো পাথর বিশিষ্ট জমি

নোট : হাররা হলো মদীনার বহিরাগত একটি স্থানের নাম যেথায় কালো পাথর বেশি। আর সেখানে কালো পাথর ছিল বিধায় তাকে হাররা বলা হয়। হাররার ঘটনা ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনকালে হয়েছে। যখন তার শামী সৈন্যারা মদীনায় লুণ্ঠন করেছিল যাদেরকে সে সাহাবী, তাবীদের সাথে যুদ্ধের জন্য মোতায়েন করেছিল এবং তাদের সেনাপতি মুসলিম ইবনে উকবাকে নিযুক্ত করেছিল। সেই ঘটনা ৬৩ হিজরির জিলহজ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। সেই ঘটনার পর ইয়াযীদ মারা যায় এবং নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যেপরিণত হয়।

تَبِيْدُ اَلْاِبَادَةُ ধ্বংস করা

جُمُوْمٌ . اَلْجَمُّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَمِّ অধিক

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَنْظَلَةَ : আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা, সেই হানযালার ছেলে যাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছিলেন। নবীজীর জীবদ্দশায় তার জন্ম হয়। নবীজীর ওফাতের সময় তার ৭ বৎসর বয়স ছিল।

اُفْتُضَّ (صيغة المجهول مِنَ الْاِفْتِضَاضِ)
কুমারী নারীর কুমারিত্ব নষ্ট করা। এখানে জিনা, ধর্ষণ উদ্দেশ্য।

عَذْرَاءُ (ج) عَذَارٰى কুমারী মেয়ে

اَزِقَّةٌ وَ زِقَانٌ গলীসমূহ

تَعِسَ (س) تَعْسًا ধ্বংস হওয়া, মুখের ওপর উলটিয়ে পরা

مَرْوَانُ : মারওয়ান ইবনে হেকম জন্ম ২ হিজরিতে কিন্তু নবীজীর সঙ্গ লাভ হয়নি। তিনি ৬৫ হিজরিতে সিরিয়া ও মিসর প্রদেশের খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ৬৩ বৎসর বয়সে ৬৫ হিজরির রমজান মাসে ইন্তেকাল করেন।

قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَقُتِلَ فِيْ ذَالِكَ الْيَوْمِ مِنْ وُجُوْهِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَلْفٌ وَسَبْعُ مِائَةٍ وَقُتِلَ مِنْ اَخْلَاطِ النَّاسِ عَشَرَةُ الْاٰفٍ سِوَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَدْ ذُكِرَ اَنَّ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ دَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الْجَيْشِ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيَّهَا وَقَدْ اَخَذَ مَا وَجَدَهُ عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا هَاتِ الذَّهَبَ وَاِلَّا قَتَلْتُكِ وَقَتَلْتُ وَلَدَكِ فَقَالَتْ لَهُ وَيْحَكَ اَنْ قَتَلْتَهُ فَابُوهُ اَبُوْ كَبْشَةَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِيْ بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ الصَّبِيَّ مِنْ حُجْرِهَا وَثَدْيُهَا فِيْ فَمِهِ وَضَرَبَ بِهِ الْحَائِطَ حَتّٰى اِنْتَشَرَ دِمَاغُهُ فِي الْاَرْضِ فَمَا خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ حَتّٰى اِسْوَدَّ نِصْفُ وَجْهِهِ وَصَارَ مُثْلَةً فِي النَّاسِ -

قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ جَدَّةً لِلصَّبِيِّ لَا اُمًّا لَهُ اِذْ يَبْعُدُ فِي الْعَادَةِ اَنْ تُبَايِعَ اِمْرَأَةٌ وَتَكُوْنُ يَوْمَ الْحَرَّةِ فِيْ سِنِّ مَنْ تَرْضَعُ وَلَدًا صَغِيْرًا لَهَا ، وَوَقْعَةُ الْحَرَّةِ هٰذِهِ مِنْ اَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ ﷺ فَفِي الْحَدِيْثِ اَنَّهُ ﷺ وَقَفَ بِهٰذِهِ الْحَرَّةِ وَقَالَ لَيُقْتَلَنَّ بِهٰذَا الْمَكَانِ رِجَالٌ ، هُمْ خِيَارُ اُمَّتِيْ بَعْدَ اَصْحَابِيْ -

---

সুহাইলী বর্ণনা করেছেন যে, সেই দিন ১২ হাজার বড় বড় মুহাজির ও আনসার শহীদ হয়েছিলেন এবং মহিলা ও শিশুরা ব্যতীত অন্যান্য লোক দশ হাজার নিহত হয়েছিলেন। বর্ণিত আছে, এক আনসার মহিলার ঘরে একজন সৈন্য প্রবেশ করল, তখন মহিলাটি তার বাচ্চাকে দুধপান করাচ্ছিল। মহিলার ঘরে যত আসবাবপত্র ছিল সব নিয়ে নিল। আবার বলল, স্বর্ণ দিয়ে দাও নতুবা তোমাকে এবং তোমার বাচ্চাকে হত্যা করে দিব। মহিলাটি বলল, তোমার ধ্বংস হোক যদি তুমি একে হত্যা কর (তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য) কেননা তার পিতা আবু কাবশা নবীজীর সাহাবী ছিলেন এবং আমি সেই মহিলাদের একজন যারা নবীজীর নিকট বাইআত হয়েছিলেন। মুহূর্তে সেই পাষাণ বাচ্চাটিকে মায়ের কোল থেকে (মায়ের স্তনে মুখ লাগানো অবস্থা থেকে) ছিনিয়ে দেয়ালে আঘাত করল। ফলে বাচ্চাটির মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তাই সে পাষাণ আর ঘর থেকে বের হতে পারল না। তার চেহারার অর্ধাংশ কাল হয়ে গেল এবং মানুষের জন্য একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে গেল। সুহাইল বর্ণনা করেন আমার ধারণা সেই মহিলাটি সেই বাচ্চার দাদী ছিল। তার মা নেই। কেননা এ কথা অসম্ভব যে, এক মহিলা নবীজীর নিকট বাইআত গ্রহণ করেছেন এবং হাররার দিন সে এই বয়সে নিজ ছোট বাচ্চাকে দুধ পান করাতে পারেন। হাররার যুদ্ধ নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তের নিদর্শনের মধ্য থেকে একটি। হাদীসে বর্ণিত আছে নবী করীম ﷺ হাররা স্থানে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেছিলেন, এ স্থানে এমন বিশেষ লোক নিহত হবে যারা আমার সাহাবীদের পরে আমার উত্তম উম্মত হবে। সেই হাররা যুদ্ধ ইয়াযীদের শাসনামলে জিলহজ মাসের শেষে ৬৩ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَخْلَاطُ النَّاسِ বিভিন্ন প্রকার মিশ্রিত লোকের দল

اَبُوْ كَبْشَةَ : আমর ইবনে সা'দ সাহাবী যিনি হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন।

مُثْلَةً উপদেশ, শিক্ষা

اَلْكَرَمُ كَرَمُ النَّفْسِ

رُوِىَ عَنْ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ لَمَّا هَرَبْتُ مِنَ الْمَنْصُوْرِ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ حَرْبٍ بَعْدَ اَنْ اَقَمْتُ فِى الشَّمْسِ اَيَّامًا وَخَفَّفْتُ لِحْيَتِىْ وَعَارِضِىْ وَلَبِسْتُ جُبَّةَ صُوْفٍ غَلِيْظَةً وَرَكِبْتُ جَمَلًا وَخَرَجْتُ عَلَيْهِ لِاَمْضِىَ اِلَى الْبَادِيَةِ قَالَ فَتَبِعَنِىْ اَسْوَدُ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا حَتّٰى اِذَا غِبْتُ عَنِ الْحَرَسِ قَبَضَ عَنْ خِطَامِ الْجَمَلِ فَاَنَاخَهُ وَقَبَضَ عَلَىَّ فَقُلْتُ مَاشَانُكَ؟ فَقَالَ اَنْتَ بُغْيَةُ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَنْ اَنَا ؟ حَتّٰى يَطْلُبَنِىْ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ فَقُلْتُ يَاهٰذَا اِتَّقِ اللّٰهَ وَاَيْنَ اَنَا مِنْ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ ؟ فَقَالَ دَعْ هٰذَا عَنْكَ فَاَنَا وَاللّٰهِ اَعْرِفُ بِكَ فَقُلْتُ لَهُ فَاِنْ كَانَتِ الْقِصَّةُ كَمَا تَقُوْلُ، فَهٰذَا جَوْهَرٌ حَمَلْتُهُ مَعِىْ بِاَضْعَافِ مَابَذَلَهُ الْمَنْصُوْرُ لِمَنْ جَاءَ بِىْ فَخُذْهُ وَلَا تَسْفِكْ دَمِىْ فَقَالَ هَاتِهِ فَاَخْرَجْتُهُ اِلَيْهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ سَاعَةً وَقَالَ صَدَقْتَ فِىْ قِيْمَتِهِ وَلَسْتُ قَابِلَهُ حَتّٰى اَسْأَلَكَ عَنْ شَيْئٍ فَاِنْ صَدَقْتَنِىْ اَطْلَقْتُكَ ، فَقُلْتُ قُلْ ، فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ وَصَفُوْكَ بِالْجُوْدِ فَاَخْبِرْنِىْ هَلْ وَهَبْتَ قَطُّ مَالَكَ كُلَّهُ؟ قُلْتُ لَا قَالَ فَنِصْفَهُ؟ قُلْتُ لَا ، قَالَ فَثُلُثَهُ قُلْتُ لَا، حَتّٰى بَلَغَ الْعُشْرَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَقُلْتُ اِنِّىْ اَظُنُّ قَدْ فَعَلْتُ هٰذَا -

---

অন্তরের দানশীলতাই দানশীলতা

মাআন ইবনে যায়দাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি (ভয়ে) মনসুর থেকে পলায়ন করলাম, তখন আমি রৌদ্রে কয়েক দিন অবস্থান করে হরবের দরজা দিয়ে বের হলাম। দাড়ি কেটে পাতলা করলাম এবং ললাটকে বিশ্রি করে কিছু পরিবর্তন করলাম। একটি পশমী মোটা একটি জুব্বা পরলাম, উটে আরোহী হয়ে একটি জঙ্গলের দিকে বের হওয়ার সংকল্পে যাত্রা করলাম। মাআন ইবনে যায়দাহ বললেন, অতঃপর একজন হাবশী গোলাম গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে আমার পশ্চাদ্ধাবন করল। যখন আমি শাহী নিরাপত্তাবাহিনী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলাম তখন সে উটের লাগাম ধরে উটকে বসিয়ে দিল এবং আমাকে ধরে ফেলল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি চাও? সে বলল, আপনাকে আমিরুল মু'মিনীন সন্ধান করছেন। আমি বললাম, আমি কে যে, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে তলব করবেন? সে বলল, মাআন ইবনে যায়েদাহ। আমি বললাম, হে ব্যক্তি! আল্লাহকে ভয় করো, আমি কোথায় আর মাআন ইবনে যায়েদাহ কোথায়? সে বলল, এসব কথা বাদ দাও। আল্লাহর কসম আমি তো তোমাকে ভাল করে চিনি। আমি বললাম, যদি বিষয়টি এমনই হয় যেমন বলেছেন তাহলে এটি একটি বড় দামী পাথর যা আমি সাথে এনেছি। মনসূর আমার ধৃতকারীদেরকে যত দিবে এটার মূল্য তা থেকেও কয়েক গুণ বেশি হবে। অতএব তুমি নিয়ে যাও এবং আমাকে হত্যা করো না। সে বলল দাও, অতঃপর আমি বের করে দিলাম। সে কিছুক্ষণ অতএব পাথরটি ভালভাবে

দেখল এবং বলল, এর মূল্য সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমি তা গ্রহণ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস না করছি; যদি আপনি সত্য বলেন তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেব। আমি বললাম, বলুন; সে বলল, লোকেরা আপনার দানশীলতার কথা আলোচনা করে। আমাকে বলুন আপনি কি কখনো আপনার সমস্ত মাল দান করেছেন? আমি বললাম, না। সে বলল, তাহলে কি অর্ধেক দান করেছেন? আমি বললাম, না। সে বলল, তাহলে কি এক-তৃতীয়াংশ? আমি বললাম, না। তাহলে কি দশমাংশ দান করেছেন? এতে আমার লজ্জা এসে গেল এবং বললাম আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে এতটুকু করেছি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

(ن) هَرَبْتُ পলায়ন করা

بصله مِنْ জিম্মাদারী হতে পলায়নের চেষ্টা করা

عَارِضٌ (ج) عَوَارِضُ ললাট

اَلْحَرَسُ اِحْرَاسٌ ، حُرُسٌ ، حِرَاسٌ ، حَرَسَة শাহী পাহারাদার

خِطَامٌ خُطُمٌ লাগাম

اَنَاخَ (افعال) উটকে বসানো

مَعْنُ بْنُ زَائِدَة : মাআন ইবনে যায়েদাহ মনসূরের প্রসিদ্ধ সেনাপতিদের মধ্যে একজন। বনী উমাইয়ার শাসনামলে তিনি ইরাকের আমীর ইবনে হুবায়রা ফাযারীর অধীনস্থ ছিলেন। ইবনে হুবায়রা নিহত হবার পরে পলায়ন অবস্থায় ছিলেন। একদিন খুরাসানীদের আক্রমণ থেকে মনসূরকে রক্ষা করেছিলেন এবং বড় বীরত্ব দেখিয়ে ছিলেন। সেই সাহসিকতার কারণে মনসূর তাকে সিংহ পুরুষ উপাধি দিয়েছিলেন এবং তার নিরাপত্তা ও দশ হাজার টাকা উপহার দিয়েছিলেন এবং ইয়ামনের আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। ১৫১ হিজরিতে খারিজীরা অজ্ঞাতভাবে হত্যা করে। তিনি বড় ধৈর্যশীল, জ্ঞানী, দানশীলে হাতিম ত্বাইর মতো বাহাদুরীতে রুস্তমের মতো ছিলেন।

فَقَالَ مَاذَاكَ بِعَظِيْمٍ ، اَنَا وَاللّٰهِ رَاجِلٌ وَ رِزْقِى عَلٰى اَبِىْ جَعْفَرٍ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا ، وَهٰذَا الْجَوْهَرُ قِيْمَتُهٗ اَلْفُ دِيْنَارٍ وَقَدْ وَهَبْتُهٗ لَكَ وَ وَهَبْتُكَ لِنَفْسِكَ، وَلِجُوْدِكَ الْمَاثُوْرِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَلِتَعْلَمَ اَنَّ فِى الدُّنْيَا مَنْ هُوَ اَجْوَدُ مِنْكَ، وَلاَ تُعْجِبْكَ نَفْسُكَ وَلْتَحْقِرْ بَعْدَ هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ تَفْعَلُهٗ وَلاَتَتَوَقَّفْ عَنْ مَكْرُمَةٍ ثُمَّ رَمٰى بِالْعِقْدِ اِلَىَّ وَخَلّٰى خِطَامَ الْجَمَلِ وَانْصَرَفَ فَقُلْتُ يَاهٰذَا ! قَدْ وَاللّٰهِ فَضَحْتَنِىْ وَلَسَفْكُ دَمِىْ اَهْوَنُ عَلَىَّ مِمَّا فَعَلْتَ فَخُذْ مَا دَفَعْتُهٗ اِلَيْكَ فَاِنِّىْ عَنْهُ فِىْ غِنًى فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اَرَدْتَّ اَنْ تُكَذِّبَنِىْ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فَوَ اللّٰهِ لاَ اٰخُذُهٗ وَلاَ اٰخُذُ لِمَعْرُوْفٍ ثَمَنًا اَبَدًا وَ مَضٰى فَوَ اللّٰهِ لَقَدْ طَلَبْتُهٗ بَعْدَ اَنْ اٰمَنْتُ وَبَذَلْتُ لِمَنْ جَاءَ نِىْ بِهٖ مَاشَاءَ فَمَا عَرَفْتُ لَهٗ خَبْرًا وَكَاَنَّ الْاَرْضَ اِبْتَلَعَتْهُ وَكَانَ سَبَبُ غَضَبِ الْمَنْصُوْرِ عَلٰى مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ خَرَجَ مَعَ عَمْرِو بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُبَيْرَةَ وَاَبْلٰى فِىْ حَرْبِهٖ بَلاَءً حَسَنًا -

সে বলল, এটাতো তেমন বড় কিছু নয়। আল্লাহর কসম, আমি একজন পায়চারী লোক (দরিদ্র) লোক এবং আবূ জাফরের নিকট আমার ভাতা বিশ দিরহাম। আর এই জাওহারের মূল্য এক হাজার দিনার। আমি আপনাকে উপহার করলাম (দান করলাম) এবং আপনার আত্মাকে আপনার জন্য দান করলাম, আপনার দানশীলতার কারণে যা মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ। আর এ জন্য যাতে আপনি বুঝতে পারেন দুনিয়ায় আপনার থেকেও বড় দানশীল বিদ্যমান আছে। আপনার প্রাণ আপনাকে যেন আশ্চর্যের মধ্যে না ফেলে (আত্মগরীমা যাতে না করেন) এবং এর পরে যত কাজ করবেন সব কাজকে সামান্য মনে করবেন। দান ও অনুগ্রহ থেকে বিরত থাকবেন না। অতঃপর হারটি আমার দিকে নিক্ষেপ করে উটের লাগাম ছেড়ে চলে গেল। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে লজ্জিত করে দিয়েছেন। তোমার এই ব্যবহারের চেয়ে আমাকে হত্যা করাই আমার জন্য সহজতর ছিল।

সুতরাং আমি যা তোমাকে দিয়েছি তা নিয়ে নাও। আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ইহা তৎশ্রবণে সে হাসল এবং বলতে লাগল তুমি আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে চাও? আল্লাহর কসম! আমি এটা গ্রহণ করব না। এ বলে সে চলে গেল। যখন আমি নির্ভয় হয়ে গেলাম তখন তাকে অনেক অনুসন্ধান করলাম এবং তাকে যে এনে দিতে পারবে তাকে তার ইচ্ছা মতো উপহার দিতে অঙ্গীকার করলাম। এরপরও তার কোনো অনুসন্ধান পাওয়া গেল না, যেন জমি তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। মাআন ইবনে যায়েদার ওপর মনসুর রাগান্বিত হবার কারণ ছিল সে আমর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আমর ইবনে হুবায়রার সাথে মনসূরের (বিপক্ষে যুদ্ধে) বের হয়ে বড় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। সেই যুদ্ধ করাই তার রাগান্বিত হওয়ার কারণ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِفْتَضَحَ الْاَمْرُ স্পষ্ট হওয়া, রহস্যের জট খুলে যাওয়া

فَضَحْتَنِىْ (ف) فَضْحًا লজ্জিত করা

اَلشُّجَاعَةُ

اَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٍ فِىْ تَارِيْخِهٖ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ عَنِ ابْنِ الْاَعْرَابِىْ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّهٗ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهٗ جَحْدَرُ بْنُ مَالِكٍ فَتَّاكًا شُجَاعًا قَدْ اَغَارَ عَلٰى عَامِلِ الْحَجَّاجِ فَكَتَبَ اِلٰى عَامِلِهٖ بِالْيَمَامَةِ ، يُوَبِّخُهٗ بِتَلَاعُبِ جَحْدَرٍ بِهٖ، وَيَأْمُرُهٗ بِالْاِجْتِهَادِ فِىْ طَلَبِهٖ فَلَمَّا وَصَلَ اِلَيْهِ الْكِتَابُ اَرْسَلَ اِلٰى فِتْيَةٍ مِنْ بَنِىْ يَرْبُوْعَ فَجَعَلَ لَهُمْ جُعْلًا عَظِيْمًا اِنَّهُمْ قَتَلُوْا جَحْدَرًا اَوْ اَتَوا بِهٖ اَسِيْرًا فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا قَرِيْبًا مِنْهُ اَرْسَلُوْا اِلَيْهِ اَنَّهُمْ يُرِيْدُوْنَ الْاِنْقِطَاعَ اِلَيْهِ وَالتَّحَرُّزَ بِهٖ فَاطْمَئَنَّ اِلَيْهِمْ وَ وَثِقَ بِهِمْ فَلَمَّا اَصَابُوْا مِنْهُ غُرَّةً شَدُّوْهُ كِتَافًا وَقَدِمُوْا بِهٖ عَلَى الْعَامِلِ فَوَجَّهَ بِهٖ مَعَهُمْ اِلَى الْحَجَّاجِ فَلَمَّا اُدْخِلَ عَلَى الْحَجَّاجِ قَالَ لَهٗ مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ اَنَا جَحْدَرُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَاحَمَلَكَ عَلٰى مَاكَانَ مِنْكَ؟ قَالَ جُرْأَةُ الْجِنَانِ وَجَفَاءُ السُّلْطَانِ وَكَلْبُ الزَّمَانِ، قَالَ وَمَا الَّذِىْ بَلَغَ مِنْكَ فَجَرأَ جِنَانَكَ قَالَ لَوْ بَلَانِىْ الْاَمِيْرُ (اَكْرَمَهُ اللّٰهُ) لَوَجَدَنِىْ مِنْ صَالِحِ الْاَعْوَانِ وَبُهَمِ الْفُرْسَانِ وَ ذَالِكَ اَنِّىْ مَالَقِيْتُ فَارِسًا قَطُّ اِلَّا وَكُنْتُ عَلَيْهِ فِىْ نَفْسِىْ مُقْتَدِرًا فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ اِنَّا قَاذِفُوْنَ بِكَ اِلٰى اَسَدٍ عَاقِرٍ ضَارٍ فَاِنَّ هُوَ قَدْ قَتَلَكَ كَفَانَا مَؤُنَتَكَ -

---

বাহাদুরী, বীরত্ব

ইবনে আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে মুত্তাসিল সনদের সাথে ইবনে আরাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আরাবী বলেছেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, বনী হানিফায় জাহদার ইবনে মালিক নামে একজন অত্যন্ত বাহাদুর ও সাহসী লোক ছিল। হাজ্জাজের কর্মচারীকে লুণ্ঠন করলে হাজ্জাজ তার ইয়ামামার কর্মচারীর নিকট জাহদারের (যে তাকে লুণ্ঠিত করল তার) সমালোচনা করে ও ধমক দিয়ে এবং জাহদারকে অনুসন্ধান করে পাকড়াও করার নির্দেশ দিয়ে পত্র লিখল। যখন তার নিকট পত্র পৌঁছল তখন বনী ইয়ারবূ গোত্রের যুবকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিল, যে ব্যক্তি জাহদারকে হত্যা করবে অথবা ধরে দিতে পারবে তাকে বড় পুরস্কার দেওয়া হবে। সুতরাং যুবকরা তার সন্ধানে বের হয়ে গেল। এমনকি তার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তখন জনৈক লোকের মাধ্যেমে তার নিকট সংবাদ পাঠাল যে, আমরা আপনার সাথে বিশেষ সম্পর্ক করার ও দুর্যোগ মুহূর্তে আপনার আশ্রয় চাই। সে তাদের নিকট নির্ভয়ে আত্মবিশ্বাস করে এসে গেল। যুবকরা তাকে ধোঁকা দিয়ে পেয়ে রশী দ্বারা বেঁধে গভর্নরের নিকট নিয়ে

গেল। গভর্নর তাকে যুবকদের সাথে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করল। যখন সে হাজ্জাজের দরবারে প্রবেশ করল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? সে বলল, আমি জাহদার ইবনে মালিক। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল, তোমার থেকে যে ঘটনা সংগঠিত হয়েছে কিসে তোমাকে সে জন্য উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, অন্তরের সাহসিকতা এবং বাদশাহের অসৎ ব্যবহারে এবং দুর্যোগপূর্ণ মূহুর্ত। হাজ্জাজ বলল, কোন জিনিস তোমার নিকট পৌঁছল যা তোমার অন্তরকে নির্ভীক করে দিল। সে বলল, যদি আমীর (আল্লাহ তার ইজ্জত দান করুক) পরীক্ষা করেন তাহলে আমাকে উত্তম সাহায্যকারী এবং সাহসী অশ্বারোহী পাবেন, আর তা হচ্ছে যখনই কোনো অশ্বারোহীর সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে আমি আমাকে তার উপর বিজয়ী পেয়েছি। হাজ্জাজ তাকে বললেন, আমি তোমাকে এক সিংহের বিরুদ্ধে ছেড়ে দিব, যদি সে তোমাকে মেরে ফেলে তাহলে তোমাকে হত্যা করা থেকে আমরা অব্যাহতি পেলাম এবং তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

শব্দ-বিশ্লেষণ

ٱبْنُ ٱلْأَعْـرَابِيِّ : তিনি আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ কূফরী ১৫২ হিজরিতে জন্ম হয়। তিনি বড় মেধা, ধীশক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন। অল্প দিনেই অধ্যয়ন শেষ করে অধ্যাপনা শুরু করেন। আরবি ভাষার বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ২৩২ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

جَحْدَرُ بْنُ مَالِكٍ : জাহদার ইবনে মালিক বা জাহদার ইবনে রবীআ বা জাহদার ইবনে মাবিয়া মুহরিযী, অনেক বড় ডাকাত ছিল। ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে ইয়ামনে কাফেলাদেরকে লুণ্ঠন করতো। কিন্তু বাকপটু ও সাহসিকতায় তার সমতুল্য কেউ ছিল না। হাজ্জাজ তাকে বন্দী করেছিল, কিন্তু তার সাহসিকতা দেখে তাকে মুক্তি দিয়ে ইয়ামামার গভর্নর বানিয়ে দিল।

فَتَّاكٌ খুনী

فَتَكَ بِهٖ আক্রমণ করা, ধ্বংস করা

اغَارَ (افعال) লুণ্ঠন করা

غَارَةٌ (ج) غَارَاتٌ আক্রমণ

غَارَ فِى الشَّئِ গভীরে যাওয়া, ডুবে যাওয়া

يمامه : ইয়ামামা মূলত এক বাঁদির নাম ছিল যে তিনদিনের দূরত্ব থেকে আরোহীকে দেখতে পারতো। তার দিকে সম্বন্ধ করেই সেই শহরের নাম রাখা হয় ইয়ামামা। সেই শহরটি মক্কার মধ্যপূর্ব দিকে যা বসরা এবং কূফা থেকে ১৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

بَنِى يَرْبُوعْ

একটি গোত্র, যা ইয়ারবো ইবনে হানযালা ইবনে মালিকের দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

غُدَّةٌ অলসতা

كَلْبُ الزَّمَانِ যুগের কঠিনতা, দুর্যোগ

بُهْمَةٌ (ج) بُهَمٌ সাহসী বীর

فَارِسٌ (ج) فُرْسَانٌ আরোহী

قَاذِفٌ (ج) قَاذِفُوْنَ নিক্ষেপকারী

عَاقِرٌ (اسم فاعل) বিদীর্ণকারী

ضَارٍ (فا ، مذ ، ومص : ضَرَّاءً - ض - ضَرِىَ ٱلْكَلْبِ)

কুকুরকে শিকার করার অভ্যস্ত বানানো, বাহাদুরী করা

كَفَانَا مَؤُنَتَكَ কাজ সমাধা করে দেওয়া

وَاِنْ اَنْتَ قَتَلْتَهٗ خَلَّيْنَا سَبِيْلَكَ قَالَ اَصْلَحَ اللّٰهُ الْاَمِيْرَ عَظُمَتْ عَلَيْنَا الْمِنَّةَ وَقَوِيَتْ الْمِحْنَةَ قَالَ الْحَجَّاجُ فَاِنَّا لَسْنَا بِتَارِكِيْكَ تُقَاتِلُهٗ اِلَّا وَاَنْتَ مُكَبَّلٌ بِالْحَدِيْدِ، فَاَمَرَ بِهٖ الْحَجَّاجُ فَغُلَّتْ يَمِيْنُهٗ اِلٰى عُنُقِهٖ وَاَرْسَلَ بِهٖ اِلَى السِّجْنِ ثُمَّ اَمَرَ الْحَجَّاجُ بِاَسَدٍ عَاثٍ فَجِئَ يُجَرُّ عَلٰى عُجُلٍ فَاُجِيْعَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَاَرْسَلَ اِلٰى جَحْدَرٍ وَيَدُهُ الْيُمْنٰى مَغْلُوْلَةٌ اِلٰى عُنُقِهٖ وَاَعْطٰى سَيْفًا وَالْحَجَّاجُ وَجُلَسَاؤُهٗ فِيْ مَنْظَرَةٍ لَهُمْ فَلَمَّا نَظَرَ جَحْدَرُ اِلَى الْاَسَدِ اَنْشَأَ يَقُوْلُ (اَبْيَاتًا تَرَكْنَاهَا) فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهِ الْاَسَدُ زَأَرَ زَأْرَةً شَدِيْدَةً وَتَمَطّٰى وَاَقْبَلَ نَحْوَهٗ فَلَمَّا صَارَ مِنْهُ عَلٰى قَدْرِ رُمْحٍ وَثَبَ وَثْبَةً شَدِيْدَةً فَتَلَقَّاهَا جَحْدَرٌ بِالسَّيْفِ فَضَرَبَ ضَرْبَةً حَتّٰى خَالَطَ ذُبَابُ السَّيْفِ لَهَوَاتِهٖ فَخَرَّ الْاَسَدُ كَاَنَّهٗ خَيْمَةٌ صَرَعَتْهَا الرِّيْحُ وَسَقَطَ جَحْدَرٌ عَلٰى ظَهْرِهٖ مِنْ شِدَّةِ وَثْبَةِ الْاَسَدِ وَمَوْضَعِ الْكَبُوْلِ فَكَبَّرَ الْحَجَّاجُ وَالنَّاسُ جَمِيْعًا وَاَكْرَمَ جَحْدَرًا وَاَحْسَنَ جَائِزَتَهٗ -

---

আর যদি তুমি তাকে হত্যা করতে পার, তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে দিব। সে বলল, (আল্লাহ তা'আলা আমীরুল মু'মিনীন-এর কল্যাণ করুক) আপনি আমার ওপর বড় অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে শক্ত পরীক্ষায় ফেলেছেন। হাজ্জাজ বলল, আমি তোমাকে এমনিভাবে তার সাথে যুদ্ধের জন্য ছাড়ব না; বরং বেড়ি লাগিয়ে ছাড়ব। সুতরাং হাজ্জাজ বেড়ি লাগানোর নির্দেশ দিয়ে দিল। তার ডান হাতে হাত বেড়ী লাগিয়ে গলার সাথে বেঁধে রাখছে এবং জেল খানায় প্রেরণ করে দিল। অতঃপর হাজ্জাজ এক আক্রমণকারী সিংহ আনার নির্দেশ দিল। তাকে একটি গাড়ি দ্বারা আনা হলো এবং তিন দিন ক্ষুধার্ত রাখা হলো এবং জাহদরের ডান হাতকে গর্দানের সাথে বেঁধে সিংহটিকে তার সম্মুখে ছেড়ে দিল এবং তাকে একটি তলোয়ার দেওয়া হলো। হাজ্জাজ এবং তার সাথীরা তামশা দেখার স্থানে বসে রইল। যখন জাহদার সিংহটির দিকে দৃষ্টি করল তখন কয়েকটি কবিতার পংক্তি আবৃতি করল। (মূল লিখক সেই কবিতাগুলো কিতাবে উল্লেখ করেননি) সিংহ যখন তার দিকে দৃষ্টি দিল তখন গর্জন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোচড় দিল এবং তার দিকে অগ্রসর হলো যখন এতটুকু নিকটবর্তী হলো যে, একটি বর্শা পরিমাণ দূরত্ব রইল তখন সিংহ পূর্ণ শক্তির সাথে লাফ দিয়ে আক্রমণ করছিল। জাহদার তলোয়ার দ্বারা সিংহের আক্রমণের অভ্যর্থনা জানাল এবং এমনভাবে একটি আঘাত হানল যে তলোয়ারের ধার সিংহের আলাজিভে বিদ্ধ হয়ে পেট পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তাই সিংহটি ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে যাওয়া তাঁবুর মতো পড়ে গেল। এদিকে জাহদার সিংহের প্রবল আক্রমণের কারণে একটু পিছে হটে যাওয়ার সুযোগ না থাকায় এবং বেড়িতে আবদ্ধ থাকায় পিছনের দিকে উল্টিয়ে পরে যায়। এমতাবস্থায় দেখে হাজ্জাজ এবং অন্যান্য সমস্ত লোকজন তকবীর ধ্বনী দিতে লাগল। হাজ্জাজ জাহদারের সম্মান ও ইজ্জত করল এবং তাকে উত্তম পুরস্কার দিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

زار (ف ، ض) زَأْرَةً — গর্জন করা, ভয় দেখানো

تَمَطّٰى — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোচড় দেওয়া

ذُبَابُ السَّيْفِ — তলোয়ারের ধারাল দিক

لَهَاةٌ لَهَوَاتٌ — আলজিব, খাদ্য ভিতরে প্রবেশ করার স্থান, এখানে সিংহের পেট উদ্দেশ্য

كَبَلَ (ج) كَبُوْلٌ — বেড়ি

غُلَّتْ (صيغة الماضى المجهول) — বেড়ি পরিহিত হাতকড়া বা পায়ে বেড়ী পাড়ানো

عَاثٌ (فا ، مذ ، و) — ঝগড়া, কুফর বা অহঙ্কারে (অতিরিক্ত) বাড়াবাড়ি করা

اَلْعَجَلَةُ (ج) عُجَلٌ — আসবাবপত্র বহন করার গাড়ি যাকে বলদ ইত্যাদি টেনে নেয়

وَمِنْ قِصَّةِ بَهْرَامٍ جَوْرَ الْمَلِكِ فِيْ اِبْتِدَاءِ مُلْكِهِ اَنَّ وَالِدَهٗ يَزْدِجَرْدُ الْاَثِيْمُ سَلَّمَهٗ وَهُوَ صَغِيْرٌ اِلَى الْمُنْذِرِ ابْنِ النُّعْمَانِ مَلِكِ الْعَرَبِ لِيَتَوَلّٰى تَرْبِيَتَهٗ وَيُخَرِّجَهٗ فَفَعَلَ ذَالِكَ فَلَمَّا كَبُرَ عَلَّمَهُ الْفُرُوْسِيَّةَ وَاللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ رَكَّبَهَا فِيْهِ وَهَيَّأَهٗ لِبُلُوْغِ غَايَتِهَا ثُمَّ جَاءَ بِهٖ اِلٰى وَالِدِهٖ وَعَرَضَ عَلَيْهِ فُرُوْسِيَّتَهٗ وَ رَمْيَهٗ وَحَذْقَهٗ فِيْ حَمْلِ السِّلَاحِ ثُمَّ اسْتَنْطَقَهٗ فَوَجَدَهٗ فَصِيْحًا فَاضِلًا بَارِعًا فِى الْاَلْسُنِ الْمُتَدَاوَلَةِ فَاَعْجَبَ بِهٖ وَانْصَرَفَ الْمُنْذِرُ فَبَقِيَ الْبَهْرَامُ عِنْدَ اَبِيْهِ لَايَصْرِفُهٗ فِيْ اَمْرٍ ، وَلَا يُوَسِّعُ عَلَيْهِ فِيْ نَفَقَةٍ وَيَحْجُبُهٗ وَيُقَصِّيْهِ وَيَغُضُّ عَنْهُ فَصَبَرَ حَتّٰى وَرَدَ رَسُوْلُ الرُّوْمِ اِلٰى يَزْدِجَرْدْ فَسَأَلَهٗ بَهْرَامٍ اَنْ يَّشْفَعَ لَهٗ عِنْدَ وَالِدِهٖ اَنْ يَطْلُقَ سَرَاحَهٗ لِيَعُوْدَ اِلَى الْعَرَبِ فَاِنَّهٗ قَدْ اِشْتَاقَ اِلَيْهِمْ فَاَذِنَ لَهٗ فَانْصَرَفَ فَاَقَامَ مُكْرَمًا عِنْدَ الْمُنْذِرِ حَتّٰى مَاتَ وَالِدُهٗ يَزْدِجَرْدْ ، فَاجْتَمَعَتْ عُظَمَاءُ الْفَرَسِ عَلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ الْمَمْلَكَةِ يُسَمّٰى كِسْرٰى فَوَلَّوْهُ عَلَيْهِمْ لِكَرَاهَتِهِمْ فِيْ يَزْدَجِرْد لِسُوْءِ سِيْرَتِهٖ وَلَمْ يُرِيْدُ وَابْقَاءُ الْمُلْكِ عَلٰى وَلَدِهٖ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُنْذِرَ ذَالِكَ اَعْلَمَ بَهْرَامْ وَقَالَ لَهٗ هَلْ تَنْتَهِضُ لِأَخْذِ الْمُلْكِ لَكَ؟ فَاِنِّيْ اَجْمَعُ الْعَرَبَ وَاَسِيْرُ مَعَكَ فَقَالَ اِنْ تَفْعَلْ تَجْزِيْهٗ فَجَمَعَ عَسَاكِرَ الْعَرَبِ وَسَارَ حَتّٰى اَنَاخَ بِمَدِيْنَةِ مُلْكِ الْفَرَسِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ الْمَرَازِبَةُ وَالْعُظَمَاءُ وَقَالُوْا لَهٗ نَحْنُ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْنَا بِالْخَلَاصِ مِنْ يَزْدَجِرْد وَظُلْمِهٖ وَعَسْفِهٖ وَنَخْشٰى اَنْ يَّكُوْنَ وَلَدُهٗ عَلٰى سِيْرَتِهٖ وَقَدْ قَلَدْنَا هٰذَا الْمَلِكَ اُمُوْرَنَا فَلَايَكُنْ مِنْ قِبْلِكَ اِلَيْنَا شَرٌّ ، فَقَالَ لَهُمْ اِجْتَمِعُوْا اِلٰى بَهْرَامٍ وَاسْمَعُوْا كَلَامَهٗ وَاشْرَطُوْا عَلَيْهِ مَاتُرِيْدُوْنَ فَاِنِ اتَّفَقَ مَا يُرْضِيْكُمْ وَاِلَّا عُدْتَّ فَوَعَدَهُمْ لِيَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا فِيْهِ لِذَالِكَ وَكَانَ الْمُنْذِرُ قَدْ صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَشَرَابًا وَاَجْلَسَ بَهْرَامْ عَلٰى تَخْتٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ثُمَّ لَمَّا تَكَامَلَ جَمْعُهُمْ وَفَرَغَ اَكْلُهُمْ اَمَرَ بِرَفْعِ الْحِجَابِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ فَاَحْسَنَ الرَّدَّ عَلَيْهِمْ وَخَطَبَهُمْ خُطْبَةً بَلِيْغَةً فَارِسِيَّةً ووَعَدَهُمْ فِيْهَا بِالْجَمِيْلِ وَالْخَيْرِ وَالْفَضْلِ وَاتِّبَاعِ الشَّرْعِ -

---

বাদশাহ বাহরামগৌর-এর রাজত্বের প্রাথমিক অবস্থার একটি ঘটনা. তার পিতা ইয়াযদেজারদে আসীম তাকে শিশুকালে আরবের বাদশাহ মুনযির ইবনে নু'মানের নিকট অর্পণ করলেন। যাতে সে তার লালন-পালন এবং আদর্শের ব্যবস্থা করে। মুনযির ইবনে নু'মান তাকে লালন-পালন করল। যখন সে বড় হলো তখন তাকে অশ্বারোহণ বিদ্যা শিক্ষা দিল এবং আল্লাহ তা'আলা তার ভিতর অশ্বারোহণ-এর যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিলেন এবং তাকে অশ্বারোহণ বিদ্যায় পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্য বানিয়ে দিলেন। অতঃপর তাকে তার পিতার নিকট নিয়ে আসলেন এবং পিতার

সম্মুখে তীর চালনা এবং অস্ত্রধারণের যোগ্যতা পেশ করলেন। অতঃপর তাকে আলোচনা করতে বললেন। তখন দেখা গেল প্রচলিত ভাষায় তাকে বিশুদ্ধভাষী, দক্ষ ও পরিপূর্ণ পাওয়া গেল। এতে তিনি আনন্দিত হলেন এবং মুনযির চলে গেলেন। এরপর বাহরাম তার পিতার নিকট রইল। পিতা তাকে কোনো কাজে লাগাননি, পরিপূর্ণ ভরণ-পোষণের খরচাদিও বহন করেননি, তার নিকট আসতে বিরত রাখেন, দূরে দূরে রাখেন এবং তার দিকে দৃষ্টিও করেন না। এমনকি যখন রোমের দূত ইয়াযদেজারদের নিকট গেল, তখন বাহরাম তার নিকট আবেদন করল যে, সে যেন তার পিতার কাছে, বাহরামকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে তাহলে সে আরবে চলে যাবে। কেননা সে তাদের নিকট যেতে আগ্রহী। ইয়াযদেজারদ সুপারিশ করলে পিতা অনুমতি দিয়ে দিল। তাই সে চলে গেল। তার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত মুনযিরের নিকট বড় সম্মানের সাথে অবস্থান করল। তার পিতার মৃত্যুর পর পারস্যের বড় বড় নেতারা শাহী পরিবারের কিসরা নামের এক ব্যক্তির নিকট একত্রিত হলো এবং তাকে তাদের হাকীম বাদশাহ নিযুক্ত করল। কেননা ইয়াযদেজারদের দোষচরিত্রের কারণে তাদের অপছন্দনীয়তা এসেছিল এবং তার ছেলের নিকট রাজত্ব বাকি থাকার ইচ্ছা পোষণ করেনি। যখন মুনযির এই অবস্থা জানতে পারল তখন বাহরামকে অবগত করল এবং বলল, ইয়াযদেজারদ তুমি কি রাজত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছ? আমি আরববাসীকে একত্রিত করে তোমার সাহায্যের জন্য তোমার সাথে চলব। সে জবাবে বলল, যদি আপনি এমন করেন তাহলে পুণ্য পাবেন। তাই তিনি আরবের সৈন্যদেরকে একত্রিত করে যাত্রা করলেন এমনকি পারস্য দেশের এক শহরে অবস্থান নিলেন। তখন তার দিকে সে দেশের নেতারা এবং বড় বড় লোকেরা বের হলো এবং বলল ইয়াযদেজারদ এবং তার অত্যাচার-অনাচার থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছে তার ছেলেও তার আদর্শ গ্রহণ করেন নাকি? আমরা সব বিষয়কে সেই বাদশাহর নিকট অর্পণ করেছি। তাই তার পক্ষ থেকে কোনো মন্দ (অঘটন) আমাদের নিকট পৌঁছে নি। মুনযির তাদেরকে বললেন, তোমরা বাহরামের নিকট একত্রিত হয়ে তার কথা শোন, আর তার ওপর যা ইচ্ছা শর্তারোপ করো। যদি সে তোমাদের ইচ্ছামত চলে তাহলে তাকে তোমাদের হাকিম বানিয়ে নিও। নতুবা আমি ফিরে যাব। সুতরাং তার সাথে এ বিষয়ে একদিন সবাই একত্রিত হওয়ার অঙ্গীকার করল এবং মুনযির তাদের জন্য খানা-পিনা তৈরি করে বাহরামকে পর্দার আড়ালে সিংহাসনে বসালেন, অতঃপর সবাই একত্রিত হলো এবং যখন খানা থেকে ফারেগ হলো তখন তিনি পর্দা উঠাতে এবং সবাইকে সালাম পেশ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি উত্তম পদ্ধতিতে তাদের সালামের জবাব দিলেন এবং ফারসি ভাষায় তাদের সম্মুখে একটি উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দান করলেন। বক্তৃতার ভিতর তাদের সাথে অনুগ্রহ, ভাল ব্যবহার, দয়া মায়া এবং শরিয়তের অনুসারী হওয়ার অঙ্গীকার করেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بَهْرَامْ جَوَّر : বাহরামজুর পারস্য বাদশাহদের পঞ্চম বাদশাহ, যিনি অত্যন্ত বীর, সাহসী ছিলেন। বন্য গাধা শিকারে অভ্যস্ত ছিলেন। এ জন্য তার উপাধি গোর হয়ে গেছে। তার পিতার পরে ৪২৫ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২১ বৎসর পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন, ইতিহাস দ্বারা জানা যায় তিনি হিন্দুস্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছেন এবং কোনো রাজা তার মেয়েকে বাহরামের নিকট বিবাহ দেন।

يَزْدَجِرْدْ : বাহরামগৌর-এর পিতার নাম যা পারস্য দেশের গভর্নর (হাকিম) ছিল, ৩৯০ হিজরিতে সিংহাসনে বসেন, তার রাজত্ব ২১ বৎসর ছিল তার মৃত্যু ঘোড়ার লাথির মাধ্যমে হয়েছে।

حَذَقَةً দক্ষ, বিজ্ঞ হওয়া

تَنَهَّضُ اِنْتَهَضَ যুদ্ধের জন্য দাঁড়ানো

اَنَاخَ উট বসানো

مِرْزُبَانْ - مَرَازِبَةً ফারসিদের নেতা

عَسَفَ السُّلْطَانِ হলে অর্থ হবে অত্যাচার করা, আর اَلرَّجُلُ ফায়েল হলে অর্থ হবে- উদ্দেশ্য সন্ধানে পথছাড়া চলা।

ثُمَّ قَالَ وَاَمَّا طَلَبِى الْمُلْكَ فَلَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْاِرْثِ بَلْ يُوْضَعُ التَّاجُ وَالْحُلَّةُ وَالْخَاتَمُ بَيْنَ يَدَىْ اَسَدَيْنِ ضَارِيَيْنِ وَاَحْضُرُ اَنَا وَمَلِكُكُمُ الَّذِىْ قَلَّدْتُمُوْهُ فَمَنْ اِنْتَزَعَ اٰلَةَ الْمُلْكِ اِسْتَحَقَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْكُمْ فَاَعْجَبَهُمْ مَاسَمِعُوْهُ مِنْ فَصَاحَتِهٖ وَشَاهَدُوْهُ مِنْ صَبَاحَتِهٖ مَعَ مَوَاعِيْدِهِ الْجَمِيْلَةِ فَاتَّفَقُوْا عَلٰى اَنْ يَّفْعَلُوْا ذَالِكَ فَاَخَذُوْا التَّاجَ وَالْخَاتَمَ وَالْحُلَّةَ وَ وَضَعُوْهَا بَيْنَ يَدَىْ اَسَدَيْنِ مَجُوْعَيْنِ مَعَ خُرُوْفٍ مَسْلُوْخٍ وَاجْتَمَعَ الْعُظَمَاءُ وَالْمَرَازِبَةُ وَالْمُوَابَذَةُ وَاَرْكَانُ الدَّوْلَةِ لِمُشَاهَدَةِ ذَالِكَ فَقَالَ بَهْرَامُ لِكِسْرٰى تَقَدَّمْ لِاَخْذِ التَّاجِ فَرَاَى الْاَسَادَ وَهِىَ تَزْاَرُ، فَارْتَاعَ لِذَالِكَ فَقَالَ بَلْ تَقَدَّمْ اَنْتَ فَقَالَ عَلٰى خَيْرَةِ اللّٰهِ وَتَقَدَّمَ وَبِيَدِهٖ كُرْزُ الذَّهَبِ فَقَصَدَ اِلَى الْحُلَّةِ وَاَطْلَقَ الْاَسَدَانِ مِنَ السَّلَاسِلِ فَقَصَدَهٗ اَحَدُهُمَا فَلَمَّا قَرُبَ مِنْهُ رَاوَغَهٗ ثُمَّ وَثَبَ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَرَكِبَهٗ وَعَصَرَهٗ بِفَخِذَيْهِ حَتّٰى كَادَتْ اَضْلَاعُهٗ تَنْدَقُّ فَقَصَدَهُ الْاَسَدُ الْاٰخَرُ فَبَادَرَهٗ بِالْكُرْزِ عَلٰى اُمِّ رَأْسِهٖ فَاَشْغَلَهٗ وَلَمْ يَزَلْ ذَالِكَ الْاَسَدُ الَّذِىْ تَحْتَهٗ يَقْعُدُ وَيَقُوْمُ وَهُوَ لَا يَفُكُّ فَخِذَيْهِ عَنْهُ وَيَضْرِبُهٗ بِالْكُرْزِ فِىْ دِمَاغِهٖ حَتّٰى قَتَلَهٗ ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْاٰخَرِ فَقَتَلَهٗ فَارْتَفَعَتِ الضَّجَّاتُ وَاسْتَبْشَرَ النَّاسُ وَ دَعُوْا لَهٗ وَ وُضِعَ التَّاجُ عَلٰى رَأْسِهٖ وَجَلَسَ عَلٰى تَخْتِ الْمُلْكِ بِاسْتِحْقَاقٍ .

অতঃপর বললেন, রাজত্বের দাবি শুধু উত্তরসূরি হিসেবেই করিনি; বরং শাহী তাজ, পোষাক এবং আংটি, ক্ষতিকর দু'টি সিংহের সম্মুখে রেখে আমি এবং আপনাদের সেই বাদশাহ যাকে আপনারা বাদশাহী অর্পণ করেছেন উভয় উপস্থিত হব, অতঃপর যিনি শাহী আসবাবপত্র তথা তাজ, আংটি ইত্যাদি টেনে আনবে সেই আপনাদের বাদশাহ হওয়ার যোগ্য। বাহরামের যুক্তিসঙ্গত বক্তৃতা শ্রবণে এবং তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য ও ভাল ভাল অঙ্গীকারের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল এবং সবাই তার পরামর্শের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং তাজ, আংটি এবং পোষাকগুলোকে একটি চামড়া উন্মোচনকৃত বকরির বাচ্চার সাথে ক্ষুধার্ত দু'টি সিংহের সম্মুখে রাখা হলো, আর বড় বড় লোকেরা, গোত্রের নেতারা, মন্ত্রী পরিষদ এ ঘটনা দেখার জন্য একত্রিত হয়ে গেল।

বাহরাম কিসরাকে বলল, তাজ নেওয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হোন। তিনি দেখলেন সিংহগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে আছে এতে তিনি ভীত হয়ে গেলেন এবং বললেন, আপনি অগ্রসর হোন, তখন বাহরাম আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাতে স্বর্ণের মুগুড় (বড় লাঠি) নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং জোরা (কাপড়ের সেট) লওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, এবং জিঞ্জির থেকে উভয় সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হলো। একটি সিংহ তার ওপর আক্রমণ করতে উদ্ধত হলে তিনি সিংহের সাথে কুস্তি করে সিংহের পিঠের ওপর উঠলেন এবং তার ওপর আরোহী হয়ে উভয় রান দ্বারা এমনভাবে চাপা দিলেন

সিংহের হাড় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হলো। অতঃপর দ্বিতীয় সিংহটি তার ওপর আক্রমণ করতে চাইলে তিনি প্রথমে মুগুড় দ্বারা সিংহের মাথায় আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন এবং সে সিংহটি তার নিচে ছিল সেটি একবার পর আবার উঠে এবং তিনি তার উভয় রান থেকে তাকে না ছেড়ে মুগুড় দ্বারা মাথায় আঘাত করতে করতে মেরে ফেললেন। দ্বিতীয়টার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকেও মেরে ফেললেন। অতঃপর চিৎকার ধ্বনী তাকবীর ধ্বনী শুরু হলো। লোকেরা আনন্দিত হয়ে তার জন্য দোয়া করল এবং তার মাথায় বাদশাহী তাজ রাখা হলো এবং তিনি যোগ্যতা বলেই সিংহাসনে বসলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

وَثَبَ আক্রমণ করা	اَلَةُ الْمُلْكِ শাহী তাজ, আংটি, জুরা ইত্যাদি
ضِلْعٌ (ج) اَضْلَاعٌ রান, উরু	مَسْلُوْخٌ যার চামড়া উঠানো হয়েছে
تَنَدَّقَ ভেঙ্গে দেওয়া, ভাঙ্গা	مُوْبِذٌ (ج) مُوَابِذَةٌ ফারসিদের ফকীহ, অগ্নিপূজকদের হাকিম
ضَجَّةٌ (ج) ضَجَّاتٌ চিৎকার শুরগোল	رَاوَغَةٌ কুস্তি, যুদ্ধ

مَنْعُ الْمُسْتَجِيْرِ

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَذَرَ الْمَهْدِيُّ دَمَ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ كَانَ يَسْعٰى فِىْ فَسَادِ سُلْطَنَتِهٖ وَجَعَلَ لِمَنْ دَلَّهٗ عَلَيْهِ اَوْ جَاءَهٗ بِهٖ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَاَقَامَ حِيْنًا مُتَوَارِيًا ثُمَّ اَنَّهٗ ظَهَرَ بِمَدِيْنَةِ السَّلَامِ فَكَانَ ظَاهِرًا كَغَائِبٍ خَائِفًا مُتَرَقِّبًا فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِىْ فِىْ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا، اِذْ بَصُرَ بِهٖ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ فَعَرَفَهٗ فَاَهْوٰى اِلٰى مَجَامِعِ ثَوْبِهٖ وَقَالَ هٰذِهٖ بُغْيَةُ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَمْكَنَ الرَّجُلُ الَّذِىْ تَعَلَّقَ بِهٖ مِنْ قِيَادِهٖ وَنَظَرَ اِلَى الْمَوْتِ اَمَامَهٗ فَبَيْنَا هُوَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالَةِ اِذْ سَمِعَ وَقْعَ الْحَوَافِرِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ فَالْتَفَتَ فَاِذَا مَعَنُ بْنُ زَائِدَةَ فَقَالَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ! اَجِرْنِىْ اَجَارَكَ اللّٰهُ ، فَوَقَفَ ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِىْ تَعَلَّقَ بِهٖ مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ بُغْيَةُ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِىْ نَذَرَ دَمَهٗ وَاَعْطٰى لِمَنْ دَلَّ عَلَيْهِ مِائَةَ اَلْفٍ، فَقَالَ يَاغُلَامُ : اِنْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ بُغْيَةٌ وَاحْمِلْ اَخَانَا فَصَاحَ الرَّجُلُ يَامَعْشَرَ النَّاسِ : يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ مَنْ طَلَبَهٗ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

---

আশ্রয়প্রার্থীর হেফাজত

সাঈদ ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেছেন বাদশাহ মাহদী কূফার এক ব্যক্তির রক্ত প্রবাহিত করার মানত করেছিলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা তার রাজ্য শাসনে বিশৃঙ্খলা লাগিয়ে রাখতো, ঝগড়া বিবাদ লাগানোর চেষ্টায়রত থাকতো। বাদশাহ ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি সেই চক্রান্তকারীকে ধরে দিবে বা তার সন্ধান দিবে তাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন, সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত আত্মগোপন করেছিল এরপর মদীনাতুসসালামে (বাগদাদে) আত্মপ্রকাশ করলো, কিন্তু তারপরও আত্মগোপনের মতোই দিন যাপন করতো। সর্বক্ষণ সে ভীতিগ্রস্থ ও দুর্যোগ মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। একদিন বাগদাদের কোনো এক পল্লী দিয়ে যাচ্ছিল, এক কূফী ব্যক্তি তাকে দেখে চিনে ফেলে এবং তাকে ধরার জন্য হাত প্রসারিত করে বলল, এই আমীরুল মু'মিনীনের উদ্দেশ্য। ধৃত ব্যক্তি ধৃতকারীকে টেনে নেওয়ার সুযোগ দিল এবং সে তার সম্মুখে মৃত্যু দেখতে পেল। এমতাবস্থায় পিছনের দিক থেকে ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। সে পিছে ফিরে দেখল মাআন ইবনে যায়েদাহ। অতঃপর সে ব্যক্তি বলল, হে আবুল ওয়ালীদ! আমাকে আশ্রয় দাও, আল্লাহ আপনাকে আশ্রয় দিবেন। মাআন ইবনে যায়েদাহ থেমে গেল এবং যে ধরে এনেছিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ইচ্ছা? সে বলল, এই ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীনের উদ্দেশ্য, তার রক্ত প্রবাহিত করার জন্য তিনি মানত করেছেন এবং যে তার সন্ধান দিবে তাকে একহাজার দিরহাম পুরষ্কার দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। মাআন ইবনে যায়েদাহ বলল, হে গোলাম! তুমি আরোহণ থেকে অবতরণ করে আমার ভাইকে উঠাও। কূফী ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, হে লোক সকল! মাআন ইবনে যায়েদাহ আমার এবং আমীরুল মু'মিনীনের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রতিবন্ধক হচ্ছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَجْمَعٌ (ج) مَجَامِعُ

একত্রিত করা বা একত্রিত হওয়ার স্থান, একাডেমী। এখানে কলার বা জামার বোতামের স্থানে ধরা উদ্দেশ্য।

نَفِيسَةٌ সন্ধানী জিনিস

مَكَّنَ ক্ষমতা দেওয়া শক্তিশালী বানানো

قَادَ - قِيَادَةً

মাসদার قَادَ الدَّابَّةَ থেকে অর্থ হবে চতুষ্পদ প্রাণীকে সম্মুখ দিয়ে টানা এবং سَاقَ الدَّابَّةَ -এর অর্থ চতুষ্পদ প্রাণীকে পিছনের দিকে চালানো

حَافِرٌ (ج) حَوَافِرُ খুর, উদ্দেশ্য ঘোড়ার পায়ের শব্দ

أَبُو الْوَلِيْدِ মাআন ইবনে যায়েদাহ-এর ডাকনাম

اَلْمُسْتَجِيْرُ

এ শব্দটি সেলাহ্ আসলে অর্থ হবে- সাহায্য চাওয়া আর এর সেলা مِنْ আসলে অর্থ হবে আশ্রয় চাওয়া।

سَعِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : সাঈদ ইবনে মুসলিমের ডাক নাম আবূ ওমর, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ আমীর ছিলেন। হাদীস বিশারদ ও আরবি সম্পর্কে দক্ষ ছিলেন। ২০৮ বা ২১৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

نَذْرًا (ن ، ض) نَذَرَ নিজের ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব করা

مُتَوَارِيًا আত্মগোপন করা, লুকিয়ে থাকা

مُتَرَقِّبًا অপেক্ষমান

نَاحِيَةٌ (ج) نَوَاحِي কিনারা, পার্শ্ব

فَاَهْوٰى - اَهْوٰى اِلَيْهِ তাকে ধরার জন্য হাত প্রসারিত করা

قَالَ لَهُ مَعْنٌ اِذْهَبْ فَاَخْبِرْهُ اَنَّهُ عِنْدِيْ فَانْطَلَقَ اِلٰى بَابِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَخْبَرَ الْحَاجِبُ فَدَخَلَ اِلَى الْمَهْدِيْ فَاَخْبَرَهُ فَاَمَرَ بِحَبْسِ الرَّجُلِ وَ وَجَّهَ اِلٰى مَعْنٍ مَنْ يَحْضُرُ بِهٖ فَاَتَتْهُ رُسُلُ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَدْ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَقُرِّبَتْ اِلَيْهِ دَابَّتُهُ ، فَدَعَا اَهْلَ بَيْتِهٖ وَمَوَالِيْهِ فَقَالَ لَايَخْلُصَنَّ اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ وَفِيْكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ ثُمَّ رَكِبَ وَ دَخَلَ حَتّٰى سَلَّمَ عَلَى الْمَهْدِيْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا مَعْنُ : اَتُجِيْرُ عَلَيَّ قَالَ نَعَمْ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ : قَالَ وَنَعَمْ اَيْضًا ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ فَقَالَ مَعْنٌ ، قَتَلْتُ فِيْ طَاعَتِكُمْ بِالْيَمَنِ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ اَلْفًا وَلِيَ اَيَّامٌ كَثِيْرَةٌ قَدْ تَقَدَّمَ فِيْهَا بَلَائِيْ وَحُسْنُ غِنَائِيْ فَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اَهْلًا اَنْ تَهِبُوْا لِيْ رَجُلًا وَاحِدًا اِسْتَجَارَبِيْ ، فَاَطْرَقَ الْمَهْدِيْ طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ سُرِيَ عَنْهُ فَقَالَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتَ : قَالَ مَعْنٌ فَاِنْ رَأٰى اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَّصِلَهُ فَيَكُوْنُ قَدْ اَحْيَاهُ وَاَغْنَاهُ ، فَعَلَ قَالَ قَدْ اَمَرْنَا لَهُ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ : اِنَّ صِلَاتِ الْخُلَفَاءِ عَلٰى قَدْرِ جِنَايَاتِ الرَّعِيَّةِ وَاِنَّ ذَنْبَ الرَّجُلِ عَظِيْمٌ فَاَجْزِلْ لَهُ الصِّلَةَ قَالَ قَدْ اَمَرْنَا لَهُ بِمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ فَتَعَجَّلْهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ : بِاَفْضَلِ الدُّعَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَحِقَهُ الْمَالُ، فَدَعَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ خُذْ صِلَتَكَ وَالْحَقْ بِاَهْلِكَ وَاِيَّاكَ وَمُخَالَفَةَ خُلَفَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

মাআন বলল, তুমি গিয়ে বাদশাহকে বল যে, সে আমার নিকট আছে। কূফী ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীনের দরজায় গিয়ে পাহারাদারকে বলে মাহদীর নিকট গিয়ে বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ তুলে ধরলো। মাহদী তাকে আটকে রেখে মাআন-এর নিকট একজন লোক প্রেরণ করলেন যেন সে মাআনকে মাহদীর নিকট নিয়ে আসে। আমীরুল মু'মিনীনের বাহক তার নিকট ঐ মুহূর্তে গিয়ে পৌছে যখন সে আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে পৌছার জন্য কাপড় পরিধান করার পর আরোহীতে আরোহণ করার উপক্রম হয় তখন সে তার পরিবার-পরিজন ও গোলামদেরকে ডেকে বললেন, এই আশ্রয়গ্রস্ত লোককে কেউ যেন কখনো ছিনিয়ে না নিতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ জীবিত থাকে। অতঃপর আরোহণ করে মাহদীর নিকট প্রবেশ করে সালাম পেশ করলেন। তিনি জবাব দিলেন না এবং ভর্ৎসনা স্বরে বললেন, হে মাআন! আমার বিরোধিতা করে তুমি আশ্রয় দিচ্ছ? সে বলল, হ্যাঁ। মাহদী বলল, তুমি হ্যাঁ বলছ? তোমার সাহস কত এবং মাহদী খুব রাগান্বিত হলো। মাআন বলল, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য ইয়ামনে একদিনে ১৫ হাজার লোককে হত্যা করেছি। এ ছাড়া আমার আরো অনেক ঘটনা রয়েছে তাতেও আমি সফলতা অর্জন করেছি এরপরও কি আমি আপনার নিকট এতটুকু আবেদন করতে পারি না যে, আমার কারণে এমন একজন লোককে ক্ষমা করে দিবেন যে আমার আশ্রয় ও নিরাপত্তা চায়। মাহদী তৎশ্রবণে কিছুক্ষণ মাথা নত করে নিশ্চুপ থাকলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করলেন, তখন তার রাগ চলে যায়। অতঃপর বললেন, যাকে তুমি নিরাপত্তা দিয়েছ

আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। মাআন বললেন, আমীরুল মু'মিনীন যদি আপনি উচিত মনে করেন তাহলে তাকে কিছু হাদিয়া দান করেন। কেননা আপনার দান করা মানে যেন তাকে জীবিত রাখা এবং সম্পদশালী বানানো। মাহদী বললেন, আমি তার জন্য পাঁচ হাজার দিরহামের নির্দেশ দিলাম। মাআন বলল, বাদশাহদের উপহার জনগণের অপরাধ পরিমাণ হয়। আর এই ব্যক্তির অপরাধও বড়; সুতরাং আপনি তাকে বড় অংকের উপহার দান করেন। মাহদী বললেন, আমি তার জন্য এক লক্ষের নির্দেশ দিলাম। মাআন বললেন, আমীরুল মু'মিনীন আপনি তা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন। সাথে সাথে তার জন্য উত্তম দোয়া করুন। আর আমরা আপনার জন্য কল্যাণ কামনা করব। অতঃপর মাআন ফিরে আসলেন এবং সে ব্যক্তি মাল পেয়ে গেল। মাআন তাকে ডেকে বললেন, তুমি তোমার উপহার দিয়ে তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যাও এবং আল্লাহর খলিফাদের বিরোধিতা কখনো করোনা সব সময় তাদের বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

تَطَرَّفَ চক্ষুর পাতা মারা-এর দ্বারা উদ্দেশ্য জীবন	اَلْحَاجِبُ দারোয়ান, পাহারাদার
اَجْزِلْ (صِيغَةُ الْأَمْرِ الْحَاضِرِ مِنْ اِجْزَال) বেশি দান করা	وَجَّهَ কারো দিকে মনোনিবেশ করা, কারো দিকে প্রেরণ করা

صِيَانَةُ الْمُلُوكِ رَعَايَاهُمْ

قَالَ اَبُو الْفَرَجِ الْاَصْبَهَانِيُّ لَمَّا رَجَعَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تَوَجَّهَ اِلَى بِلَادِ الصِّيْنِ فَحَاصَرَ مَدِيْنَتَهَا اَشَدَّ مُحَاصَرَةٍ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى اَخْذِهَا نَزَلَ اِلَيْهِ مَلِكُ الصِّيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ وَلَمْ يَعْرِفْ اَحَدٌ اَنَّهُ مَلِكُ الصِّيْنِ وَقَالَ اَنَا رَسُوْلُ مَلِكِ الصِّيْنِ فَلَمَّا وَصَلَ اِلَى الْحُجَّابِ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُ رَسُوْلُ مَلِكِ الصِّيْنِ وَيُرِيْدُ الدُّخُوْلَ عَلَى الْاِسْكَنْدَرِ ، فَاَعْلَمُوا الْاِسْكَنْدَرَ بِهِ وَاَدْخَلُوْهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ سَلَّمَهُ وَ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ تَكَلَّمْ فَقَالَ اِنِّيْ مَامُوْرٌ اَنْ لَّا اَتَكَلَّمَ اِلَّا فِيْ خَلْوَةٍ فَفَتَّشَهُ الرُّسُلُ خَوْفًا مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ مَعَهُ سِلَاحٌ اَوْ مَكِيْدَةٌ فَوَجَدُوْهُ خَالِيًا مِنْ ذَالِكَ فَتَقَرَّبَ اِلَى الْمَلِكِ الْاِسْكَنْدَرِ وَقَالَ لَهُ اَيُّهَا الْمَلِكُ اِنِّيْ مَلِكُ الصِّيْنِ بِنَفْسِيْ وَلَسْتُ بِرَسُوْلِهِ وَقَدْ حَضَرْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ لِعِلْمِيْ اَنَّكَ رَجُلٌ عَاقِلٌ عَارِفٌ صَالِحٌ مَامُوْنُ الْغَائِلَةِ فَاِنْ كَانَ قَصْدُكَ قَتْلِيْ فَهَا اَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاَغْنِيْكَ عَنِ الْقِتَالِ وَاِنْ كَانَ قَصْدُكَ الْمَالَ فَاطْلُبْ وَلَاتَعْجِزْ فَاِنِّيْ مُجِيْبُكَ فِيْ مَا تَطْلُبُ -

বাদশাহদের স্বীয় প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা

আবুল ফরজ ইসবাহানী বর্ণনা করেছেন– যখন যুলকারনাইন বিশ্বের পূর্ব পশ্চিম দিক ভ্রমণ থেকে ফিরলেন তখন চীনের দিকে যাত্রা করলেন এবং চীন শহরে শক্ত অবরোধ করলেন, যখন শহরের ওপর বিজয় লাভ করার উপক্রম হলেন তখন চীনের বাদশাহ রাতের আঁধারে তাঁর নিকট নেমে আসল অথচ কেউ বুঝতে পারল না যে, সেই চীনের বাদশাহ, কিন্তু সে বলল, আমি চীনের বাদশাহর দূত, আমি ইসকান্দার [যুলকারনাইন] বাদশাহের নিকট যেতে চাই। এবং যখন গেট পাহারাদারদের নিকট পৌঁছল তখনও তাদেরকে চীনের বাদশাহের দূত বলে পরিচয় দিল এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল তারপর তারা বাদশাহ ইস্কান্দারকে সংবাদ দিলে তিনি প্রবেশের অনুমতি দান করেন এবং অতঃপর সে প্রবেশ করে সালাম দিল বাদশাহ বললেন, কি বলার বল? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে একাকীত্ব ব্যতীত আলোচনা না করতে; তখন যুলকারনাইনের লোকেরা তার পোশাক তালাশ করে দেখল যে, তার সাথে কোনো অস্ত্র আছে কিনা? কিংবা কোনো ধোঁকাবাজী আছে কিনা? তবে তাকে নিরাপদ পাওয়া গেল। অতএব সে বাদশাহ ইস্কান্দারের নিকটবর্তী হয়ে বলল, হে বাদশাহ! আমি চীনের বাদশাহ, আমি দূত নই। আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। কেননা আমি জানি যে, আপনি একজন জ্ঞানী, পরিচিত, নেককার, বিপদমুক্ত ব্যক্তি। যদি আপনার ইচ্ছা হয় আমাকে হত্যা করা তাহলে আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত এবং আপনাকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দানকারী। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় সম্পদ তাহলে তা চান। তবে এতটুকু আবেদন করবেন না যা দিতে অপারগ হয়ে পড়ি। কেননা আপনি যতটুকু সম্পদ চাইবেন আমি তা দিতে প্রস্তুত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

الْغَائِلَةُ (ج) غَوَائِلُ	বিপদ, ধ্বংস হওয়া	صِيَانَةٌ (مص)	হেফাজত করা
مَلِيًّا	সময় বা যুগের এক অংশ	خَلْوَةٌ	নিভৃত, একাকিত্ব
		فَتَّشَ - تَفْتِيْشًا	সন্ধান নেওয়া

فَقَالَ الْإِسْكَنْدَرُ خَاطَرْتَ بِنَفْسِكَ ، فَقَالَ اَيُّهَا الْمَلِكُ : اَنَا بَيْنَ اَمْرَيْنِ إِمَّا اَنْ تَقْتُلَنِىْ فَيُقِيْمَ اَهْلُ مَمْلَكَتِىْ غَيْرِىْ وَيُحَارِبُوْكَ وَإِنْ تَرَكْتَنِىْ اَفْدِ بِلَادِىْ بِمَا تُرِيْدُ وَتُنْسَبُ إِلَى الْجَمِيْلِ فَلَمَّا سَمِعَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ذَالِكَ اَطْرَقَ مَلِيًّا مُفَكِّرًا وَعَلِمَ اَنَّ مَلِكَ الصِّيْنِ مِنْ ذَوِى الْعُقُوْلِ ثُمَّ إِنَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ مِنْكَ خَرَاجَ مَمْلَكَتِكَ ثَلَاثَ سِنِيْنَ كَوَامِلَ مُعَجَّلًا ثُمَّ بَعْدَ ذَالِكَ تُعْطِىْ كُلَّ سَنَةٍ نِصْفَ الْخَرَاجِ فَقَالَ مَلِكُ الصِّيْنِ وَهَلْ تَطْلُبُ غَيْرَ ذَالِكَ شَيْئًا ، قَالَ لَا ، فَقَالَ قَدْ اَجَبْتُكَ إِلٰى ذَالِكَ ، فَقَالَ الْإِسْكَنْدَرُ كَيْفَ يَكُوْنُ حَالُ رَعِيَّتِكَ بَعْدَ هٰذَا الْمَالِ الْمُعَجَّلِ؟ فَقَالَ اُعْطِيْكَ مِنْ عِنْدِىْ وَلَمْ اُكَلِّفْ رَعِيَّتِىْ إِلَى التَّعْجِيْلِ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ فَخَرَجَ مَلِكُ الصِّيْنِ شَاكِرًا فَلَمَّا طَلَعَ النَّهَارُ اَقْبَلَ مَلِكُ الصِّيْنِ بِعَشَائِرِهٖ حَتّٰى سَدَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَاَحَاطُوْا بِعَسَاكِرِ ذِى الْقَرْنَيْنِ حَتّٰى اَيْقَنُوْا بِالْهَلَاكِ فَظَنَّ الْإِسْكَنْدَرُ وَقَوْمُهٗ اَنَّ مَلِكَ الصِّيْنِ خَدَعَهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ فِىْ هٰذِهِ الْفِكْرَةِ وَإِذَا بِمَلِكِ الصِّيْنِ جَاءَ وَعَلٰى رَأْسِهِ التَّاجُ ، فَلَمَّا رَاٰهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ قَالَ اَغَدَرْتَ فِيْمَا قُلْتَ؟ قَالَ لَا ، وَلٰكِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اُرِيَكَ اَنِّىْ لَمْ اَخْضَعْ لَكَ خَوْفًا وَاعْلَمْ اَنَّ الَّذِىْ هُوَ غَائِبٌ مِنْ جُيُوْشِىْ اَكْثَرُ مِمَّنْ حَضَرَ ، فَقَالَ لَهُ الْإِسْكَنْدَرُ قَدْ تَرَكْتُ لَكَ جَمِيْعَ مَاقَرَّرْتُهٗ عَلَيْكَ مِنْ اَمْرِ الْخَرَاجِ فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ بِلَادِ الصِّيْنِ اَرْسَلَ لَهٗ مَلِكُ الصِّيْنِ تُحَفًا وَاَمْوَالًا كَثِيْرَةً عَلٰى سَبِيْلِ الْهَدِيَّةِ -

---

বাদশাহ ইস্কান্দার বললেন, তুমি নিজেকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছ। চীনের বাদশাহ বলল, হে বাদশাহ! আমি দু'টি ক্ষতির মধ্যে আছি। যদি আপনি আমাকে হত্যা করে দেন তাহলে আমার দেশের লোকেরা আমাকে ছাড়া অন্য একজনকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে আপনার সাথে যুদ্ধ করবে। আর যদি আমাকে ছেড়ে দেন তাহলে আমি আমার শহরগুলোর ফিদয়া (কর) দিতে থাকব। যতটুকু আপনি চাইবেন। আর এতে আপনার প্রশংসা হবে। যুলকারনাইন উল্লিখিত আলোচনা শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং বুঝতে পারলেন চীনের বাদশাহ বড় জ্ঞানী, বিচক্ষণ। অতঃপর মাথা উঠিয়ে বললেন, আমি তোমার থেকে তোমার দেশের তিন বৎসরের অগ্রিম কর চাই। এরপর প্রতি বৎসর অর্ধেক কর (টেক্স) আদায় করবে। চীনের বাদশাহ বলল, এছাড়া আরো কিছু চাইবেন কি? তিনি বললেন, না। চীনের বাদশাহ বলল, আমি এটা গ্রহণ করলাম। যুলকারনাইন জিজ্ঞেস করলেন, এই অগ্রিম কর (টেক্স) দেওয়ার পর তোমার প্রজাদের অবস্থা কি হবে? সে বলল, আমি আমার সম্পদ থেকে আদায় করে দিব এবং আমার প্রজাদেরকে

অগ্রিম দেওয়ার জন্য বাধ্য করব না। আমি যা বলছি এর ওপর আল্লাহ সাহায্যকারী। অতঃপর চীনের বাদশাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাদশাহ ইস্কান্দারের দরবার হতে চলে গেল। যখন সূর্য উদিত হলো চীনের বাদশাহ স্বীয় সৈন্যদেরকে নিয়ে আসলেন এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো জায়গা বন্ধ করে দিলেন এবং যুলকারনাইনের সৈন্যদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে দিলেন। অতঃপর তারা ধ্বংস অনিবার্যরূপে ধরে নিল। বাদশাহ ইস্কান্দার এবং তার গোত্রের লোকেরা ধারণা করল চীনের বাদশাহ তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তারা সেই চিন্তায় মগ্ন ছিল। এমন সময় হঠাৎ চীনের বাদশাহ এসে পৌঁছল এবং মাথায় শাহী টুপী পরিহিত অবস্থায়. যুলকারনাইন তাকে দেখে বললেন তুমি যা কিছু বলছ তা দ্বারা কি আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছ? সে বলল না; বরং আমার ইচ্ছা হলো এটা দেখানো যে, আমি আপনার সম্মুখে ভয়ে মাথা নত করিনি।

আর জেনে রাখুন: আমার যে সব সৈন্যরা উপস্থিত হয়নি তারা উপস্থিতদের থেকেও বেশি। ইস্কান্দার তাকে বললেন, আমি যে টেক্স তোমার ওপর আরোপ করেছি তা সব তোমার কারণে ক্ষমা করে দিলাম। যখন যুলকারনাইন চীন দেশসমূহ থেকে প্রস্থান করলেন তখন চীনের বাদশাহ অনেক মাল ও আসবাবপত্র হাদিয়া হিসেবে ইস্কান্দারের নিকট প্রেরণ করল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

جَيْشٌ (ج) جُيُوْشٌ দল, সৈন্য	خَرَاجٌ কর, টেক্স
تُحَفًا উপহার, উপঢৌকন	عَشِيْرَةٌ (ج) عَشَائِرُ আত্মীয় স্বজন, গোত্রের লোক

اَلْمَوَاعِظُ

لَمَّادَخَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَدِيْنَةَ سَأَلَ هَلْ بِالْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اَدْرَكَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا ، اَبُوا الْحَازِمِ ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ سَأَلَهُ فَقَالَ يَا اَبَا حَازِمٍ ، مَا لَنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ؟ فَقَالَ لِاَنَّكُمْ اَخْرَبْتُمْ اٰخِرَتَكُمْ وَعَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ فَكَرِهْتُمْ اَنْ تَنْتَقِلُوْا مِنْ عُمْرَانٍ اِلٰى خَرَابٍ فَقَالَ لَهُ وَكَيْفَ الْقُدُوْمُ عَلَى اللّٰهِ؟ قَالَ اَمَّا الْمُحْسِنُ فَكَغَائِبٍ يَقْدَمُ عَلٰى اَهْلِهٖ وَاَمَّا الْمُسِيْئُ فَكَاٰبِقٍ يَقْدَمُ عَلٰى مَوْلَاهُ فَبَكٰى سُلَيْمَانُ وَقَالَ يَالَيْتَ شِعْرِيْ مَالَنَا عِنْدَ اللّٰهِ؟ قَالَ اِعْرِضْ عَمَلَكَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ فِيْ اَيِّ مَكَانٍ اَجِدُهُ فَقَالَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ قَالَ سُلَيْمَانُ فَاَيْنَ رَحْمَةُ اللّٰهِ؟ قَالَ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ، قَالَ فَاَيُّ عِبَادِ اللّٰهِ اَكْرَمُ؟ قَالَ اُوْلُوا الْمُرُوَّةِ -

---

উপদেশ সূচক বাণী

(১) সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক যখন মদীনায় প্রবেশ করলেন মদীনাবাসীকে জিজ্ঞেস করলেন মদীনায় এমন কোনো লোক আছে কি? যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীকে পেয়েছেন, লোকেরা বলল, হ্যাঁ আবুল হাযিম। অতঃপর তার খেদমতে সুলাইমান দূত প্রেরণ করলেন। যখন তিনি আসলেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন হে আবুল হাযিম! কি কারণে আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি? তিনি বললেন, কেননা তোমরা পরকালকে ধ্বংস করে দিয়েছ এবং দুনিয়াকে আবাদ করেছ; তজ্জন্য তোমরা চাওনা আবাদকৃত স্থান থেকে ধ্বংসের দিকে যেতে। অতঃপর বাদশাহ সুলাইমান জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত কিভাবে করা হবে? তিনি বললেন, নেককারদের উপস্থিতি সেই ভ্রমণকারীর মতো হবে যে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট (অনেক দিন পর) আসল, (আগত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা হয়) এবং পাপীদের উপস্থিতি সেই পলায়নকারী গোলামের মতো, যে তার মালিকের নিকট ফিরে আসে (অর্থাৎ সে তখন ভীত ও চিন্তিত থাকে)। অতঃপর সুলাইমান কেঁদে বললেন, আফসোস! যদি আমরা জানতে পারতাম যে, আল্লাহর নিকট কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন, আপনি আপনার আমলকে আল্লাহর কিতাব কুরআনের সামনে পেশ করুন তথা যাচাই করুন, তখন বুঝতে পারবেন আপনার কি অবস্থা হবে। বাদশাহ সুলাইমান জিজ্ঞেস করলেন, কোন স্থানে পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ [পুণ্যবান লোক বেহেশতে যাবেন এবং পাপীরা দোজখে যাবে]। সুলাইমান বললেন, আল্লাহর রহমত কোথায়? তিনি বললেন, পুণ্যবানদের নিকট। সুলাইমান বললেন, আল্লাহর কোন বান্দা বেশি সম্মানী? বললেন, মুত্তাকী পরহেজগার।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَوْعِظَةٌ (ج) مَوَاعِظُ উপদেশ, নসিহত

سُلَيْمَانُ : সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক ওয়ালীদের ভাই। জন্ম ৫৪ হিজরিতে যখন ওয়ালীদের ইন্তেকাল হয় তখন তিনি রমলায় ছিলেন। জুমাদিউস সানী ৯৬ হিজরিতে তার হাতে খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। ২১ শে সফর রোজ শুক্রবার ৯৯ হিজরিতে দাবিক নামক স্থানে তার ইন্তেকাল হয়। তার বাইয়াতের বয়স ছিল মাত্র ৪৫ বছর। তার শাসন কাল ছিল ২ বছর আটমাস পাঁচদিন।

اَبُوْ حَازِمٍ : আবূ হাযিম ডাক নাম, সালামা নাম, খোড়া উপাধি, তার মাতার নাম দিনার ছিল। বংশীয়ভাবে পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। হাফিজ যাহবী লিখেন যে, সালামা একজন বক্তা, মদীনার আলিম এবং শায়খ ছিলেন। আল্লামা নববী বলেন, তিনি বিশ্বাসযোগ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তিনি সাহাবী এবং তাবেঈগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন বিশেষ আলিম হওয়া সত্ত্বেও খেজুরের ব্যবসা করে জীবন যাপন করতেন। বাদশাহ মনসূরের খেলাফতকালে ১৪০ হিজরিতে তার ইন্তেকাল হয়।

كَرَاهَةٌ অপছন্দনীয়, মন্দ

اَخْرَبْتُمْ ঘরবাড়ি ধ্বংস করা, নষ্ট করা

خَرَابٌ নষ্ট, ধ্বংস

عَمَّرْتُمْ আবাদ করা

عُمْرَانٌ আবাদী

اَلْمُسِيْئُ পাপী

اَبِقٌ পলায়নকৃত গোলাম

بِرٌّ - اَبْرَارٌ পূণ্য

نَعِيْمٌ বেহেশতের নিয়ামতসমূহ

فَاجِرٌ (ج) فُجَّارٌ দুষ্ট, ধ্বংসকারী, পাপী

جَحِيْمٌ জ্বলন্ত অগ্নি, দোজখ

اُولُو الْمُرُوْءَةِ ভদ্রলোক, পরহেজগার

وَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ هٰذَا فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّيْ اُكَلِّمُكَ بِكَلَامٍ فَاحْتَمِلْهُ فَاِنَّ وَرَاءَهُ اِنْ قَبِلْتَهُ مَا تُحِبُّ فَقَالَ سُلَيْمَانُ هَاتِهِ يَا اَعْرَابِيُّ فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ اِنِّيْ اُطْلِقُ لِسَانِيْ بِمَا خَرِسَتْ عَنْهُ الْاَلْسُنُ تَأْدِيَةً لِحَقِّ اللّٰهِ ، اِنَّهُ قَدْ اِكْتَنَفَكَ رِجَالٌ قَدْ اَسَاؤُا الْاِخْتِيَارَ لِاَنْفُسِهِمْ وَابْتَاعُوْكَ دُنْيَاهُمْ بِدِيْنِهِمْ وَ رِضَاكَ بِسَخَطِ رَبِّهِمْ وَخَافُوْكَ فِي اللّٰهِ وَلَمْ يَخَافُوا اللّٰهَ فِيْكَ فَهُمْ حَرْبٌ لِلْاٰخِرَةِ وَسَلْمٌ لِلدُّنْيَا فَلَا تَأْمَنْهُمْ عَلٰى مَا اسْتَخْلَفَكَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنَّهُمْ لَنْ يُبَالُوْا بِالْاَمَانَةِ وَاَنْتَ مَسْئُوْلٌ عَمَّا اجْتَرَمُوْا فَلَا تُصْلِحْ دُنْيَاهُمْ بِفَسَادِ اٰخِرَتِكَ فَاِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ غَبْنًا مَنْ بَاعَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ اَنْتَ اَنْتَ مَا اَنْتَ؟ يَا اَعْرَابِيُّ! فَقَدْ سَلَلْتَ لِسَانَكَ وَهُوَ سَيْفُكَ ، قَالَ اَجَلْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَ لَا عَلَيْكَ -

وَلَمَّا حَجَّ بِالنَّاسِ قَالَ لِوَلَدِ عَمِّهِ وَ وَلِيِّ عَهْدِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَلَا تَرٰى هٰذَا الْخَلْقَ الَّذِيْ لَا يُحْصِيْ عَدَدَهُمْ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا يَسَعُ رِزْقَهُمْ غَيْرُهُ ، فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰؤُلَاءِ رَعِيَّتُكَ الْيَوْمَ وَهُمْ غَدًا خُصَمَائُكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَبَكٰى سُلَيْمَانُ بُكَاءً شَدِيْدًا ثُمَّ قَالَ بِاللّٰهِ اَسْتَعِيْنُ -

وَقَالَ يَوْمًا لِعُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (رض) حِيْنَ اَعْجَبَهُ مَا صَارَ اِلَيْهِ مِنَ الْمُلْكِ ، يَا عُمَرُ! كَيْفَ تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ : هٰذَا سُرُوْرٌ لَوْلَا اَنَّهُ غُرُوْرٌ وَنَعِيْمٌ لَوْلَا اَنَّهُ هَلَكٌ وَفَرَحٌ لَوْ لَمْ يَعْقِبْهُ تَرَحٌ وَلَذَّاتٌ لَوْ لَمْ تَقْتَرِنْ بِاٰفَاتٍ وَكَرَامَةٌ لَوْ صَحِبَتْهَا سَلَامَةٌ فَبَكٰى سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللّٰهُ حَتّٰى اَخْضَلَتْ دُمُوْعُهُ لِحْيَتَهُ -

---

(২) এক গ্রাম্যলোক সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের নিকট এসে বলল, আমীরুল মু'মিনীন আমি আপনার সাথে কিছু আলোচনা করতে চাই; আপনি তা ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করুন। কেননা যদি আপনি এ কথা গ্রহণ করেন তাহলে এর পিছনে এমন বক্তব্য আসবে যা আপনি পছন্দ করবেন। সুলাইমান বললেন, হে গ্রাম্যলোক! যা বলার বলেন। গ্রাম্যলোক বলল, আমি নিজ জবানকে এমন বিষয়ে সঞ্চালন করতেছি যে বিষয়ে মানুষের মুখ বন্ধ হতে যাচ্ছিল। আল্লাহর হক আদায় করার উদ্দেশ্যে। কথা হচ্ছে আপনাকে এমন লোকেরা ঘেরাও করে ফেলেছে যারা নিজেদের জন্য অনেক মন্দ জিনিষ গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের ইহকালকে পরকালের বিনিময় ক্রয় করে নিয়েছে এবং নিজের আনন্দকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির বদলায় ক্রয় করেছে। সে সব লোকেরা আল্লাহর আনুগত্যতার ব্যাপারে

তোমাকে ভয় করে এবং আপনার আনুগত্যের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না। তাই তারা পরকাল বিমুখ ও পার্থিব জীবনের সাথে বন্ধুত্বকারী। সুতরাং তাদেরকে এসব কাজে আমীন বানাতে নেই যে বিষয়ে আপনাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে। কেননা সেসব লোক আমানতের কোনো ভ্রুক্ষেপই করবে না। তাদের অপরাধ সম্পর্কে কাল কিয়ামতে আপনাকেও জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং আপনার পরকাল নষ্ট করে তাদের দুনিয়া সঠিক করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহর নিকট সব থেকে বড় দোষী সেই ব্যক্তি যে অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের পরকালকে বিক্রি করে দেয়। সুলাইমান তাকে বললেন, তুমি তুমিই (অর্থাৎ সত্য কথার মধ্যে তুমি নজিরবিহীন তোমার মতো কেউ নেই)। তুমি কে? যে, নিজ জবানকে (বক্তব্যকে) তলোয়ারের মতো চালাচ্ছ। গ্রাম্য লোক বলল, হ্যাঁ কিন্তু তলোয়ার আপনার জন্য উপকারী, ক্ষতিকর নয়। (৩) যখন সুলাইমান হজ্জে গেলেন তখন নিজ ভাতিজা এবং গভর্নর ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে বললেন, তুমি কি আল্লাহর সৃষ্টিজীবের দিকে লক্ষ্য করনি? যার সংখ্যার পরিমাণ এবং রিজিকের সামর্থ্য আল্লাহ ব্যতীত কারো নেই। ওমর ইবনে আবদুল আযীয বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আজ তো এসব লোক আপনার প্রজা তবে আগামীকাল (তথা কিয়ামত দিবসে) আল্লাহর দরবারে আপনার বিবাদী হয়ে যাবে। অতঃপর সুলাইমান কাঁদা শুরু করলেন। এবং বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য কামনা করি।

(৩) তিনি একদিন ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে বললেন, যখন তাকে স্বীয় রাজত্বের উন্নতি বিস্ময়ে ফেলে দিয়েছিল। হে ওমর! আমরা যে অবস্থায় আছি তুমি তাকে কেমন মনে কর? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন এটা আনন্দের বস্তু ছিল যদি ধোঁকা না হতো, নেয়ামত ছিল যদি ধ্বংস না হতো, শান্তি ছিল যদি এরপর কষ্ট না হতো, স্বাদের বস্তু ছিল যদি এর সাথে বিপদের সংমিশ্রণ না হতো, আর এটা বুজুর্গী ছিল যদি এর সাথে নিরাপত্তা থাকত. তৎশ্রবণে সুলাইমান এ পরিমাণ ক্রন্দন করলেন যে, তার অশ্রু দাড়িকে সিক্ত করে ফেলেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

إِجْتَرَحُوْا (افتعال ـ ض) اِجْتِرَامًا وَجَرِيْمَةً
অপরাধ করা, পাপ করা, অন্যায় করা

سَلَلْتُ (ن) سَلَّ السَّيْفَ — তলোয়ার কোষমুক্ত করা

غُرُوْرٌ — প্রতারণা করা. ধোঁকা দেওয়া

تَرِحٌ (س) تَرَحًا — চিন্তা, চিন্তিত হওয়া, দুঃখিত হওয়া, ব্যথিত হওয়া

اَخْضَلَتْ (س) وَخَضَلًا — আর্দ্র. ভিজা, সুন্দর জীবন ভিজা হওয়া

اِحْتَمَلَهُ - اِحْتِمَالًا
শ্রদ্ধা করা, ক্ষমা করা, দেখে ও না দেখার ভান করা

اَطْلَقَ فِىْ كَلَامِهِ — ব্যাপকভাবে নির্দিষ্ট না করে

خَرَسٌ (ج) اَخْرَسٌ — বোবা

اِكْتَنَفَ — ঘেরাও করা

يُبَالُوْا — প্রয়োজন, মনোযোগ

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) مَا انْتَفَعْتُ بِكَلَامِ اَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا انْتَفَعْتُ بِكَلَامٍ كَتَبَهُ اِلَىَّ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ (رضـ) كَتَبَ اِلَىَّ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْمَرْأَ يَسُرُّهُ اِدْرَاكُ مَالَمْ يَكُنْ لِيَفُوْتَهُ وَيَسُوْئُهُ ، فَوْتَ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ فَلْيَكُنْ سُرُوْرُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ اَمْرِ اٰخِرَتِكَ وَلْيَكُنْ اَسَفُكَ عَلٰى مَا فَاتَكَ مِنْهَا وَمَا نِلْتَ مِنْ اَمْرِ دُنْيَاكَ فَلَا تَكُنْ بِهِ فَرِحًا وَمَافَاتَكَ مِنْهَا فَلَاتَاسَ عَلَيْهِ جَزْعًا وَلْيَكُنْ هَمُّكَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اِلٰى مُعَاوِيَةَ ، اَمَّا بَعْدُ! فَاِنَّهُ مَنْ يَّعْمَلْ بِمَسَاخِطِ اللّٰهِ يَصِرْ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا لَهُ وَالسَّلَامُ ، وَخَرَجَ الزُّهْرِىْ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ هِشَامٍ بِاَرْبَعٍ قِيْلَ لَهُ مَاهُنَّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى هِشَامٍ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِحْفَظْ عَنِّىْ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ فِيْهِنَّ صَلَاحُ مُلْكِكَ وَاسْتِقَامَةُ رَعِيَّتِكَ فَقَالَ هَاتِهِنَّ فَقَالَ لَاتَعِدَنَّ عِدَةً لَاتَثِقُ مِنْ نَفْسِكَ بِاِنْجَازِهَا ، قَالَ هٰذِهٖ وَاحِدَةٌ فَهَاتِ الثَّانِيَةَ ، قَالَ لَايَغُرَّنَّكَ الْمُرْتَقٰى وَاِنْ كَانَ سَهْلًا اِذَا كَانَ الْمُنْحَدِرُ وَعْرًا قَالَ هَاتِ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاعْلَمْ اَنَّ لِلْاَعْمَالِ جَزَاءً فَاتَّقِ الْعَوَاقِبَ ، قَالَ هَاتِ الرَّابِعَةَ قَالَ وَاعْلَمْ اِنَّ لِلْاُمُوْرِ بَغْتَاتٍ فَكُنْ عَلٰى حَذَرٍ قَعَدَ مُعَاوِيَةُ بِالْكُوْفَةِ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضـ) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ نُطِيْعُ اَحْيَائَكُمْ وَلَانَتَبَرَّأُ مِنْ مَوْتَاكُمْ فَالْتَفَتَ اِلَى الْمُغِيْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ هٰذَا رَجُلٌ فَاسْتَوْصِ بِهٖ خَيْرًا -

---

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, রাসূলে কারীম ﷺ-এরপর কারো কথা দ্বারা আমার এ পরিমাণ উপকার হয়নি যতটুকু উপকার হয়েছে আলী ইবনে আবী তালিবের সেই কথা বা বক্তব্যে যা তিনি আমার নিকট লিখে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি আমার নিকট লিখেছেন– আম্মাবাদ, নিশ্চয় মানুষ এমন বস্তু পেলে খুশি হয় যা কখনো হাতছাড়া হয় না এবং এমন বস্তু হারিয়ে গেলে দুঃখিত হয়, যা সে কখনো পাবে না। বস্তুত পরকালের কোনো কিছু অর্জিত হওয়ার ওপর তোমার আনন্দিত হওয়া উচিত। এবং যে জিনিস পরকাল থেকে তোমার হাতছাড়া হয়ে যায় তার ওপর তোমার আক্ষেপ করা উচিত। আর ইহকালীন সম্পদ যা তোমার অর্জিত হয়েছে তার ওপর আনন্দিত হবে না এবং তা থেকে কিছু চলে যাওয়ার ওপর ধৈর্য্যহীণ হয়ে আক্ষেপ করবে না কারণ তোমার তো মৃত্যু পরকালীন জীবনের জন্য চিন্তা হওয়া উচিত।

হযরত আয়েশা (রা.) হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট পত্র লিখলেন, [হামদ সালাতের পর লিখেছেন] আম্মাবাদ! যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির বিষয়সমূহের ওপর আমল করবে তাকে দেখে তার প্রশংসাকারী লোকেরাও তার সমালোচনা করতে লাগবে। ওয়াসসালাম।

হযরত যুহরী এক দিন হেশামের কাছ থেকে চারটি কথা শিখে বের হলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সে চারটি কথা কি? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি হেশামের নিকট এসে বলল, আমীরুল মু'মিনীন আপনি আমার কাছ থেকে চারটি কথা শুনে রাখুন। যার মাধ্যমে আপনার রাষ্ট্রের উন্নতি এবং প্রজারা সংশোধনী হবে। হেশাম বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই (তা বলো) তিনি বললেন, (১) আপনি কখনো কারো নিকট এমন অঙ্গীকার করবেন না যা পূর্ণ করার নিশ্চয়তা আপনার কাছে নেই। হেশাম বললেন, এতো একটি কথা দ্বিতীয়টি বলেন, (২) উঁচু স্থানে (পদে) চড়া যত সহজই হোকনা কেন এতে প্রতারিত হবেন না, কেননা উঁচু স্থান থেকে অবতরণ করা কঠিন ব্যাপার। হেশাম বললেন, তৃতীয় কথা কি বল? তিনি বললেন, (৩) স্মরণ রাখুন সব কাজেরই প্রতিদান রয়েছে অতএব এর পরিণাম সম্পর্কে ভয় করুন! হেশাম বললেন, চতুর্থ কথা কি বল? তিনি বললেন, জেনে রাখুন কাজের বাস্তবায়ন হঠাৎ হয়ে যায় তথা মৃত্যু হঠাৎ এসে যায়। সুতরাং সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। একদিন হযরত মুআবিয়া (রা.) কূফায় বসে লোকদের থেকে হযরত আলী ইবনে আবী তালিবের অসন্তুষ্টির বাইয়াত নিচ্ছিলেন, হঠাৎ এক ব্যক্তি বললেন হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা আপনাদের জীবিতদের অনুসরণ করি তবে আপনাদের মুরদাদের প্রতিও অসন্তুষ্ট নই। সুতরাং সে হযরত মুগীরার দিকে মনোনিবেশ করল অতঃপর তিনি বললেন, ইনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ ব্যক্তি তার নসিহত গ্রহণ করুন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَلْمُرْتَقٰى আরোহণের স্থান, উপরে উঠার স্থান

اَلْمُنْحَدِرُ অবতরণ করার স্থান

وَعْرًا শক্ত স্থান

حَذَرٌ চৌকান্ন থাকা, হুঁশিয়ার থাকা

اَلْمُغِيْرَةُ : মুগীরা ইবনে শুবা ছাকাফী, প্রসিদ্ধ সাহাবী, গযওয়ায়ে খন্দকের পরে ঈমান আনেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রেযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তী যুদ্ধসমূহে শরিক ছিলেন। হযরত ওমর (রা.)- তাকে বাহরাইন ও বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। সিহাহ সিত্তা কিতাবে তাঁর বর্ণনা রয়েছে বুখারী ও মুসলিমে তাঁর থেকে ১২টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি সর্বমোট ১২৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। ৫০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

فَاسْتَوْصِ অসিয়ত কবুল করা

اَسَفٌ আক্ষেপ

لَا تَأْسَ (س) تَأَسًا চিন্তাশীল হওয়া

جَزْعًا অধৈর্য হওয়া

مَسْخَطٌ (ج) مَسَاخِطُ

অসন্তুষ্টির কারণ, রাগান্বিত হওয়ার কারণ।

هِشَامٌ : হেশাম ইবনে আব্দুল মালিকের জন্ম ৭২ হিজরিতে তার ভাই ইয়াযীদের ইন্তেকালের পরে তিনি দিমাশকে এসে খেলাফতের বাইআত নেন। তিনি ধৈর্যশীল গাম্ভীর্য স্বভাবের ছিলেন, জ্ঞানী ও লজ্জাশীল ছিলেন। ৬ রবীউসসানী ১২৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর শাসনকাল ১৯ বৎসর ৬ মাস ১১ দিন ছিল।

ثِقَةٌ নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসী, ভরসা করা

اِنْجَازٌ অঙ্গীকার পূর্ণ করা

قِصَّةُ سَيِّدِنَا عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مِنْ حِكَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ خَلَقَ اٰدَمَ مِنْ غَيْرِ اَبٍ وَّاُمٍّ وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ غَيْرِ اُمٍّ وَخَلَقَ عِيْسٰى مِنْ غَيْرِ اَبٍ وَخَلَقَ بَقِيَّةَ نَوْعِ الْاِنْسَانِ مِنْ اَبٍ وَّاُمٍّ وَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَ نَبِيَّهُ عِيْسٰى اَرْسَلَ اللّٰهُ اِلٰى مَرْيَمَ جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَةِ اِنْسَانٍ وَكَانَتْ وَقْتَئِذٍ مُعْتَزِلَةً فِيْ مَكَانٍ شَرْقِيِّ الدَّارِ حَيْثُ كَانَتْ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا فَلَمَّا رَأَتْ جِبْرِيْلَ اِسْتَعَاذَتْ مِنْهُ لِيَتَبَعَّدَ عَنْهَا فَاَجَابَ بِاَنَّهُ رَسُوْلٌ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ جَاءَهَا لِيَهَبَهَا وَلَدًا يَكُوْنُ نَبِيًّا قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا فَاَجَابَتْهُ كَيْفَ يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَاَنَا لَمْ اَتَزَوَّجْ وَلَسْتُ مِنْ اَهْلِ الْبَغْيِ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا فَقَالَ لَهَا هٰذَا اَمْرٌ هَيِّنٌ عَلٰى رَبِّكِ ، اَرَادَ ذٰلِكَ لِيَكُوْنَ عَلَامَةً لِلنَّاسِ عَلٰى قُدْرَتِهِ وَ رَحْمَةً لِمَنْ اٰمَنَ بِهِ وَقَدْ حَكَمَ بِاِيْجَادِهِ ، وَلَامُحَالَةَ فَحَمَلَتْ بِهِ وَلَمْ تَمْضِ سَاعَةً فِيْ حَمْلِهِ حَتّٰى اَحَسَّتْ بِاَلَمِ الْوِلَادَةِ فَجَاءَتْ تَحْتَ جِذْعِ النَّخْلَةِ ، وَوَضَعَتْ ثُمَّ ذَهَبَتْ اِلٰى قَوْمِهَا حَامِلَةً لَهُ ، فَظَنُّوْا اَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ مِنْ طَرِيْقِ الزِّنَاءِ فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا وَهَمُّوْا لِيَرْجُمُوْهَا بِالْحِجَارَةِ فَاَشَارَتْ لَهُمْ اِلَيْهِ لِيَسْئَلُوْهُ فَقَالُوْا لَهَا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا -

---

ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলার কুদরতী কৌশলসমূহ থেকে একটি কৌশল হচ্ছে তিনি হযরত আদম (আ.)-কে পিতামাতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন এবং হযরত হাওয়া (আ.)-কে মাতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। আর ইসা (আ.)-কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। অপরাপর মানবজাতিকে মাতাপিতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন হযরত মরিয়ম (আ.)-এর নিকট জিব্‌রাঈল (আ.)-কে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করলেন। সে সময় মরিয়ম (আ.) বাড়ির পূর্বদিকে একটি ঘরে (হাম্মাম খানায়) একা একা মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের গোসল করছিলেন। যখন তিনি জিব্‌রাঈল (আ.)-কে দেখলেন তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন যাতে তিনি দূরে সরে যান। জিব্‌রাঈল (আ.) জবাব দিলেন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত (ফেরেশতা) তাঁর (মরিয়মের) নিকট এসেছেন তাকে একজন পবিত্র সন্তান দান করার জন্য (যিনি আগামীতে নবী হবেন)। হযরত মরিয়ম জবাব দিলেন আমার সন্তান কি করে হবে আমার তো বিয়েই হয়নি?

আমাকে তো আমি ব্যভিচারিণীও নই। কুরআনে বর্ণিত আছে, হযরত মরিয়ম (আ.) বললেন, আমার বাচ্চা কিভাবে হবে? আমাকে তো কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। হযরত জিব্‌রাঈল বললেন, এভাবে হওয়া তো তোমার প্রতিপালকের জন্য অতি সহজ। তবে এরূপে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো, যাতে তিনি মানুষের জন্য একটি নিদর্শন হয় এবং ঈমানদারদের জন্য রহমতের কারণ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা এভাবে সৃষ্টি করার ফয়সালা করে ফেলেছেন অতএব তা অবশ্যই হবে। সুতরাং তিনি তাকে পেটে ধারণ করলেন এবং গর্ভাবস্থায় বেশি দিন অতিক্রম হয়নি, তাঁর প্রসব বেদনা অনুভব হয়ে গেল তাই তিনি (লজ্জায়) খেজুর বৃক্ষের নিচে চলে গেলেন এবং সেখানে সন্তান প্রসব হয়ে গেল। অতঃপর সন্তানকে কোলে নিয়ে তাঁর গোত্রের নিকট চলে আসলেন। গোত্রের লোকেরা সন্দেহ করল যে, তিনি ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়েছেন। যার বর্ণনা কুরআনে فَاتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ الخ বাক্য দ্বারা বর্ণিত আছে। তাকে (ঈসা [আ.]-কে) কোলে নিয়ে তিনি স্বীয় গোত্রের নিকট আসলেন গোত্রের লোকেরা বলল, হে মরিয়ম! তুমি বড় আশ্চর্যের কাজ করেছ (কলঙ্কের কাজ করেছ) এবং তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলার সংকল্প করেছিল। তখন তিনি বাচ্চার দিকে ইঙ্গিত করলেন যে, তাকে (বাচ্চাকে) জিজ্ঞেস করো। লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব?

শব্দ-বিশ্লেষণ

نَخْلَةٌ
খেজুর বৃক্ষ যা শুকিয়ে গিয়েছিল, বৃক্ষটির মাথা ছিল না

فَرِيًّا এমন কাজ যার ওপর আশ্চর্য প্রকাশ করা হয়

مَهْدٌ (ج) مُهُوْدٌ কোল

حِكْمَةٌ (ج) حِكَمٌ
কৌশল, সত্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে কথাবার্তা বলা

زَكِيًّا নিষ্পাপ, নির্দোষ, পবিত্র

اَلْبَغِيُّ (ج) بَغَايَا ব্যভিচারী, বেশ্যা মহিলা

جِذْعٌ (ج) جُذُوْعٌ বৃক্ষের কাণ্ড

فَقَالَ لَهُمْ عِيسَى إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اٰتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا فَعِنْدَ ذَالِكَ تَحَقَّقَتْ لَهُمْ بَرَاءَتُهَا وَلَمَّا بَلَغَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثِينَ سَنَةً بَعَثَهُ اللّٰهُ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْإِنْجِيلَ وَآمَنَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَوِّرُ مِنَ الطِّينِ طَيْرًا فَيَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيُبْرِأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ أَيْضًا نُزُولُ الْمَائِدَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَإِخْبَارُ قَوْمِهِ بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَقَدْ اِغْتَاظَتْ مِنْهُ الْيَهُودُ ، فَاتَّفَقُوا عَلٰى قَتْلِهِ فَهَجَمُوا عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَدَخَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اِسْمُهُ يَهُودَا فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَوَجَدُوا فِيهِ شِبْهًا مِنْ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَسَاهُ اللّٰهُ أَوْصَافَ الْمَلٰئِكَةِ وَهُوَ حَيٌّ إِلَى الْآنِ ، وَأَمَّا مَرْيَمُ أُمُّهُ فَتُوُفِّيَتْ بَعْدَ رَفْعِهِ بِمُدَّةٍ قَلِيلَةٍ وَ دُفِنَتْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ إِنَّهُ يَنْزِلُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَلَا يَدَعُ كَافِرًا وَيَسْكُنُ مُدَّةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَحُجُّ وَيَزُورُ قَبْرَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَمُوتُ وَيُدْفَنُ بِجِوَارِهِ -

---

তখন হযরত ঈসা (আ.) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন এবং আমাকে বরকতপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। আমি যেখানেই থাকিনা কেন এবং তিনি আমাকে নামাজ ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যে পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি এবং আমাকে আমার মাতার বাধ্যগত বানিয়েছেন। আমাকে অবাধ্য ও দুর্ভাগা করে সৃষ্টি করেননি এবং আমার ওপর শান্তির পয়গাম ঘোষিত হয়েছে যে দিন থেকে জন্ম নিয়েছি এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমাকে পুনরুত্থান করা হবে। উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা মরিয়মের পবিত্রতা প্রকাশিত হলো। মরিয়ম এবং সম্পর্কে গোত্র লোকদের যে সন্দেহ ছিল তা দূর হয়ে গেল। যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হলো তখন তাকে রেসালত ও নবুয়ত দান করলেন এবং তার নিকট ইনজীল অবতীর্ণ করলেন, অনেক লোক তাঁর ওপর ঈমান আনলেন। তাঁর মুজেযার মধ্যে একটি হচ্ছে– মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি করে এতে ফুঁক দিতেন আল্লাহর হুকুমে প্রকৃত পাখি হয়ে উড়ে যেতো। তিনি জন্মান্ধকে এবং শ্বেতরোগীকে আরোগ্য করে দিতে পারতেন এবং মুরদাকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করে দিতে পারতেন। তাঁর

মুজেযার মধ্য থেকে আরেকটি হচ্ছে আসমান থেকে খাদ্য অবতীর্ণ হওয়া এবং নিজ গোত্রের লোকেরা আগামীতে যা খাবে এবং যা তাদের ঘরে সঞ্চয় করে রাখবে তা বলে দিতে পারতেন। এতে ইহুদিদের (হিংসা হলো) রাগ আসল, তাই তারা সবাই হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং হঠাৎ তাঁর ঘর অবরোধ করে ফেলল। অবরোধকারীদের মধ্যে ইয়াহুদা নামী এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করল কিন্তু ঘরে হযরত ঈসা (আ.)-কে পেল না। (আল্লাহ তার কুদরতে ঈসাকে স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেন এবং ইয়াহুদাকে ঈসার আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেন) কিছুক্ষণ পর সবাই ঘরে প্রবেশ করল, দেখল ঈসার আকৃতিতে একজন লোক। তারা ঈসা মনে করে হত্যা করে ফাঁসিতে ঝুলাল। এ দিকে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা আকাশে উঠিয়ে নেন। সে ঘটনা আল্লাহ তা'আলা وما قتلوه الخ আয়াত দ্বারা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ইহুদিরা ঈসা (আ.)-কে হত্যাও করতে পারেনি ফাঁসিও দেয়নি বরং তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত কৌশলী এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে ফেরেশতার গুণ দ্বারা গুণান্বিত করেন।

তিনি আজ পর্যন্ত আকাশে জীবিত আছেন। হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উত্তোলনের কিছুদিন পর তাঁর মাতা মরিয়ম (আ.)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায় এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে তাকে দাফন করা হয়।

কিয়ামতের পূর্বে (আল্লাহর হুকুমে) হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে অবতীর্ণ হবেন এবং আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর শরিয়ত মোতাবেক দুনিয়াতে শাসন পরিচালনা করবেন। তখন পৃথিবীতে কোনো কাফির থাকবে না। ৪০ বৎসর পর হজ করবেন এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর রওজা জেয়ারত করবেন। অতঃপর (সেখানেই) মারা যাবেন এবং নবীজীর নিকেটই তাঁকে দাফন করা হবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

الأكمه জন্মগত অন্ধ

الأبرص সাদা বা শ্বেত রোগী

مَائِدَةٌ দস্তরখানা

جَبَّارٌ অবাধ্য, উদ্ধত, অহঙ্কারী

شَقَاوَةٌ (س) شَقِيًّا দুর্ভাগা হওয়া, বদবখত হওয়া, শোচনীয় অবস্থা হওয়া

يُصَوِّرُ চিত্র, আকৃতি, প্রকৃতি

قِصَّةُ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

كَانَ سَيِّدُنَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ اَبٌ اِسْمُهُ اٰزَرُ وَكَانَ كَافِرًا وَاُمٌّ اِسْمُهَا لَيُوْثَا وَكَانَتْ مُؤْمِنَةً سِرًّا وَقَدْ وُلِدَ اِبْرَاهِيْمُ فِىْ عَهْدِ مَلِكٍ اِسْمُهُ النَّمْرُوْدُ وَكَانَ ذَا قُوَّةٍ وَكَانَ يَعْبُدُ الْاَصْنَامَ وَلَمَّا مَلَكَ جَمِيْعَ الدُّنْيَا اِدَّعَى الْاُلُوْهِيَّةَ فَعَبَدَتْهُ النَّاسُ خَوْفًا مِنْهُ فَلَمَّا صَارَ اِبْرَاهِيْمُ مُرَاهِقًا بَكَّتَ اَبَاهُ بِقَوْلِهٖ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً اِنِّىْٓ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ حَيْثُ كَانَ اَبُوْهُ يَعْبُدُ الْاَصْنَامَ وَيَتَّجِرُ فِيْهَا ثُمَّ صَارَ اِبْرَاهِيْمُ يَقُوْلُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ النَّمْرُوْدُ بِذَالِكَ اَحْضَرَ اِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ لَهُ اَنَا الَّذِىْ خَلَقَكَ وَرَزَقَكَ فَقَالَ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ كَذَبْتَ ، رَبِّىَ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ، وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ، فَعِنْدَ ذَالِكَ بُهِتَ النَّمْرُوْدُ وَمَنْ مَعَهُ مُعْجِبِيْنَ مِنْ فَصَاحَةِ لِسَانِهٖ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّمْرُوْدُ اِلٰى اٰزَرَ وَقَالَ لَهُ خُذْ وَلَدَكَ وَحَذِّرْهُ مِنْ بَأْسِىْ فَاَخَذَهُ اَبُوْهُ وَصَارَ يُحَذِّرُهُ فَقَالَ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا ، فَزَجَرَهُ اَبُوْهُ وَ وَبَّخَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَالِكَ تَرَقَّبَ اِبْرَاهِيْمُ لِلْاَصْنَامِ وَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ ثَلٰثَةً وَّسَبْعِيْنَ صَنَمًا ، فَكَسَّرَهَا بِفَأْسٍ وَلَمْ يَمُسَّ الصَّنَمَ الْاَكْبَرَ بِسُوْءٍ بَلْ عَلَّقَ الْفَأْسَ فِىْ رَأْسِهٖ وَ ذَهَبَ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهَا وَجَدُوْهَا عَلٰى هٰذِهِ الْحَالَةِ فَظَنُّوْا اَنَّهُ مَا فَعَلَ ذَالِكَ اِلَّا اِبْرَاهِيْمُ ، فَاَخْبَرُوا النَّمْرُوْدَ وَكَانَ قَبْلَ اَنْ يَّدَّعِىَ الْاُلُوْهِيَّةَ مَشْغُوْفًا بِعِبَادَةِ الْاَصْنَامِ فَاَمَرَ بِاِحْضَارِهٖ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ النَّمْرُوْدُ وَقَوْمُهُ ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يَٓا اِبْرَاهِيْمُ ، فَاَجَابَهُمْ بِقَوْلِهٖ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ -

---

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘটনা

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পিতার নাম আযর, সে কাফির ছিল এবং তার মাতার নাম লায়ুছা ছিল, যিনি গোপনে মোমিনা ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্ম বাদশাহ নমরূদের শাসনামলে হয়েছিল যে বড় প্রভাবশালী ও মূর্তি পূজক ছিল। এবং সে সারা বিশ্বের রাজা হওয়াতে খোদা হওয়ার দাবি করে বসে। লোকেরা ভয়ে তার পূঁজা আরম্ভ

করেদিল। যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) যৌবনে পদার্পণ করেন তখন তার পিতাকে দলিলসহ কথা দ্বারা মুখ বন্ধ করে দেন যে, "আপনি কি মূর্তিকে উপাস্য সাব্যস্ত করেন? নিশ্চয় আমি আপনাকে আপনার সমস্ত গোত্রের লোককে প্রকাশ্যে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত দেখছি"। কেননা তাঁর পিতা মূর্তি পূজা করতেন ও তার ব্যবসা করতেন। অতঃপর হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) (প্রকাশ্যে) নিজ গোত্রের লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। যখন নমরূদ এ সম্পর্কে অবগত হলো তখন ইব্‌রাহীম (আ.)-কে ডেকে বলল, আমিই তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাকে রিজিক দান করেছি। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমার প্রতিপালক তিনিই যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন এবং সেই সত্তা যিনি আমাকে আহার দেন ও পান করান এবং যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন। আর যিনি আমাকে মৃত্যু দিবেন অতঃপর পুনরুত্থান করবেন এবং সেই সত্তা যাঁর সম্পর্কে আমি আশাপোষণ করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নমরূদ এবং তার সাথীরা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর বক্তৃতা শুনে নিরুত্তর হয়ে গেল। অতঃপর নমরূদ আযরকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি ছেলেকে ধরে আমার শাস্তির ভয় দেখাও। তাঁর পিতা তাঁকে ধরে ভীতি প্রদর্শন আরম্ভ করল। তখন তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনারা এমন বস্তুর উপাসনা কেন করেন যে দেখেও না শুনেও না এবং আপনাদের কোনো কাজেও আসে না। এতে তাঁর পিতা তাঁকে তিরস্কার করলেন ও ধমক দিলেন। এরপর তিনি মূর্তি সম্পর্কে সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। একদিন সুযোগ পেয়ে মূর্তির ঘরে প্রবেশ করলেন, যেখানে ৭০টি মূর্তি ছিল। তিনি কুড়াল দ্বারা সবগুলো ভেঙ্গে সর্বাপেক্ষা বড় মূর্তির কাঁধে কুড়ালটি রেখে দিলেন। যখন তারা মূর্তি ঘরে প্রবেশ করল তখন মূর্তিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় দেখল। তাদের সন্দেহ হলো যে, ইব্‌রাহীম ব্যতীত কেউ এ কাজ করেনি। সুতরাং নমরূদকে সংবাদ দিল, আর সেও উপাস্য হওয়ার পূর্বে মূর্তি পূজার আসক্ত ছিল, সে হযরত ইবরাহীমকে ডাকলেন. যখন তিনি উপস্থিত হলেন, তখন নমরূদ এবং তার গোত্রের লোকেরা বলল, হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমাদের উপাস্যের সাথে এমন কাজ করেছ? হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) জবাবে বললেন, না; বরং এই কাজ বড় মূর্তিটি করেছে, তাকে জিজ্ঞেস করো যদি সে বলতে পারে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بَكَّتَ تَبْكِيْتًا
নিশ্চুপ করে দেওয়া, অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা পরাজিত করে দেওয়া।

بَهِتَ (س. ك) بَهْتًا হতভম্ব হয়ে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া

فَؤُوْسٌ (ج) اَفْؤُسٌ কুড়াল

مَشْغُوْفًا মুগ্ধ হওয়া

اٰزَرُ : শব্দটি আজমী, وزن فعل ও صفت -এর কারণে অথবা علم ও عجمه -এর কারণে। غير منصرف

صَنَمٌ (ج) اَصْنَامٌ মূর্তি

اُلُوْهِيَّةٌ উপাস্য হওয়া

مُرَاهِقًا বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হওয়া

ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا رَاى الْجَهْلَ مُحِيْطًا بِهِمْ قَالَ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ، فَلَمَّا سَمِعُوْا ذَالِكَ تَحَقَّقُوْا اَنَّهُ الْفَاعِلُ ، فَقَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ فَجَمَعُوْا حَطَبًا وَخَشَبًا مُدَّةَ ثَلٰثَةِ اَشْهُرٍ حَتّٰى صَارَ كَالْجَبَلِ فَاضْرَمُوْا فِيْهِ نَارَ فَاشْتَعَلَتْ حَتّٰى مَلَأَتِ الْجَوَّ وَعَمَّتْ جَمِيْعَ الْجِهَاتِ حَرَارَتُهَا وَصَنَعُوْا مِنْجَنِيْقًا وَ وَضَعُوْا فِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ وَ رَمَوْهُ فِى النَّارِ ، فَصَارَتْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَنَبَعَتْ عَيْنُ مَاءٍ بِجَانِبِهَا شَجَرَةُ رُمَّانٍ وَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَرِيْرٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَتَاجٍ وَحُلَّةٍ فَلَبِسَهُمَا اِبْرَاهِيْمُ وَجَلَسَ عَلَى السَّرِيْرِ فِيْ اَرْغَدِ عَيْشٍ وَلَمْ تُؤَثِّرْ فِيْهِ النَّارُ ، فَاٰمَنَ بِهٖ خَلْقٌ كَثِيْرٌ وَلَمَّا عَلِمَ النَّمْرُوْدُ بِذَالِكَ قَالَ يَا اِبْرَاهِيْمُ : اُخْرُجْ مِنْ اَرْضِنَا فَخَرَجَ هُوَ وَمَنْ اٰمَنَ مَعَهُ وَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ اِسْمُهَا سَارَةُ فَجَاءَ اِلٰى مِصْرَ وَاَقَامَ بِهَا مُدَّةً فَاَعْطَاهُ مَلِكُ مِصْرَ ، جَارِيَةً اِسْمُهَا هَاجِرَهُ لِمَا رَأٰى مِنْ مُعْجِزَاتِهٖ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الشَّامِ وَاَقَامَ بِهَا وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ قَرَى الضَّيْفَانَ وَاَوَّلُ مَنْ شَابَتْ لِحْيَتُهُ -

---

অতঃপর যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, ওরা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত আছে। তখন বললেন, আক্ষেপ তোমাদের ওপর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার উপাসনা কর সেগুলোর ওপর, তোমাদের কি জ্ঞান নেই? (তোমরা কি বুঝ না?) যখন তারা এ কথা শুনল তখন তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, এ কাজ তিনিই (ইব্‌রাহীম) করেছেন। তখন তারা বলল, যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে ইব্‌রাহীমকে অগ্নিতে জ্বালিয়ে তোমাদের উপাস্যের প্রতিশোধ নাও।

সুতরাং তিন মাস পর্যন্ত জ্বালানী কাঠ একত্রিত করা হলো এমনকি লাকড়ির স্তূপ পাহাড়ের মতো হয়ে গিয়েছিল অতঃপর তারা কাঠে অগ্নি লাগিয়ে দেয় এবং অগ্নি শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এমনকি আকাশের নিচে খালি স্থান ভরে যায়। চতুর্দিকে তার গরম বিস্তৃত হয়ে যায়। তখন নমরূদের লোকেরা প্রাচীনতম সরকা তৈরি করে তাতে ইব্‌রাহীম (আ.)-কে রেখে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে দিল। অগ্নি ইব্‌রাহীম (আ.)-এর জন্য ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে গেল। পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হলো, ঝর্ণার পার্শ্বে আঙ্গুরের বাগান উৎপন্ন হলো এবং জিব্‌রাঈল (আ.) বেহেশত থেকে একটি সিংহাসন একটি শাহী টুপি এবং সেট কাপড় নিয়ে আসলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) সেগুলো পরিধান করে বড় আনন্দের সাথে সিংহাসনে বসলেন। তার মধ্যে অগ্নির কিঞ্চিৎ প্রভাব পড়ল না। (এ অবস্থা দেখে) অনেক লোক তাঁর ওপর ঈমান নিয়ে আসে। নমরূদ এটা জানতে পেয়ে বলল, হে ইব্‌রাহীম! তুমি আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাও। সুতরাং তিনি এবং তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল বের হয়ে গেল, এক মহিলার সাথে বিবাহ হলো যার নাম সারা। অতঃপর মিশরে গিয়ে একযুগ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। মিশরের বাদশাহ তাঁর মু'জিযা দেখে তাঁকে একজন বাঁদি উপহার দিয়েছিল যার নাম হাজেরা। অতঃপর সিরিয়ায় ফিরে আসেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। তিনিই সর্বপ্রথম অতিথি পরায়ণ শুরু করেন। (মেহমানের মেহমানদারী করেছেন) এবং সর্বপ্রথম তাঁরই দাড়ি সাদা হয়েছিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مِنْجَنِيْقٌ প্রাচীনতম এক ধরনের চরকার নাম

تَبِعَتْ পানি উদ্বেলিত হওয়া, বের হওয়া

اَرْغَدُ আনন্দিত হওয়া

قِرَةٌ মেহমানদারী করা

اَلضَّيْفَانُ মেহমান

شَيْبَةٌ বৃদ্ধ হওয়া

اف শব্দটি اسم فعل। আর উক্ত শব্দে ১০ থেকে ৪০টি লুগাত রয়েছে, এটি বেদনা গ্রস্ত ও চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার শব্দ।

حَطَبٌ (ج) اَحْطَابٌ অগ্নি প্রজ্বলিত করার কাঠ

خَشَبَانٌ (ج) خَشَبًا বড় কাঠ বহুবচনে

اَضْرَمُوْا অগ্নি প্রজ্বলিত করা

اَلْجَوُّ আকাশ ও জমিনের মধ্যবর্তী ফাকা স্থান

اَلْكَيِّسُ مَنْ تَهَيَّأَ لِلْمَوْتِ

حُكِيَ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ لَبِسَ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِبَاسًا شُهِرَ بِهٖ وَ دَعَا بِتَخْتٍ فِيْهِ عَمَائِمُ وَبِيَدِهٖ مِرْاٰةٌ ، فَلَمْ يَزَلْ يَعْتَمُّ بِوَاحِدَةٍ بَعْدَ اُخْرٰى ، وَاَرْخٰى سُدُوْلَهَا وَاَخَذَ بِيَدِهٖ مِخْصَرَةً وَاعْتَلٰى مِنْبَرَهٗ نَاظِرًا فِيْ عِطْفَيْهِ وَجَمَعَ حَشَمَهٗ وَقَالَ اَنَا الْمَلِكُ الشَّابُّ السَّيِّدُ الْحَبْحَابُ الْكَرِيْمُ الْوَهَّابُ فَتَمَثَّلَتْ لَهٗ اِحْدٰى جَوَارِيْهِ فَقَالَ كَيْفَ تَرَيْنَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَتْ اَرَاهُ مُنَى النَّفْسِ وَقُرَّةَ الْعَيْنِ ، لَوْلَا مَا قَالَ الشَّاعِرُ؟

اَنْتَ نِعْمَ الْمَتَاعُ لَوْ كُنْتَ تَبْقٰى * غَيْرَ اَنْ لَا بَقَاءَ لِلْاِنْسَانِ
اَنْتَ خِلْوٌ مِنَ الْعُيُوْبِ وَمِمَّا * يَكْرَهُ النَّاسُ غَيْرَ اَنَّكَ فَانٍ

فَدَمِعَتْ عَيْنَاهُ وَخَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَاكِيًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ رَجَعَ وَ دَعَا بِالْجَارِيَةِ وَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَكِ عَلٰى مَا قُلْتِ؟ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُكَ وَلَا دَخَلْتُ عَلَيْكَ ، فَأَكْبَرَ ذَالِكَ وَ دَعَا بَقِيَّةَ جَوَارِيْهِ فَصَدَّقْنَهَا عَلٰى ذَالِكَ فَرَاعَهٗ ذٰلِكَ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا مُدَّةً مَدِيْدَةً حَتّٰى مَاتَ -

---

বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে

বর্ণিত আছে সেগুলোর সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক শুক্রবার দিন এমন পোশাক পড়লেন যা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করা হয়। এরপর পাগড়ির বাক্স আনতে নির্দেশ করলেন এবং তাতে অনেক পাগড়ী ছিল এবং তার হাতে আয়না ছিল একের পর এক পাগড়ি বাঁধতে লাগলেন এবং সেগুলোর শিমলা (মাথার পিছনের অংশ) লটকিয়ে রাখলেন এবং হাতে শাহী লাঠি নিয়ে উভয় দিকে দৃষ্টি করে মিম্বরে উপবেশন করলেন। আর তার গোলামদের বাঁদিকে একত্রিত করে বললেন, আমি যুবক বাদশাহ, গাম্ভীর্যপূর্ণ সরদার, ভদ্র, বড় দানশীল বাদশাহ, অতঃপর তার সম্মুখে তার একজন বাঁদী আগমন করল। বাঁদিকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি আমীরুল মু'মিনীনকে কেমন দেখছ? বাঁদি বলল, আমি তাকে মনঃপূত এবং চক্ষুর শীতলতা (তথা এমন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি যাতে চক্ষু শান্তি হয়ে যায় এবং অন্তরের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়ে যায়।) যদি কবির নিম্ন কবিতা না হতো "তুমি অনেক উত্তম বস্তু ছিলে, যদি বাকি থাকতে, কিন্তু মানুষ স্থায়ী থাকতে পারে না (তাই তুমিও বাকি থাকবে না) (যেহেতু তুমি স্থায়ী থাকবে না তাই তুমি উত্তমও হতে পার না) তুমি এমন দোষ থেকে মুক্ত এবং এমন বদগুণ থেকে যাকে লোকেরা অপছন্দ করে তবুও তুমি ধ্বংস হবে। (যখন ধ্বংস হতে হবে তাই তুমি ু। আমি বলার উপযুক্ত নও। কেননা আমি বলার উপযুক্ত সেই সত্তা যার ধ্বংস নেই।)

তৎশ্রবণে তার উভয় চক্ষু অশ্রুতে ভরে গেল এবং কেঁদে কেঁদে মানুষের সম্মুখে বের হলেন। যখন নামাজ থেকে ফারেগ হলেন তখন ফিরে গিয়ে বাঁদিকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, তুমি আমাকে তা কেন বলেছ? সে

বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে কখনো দেখিনি এবং আপনার সামনে কখনো আসিনি। এ কথা শুনে বাদশাহ সুলাইমান বড় আশ্চর্যান্বিত হলেন। (যে সে আমার বাঁদি এরপরও সে আমার নিকট আসার সুযোগ পায়নি।) অন্যান্য বাঁদিদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন সবাই তার সত্যতা স্বীকার করল। অতএব এ ঘটনা তাকে ভীতিগ্রস্থ ও চিন্তিত করে দিল এবং বেশি দিন অতিক্রম হয়নি আল্লাহর ভয় এবং তার পাকড়াও থেকে মুক্ত পাওয়ার চিন্তায় তার ইন্তেকাল হয়ে গেল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عِطْفَيْهِ (ج) اَعْطَافٌ উভয় পার্শ্ব

اَلْحَبْحَابُ : ত্রুটিযুক্ত অসৎ চরিত্র। কেউ বলেছেন- حبحاب জিম অক্ষরের সাথে হবে, অর্থ হবে গোত্রের নেতা গোত্রের কাজ সম্পাদনের জন্য ভ্রমণকারী। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন লোক।

مُنْيَةٌ (ج) مُنًى আকাঙ্ক্ষা

قُرَّةُ الْعَيْنِ চক্ষুর শীতলতা

اَمْتِعَةٌ (ج) مَتَاعٌ রৌপ্য, সোনা ব্যতিত অন্যান্য আসবাবপত্র

فَانٍ ধ্বংসশীল

اَلْكَيِّسُ বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, হুঁশিয়ার

شُهِرَ প্রসিদ্ধ হওয়া, খ্যাতি লাভ করা

تَهَيَّاءَ প্রস্তুতি নেওয়া

تَخْتٌ (ج) تُخُوْتٌ কাপড় পোশাক রাখার বাক্স, লেদার

عِمَامَةٌ (ج) عَمَائِمُ পাগড়ি

اَرْخٰى পর্দা লটকানো

سَدُوْلٌ পাগড়ির পিছনের লটকানো অংশ

حُكِيَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْمَنْصُوْرِ فِي السَّفَرِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَنَزَلْنَا بَعْضَ الْمَنَازِلِ فَدَعَا بِيْ وَهُوَ فِيْ قُبَّتِهِ اِلٰى حَائِطٍ وَقَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَدْعُوا الْعَامَّةَ تَدْخُلُ هٰذِهِ الْمَنَازِلَ فَيَكْتُبُوْنَ فِيهَا مَالَا خَيْرَ فِيْهِ قُلْتُ وَمَاهُوَ؟ قَالَ اَلَا تَرٰى مَا عَلَى الْحَائِطِ مَكْتُوْبًا ؟

اَبَا جَعْفَرٍ : حَانَتْ وَفَاتُكَ وَانْقَضَتْ * سِنُوْكَ وَاَمْرُ اللّٰهِ لَابُدَّ نَازِلُ

اَبَا جَعْفَرٍ : هَلْ كَاهِنٌ اَوْ مُنَجِّمٌ * يَرُدُّ قَضَاءَ اللّٰهِ اَمْ اَنْتَ جَاهِلُ؟

فَقُلْتُ وَاللّٰهِ مَا عَلَى الْحَائِطِ شَيْئٌ وَاَنَّهُ لَنَقِيٌّ اَبْيَضُ قَالَ اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهِ ، قَالَ اِنَّهَا وَاللّٰهِ نَفْسِيْ نُعِيَتْ اِلَى الرَّحِيْلِ ، بَادِرُوْا بِيْ اِلٰى حَرَمِ اللّٰهِ وَاَمْنِهِ هَارِبًا مِنْ ذُنُوْبِيْ وَاِسْرَافِيْ عَلٰى نَفْسِيْ فَرَحَلْنَا وَثَقُلَ حَتّٰى بَلَغَ بِيْرَ مَيْمُوْنٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ دَخَلْتَ الْحَرَمَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَقُبِضَ مِنْ يَوْمِهِ وَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ هٰذَا السُّلْطَانُ لَاسُلْطَانَ لِمَنْ يَمُوْتُ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِيْنٍ قَالَ لَمَّا كُنَّا مَعَ الْمَهْدِى بِمَا سِيْذَ اَنْ قَالَ لِيْ اَصْحَبْتُ جَائِعًا فَأْتِنِيْ بِاَرْغِفَةٍ وَلَحْمٍ بَارِدٍ ، فَأَكَلَ نَنَامَ فِى الْبَهْوِ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا اِلَّا لِبُكَائِهِ فَبَادَرْنَا فَقَالَ اَمَارَائِيْتُمْ مَا رَأَيْتُ وَقَفَ عَلَيَّ رَجُلٌ لَوْ كَانَ فِيْ اَلْفٍ مَا خَفِيَ عَلَيَّ فَقَالَ؟

كَاَنِّيْ بِهٰذَا الْقَصْرِ قَدْ بَادَ اَهْلُهُ * وَاَوْحَشَ مِنْهُ رَبْعُهُ وَمَنَازِلُهُ

وَصَارَ عَمِيْدُ الْمُلْكِ مِنْ بَعْدِ بَهْجَةٍ * اِلٰى قَبْرِهِ تُحْثٰى عَلَيْهِ جَنَادِلُهُ

فَلَمْ يَبْقَ اِلَّا ذِكْرُهُ وَحَدِيْثُهُ * يُنَادِيْ عَلَيْهِ مُعْوِلَاتِ حَلَائِلُهُ

فَمَا اَنْتَ عَلَيْهِ عَشَرَةُ اَيَّامٍ حَتّٰى تُوُفِّيَ قَالَ رَجُلٌ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَدْهَمَ مِنْ اَيْنَ كَسْبُكَ فَقَالَ؟

نُرَقِّعُ دُنْيَانَا بِتَمْزِيْقِ دِيْنِنَا * فَلَا دِيْنُنَا يَبْقٰى وَلَا مَا نُرَقِّعُ

ফজল ইবনে রাবী থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি মনসূরের সাথে তার সেই সফরে সফর সঙ্গী ছিলাম যে সফরে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। পথিমধ্যে আমরা কোনো এক মঞ্জিলে অবতরণ করলে তিনি আমাকে একটি দেওয়ালের দিকে ডাকলেন এমতাবস্থায় যে তিনি স্বীয় তাঁবুতে বসা ছিলেন, অতঃপর বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সাধারণ লোক এসব মঞ্জিলে প্রবেশ করতে নিষেধ করিনি? তারা এসব মঞ্জিলে প্রবেশ করে অনুপযুক্ত কথা লিখে যায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম তা কি? তিনি বললেন, এই দেয়ালে যা লিখা হয়েছে তা কি দেখতে পাচ্ছ না? (দেয়ালে নিম্ন পংক্তি লিখা ছিল) আবূ জা'ফর তোমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং তোমার জীবন পূর্ণ হয়ে গেছে; আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই পূর্ণ হবে, আবূ জা'ফর কোনো গণক বা জ্যোতিষী আল্লাহর ফয়সালা প্রতিহত করতে পরবে কি? (তুমি কি এই বিশ্বাস রাখো?) না তুমি এ বিষয়ে অজ্ঞ? (যে আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ মৃত্যু আসবে) আমি বললাম, আল্লাহর কসম! দেয়ালে কোনো কিছু নেই তা একেবারে পরিষ্কার সাদা ; মনসূর বললেন, আল্লার কসম করে বলতে পারবে? আমি বললাম, আল্লাহর কসম। সে বলল, আল্লাহর কসম আমাকে সফরের তথা মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া

হয়েছে। আমাকে তাড়াতাড়ি আল্লাহ তা'আলার হরম ও আমনের (নিরাপত্তার) দিকে নিয়ে চল। আমি আমার গুনাহ থেকে এবং নিজ নফসের ওপর অবিচার করা থেকে পলায়ন করছি। অতঃপর আমরা যাত্রা করলাম এবং তিনি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলেন। এই অবস্থায় মায়মূন নামক কূপ পর্যন্ত পৌঁছলেন। আমি বললাম, আপনি হেরেমে প্রবেশ করেছেন, তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ এবং সে দিনেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তিনি বললেন, এটা কি কোনো রাজত্ব হলো? যে মৃত্যুবরণ করে তার রাজত্ব প্রকৃত রাজত্ব নয়, বরং রাজত্ব তো একমাত্র চিরঞ্জীব আপনার জন্যই। আলী ইবনে ইয়াকৃত্বীন থেকে বর্ণিত আছে যখন আমরা মাহদীর সাথে মাসীজান নামীয় স্থানে ছিলাম তখন বাদশাহ মাহদী আমাকে বলেন, আমি ক্ষুধার্ত, কিছু রুটি এবং ঠাণ্ডা গোশত নিয়ে আস। অতঃপর তিনি খেয়ে কামরায় শুয়ে যান। কিছুক্ষণ পর তার কাঁদার আওয়াজ আমাদেরকে জাগ্রত করে দিল। আমরা জাগ্রত হয়ে তাড়াতাড়ি তার নিকট আসলাম। তিনি বললেন, আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখনি, এক ব্যক্তি আমার নিকট দাড়াল, যদি সে এক হাজার মানুষের মধ্যে থাকে তবুও সে আমার থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। আমি তাকে চিনতে পারব। সে নিম্ন পংক্তিটি বলল, যার অর্থ হচ্ছে– যেন আমি এমন মহলে অবস্থান করছি যার বাসিন্দারা ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের ঘরবাড়ি, মঞ্জিলসমূহ জনমানবহীন ভীতিপ্রদ হয়েছে এবং দেশ পরিচালক নিজের আনন্দ-উৎফুল্লের জীবন অতিবাহিত করার পর কবরে পৌঁছে গেছে, যার ওপর বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে এখন তার আলোচনা তার কথাবার্তা ছাড়া কিছুই বাকি নেই। তার স্ত্রীগণ চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে ডাকছে। এই ঘটনার পর দশ দিনও অতিবাহিত হয়নি তিনি ইন্তেকাল করেন।

এক ব্যক্তি ইবনে আদহামকে বলেছিল আপনার রুজি কোথা থেকে আসে? তিনি বললেন, আমরা দ্বীনকে নষ্ট করে দুনিয়াকে ঠিক করি, সুতরাং না আমাদের দীন বাকি থাকে না আমরা দুনিয়াতে ভালভাবে থাকতে পারি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

فضل : ফজল ইবনে রবীঈ আবুল আব্বাস ২০৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। বাদশাহ মানসূর মাহদী রশিদের পাহারাদার ছিলেন, বাদশাহ হারুন রশিদ তাকে নিজের উজির নিযুক্ত করেন।

حَانَتْ ওয়াক্ত নিকটবর্তী হওয়া এসে যাওয়া

كَاهِنٌ গণক যে ভবিষ্যতে কি হবে সে বিষয় সম্পর্কে সংবাদদাতা

مُنَجِّمٌ জ্যোতিষী

نَقِيٌّ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

نُعِيَتْ মৃত্যু সংবাদ দেওয়া

ثَقُلَ ـ ثَقُلَ الْمَرِيْضُ প্রচণ্ড রোগে আক্রান্ত হওয়া

مَيْمُوْن মক্কার একটি কূপের নাম

مَاسِيْذَان বালাজীলের মধ্যে একটি পূরান শহরের নাম

بَهْوٌ (ج) أَبْهَاءٌ

ঘর বা তাঁবুর সামনের কক্ষ যা মেহমান মুসাফির অবস্থানের কাজে দেয়। বৈঠক খানা, বাংলা ঘর।

كَأَنَّ

চার অর্থের জন্য আসে تشبيه বা তুলনা দেওয়ার জন্য, এজন্যই বেশি ব্যবহার হয়। যেমন– (১) كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ (২) সন্দেহের জন্য كَأَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ (৩) নিশ্চয়তার জন্য كَأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَ بِهَا هِشَامٌ (৪) নিকটবর্তী অর্থ প্রকাশের জন্য যেমন– كَأَنَّكَ بِالشِّتَاءِ مُقْبِلٌ وَكَأَنَّكَ بِالْفَرَجِ

أَوْحَشَ বিধ্বস্ত হওয়া

مُعْوِلٌ - مُعْوِلَاتٌ উচু শব্দে কাঁদা

حَلِيْلَةٌ (ج) حَلَائِلُ স্ত্রী

إِبْرَاهِيْمُ : ইব্‌রাহীম ইবনে আদহাম বলখী ৬১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ আবিদ যাহিদ বুজুর্গ ছিলেন। মক্কার রাস্তায় তাঁর জন্ম হয়েছিল তাঁর মাতা তাঁকে কুলে নিয়ে তওয়াফ করেছিলেন এবং দোয়া করেছিলেন "আমি আমার ছেলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা তাকে যেন পুণ্যবান করে দেয়।" আল্লামা করওরী লিখেন ইব্‌রাহীম ইমাম আবূ হানীফার সঙ্গলাভ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। ইমাম সাহেব তাকে নসিহত করেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ইবাদতের অনেক তাওফীক দিয়েছেন। এ জন্য ইলম শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া উচিত কেননা তা হচ্ছে ইবাদতের মূল এবং এর ওপর সমস্ত কাজের নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। তিনি কোনো যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিলেন রাস্তায় ইন্তেকাল করেন। রোম দেশের দ্বীপে তাঁকে দাফন করা হয়।

تَرَقَّعَ ـ رَقَعْتِ الثَّوْبَ তালী লাগানো ছিন্ন কাপড় সংযুক্ত করা

تَمْزِيْقٌ ভেঙ্গে যাওয়া, দ্বিখণ্ডিত হওয়া, টুকরা হওয়া

يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

قَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَقُوْلُ أَتٰى عَلَيَّ عِيْدٌ وَلَيْسَ عِنْدِيْ نَفَقَةٌ فَاسْتَسْلَفْتُ سَبْعِيْنَ دِيْنَارًا لِنَفَقَةِ أَهْلِيْ فَبَيْنَا أَنَا كَذَالِكَ إِذْ أَتَانِيْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، يَشْتَكِيْ إِلَيَّ الْحَاجَةَ فَاخْبَرْتُهُ خَبَرِيْ ، وَقُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تُحِبُّ فَقَالَ لِيْ مَا يُقْنِعُنِيْ إِلَّا أَكْثَرُ مِنْ هٰذِهِ الدَّنَانِيْرِ ، فَقُلْتُ لَهُ فَخُذْهَا ، وَبِتُّ وَمَا مَعِيْ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَبَيْنَا أَنَا فِيْ مَنْزِلِيْ إِذْ أَتَانِيْ رَسُوْلُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيٰى الْبَرْمَكِيْ يَقُوْلُ أَجِبِ الْوَزِيْرَ فَاجَبْتُهُ فَقَالَ مَاشَأْنُكَ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ؟ يَهْتِفُ بِيْ هَاتِفٌ كُلَّمَا دَخَلْتُ فِي النَّوْمِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيَّ الشَّافِعِيَّ فَاَخْبَرْتُهُ بِالْخَبَرِ فَاَعْطَانِيْ خَمْسَ مِائَةِ دِيْنَارٍ ثُمَّ قَالَ أَزِيْدُهُ؟ فَاَعْطَانِيْ خَمْسَ مِائَةٍ أُخْرٰى فَلَمْ يَزَلْ يَزِيْدُنِيْ حَتّٰى أَعْطَانِيْ أَلْفَيْ دِيْنَارٍ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ شَاعِرًا مُجِيْدًا ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْأَزْرَقِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ : أَمَا تُنْصِفُنَا؟ لَكَ هٰذَا الْفِقْهُ نَحْنُ بِفَوَائِدِهِ وَلَنَا هٰذَا الشِّعْرُ ، وَقَدْ جِئْتَ تُدَاخِلُنَا فِيْهِ فَإِمَّا أَفْرَدْتَنَا أَوْ أَشْرَكْتَنَا فِي الْفِقْهِ وَأَتَيْتُ بِأَبْيَاتٍ إِنْ أَجَزْتَهَا بِمِثْلِهَا تُبْتُ مِنَ الشِّعْرِ وَإِنْ عَجَزْتَ تُبْ مِنْهُ -

---

নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া

রবী' ইবনে সুলাইমান বললেন, আমি হযরত ইমাম শাফি'ঈ (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন : একবার এমন সময় ঈদ এলো যে, আমার নিকট খরচের জন্য কোনো বস্তু ছিল না, টাকা পয়সা ছিল না, তখন আমার পরিবারের খরচের জন্য সত্তর দিনার ঋণ নিলাম, সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার নিকট এক কুরাইশ ব্যক্তি এসে তার প্রয়োজনের অভিযোগ করতে লাগল। আমি তাকে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বললাম, এ থেকে যতটুকু ইচ্ছা নিয়ে নাও। সে বলল, এর থেকেও বেশি দীনার প্রয়োজন। আমি বললাম, আচ্ছা সবই নিয়ে নাও সে আশরাফীগুলো নিয়ে গেল, আর আমি আশরাফী ও দিরহাম শূন্য অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছি। আমি ঘরেই ছিলাম। হঠাৎ আমার নিকট জা'ফর ইবনে ইয়াহইয়া আল-বরমকীর দূত এসে বলল, আপনাকে উজির স্মরণ করেছেন। আমি জা'ফরের নিকট গেলাম, তখন তিনি বললেন, আজ রাত্রে কি অবস্থা হয়েছিল? কেননা যখন নিদ্রার ইচ্ছা করেছিল, তখনই এক অদৃশ্য সংবাদদাতা আমাকে উচ্চ শব্দে বলল শাফি'ঈ (র.)-এর সংবাদ নাও! শাফি'ঈ (র.)-এর সংবাদ নাও! আমি আমার পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম, তিনি আমাকে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে বললেন, আরো বেশি দেব কি? এরপর আরো পাঁচশত দিরহাম দিলেন, এমনিভাবে বেশি করতে করতে দুই হাজার দেরহাম পর্যন্ত পৌঁছল। হযরত শাফি'ঈ (র.) ভাল

একজন কবিও ছিলেন। আবুল কাসিম ইবনে আযরক বলল, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আবূ আব্দুল্লাহ! আপনি কি আমাদের সাথে ন্যায়ের ব্যবহার করবেন না? আপনার নিকটতো ইলমে ফিক্‌হ আপনি তার উপকারিতা দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন আর আমাদের নেশা হচ্ছে কবিতা শাস্ত্র চর্চা করা কিন্তু আপনি তাতেও আমাদের সাথে অংশ নেয়া আরম্ভ করেছেন। আপনি হয়তো আমাদেরই কবিতা আবৃতিতে একা ছেড়ে দেন অথবা ফিক্‌হ শাস্ত্রে আমাদেরকে আপনার সাথী বানিয়ে নেন। আমি কিছু কবিতা নিয়ে আসছি। যদি আপনি ফাসাহাত ও বালাগাতের মধ্যে তার সমমানের কবিতা পেশ করতে পারেন, তাহলে আমি কবিতা বলা থেকে বিরত হয়ে যাব। আর যদি আপনি অপারগ হন তাহলে আপনি কবিতা আবৃত্তি বন্ধ করে দিবেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُؤْثِرُوْنَ নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া

خَصَاصَةٌ মুখাপেক্ষি হওয়া

ربيع : রবী ইবনে সুলাইমান ইবনে আব্দুল জব্বার মিসরী ১৭৪ হিঃ জন্ম ২৭০ হিজরিতে মৃত্যু জামে আত্বীক-এর মুয়াজ্জিন এবং ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর বিশেষ ছাত্র ছিলেন।

اَلشَّافِعِيُّ : মুহাম্মদ ইবনে ইদ্‌রীস যিনি শাফি'ঈ নামে পরিচিত চার ইমামের মধ্যে তিনিও একজন প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। আহমদ ইবনে সাইয়ার বলেন, যদি ইমাম শাফি'ঈ (র.) না হতেন তাহলে ইসলাম মিটে যেতো। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইমাম শাফী কখনো হাদীস বর্ণনায় ভুল করেননি। আসকালান স্থানে ১৫০ হিজরিতে তাঁর জন্ম হয় এবং শেষ বয়সে তিনি মিশর চলে যান, সেখানেই অবস্থান করেন এবং রজবের শেষ দিকে ২০৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

فَاسْتَسْلَفْتُ আমি ঋণ নিয়েছি

هَتَفَ (ج) تَفَّ الْحَمَامَةُ . هَتْفًا কবুতরের আওয়াজ দেওয়া

مُجِيْدًا উত্তম কবিতা আবৃত্তিকারী

اَجْزَتْهَا অন্যের পংক্তিকে পদ্য দ্বারা পূর্ণ করা

فَقَالَ لِى اِيْهِ يَا هٰذَا : فَاَنْشَدْتُهُ هٰذَا الْكَلَامَ؟

مَاهِمَّتِى اِلَّا مُقَارَعَةُ الْعِدٰى * خُلِقَ الزَّمَانُ وَهِمَّتِى لَمْ تُخْلَقْ

وَالنَّاسُ اَعْيُنُهُمْ اِلٰى سَلْبِ الْغِنٰى * لَايَنْظُرُوْنَ اِلَى الْحِجَا وَالْاَوْلَقِ

لٰكِنَّ مَنْ رُزِقَ الْحِجٰى حُرِمَ الْغِنٰى * ضِدَّانِ مُفْتَرِقَانِ اَىَّ تَفَرَّقِ

لَوْ كَانَ بِالْحِيَلِ الْغِنٰى لَوَجَدْتَنِىْ * بِنُجُوْمِ اَقْطَارِ السَّمَاءِ تَعَلُّقِ

فَقَالَ الشَّافِعِىُّ اَلَا قُلْتَ كَمَا اَقُوْلُ اِرْتِجَالًا : اِنَّ الَّذِىْ رُزِقَ الْيَسَارَ فَلَمْ يَنَلْ : حَمْدًا وَلَا اَجْرًا الِغَيْرِ مُؤَفَّقِ : فَالْجَدُّ يُدْنِى كُلَّ اَمْرٍ شَاسِعٍ : وَالْجَدُّ يَفْتَحُ كُلَّ بَابٍ مُغْلَقٍ :: فَاِذَا سَمِعْتَ بِاَنَّ مَجْدُوْدًا حَوٰى : عُوْدًا فَاَثْمَرَ فِىْ يَدَيْهِ فَحَقِّقْ : وَاِذَا سَمِعْتَ بِاَنَّ مَحْرُوْمًا اَتٰى : مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقْ : وَاَحَقُّ خَلْقِ اللّٰهِ بِالْهَمِّ امْرُؤٌ : ذُوْ هِمَّةٍ يُبْلٰى بِعَيْشٍ ضَيِّقٍ : وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَكَوْنِهٖ : بُؤْسُ اللَّبِيْبِ وَطِيْبُ عَيْشِ الْاَحْمَقِ : فَقُلْتُ لَهُ لَاقُلْتُ شِعْرًا بَعْدَهَا -

وَسَمِعَ رَجُلًا يُسَفِّهُ عَلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالَ لِاَصْحَابِهٖ نَزِّهُوْا اَسْمَاعَكُمْ عَنْ اِسْتِمَاعِ الْخَنٰى كَمَا تُنَزِّهُوْنَ اَلْسِنَتَكُمْ عَنِ النُّطْقِ بِهٖ فَاِنَّ الْمُسْتَمِعَ شَرِيْكُ الْقَائِلِ فَاِنَّ السَّفِيْهَ يَنْظُرُ اِلٰى اَخْبَثِ شَىْءٍ فِىْ وِعَائِهٖ فَيَحْرُصُ عَلٰى اَنْ يُفْرِغَهٗ فِىْ اَوْعِيَتِكُمْ -

---

হযরত শাফি'ঈ (র.) বললেন, আচ্ছা শুনাও তখন বিরত হয়ে যাব এই কবিতা পড়ে শুনালাম। (যার ভাবার্থ হচ্ছে) আমার সংকল্প হিম্মৎ শুধু শত্রুদেরকে প্রতিহত করা, যুগ পুরাতন হয়ে গেছে কিন্তু আমার সাহস পুরাতন হয়নি অর্থাৎ যুগের মানুষেরা দুর্বল হয়ে গেছে কিন্তু আমার সাহসের মধ্যে কোনো দুর্বলতা আসেনি। মানুষের দৃষ্টি, সম্পদ অর্জনের প্রতি, জ্ঞান ও অজ্ঞানতার প্রতিনিয়ত। কিন্তু যাকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সে সম্পদ থেকে বঞ্চিত, তবে উভয়টা এমন বিপরীত বস্তু যে তাতে অনেক পার্থক্য রয়েছে, যদি তদবীর দ্বারা সম্পদ অর্জন হতো তাহলে আপনি আমাকে দেখতেন যে, আমার সম্পর্ক আকাশের পার্শ্বের নক্ষত্রের সাথে অর্থাৎ আমি সর্বোচ্চ সম্পদশালী হয়ে যেতাম। হযরত ইমাম শাফি'ঈ (র.) বললেন, আমি যেভাবে তাৎক্ষণিক বলতে পারি তুমি কেন এমন বল না? (ইমাম শাফি'ঈ [র.]-এর কবিতার ভাবার্থ হচ্ছে) যে সম্পদশালী হয়েছে (সম্পদ পেয়েছে) সে কোনো প্রশংসা ও প্রতিদান পায়নি [অর্থাৎ এমন কোনো কাজ করেনি যদ্বারা মানুষের প্রশংসার যোগ্য হবে এবং এমন কোনো কাজও করেনি যদ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাবে।] তার ভাল বা উন্নতির কোনো তাওফীক হয়নি কেননা সৌভাগ্য বা চেষ্টা প্রত্যেক দূরত্বকে নিকটবর্তী করে দেয় এবং প্রত্যেক বন্ধ দরজা খুলে দেয়। সুতরাং যখন তুমি সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি কাঠ একত্রিত

করেছে শুনবে আর সেগুলো তার হাতে ফলাবন হয়ে গেছে তাহলে তাকে সত্যায়ন করো এবং যদি শোন কোন দুর্ভাগা কোনো পানির নিকট গেছে পানি পান করার জন্য আর পানি জমিনের নিচে চলে গেছে তাকেও সত্য মনে করো। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টজীবের মধ্যে ইচ্ছা ও সংকল্প করার অধিকার সেই ব্যক্তির যিনি সাহসী ও দরিদ্রতায় সম্পদহীনতায় ভুগছেন। আর জ্ঞানীদের দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী হওয়া এবং বোকাদের উৎফুল্লে জীবন হওয়া আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ও তাকদীরের অস্তিত্বের প্রমাণ। তৎশ্রবণে (আবুল কাসিম বলেন।) আমি শাফি'ঈ (র.)-কে বললাম, আমি ভবিষ্যতে কখনো কবিতা বলব না। এক সময় ইমাম শাফি'ঈ (র.) এক ব্যক্তিকে একজন জ্ঞানী লোকের নিন্দা করতে শুনেছেন। তখন তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা এই অশ্লীল কথাবার্তা শ্রবণ থেকে নিজ কর্ণকে বাঁচাও, যেমনিভাবে এসব কথা বলা থেকে নিজের জবানকে বাঁচিয়েছ। কেননা শ্রবণকারী বক্তার সাথে (পাপে) অংশীদার, তুচ্ছ লোক অন্তরে অন্তরে যে অশ্লীলতা রয়েছে সে দিকে লক্ষ্য রাখে, অতঃপর সেগুলোকে তোমাদের অন্তরে নিক্ষেপ করতে চায়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مَجْدُوْدٌ সৌভাগ্যবান

غَاضَ পানি জমিনের নিচে নেমে যাওয়া তথা শুকিয়ে যাওয়া

يُبْلِى পরীক্ষা করা অভিজ্ঞতা

سَفَّهَ নির্বোধ পাগলের দিকে সম্বন্ধ করা

نَزَّهُوْا পবিত্র ও নির্দোশ মনে করা

اَلْخَنَى অশ্লীল কথাবার্তা

مُقَارَعَةٌ একে অন্যকে তলোয়ার দ্বারা মারা

عَدُوٌّ (ج) اَلْعُدَى শত্রু

سَلَبَ (ن) سَلْبًا বলে চিনিয়ে নেওয়া, খোলে নেওয়া

اَوْلَقٌ পাগল, জ্ঞানহীন

شَاسِعٌ মঞ্জিল বা ঘর দূরে হওয়া

حَوَايَةٌ (ض) حَوًى

একত্রিত করা

اَلْاِغْتِيَابُ وَتَعْظِيمُهُ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قُلْتَ فِى الرَّجُلِ مَا فِيهِ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ، وَمَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ بِقَوْمٍ ، فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ اَبَا بَكْرٍ : اِنَّا قَدْ نِلْنَا مِنْكَ فَحَلِّلْنَا : فَقَالَ اِنِّى لَا اُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَكَانَ رُقْبَةُ بْنُ مُصَقَّلَةَ جَالِسًا مَعَ اَصْحَابِهِ فَذَكَرُوْا رَجُلًا بِشَيْءٍ فَاطَّلَعَ ذَالِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ اَلَا اُخْبِرُهُ بِمَا قُلْنَا فِيهِ لِئَلَّا يَكُوْنَ غِيْبَةً قَالَ اَخْبِرْهُ حَتّٰى يَكُوْنَ نَمِيْمَةً -

---

পরোক্ষ নিন্দা ও তার কুফল

নবীজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি কোনো ব্যক্তির মধ্যে কোনো দোষ বিদ্যমান দেখ, আর তা বল তাহলে তুমি তার পরোক্ষ নিন্দা করলে। যদি তার মধ্যে সেই দোষ বিদ্যমান না থাকে আর তার সম্পর্কে বল তাহলে তার ওপর অপবাদ লেপন করলে। এক সময় হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন কোনো এক দলের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের মধ্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল হে আবূবকর! আমরা আপনাকে গালী দিয়েছি আপনি আমাদের জন্য তা হালাল করে দেন তথা ক্ষমা করে দেন। তিনি বললেন, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন আমি তাকে হালাল করব না। রুকবা ইবনে মুছাক্কিলা তার সাথীদের সাথে বসা ছিল, তিনি এক ব্যক্তির কিছু সমালোচনা করলেন, সে ব্যক্তি হঠাৎ এসে পৌঁছে গেল, তখন এদের মধ্য থেকে কেউ বলল, আমরা যা কিছু তার সম্পর্কে বলেছি তাকে কি তা জানাব না? যাতে তা পরোক্ষ নিন্দা না হয়। রুকবা বললেন, বলে দাও যেন তা চোগলখুরী হয়ে যায়।

عِزَّةٌ دِيْنِيَّةٌ تَفُوْقُ عِزَّةً دُنْيَوِيَّةً

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٍ مِنْ طُرُقٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ حَجَّ فِيْ خِلَافَةِ أَبِيْهِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَجَهَدَ أَنْ يَّصِلَ إِلَى الْحَجَرِ يَسْتَلِمُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، فَنُصِبَ لَهُ مِنْبَرٌ وَجَلَسَ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ وَمَعَهُ أَهْلُ الشَّامِ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيُّ ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وُجُوْهَهُمْ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا وَأَطْيَبِهِمْ أَرَجًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى الْحَجَرِ تَنَحّٰى لَهُ النَّاسُ حَتّٰى يَسْتَلِمَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَنْ هٰذَا الَّذِيْ هَابَهُ النَّاسُ هٰذِهِ الْهَيْبَةَ؟ فَقَالَ هِشَامٌ لَا أَعْرِفُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَّرْغَبَ النَّاسُ فِيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَكَانَ الْفَرَزْدَقُ حَاضِرًا فَقَالَ الْفَرَزْدَقُ لٰكِنِّيْ أَعْرِفُهُ فَقَالَ النَّاسُ مَنْ هٰذَا ؟ يَا أَبَا فِرَاسٍ! فَقَالَ الْفَرَزْدَقُ : هٰذَا الَّذِيْ تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ * وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ * هٰذَا عَلِيٌّ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالِدُهُ * أَمْسَتْ بِنُوْرِ هُدَاهُ تَهْتَدِي الْأُمَمُ * هٰذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللّٰهِ كُلِّهِمْ * هٰذَا النَّقِيُّ التَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ * إِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا * إِلٰى مَكَارِمِ هٰذَا يَنْتَهِي الْكَرَمُ * إِلٰى ذُرْوَةِ الْعِزِّ الَّتِيْ قَصُرَتْ * عَنْ نَيْلِهَا عَرَبُ الْإِسْلَامِ وَالْعَجَمُ * فَكَادَ يُمْسِكُهُ عِرْفَانَ رَاحَتِهِ * رُكْنُ الْحَطِيْمِ إِذَا مَاجَاءَ يَسْتَلِمُ * فِيْ كَفِّهِ خَيْزُرَانٌ رِيْحُهُ عَبِقٌ * أَرْوَعُ فِيْ عِرْنَيْنِهِ شَمَمُ * يُغْضِيْ حَيَاءً وَيُغْضٰى مِنْ مَهَابَتِهِ * فَمَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِيْنَ يَبْتَسِمُ * مَنْ جَدُّهُ دَانَ فَضْلُ الْأَنْبِيَاءِ لَهُ * وَفَضْلُ أُمَّتِهِ دَانَتْ لَهُ الْأُمَمُ * يَنْشَقُّ نُوْرُ الْهُدٰى عَنْ نُوْرِ غُرَّتِهِ * كَالشَّمْسِ يَنْجَابُ عَنْ إِشْرَاقِهَا الْعَتَمُ * مُشْتَقَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ نَبْعَتُهُ -

---

ধর্মীয় সম্মান জাগতিক সম্মানের উর্ধ্বে

ইবনে আসাকির বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হেশাম ইবনে আব্দুল মালিক তার পিতার শাসনামলে হজ করেছিলেন। তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করে হাজরে আসওয়াদ চুমু দেওয়ার জন্য নিকটে পৌঁছার চেষ্টা করেন, কিন্তু সক্ষম হননি। অতঃপর তার জন্য একটি মিম্বর স্থাপন করা হলো তিনি তার ওপর বসে মানুষের দিকে তাকাচ্ছিলেন তার সাথে অনেক সিরিয়াবাসী ছিল। হঠাৎ আলী ইবনে হুসাইন (রা.) আসলেন, তিনি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আকৃতির এবং উত্তম বংশের ছিলেন। তখন মানুষ তার থেকে দূরে সরে গেল। (অর্থাৎ রাস্তা ছেড়ে দিল যাতে হাজরে

আসওয়াদে চুমু দিতে পারেন।) সিরিয়াবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল যে, যাকে লোকেরা এতো ভয় করছে তিনি কে? হেশাম বললেন, আমি তার পরিচয় জানি না, এ আশংকায় যে, সিরিয়াবাসী তার দিকে ঝুকে যাবে তথা তার ভক্ত হয়ে যাবে, ফিরাযদাক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, আমি তার পরিচয় জানি। লোকেরা বলল, হে আবূ ফারাস তিনি কে? ফিরাযদাক বলল, তিনি এমন ব্যক্তি যার পদচিহ্নকে মক্কার জমি এবং বায়তুল্লাহ শরীফও চিনে। হিল ও হরমবাসীরাও চিনে। তিনি হচ্ছেন আলী যার পিতা (তথা বড় দাদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাঁর হিদায়েতের আলোকে সমস্ত উম্মত হিদায়েত পাচ্ছে। তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির সাহেবযাদা। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরহেজগার নির্দোষ, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং গোত্রের সরদার। যখন তাকে কুরাইশগণ দেখে তখন তাদের মধ্যে কেউ বলে উঠে তার মহৎ চারিত্রিক গুণাবলি হচ্ছে মানবীয় বুজুর্গী ও ভদ্রতার পরিসমাপ্তি। তিনি সম্মানের এমন স্তরে উপনীত হয়েছেন যা অর্জন করতে আরবি আজমী সবাই অপারগ হয়েছেন। হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেবার সময় রুকনে হাতীম তাকে আটকে রাখার নিকটবর্তী। কেননা সেটা তার পরিচয় জানে। তার হাতে রয়েছে শাহী লাঠি যার সুঘ্রাণ সুন্দর হাতে সুভা পাচ্ছিল এবং তার নাক সুন্দর ও একেবারে সমান। তিনি লজ্জায় মাথা নত করে রাখেন এবং তার ভয়ে দৃষ্টি বন্ধ করা হয়। আর যখন তিনি মুচকী হাসেন তখন উপস্থিত লোকদের কথা বলার সাহস হয়। তিনি সেই ব্যক্তি যার নানার সম্মুখে অন্য নবীদের সম্মান হীন হয়ে যায় এবং তার উম্মতের তুলনায় অন্য উম্মতের সম্মান হেয় প্রতিপন্ন। (অর্থাৎ, নবীর সম্মানে অন্যান্য নবীগণ সম্মানীত হয়েছেন এবং যার উম্মতের সম্মানে অন্যান্য উম্মাত সম্মানীত হয়েছেন, সেই নবীর নাতী হচ্ছেন এই আলী) তার চেহারার নূর দ্বারা হিদায়েতের নূর উদিত হয়। যেমন সূর্যের উদয়ে রাত্রের অন্ধকার দূরীভূত হয়। তার বংশ ধারা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুরু হয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يَسْتَلِمُهُ স্পর্শ করা, চুমু দেওয়া

عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ : আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব। তার ডাক নাম আবুল হাসান। তিনি তাবীঈনদের সরদার। তাঁর মাতা পারস্য রাজা ইয়াযদারজের মেয়ে সালামা ছিল। তাঁর জন্ম ৩৮ হিজরিতে হয়েছে এবং মৃত্যু ৯৪ হিজরিতে। তিনি উচ্চ মর্যাদার লোক ছিলেন, অনেক হাদীস জানতেন। নির্ভরযোগ্য লোক ছিলেন।

أَزْمًا খুশবু মোহিত হওয়া

تَنَحَّى পৃথক হয়ে যাওয়া

اَلْبَطْحَاءُ

মক্কার কঙ্করময় জমি, প্রশস্ত নালা, যাতে বালি এবং ছোট কঙ্কর থাকে, পায়ের স্থান

وَطْأَتَهُ বিছানা মুখের ওপর পতিত হওয়া

نَمَاءً، نَمْيًا কারো দিকে ইশারা করা

عِرْفَانٌ পরিচয়

حَطِيْمٌ

সেই স্থান যা রুকন ও জমজমের এবং মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যে অবস্থিত

خَيْزُرَانٌ (ج) خَيَازِرُ প্রত্যেক নরম কাঠ

أَرْوَعُ সৌন্দর্য বা সাহসিকতা ইত্যাদি দ্বারা আশ্চর্যান্বিতকারী

شَمَمٌ নাকের বাঁসীর উঁচু জায়গা (নাকের ডগা)

يَنْجَابُ অন্ধকার দূরীভূত হওয়া

اَلْعَتَمُ রাতের অন্ধকার

نَبْعَةٌ একটি বৃক্ষের নাম যার দ্বারা তীর ধনুক বানানো হয়

طَابَتْ عَنَاصِرُهُ وَالْخِيمُ وَالشِّيَمُ * هٰذَا ابْنُ فَاطِمَةَ اِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ * بِجَدِّهِ اَنْبِيَاءُ اللّٰهِ قَدْ خُتِمُوْا * اَللّٰهُ شَرَّفَهُ قِدَمًا وَفَضَّلَهُ * جَرٰى بِذَالِكَ لَهُ فِيْ لَوْحِهِ الْقَلَمُ * كِلْتَا يَدَيْهِ غِيَاثٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا * يَسْتَوْكِفَانِ وَلَا يَعْرُوْهُمَا عَدَمُ * سَهْلُ الْخَلِيْقَةِ لَا تُخْشٰى بَوَادِرُهُ * يَزِيْنُهُ الْخُلَّتَانِ الْحِلْمُ وَالْكَرَمُ * حَمَّالُ اَثْقَالِ اَقْوَامٍ اِذَا افْتَرَضُوْا * حُلْوُ الشَّمَائِلِ تَحْلُوْا عِنْدَهُ نِعَمُ * مَاقَالَ لَاقَطُّ اِلَّا فِيْ تَشَهُّدِهٖ * لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعَمُ * عَمَّ الْبَرِيَّةَ بِالْاِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ * عَنْهَا الْغَيَاهِبُ وَالْاِمْلَاقُ وَالْعَدَمُ * مِنْ مَعْشَرٍ حُبُّهُمْ دِيْنٌ وَبُغْضُهُمْ * كُفْرٌ وَقُرْبُهُمْ مَنْجًا وَمُعْتَصَمُ * مُقَدَّمٌ بَعْدَ ذِكْرِ اللّٰهِ ذِكْرُهُمْ * فِيْ كُلِّ بَدْءٍ وَمَخْتُوْمٌ بِهِ الْكَلِمُ * يُسْتَدْفَعُ السُّوْءُ وَالْبَلْوٰى بِحُبِّهِمْ * وَيُسْتَزَادُ بِهِ الْاِحْسَانُ وَالنِّعَمُ * اِنْ عُدَّ اَهْلُ التُّقٰى كَانُوْا اَئِمَّتَهُمْ * لَوْ قِيْلَ مَنْ خَيْرُ اَهْلِ الْاَرْضِ قِيْلَ هُمْ * لَايَسْتَطِيْعُ جَوَادٌ شَأْوَ غَايَتِهِمْ * وَلَايُدَانِيْهِمْ قَوْمٌ وَاِنْ كَرُمُوْا * هُمُ الْغُيُوْثُ اِذَا مَا اَزْمَةٌ اَزَمَتْ * وَالْاُسْدُ اُسْدُ الشَّرٰى وَالْبَاْسُ مُحْتَدِمُ * لَا يَقْبِضُ الْعُسْرُ بَسْطًا مِنْ اَكُفِّهِمْ * سِيَّانِ ذَالِكَ اِنْ اَثْرُوْا وَاِنْ عَدِمُوْا * يَأْبٰى بِهِمْ اَنْ يَحُلَّ الذَّمُّ سَاحَتَهُمْ * خَلْقٌ كَرِيْمٌ وَاَيْدٌ بِالنَّدٰى هَضَمُ * اَيُّ الْخَلَائِقِ لَيْسَتْ فِيْ رِقَابِهِمْ * لِاَوْلِيَّةِ هٰذَا اَوْلَهُ نِعَمُ * مَنْ يَعْرِفُ اللّٰهَ يَعْرِفُ اَوْلِيَّةَ ذَا * فَالدِّيْنُ مِنْ بَيْتِ هٰذَا نَالَهُ الْاُمَمُ * اِنْ كُنْتَ تُنْكِرُهُ فَاللّٰهُ يَعْرِفُهُ * وَالْعَرْشُ يَعْرِفُهُ وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ * وَلَيْسَ وَقَوْلُكَ مَنْ هٰذَا بِضَائِرِهٖ * اَلْعَرَبُ تَعْرِفُهُ مَنْ اَنْكَرْتَ وَالْعَجَمُ * فَغَضِبَ هِشَامٌ وَاَمَرَ بِحَبْسِ الْفَرَزْدَقِ بِعُسْفَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَبَلَغَ ذَالِكَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَبَعَثَ اِلَى الْفَرَزْدَقِ بِاِثْنَيْ عَشَرَ اَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ اَعْذِرْ اَبَا فِرَاسٍ فَلَوْ كَانَ عِنْدَنَا اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا لَوَصَلْنَاكَ فَقَالَ يَا اِبْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَا قُلْتُ مَا قُلْتُ اِلَّا غَضَبًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُوْلِهٖ وَمَا كُنْتُ لِاٰخُذَ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ شُكْرَ اللّٰهِ لَكَ غَيْرَ اَنَّا اَهْلَ بَيْتٍ اِذَا اَنْفَذْنَا اَمْرًا لَمْ نَعُدْ فِيْهِ فَقَبِلَهَا وَجَعَلَ يَهْجُوْ هِشَامًا وَهُوَ فِي الْحَبْسِ فَبَعَثَ لَهُ وَاَخْرَجَهُ -

---

তার প্রকৃত স্বভাব অভ্যাস সবই পবিত্র, তিনি ফাতিমা (রা.)-এর সন্তান যদিও তুমি তার সম্পর্কে কিছু জাননা। তার নানা থেকে নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই তার ইজ্জত ও সম্মান দান করেছেন। লাওহে মাহফূজে যার সম্পর্কে কলম চালু হয়েছে। যার উভয় হাত সাহায্যের জন্য নিবেদিত এবং তাঁর উপকারিতা ব্যাপক। যার থেকে বখশিশ সন্ধান করা হয় এবং তার ওপর কখনো দরিদ্রতা প্রকাশ পায় না। তিনি নম্র স্বভাবী তার থেকে রাগের কল্পনা করা যায় না। দু'টি গুণই তাকে অলঙ্কৃত করেছে একটি হচ্ছে ধৈর্যধারণ অপরটি হচ্ছে দানশীল। যখন লোকেরা তার থেকে ঋণ নেয় তখন তিনি তাদের এই বোঝাকে সহ্য করেন। তার সমস্ত অভ্যাসই উৎকৃষ্ট।

তার নিকট সওয়ালকারীদের জন্য হ্যাঁ বলাটাই উত্তম। (অর্থাৎ কেউ কোনো কিছু চাইলে তিনি কখনো না বলেন না।) তিনি তাশাহহুদ (কালিমা তাওহীদ ব্যতীত) লা (না) শব্দ ব্যবহার করেননি। তার দানশীলতা দ্বারা সমস্ত মাখলুক উপকৃত হয়েছে। সুতরাং তার দ্বারা অন্ধকার, দুর্ভিক্ষ এবং দরিদ্রতা দূরীভূত হয়েছে। তিনি এমন জামাতের সাথে সম্পৃক্ত যাদের সাথে মহব্বত রাখা প্রকৃত দীন এবং শত্রুতা রাখা কুফরি। তার সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক রাখা হলো মুক্তির কারণ ও আশ্রয়স্থল। প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে, আল্লাহর জিকিরের পর তার আলোচনা করা হয় এবং তার আলোচনার মাধ্যমেই বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটে। তার মহব্বতের মাধ্যমে মন্দ ও মসিবত বিদুরিত হয় এবং তারই মাধ্যমে বখশিশ ও নিয়ামত বৃদ্ধির আবেদন করা হয়। যদি খোদাভীরুদের গণনা করা হয় তাহলে তিনিই সবার অগ্রগণ্য হবেন। যদি প্রশ্ন করা হয় জগতবাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? জবাবে বলা হবে তিনিই। কোনো দানশীল ব্যক্তি তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না এবং কোনো গোত্রও তার নিকটে পৌঁছতে পারবে না যতই দয়ালু হোক না কেন। যখন কোনো দুর্ভিক্ষে বেষ্টন করে ফেলে তখন তিনিই বৃষ্টির মতো দান করতে থাকেন এবং ভীষণ ভয়ের সময় তিনি হিংস্র অবস্থানে সিংহের মতো সাহসী পুরুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সংকীর্ণতায় তার হাতের দানশীলতাকে সংকীর্ণ করতে পারে না। তার সম্পদ সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় তার দান সমান থাকে। তার উত্তম চরিত্র ও দানশীলতা তাকে দোষারোপ করা থেকে বিরত রাখে। মাখলুকের মধ্যে এমন কে আছে যার প্রতি তার অনুগ্রহ নেই। যে আল্লাহকে জানে সে তাঁর দানশীলতাকেও চিনে। কেননা মূর্খরা তার আত্মীয়দের থেকেই দীন অর্জন করে। যদি তুমি তাকে নাও চিন কিন্তু আল্লাহ তাকে চিনেন। আরশ, লাওহ, কলম, তাকে জানে। আর তোমার কথা তিনি কে এর দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না। যার পরিচয় সম্পর্কে তুমি অস্বীকার করেছ তাকে আরববাসী ও আজমীরা চিনে। উল্লিখিত বক্তব্য শুনে হেশাম অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং ফিরাযদাককে মক্কা ও মদীনার মধ্যখানে অবস্থিত আসাফান নামক স্থানে বন্দী করার নির্দেশ দিল। এই সংবাদ যখন আলী ইবনে হুসাইনের নিকট পৌঁছল তখন তিনি ফিরাযদাকের নিকট বার হাজার দিরহাম প্রেরণ করে এবং কাকুতি মিনতি করে বলেন, আবু ফারাস! যদি আমার নিকট এর চেয়ে বেশি মাল থাকতো তাহলে অমি তোমাকে দান করতাম। ফিরাযদাক বলল, হে আল্লাহর রাসূলের ছেলে! আমি যা কিছু বলছি তা শুধু আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য রাগের বশীভূত হয়ে বলছি, তার বিনিময়ে কোনো কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে বলিনি। আলী ইবনে হুসাইন বললেন, তোমার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কিন্তু আমরা নবী পরিবারের লোক আমরা যখন কোনো কাজ করে ফেলি, যখন কোনো নির্দেশ জারি করে দেই তাকে ফিরিয়ে নেই না। সুতরাং সে তাকে গ্রহণ করে নিল এবং বন্দি অবস্থায় হেশামের কুৎসা আরম্ভ করে দিল। হেশাম লোক প্রেরণ করে তাকে বন্দী থেকে মুক্তি দিয়ে দিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَزْمَةٌ কঠিন, দুর্ভিক্ষ

اَلشَّرٰى : ফুরাত নদীর পার্শ্বে একটি জঙ্গল যেখানে সিংহ থাকে, তবে সেখানের সিংহ অন্য সিংহ থেকে পার্থক্য

اَلْبَاْسُ বাহাদুরী, ভয়, শাস্তি

اَلْعُسْرُ সংকীর্ণতা, দরিদ্রতা

سَاحَةٌ (ج) سَاحَاتٌ ময়দান, আঙ্গিনা

هَضُوْمٌ - هَضَمَ হজমী, সুপাচ্য দানশীলতা

ضَائِرٌ ক্ষতি করা, ক্ষতি পৌঁছানো

عَسْفَانُ মক্কা থেকে দুই স্টেশন দূরবর্তী একটি স্থানের নাম

شِيْمَةٌ (ج) شِيَمٌ স্বভাব, অভ্যাস

غِيَاثٌ ফরিয়াদ, ত্রাণ, সাহায্য

يَسْتَوْكِفَانِ - اَلْمَاءُ اِسْتِيْكَافًا

পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়া, প্রবাহিত করা, এখানে যাঞ্চা করা উদ্দেশ্যে

لَايَعْرُوْهُمَا (ن) عَرْوًا পেশ হওয়া, পেশ করা

بَادِرَةٌ (ج) بَوَادِرُ রাগের দ্রুততা

شَمِيْلَةٌ (ج) شَمَائِلُ মহৎগুণ, স্বভাব, আদর্শ

غَيْهَبٌ (ج) غَيَاهِبُ অন্ধকার

اَلْاِمْلَاقُ নিজের সমস্ত মাল খরচ করে মুখাপেক্ষী হওয়া, দরিদ্র

مُنَاظَرَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَعَ الْخَوَارِجِ خَذَلَهُمُ اللّٰهُ

اَسْنَدَ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الْكُبْرٰى فِيْ خَصَائِصِ عَلِيٍّ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُوْرِيَّةُ اِعْتَزَلُوْا فِيْ دَارٍ وَكَانُوْا سِتَّةَ اٰلَافٍ فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ (رض) يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اَبْرِدْ بِالصَّلٰوةِ لَعَلِّيْ اُكَلِّمُ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ ، قَالَ اِنِّيْ اَخَافُهُمْ عَلَيْكَ قُلْتُ كَلَّا فَلَبِسْتُ ثِيَابِيْ وَمَضَيْتُ اِلَيْهِمْ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ فِيْ دَارٍ وَهُمْ مُجْتَمِعُوْنَ فِيْهَا ، فَقَالُوْا مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ (رض)! مَاجَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ اَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَمِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ وَصِهْرِهٖ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ وَهُمْ اَعْرَفُ بِتَاوِيْلِهٖ مِنْكُمْ وَلَيْسَ فِيْكُمْ مِنْهُمْ اَحَدٌ جِئْتُ لِاُبَلِّغَكُمْ مَا يَقُوْلُوْنَ وَاُبَلِّغَهُمْ مَاتَقُوْلُوْنَ فَانْتَحٰى لِيْ نَفَرٌ مِنْهُمْ قُلْتُ هَاتُوْا مَا نَقَمْتُمْ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَابْنِ عَمِّهٖ وَخَتَنِهٖ وَاَوَّلِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ قَالُوْا ثَلٰثٌ ، قُلْتُ مَاهِيَ؟ قَالُوْا اِحْدٰهُنَّ اَنَّهٗ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ قُلْتُ هٰذِهٖ وَاحِدَةٌ قَالُوْا وَاَمَّا الثَّانِيَةُ فَاِنَّهٗ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ فَاِنْ كَانُوْا كُفَّارًا فَقَدْ حَلَّتْ لَنَا نِسَائُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ وَاِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ قُلْتُ هٰذِهٖ اُخْرٰى ، قَالُوْا وَاَمَّا الثَّالِثَةُ فَاِنَّهٗ مَحَا نَفْسَهٗ مِنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنَّهٗ يَكُوْنُ اَمِيْرَ الْكَافِرِيْنَ ، قُلْتُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ غَيْرُ هٰذَا ؟ قَالُوْا حَسْبُنَا هٰذَا قُلْتُ اَرَأَيْتُمْ اِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَحَدَّثْتُكُمْ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهٖ ﷺ مَا يَرُدُّ قَوْلَكُمْ هٰذَا تَرْجِعُوْنَ؟ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ –

খারীজিদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিতর্ক

ইমাম নাসায়ী (র.) তাঁর সু'নানে কুবরা' গ্রন্থে হযরত আলী (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) পর্যন্ত মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন খারীজিদের হারুরিয়া দলটি বিদ্রোহ করল তখন তারা একটি পৃথক ঘরে একত্রিত হয়ে গেল। তাদের সংখ্যা ছয় হাজার ছিল। আমি হযরত আলী (রা.)-কে বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নামাজকে একটু বিলম্ব করে ঠাণ্ডার সময় পড়েন তাহলে এই দলের সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়ে যাবে। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে তারা তোমার ওপর কোনো আক্রমণ

করে নাকি। আমি বললাম, তা কখনো হবে না। আপনি নির্ভয়ে থাকুন। সুতরাং আমি কাপড় পরিধান করে তাদের নিকট গেলাম এবং এমন এক ঘরে প্রবেশ করলাম যেখানে তারা সবাই উপস্থিত ছিল। আমাকে দেখে তারা বলল মারহাবা হে ইবনে আব্বাস আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? আমি বললাম, আমি আপনাদের নিকট নবী করীম ﷺ -এর মুহাজিরীন, আনসার সাহাবী, রাসূলের চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতার নিকট থেকে এসেছি। যাঁদের মাঝে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যারা আপনাদের থেকে বেশি কুরআনের মর্ম জানেন। আপনাদের দলে তাঁদের মতো কেউই নেই। আমি আপনাদের নিকট এসেছি তাদের বক্তব্যকে আপনাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য এবং আপনাদের বক্তব্য তাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য। তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল আমার সাথে আলোচনার জন্য পৃথক হয়ে আসল। আমি বললাম, নবীজীর সাহাবী তাঁর চাচাতো ভাই এবং জামাতা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী [(আলী (রা.)]-এর কোন কথাটি আপনাদের নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়? পেশ করুন। তারা বলল, তিনটি কথা অপছন্দনীয়। আমি বললাম তা কি কি? তারা বলল, একটি হচ্ছে– তিনি আল্লাহ তা'আলার দীনের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী মেনেছেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "ফয়সালা (মীমাংসা) একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।" আমি বললাম, এ হচ্ছে একটি কথা। তারা বলল, দ্বিতীয় কথা হলো– তিনি যুদ্ধ করেছেন কাউকে বন্দীও করেননি এবং গনিমতের মালও অর্জন করেননি। (যাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন) তারা যদি কাফির হয় তাহলে আমাদের জন্য তাদের স্ত্রীগণ ও মালসমূহ হালাল ছিল। আর যদি তারা মুমিন হয়, তাহলে আমাদের জন্য তাদের রক্ত হারাম ছিল। (যুদ্ধ কেন হলো?) আমি বললাম, এটা হলো দ্বিতীয়টি। তারা বলল, তৃতীয় কথা হলো, তিনি তার নাম থেকে আমীরুল মু'মিনীনকে মিটিয়ে দিয়েছেন। যদি তিনি আমীরুল মু'মিনীন না হন, তাহলে আমীরুল কাফিরীন হবেন। আমি বললাম, আপনাদের নিকট এসব অভিযোগ ব্যতীত আর কোনো অভিযোগ আছে কি? তারা বলল, এতটুকুই যথেষ্ট। আমি বললাম, যদি আমি কুরআন থেকে আপনাদের সম্মুখে এমন আয়াত পড়ি এবং নবীজীর সুন্নত থেকে এমন হাদীস পেশ করি যদ্দারা আপনাদের উক্ত অভিযোগ খণ্ডিত হয়ে যায় তাহলে আপনারা ফিরে যাবেন কি? তারা বলল, জি-হাঁ! অবশ্যই।

শব্দ-বিশ্লেষণ

صِهْرٌ (ج) أَصْهَارٌ জামাতা

اِنْتِحَاءٌ পৃথক হওয়া

نَقَمْتُمْ (ض ـ س) نَقْمًا বড় মন্দ পোষণ করা

يَسْبِ (ض) سَبْيًا বন্দী করা

يَغْنِمُ (ج) غَنِيمَةً غُنْمًا গনিমত অর্জন করা

خَذَلَ (ن) خَذْلًا সাহায্য ছেড়ে দেওয়া

اَلنَّسَائِيُّ : আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুআইব ইবনে আলী খুরাসানী, জন্ম ২১৫ হিঃ, মৃত্যু ৩০৩ হিঃ, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইলম অর্জনের জন্য অনেক দেশ সফর করেছিলেন যেমন– খুরাসান, হেজাজ, ইরাক, সিরিয়া, জাজিরা এবং সেখানকার শায়খদের থেকে হাদীসও শুনেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো সুনানুল মুজতাবা (নাসায়ী শরীফ)।

قُلْتُ اَمَّا قَوْلُكُمْ اِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِى دِيْنِ اللّٰهِ ، فَاَنَا اَقرأُ عَلَيْكُمْ قَدْ صَيَّرَ اللّٰهُ حُكْمَهُ اِلَى الرِّجَالِ فِى اَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ قَالَ تَعَالٰى لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِلٰى قَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَقَالَ فِى الْمَرْأَةِ و زَوْجِهَا وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اَنْشَدَكُمُ اللّٰهُ اَحُكْمُ الرِّجَالِ فِىْ حِقْنِ دِمَائِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ اَحَقُّ اَمْ فِىْ اَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ ، قَالُوْا اَللّٰهُمَّ بَلْ فِى حِقْنِ دِمَائِهِمْ وَاِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ قُلْتُ اَخَرَجْتُ مِنْ هٰذِهِ قَالُوا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قُلْتُ وَاَمَّا قَوْلُكُمْ اِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ وَاَتَسْبُوْنَ اُمَّكُمْ عَائِشَةَ (رضـ) ؟ فَتَسْتَحِلُّوْنَ مِنْهَا مَاتَسْتَحِلُّوْنَ مِنْ غَيْرِهَا وَهِىَ اُمُّكُمْ لَئِنْ فَعَلْتُمْ لَقَدْ كَفَرْتُمْ فَاِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ اُمَّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ ، فَاَنْتُمْ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ فَأْتُوا مِنْهَا بِمَخْرَجٍ اَخَرَجْتُ مِنْ هٰذِهِ الْاُخْرٰى؟ قَالُوا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قُلْتُ اَمَّا قَوْلُكُمْ اِنَّهُ مَحَا نَفْسَهُ مِنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا فَقَالَ اُكْتُبْ هٰذَا مَاقَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلٰكِنْ اُكْتُبْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّى لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِنْ كَذَّبْتُمُوْنِىْ ، يَا عَلِىُّ! اُكْتُبْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ وَقَدْ مَحَا نَفْسَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَحْوُهُ ذَالِكَ مَحْوًا مِنَ النُّبُوَّةِ اَخَرَجْتُ مِنْ هٰذِهِ اُخْرٰى قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَرَجَعَ مِنْهُمْ اَلْفَانِ بَقِىَ سَائِرُهُمْ فَقُتِلُوْا عَلٰى ضَلَالَتِهِمْ قَتَلَهُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ -

---

আমি বললাম, আপনার ১ম অভিযোগ ছিল যে, হযরত আলী (রা.) দীনি বিষয়ে ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী বানিয়েছেন এর জবাব আমি আপনাদেরকে আয়াত পড়ে শুনাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা সিকি দিরহাম মূল্যের একটি খরগোশ সম্পর্কিত নির্দেশকে মানুষদের হাওলা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ الـخ অর্থাৎ জঙ্গলী শিকারকে হত্যা করো না (শিকার করো না) যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম অবস্থায়

থাক আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জেনে শুনে শিকার করবে তার ওপর শিকারকৃত প্রাণীর সমান জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে, যার মীমাংসা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দেবে। আর স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে যদি উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে না উঠে, মিল না হয় বরং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় হয় তাহলে স্বামীর আত্মীয় থেকে এক মীমাংসাকারী ও স্ত্রীর আত্মীয় থেকে এক মীমাংসাকারী প্রেরণ করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, বলুনতো মানুষের রক্তপাত এবং প্রাণের হেফাজত এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সংশোধন করার ব্যাপারে ব্যক্তির মীমাংসা বেশি প্রয়োজনীয় নাকি খরগোশের হুকুম সম্পর্কে যার মূল্য সিকি দিরহাম। তারা বলল, বরং মানুষের রক্তপাত ও তাদের পরস্পরের মধ্যে সংশোধনের চেষ্টা করা বেশি প্রয়োজনীয়। আমি বললাম, আমি কি এই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলাম? তারা বলল, জি হ্যাঁ অবশ্যই। আমি বললাম, আপনাদের দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল তিনি (আলী রা.) যুদ্ধ করেছেন কিন্তু কাউকে বন্দি করেননি এবং গনিমতও অর্জন করেন নি। (আমি (তার জবাবে বলব) আপনারা কি আপনাদের মাতা হযরত আয়েশা (রা.)-কে বন্দী করবেন এবং তাঁর সাথে সেই ব্যবহার করবেন যা অন্যদের সাথে করেন? অথচ তিনি তোমাদের মাতা। যদি তোমরা এমন করো তাহলে তোমরা কাফির হয়ে যাবে। আর যদি বল তিনি আমাদের মাতা নন তখনও কাফির হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "নবী মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণ থেকেও প্রিয় এবং তাঁর বিবিগণ তাঁদের মাতা স্বরূপ"। সুতরাং আপনারা দু'টি ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছেন, এই ভ্রষ্টতা থেকে বের হওয়ার উপায় পেশ করুন। আমি দ্বিতীয় অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেলাম কি? তারা বলল, জি হ্যাঁ অবশ্যই। আর তোমাদের তৃতীয় অভিযোগ ছিল, হযরত আলী (রা.) তাঁর নাম থেকে আমীরুল মু'মিনীন মিটিয়ে দিয়েছেন। তার জবাব হচ্ছে– নবীজী ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন কুরাইশদেরকে ডাকলেন তার ও তাদের মধ্যে চুক্তিপত্র লিখার জন্য, হযরত আলী (রা.)-কে বলেছিলেন লিখ "এটা সেই চুক্তিনামা যার ওপর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তি করেছেন" কুরাইশরা বলে উঠল আল্লাহর কসম যদি আমাদের বিশ্বাস হতো যে, তুমি আল্লাহর রাসূল তাহলে আমরা আপনাকে বায়তুল্লাহ গমনে বাধা প্রদান করতাম না এবং আপনার সাথে ঝগড়াও করতাম না; সুতরাং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। নবীজী ﷺ বলেছিলেন, আল্লাহর কসম আমি আল্লাহর রাসূল! যদিও তোমরা অস্বীকার কর, মিথ্যা মনে কর। হে আলী! মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহই লিখ। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলীর চেয়ে কতইনা শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর উপাধি রাসূলুল্লাহ মিটিয়ে দিলেন এবং তাঁর সেই নাম মিটানো নবুয়তকে মিটানো ছিল না। (তাই আলীর নাম থেকে তাঁর উপাধি আমীরুল মু'মিনীন মিটালে আমীরুল মু'মিনীন হওয়া মিটবে না।) আমি তৃতীয় অভিযোগটি থেকে নিষ্কৃতি পেলাম কি? তারা বলল, জি-হ্যাঁ অবশ্যই। সুতরাং উল্লিখিত আলোচনা শুনে দুই হাজার খারিজী ফিরে আসল এবং বাকি সবাই স্বীয় অবস্থায় বাকি রইল। তাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার ওপর হত্যা করা হয়েছে। তাদেরকে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণও হত্যা করেছেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

বিরোধিতা করা, শত্রুতা করা حِقْنًا [illegible]

يَوْمُ أُحُدٍ

رُوِيَ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ نَزَلُوْا بِأُحُدٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ثَانِيَ عَشَرَ شَوَّالَ سَنَةَ ثَلٰثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ فَاسْتَشَارَ الرَّسُوْلُ ﷺ اَصْحَابَهُ وَقَدْ دَعَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنِ سَلُوْلَ وَلَمْ يَدْعُهُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ هُوَ وَاَكْثَرُ الْاَنْصَارِ اَقِمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! بِالْمَدِيْنَةِ وَلَا تَخْرُجْ اِلَيْهِمْ ، فَوَاللّٰهِ مَا خَرَجْنَا مِنْهَا اِلٰى عَدُوٍّ اِلَّا اَصَابَ مِنَّا وَلَا دَخَلَهَا عَلَيْنَا اِلَّا اَصَبْنَا مِنْهُ فَكَيْفَ وَاَنْتَ فِيْنَا فَدَعْهُمْ فَاِنْ اَقَامُوْا اَقَامُوْا بِشَرِّ مَجْلِسٍ ، وَاِنْ دَخَلُوْا قَاتَلَهُمُ الرِّجَالُ وَرَمَاهُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ بِالْحِجَارَةِ وَاِنْ رَجَعُوْا رَجَعُوْا خَائِبِيْنَ ، وَاَشَارَ بَعْضُهُمْ اِلَى الْخُرُوْجِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنِّيْ رَأَيْتُ فِيْ مَنَامِيْ بَقَرَةً مَذْبُوْحَةً حَوْلِيْ فَاَوَّلْتُهَا خَيْرًا وَ رَأَيْتُ فِيْ ذُبَابِ سَيْفِيْ ثُلْمًا فَاَوَّلْتُهُ هَزِيْمَةً وَ رَأَيْتُ كَأَنِّيْ اَدْخَلْتُ يَدِيْ فِيْ دِرْعٍ حَصِيْنَةٍ فَاَوَّلْتُهَا الْمَدِيْنَةَ فَاِنْ رَأَيْتُمْ اَنْ تُقِيْمُوْا بِالْمَدِيْنَةِ وَتَدَعُوْهُمْ فَقَالَ رِجَالٌ فَاتَتْهُمْ بَدْرٌ وَقَدْ اَكْرَمَهُمُ اللّٰهُ بِالشَّهَادَةِ يَوْمَ اُحُدٍ اُخْرُجْ بِنَا اِلٰى اَعْدَائِنَا وَبَالَغُوْا حَتّٰى دَخَلَ ﷺ فَلَبِسَ لَامَتَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذٰلِكَ نَدِمُوْا عَلٰى مُبَالَغَتِهِمْ وَقَالُوْا اِصْنَعْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا رَأَيْتَ فَقَالَ لَا يَنْبَغِيْ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّلْبَسَ لَامَتَهُ فَيَضَعَهَا حَتّٰى يُقَاتِلَ فَخَرَجَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَاَصْبَحَ بِشَعْبِ اُحُدٍ يَوْمَ السَّبْتِ وَنَزَلَ فِيْ عُدْوَةِ الْوَادِيْ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ اِلٰى اُحُدٍ وَسَوّٰى صَفَّهُمْ وَاَمَّرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ عَلَى الرُّمَاةِ وَقَالَ اَنْضِحُوْا عَنَّا بِالنَّبْلِ وَلَا يَأْتُوْنَا مِنْ وَرَائِنَا وَقَالَ ﷺ اُثْبُتُوْا فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ وَاِذَا عَايَنُوْكُمْ وَ وَلَّوْكُمُ الْاَدْبَارَ فَلَا تَطْلُبُوا الْمُدْبِرِيْنَ وَلَا تَخْرُجُوْا مِنْ هٰذَا الْمَقَامِ كَيْلَا يَتَمَكَّنُوْا مِنْ اَنْ يَّأْتُوْنَا مِنْ وَرَائِنَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَقِيَ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى هَزَمُوا الْمُشْرِكِيْنَ فَطَمِعُوْا اَنْ تَكُوْنَ هٰذِهِ الْوَاقِعَةُ كَوَاقِعَةِ بَدْرٍ وَطَلَبُوا الْمُدْبِرِيْنَ وَتَرَكُوا الْمَوْضَعَ الَّذِيْ اَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِالثُّبَاتِ فِيْهِ -

---

ওহুদের দিন

বর্ণিত আছে আরবের মুশরিকগণ ৩য় হিজরির শাওয়াল মাসের ১২ তারিখ রোজ বুধবার ওহুদ নামক স্থানে সৈন্য মোতায়ন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলকেও ডাকলেন তবে ইতোপূর্বে কখনো তাকে ডাকেননি। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং অধিকাংশ আনসারী সাহাবীগণ বললেন, হে রাসূল ﷺ আপনি মদীনায় অবস্থান করুন এবং যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে বের হবেন না। কেননা আমরা যখনই মদীনা থেকে শত্রুর দিকে বের হয়েছি আমরা পরাজিত হয়েছি এবং যখনই শত্রুরা মদীনায় প্রবেশ করে আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে তখনই তারা পরাজিত হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা

অবস্থায় আমরা বিজয়ী হবো না কেন? তাই তাদেরকে ছেড়ে দিন। যদি তারা সেখানে (উহুদ প্রান্তে) মোতায়েন থাকে তাহলে মন্দ বৈঠকে তাদের অবস্থান হবে (কেননা যখন আমরা সেখানে যাব না তখন তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না, তাই তাদের অবস্থানটা অর্থহীন হবে।) আর যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে পুরুষেরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। মহিলা ও বাচ্চারা তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করবে। যদি ফিরে যায় তাহলে অকৃতকার্যভাবে ফিরবে। (সাহাবীদের) কেউ মদীনার বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। নবীজী ﷺ বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার পার্শ্বে একটি জবাইকৃত গাভী, আমি এর ব্যাখ্যা ভাল হওয়াকে ধরে নিয়েছি। আর আমি আমার তলোয়ারের ধারকে খাঁজযুক্ত (ভোতা) দেখলাম। এবং আমি তা দ্বারা পরাজয়ের তাবীর করেছি। আর দেখলাম যে, আমি আমার হাতকে লৌহবর্ম ঢুকালাম, আমি এর তাবীর মদীনা দ্বারা করেছি। এখন যদি তোমাদের রায় হয় মদীনায় অবস্থান করার এবং তাদের পিছু ছেড়ে দেওয়ার, তাহলে অবস্থান করো এবং তাদেরকে ছেড়ে দাও। অতঃপর যারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারেননি এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উহুদের যুদ্ধে শাহাদত দান করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলার বের হয়ে যান এবং তারা এই রায়ের কথা বারবার বলায় নবীজী ﷺ রুমে প্রবেশ করে লৌহবর্ম পরিধান করলেন। যখন লোকেরা এ অবস্থা [রাসূলের মৌন অভিমতের বিপরীত] দেখল তখন তারা তাদের সেই বারংবার বলার ওপর লজ্জিত হয়ে বলতে লাগল হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যে রায় তাই করুন নবীজী ﷺ বললেন, কোনো নবীর জন্য যুদ্ধের পোশাক পরিধানের পর যুদ্ধ না করে তা খুলে রাখা বৈধ নয়। সুতরাং তিনি ﷺ জুমার নামাজের পরে যাত্রা করলেন। শনিবার দিনে ভোরবেলায় ওহুদ প্রান্তে উপস্থিত হয়ে সৈন্য ছাউনী স্থাপন করলেন। ওহুদ পাহাড়কে নিজ সৈন্যদের পশ্চাতে রাখলেন এবং সৈন্যকে কাতারবন্দী করলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে তীরান্দাজদের আমীর নিযুক্ত করে বললেন, তোমরা এখানে তথা পাহাড়ের গিরিপথে তীর চালাতে থাকো যাতে শত্রুরা আমাদের পিছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে এবং তাকে সতর্ক করে দিলেন জয় হোক বা পরাজয় হোক তোমরা এখানেই থাকবে। যখন শত্রুরা তোমাদেরকে দেখবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করতে লাগবে, তখন পরাজিতদের পশ্চাদ্ধাবন করবে না এবং সেই স্থান থেকে সরে যাবে না যাতে তারা আমাদের পিছনের দিক থেকে না আসতে পারে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার (১৫০ জন সাথী সহ) পৃথক হয়ে গেল বাকি রইলেন শুধুমাত্র প্রকৃত মুসলমানগণ (তারা ভীষণ যুদ্ধ করলেন) এমনকি মুশরিকরা পরাজিত হলো। এ অবস্থা দেখে তীর চালকদের লোভ হলো যে, এই ঘটনাও বদরের ঘটনার মতো হবে তাই তারা পরাজিত কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং সেই স্থান ছেড়ে দিলেন যে স্থানে অটল থাকার নির্দেশ নবীজী ﷺ দিয়েছিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أُحُدٌ : মদীনার উত্তর দিকে এক মাইল দূরে একটি পাহাড়ের নাম সেখানে হযরত হারুন (আ.)-এর কবর রয়েছে।

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيٍّ : প্রসিদ্ধ মুনাফিক ছিল। সে প্রকাশ্যে ইসলামের রীতিনীতি গ্রহণ করে নবীজী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামগণকে বিভিন্ন কষ্টে নিপতিত করেছেন। নবীজির জীবদ্দশায়ই তার মৃত্যু হয়েছে। তার ছেলে আব্দুল্লাহ যিনি খাঁটি ঈমানদার ছিলেন, প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। ছেলের খাতিরে পিতা মুনাফিকের জানাযার নামাজ নবী ﷺ পড়িয়েছিলেন।

خَائِبِيْنَ লজ্জিত, অপমানিত

ذُبَابٌ তলোয়ারের ধার, তীক্ষ্ণতা

ثَلْمًا খাজযুক্ত হওয়া, ভোতা হওয়া

هَزِيْمَةً পরাজিত

حَصِيْنَةٌ শক্ত

شِعْبٌ (ج) شِعَابٌ পাহাড়ের গিরিপথের রাস্তা, উপত্যকার রাস্তা

عُدْوَةٌ (ج) عِدًا উঁচু স্থান, উপত্যকার পার্শ্ব

عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جُبَيْرٍ : আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর বাইয়াতে আকাবা এবং গাযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন, গাযওয়ায়ে ওহুদে শহীদ হয়েছেন।

رَامِيٌّ - رُمَاةٌ তীর চাল না

نَضْحًا (ف - ض) نَضَحُوْا - اِنْضَحُوْا عَنَّا بِالنَّبْلِ তীরন্দাজ দ্বারা আমাদের প্রতিরোধ করো

اِعْتَزَلَ اِعْتِزَالًا একা হয়ে যাওয়া

ثُمَّ اشْتَغَلُوْا بِطَلَبِ الْغَنَائِمِ فَلَمَّا خَالَفُوْا اَمْرَهٗ ﷺ اِنْهَزَمُوْا لِيَعْلَمُوْا اَنَّ مَا وَقَعَ يَوْمَ بَدْرٍ اِنَّمَا حَصَلَ بِبَرَكَةِ صَبْرِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ فَلَمَّا لَمْ يَصْبِرُوْا عَلٰى طَاعَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا اَمَرَهُمْ بِهٖ وَلَمْ يَتَّقُوْا عَاقِبَةَ مُخَالَفَتِهٖ تَرَكَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَعَ عَدُوِّهِمْ فَلَمْ يَقْوَوْا لَهُمْ حَيْثُ نَزَعَ اللّٰهُ الرُّعْبَ مِنْ قُلُوْبِ الْمُشْرِكِيْنَ فَكَرَّ عَلَيْهِمُ الْمُشْرِكُوْنَ وَتَفَرَّقَ الْعَسْكَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَقِيَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَصَدَ الْكُفَّارُ النَّبِيَّ ﷺ فَشَجُّوْا رَأْسَهٗ وَكَسَرُوْا رُبَاعِيَتَهٗ وَثَبَتَ مَعَهٗ ﷺ يَوْمَئِذٍ طَلْحَةُ وَوَقَاهُ بِيَدِهٖ فَشَلَّتْ اِصْبَعَاهُ وَصَارَ مَجْرُوْحًا فِيْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ مَوْضَعًا وَلَمَّا اُصِيْبَ ﷺ بِمَا اَصَابَهٗ مِنَ الشَّجِّ وَكَسْرِ الرُّبَاعِيَّةِ وَغَلَبَ عَلَيْهِ الْغَشْيُ اِحْتَمَلَهٗ وَ رَجَعَ بِهِ الْقَهْقَرٰى وَكُلَّمَا اَدْرَكَهٗ وَاحِدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَانَ يَضَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَيُقَاتِلُهٗ حَتّٰى اَوْصَلَهٗ اِلٰى مَكَانٍ فِيْهِ جُمْلَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ فَوَقَعَتِ الصَّيْحَةُ فِي الْعَسْكَرِ اَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ وَكَانَ فِيْ جُمْلَةِ مَنْ مَعَهٗ مِنَ الصَّحَابَةِ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُكْنٰى اَبَا سُفْيَانَ فَنَادَى الْاَنْصَارَ وَقَالَ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَ اِلَيْهِ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ وَكَانَ قَدْ قُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ وَكَثُرَتْ فِيْهِمُ الْجُرَّاحُ فَقَالَ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا ذَبَّ عَنْ اِخْوَانِهٖ وَشَدَّ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بِمَنْ مَعَهٗ حَتّٰى كَفَّهُمْ عَلَى الْقَتْلٰى وَالْجَرْحٰى وَاَعَانَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى هَزَمُوا الْكُفَّارَ -

অতঃপর গনিমতের সন্ধানে লেগে গেলেন। যখন নবীজীর নির্দেশ লঙ্ঘন করলেন তখন পরাজিত হলেন। যাতে স্মরণ থাকে যে, বদরের দিন যে বিজয় হয়েছিল তা সাহাবীদের ধৈর্য এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের কারণে হয়েছে। যখন তীর চালকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশের আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি এবং নবীজীর নির্দেশের বিরোধিতাকে ভয় করেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শত্রুদের সাথে ছেড়ে দিলেন এবং তাদের মোকাবেলার শক্তি হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অন্তর থেকে মুসলমানদের ভীতি উঠিয়ে নেন। সুতরাং মুসলমানদের ওপর মুশরিকরা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে বসল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুসলমান সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এমনকি তার সাথে শুধু সাতজন আনসার এবং দু'জন কুরাইশী ছিলেন। আর কাফিররা নবীজি ﷺ-কে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে বসল এবং নবীজীর মাথা মোবারকে আঘাত করল। ফলে তাঁর

রুবাঈ (উপরের সামনে দুই দাঁতের পার্শ্বের দাঁত) ভেঙ্গে যায়। সেদিন নবীজীর সাথে হযরত তালহা (রা.) ঢালের মতো অটল থাকেন ও স্বীয় হাত দ্বারা শত্রুদের আঘাতগুলো প্রতিহত করে নবীজীকে জখমী হওয়া থেকে রক্ষা করাতেন। যদ্বারা তালহার দু'টি আঙ্গুল অবশ হয়ে গিয়েছিল এবং ২৪টি বা ৭০টি স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। যখন নবীজীর জখম ও রুবাঈ দাত ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে কষ্ট হচ্ছিল এবং তিনি বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন তখন হযরত তালহা (রা.) তাঁকে পাশ্চাৎগামী হয়ে ফিরলেন আর যখন কোনো মুশরিককে পেতেন তখন তিনি নবীজী ﷺ-কে রেখে মুশরিকের সাথে লড়াই করে তাকে পরাজয় করার পর অগ্রসর হতেন। এমনিভবে নবীজি ﷺ কে সেই স্থানে পৌঁছালেন যেখানে সাহাবীদের (রা.) একটি জামাত ছিলেন। সেই মুহূর্তে নবীজী ﷺ তালহা সম্পর্কে বলেছিলেন তালহা নিজের জন্য বেহেশত ওয়াজিব করে নিয়েছে। (যখন নবীজি ﷺ মুসলিম সৈন্যদের থেকে পৃথক হয়ে সাহাবীদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসছিলেন তখন) সৈন্যদের মধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, নবীজী ﷺ শহীদ হয়ে গেছেন (নাঊযু বিল্লাহ) (সংবাদ শুনা মাত্র মুসলিম সৈন্যগণ নিরাশ হয়ে গেলেন) সাহাবীদের মধ্যে থেকে আবু সুফিয়ান নামের এক আনসারী সাহাবী আনসারদেরকে ডেকে বললেন, এইতো রাসূলুল্লাহ ﷺ এ শব্দ শুনামাত্র মুহাজির আনসারগণ ফিরে নবীজির পার্শ্বে এলেন। এ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হয়েছেন, অনেক আহত হয়েছেন (আর কাফিররা শুধু ৩২ বা ৩৩ জন নিহত হয়েছিল)।

অতঃপর নবীজী ﷺ বললেন আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির ওপর রহমত করুক যে তার ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে, এরপর নিজ সাথীদেরকে নিয়ে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন, এমনকি শহীদ ও আহতদের ওপর অত্যাচার করা থেকে বারণ করে (ফিরিয়ে দিয়ে) মুশরিকদের পাশ্চাদ্ধাবন করলেন। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করলেন (মুশরিকদের অন্তরে ভয় ঢুকে গেল) এমনকি মুশরিকরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলো। তারা পলায়ন করতে লাগল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

كَرَّ . كَرًّا . كُرُوْرًا . تَكْرَارًا দ্বিতীয় বার আক্রমণ করা

شَجُّوْا জখমী করা, আহত করা

طَلْحَةُ : তালহা ইবনে উবায়দিল্লাহ বিশিষ্ট সাহাবী। নবুয়তের পরে ইসলাম গ্রহণ কারীদের মধ্য হতে তিনিও একজন। তিনি আশারায়ে মুবাশশিরার (বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের মধ্য থেকে) একজন, বদর ব্যতীত সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি নবী ﷺ -এর সবচেয়ে বেশি খেদমত করেছেন, তাই তাঁকে নবী ﷺ বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। উহুদের দিন তাঁকে 'তালহাতুল খায়র' গাযওয়ায়ে হুনাইনের দিন 'তালহাতুল যাউওয়াদ', তাবুকের দিন 'তালহাতুল ফাইয়াজ' উপাধি দান করেছিলেন।

شَلَّتْ (س) شَلًّا পক্ষাঘাত হওয়া, অকেজো হওয়া, অচল হওয়া

اَلْقَهْقَرٰى পাশ্চাৎগামী হওয়া, পাশ্চাতমুখী হওয়া

ذَبَّ (ن) ذَبًّا প্রতিরোধ করা, সহায়তা করা, প্রতীরক্ষা করা

قِصَّةُ سَيِّدِنَا مُوسَى وَأَخِيهِ هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

أَرْسَلَ اللّٰهُ مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ لِفِرْعَوْنَ وَمَلَإِهِ حَيْثُ طَغَى وَادَّعَى الْأُلُوهِيَّةَ ، وَعَبَدَتْهُ النَّاسُ خَوْفًا مِنْهُ ثُمَّ اَنَّ فِرْعَوْنَ سَمِعَ بِامْرَأَةٍ جَمِيلَةٍ اِسْمُهَا آسِيَةُ فَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُؤْمِنَةٌ سِرًّا فَلَمَّا أَرَادَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَخَشَّبَتْ اَعْضَاؤُهُ وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْقُرْبَ مِنْهَا ، فَاكْتَفٰى بِالنَّظَرِ اِلَيْهَا . ثُمَّ اِنَّهُ رَأٰى مَنَامًا فَسَأَلَ السَّحَرَةَ عَنْ تَفْسِيْرِهِ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّهُ سَيُوْلَدُ فِيْ مُلْكِكَ وَلَدٌ يَكُوْنُ سَبَبًا فِيْ هَلَاكِكَ وَهَلَاكِ قَوْمِكَ فَامَرَ بِذَبْحِ مَنْ يُوْلَدُ مِنَ الذُّكُوْرِ ، وَكَانَ عِمْرَانُ مِنْ وُزَرَائِهِ فَلَمَّا حَمَلَتِ امْرَأَتُهُ بِمُوسٰى لَمْ يَشْعُرْ بِحَمْلِهَا اَحَدٌ اِلٰى اَنْ وَضَعَتْهُ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهَا اَنْ اَلْقِيْهِ فِي الْبَحْرِ فَصَنَعَتْ تَابُوْتًا وَ وَضَعَتْهُ فِيْ جَوْفِهِ وَهِيَ بَاكِيَةٌ خُصُوْصًا وَاَنَّ اَبَاهُ قَدْ مَاتَ فِيْ ذَالِكَ الْحِيْنِ وَقَالَتْ لِاُخْتِهِ اُنْظُرِيْ اِلَيْهِ مِنْ بَعِيْدٍ وَ رَمَتْهُ فِي الْبَحْرِ فَقَدْ فَتَهُ الْاَمْوَاجُ اِلٰى اَنْ اَدْخَلَ مَنْزِلَ فِرْعَوْنَ فَرَأَتْهُ اِبْنَتُهُ وَكَانَتْ بَرْصَاءَ (اَيْ مُصَابَةً بِدَاءِ الْبَرَصِ) فَبِمُلَامَسَتِهَا لَهُ شُفِيَتْ فَاَخَذَتْهُ وَ ذَهَبَتْ بِهِ اِلٰى آسِيَةَ وَاَخْبَرَتْهَا بِمَا حَصَلَ، فَقَالَتْ آسِيَةُ لِفِرْعَوْنَ ، لَاتَقْتُلْهُ وَنُرَبِّيْهِ عِنْدَنَا فَامْتَثَلَ وَاَمَرَ بِاِحْضَارِ الْمَرَاضِعِ فَحَضَرْنَ فَلَمْ يَمَسَّ ثَدْيَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ . فَقَالَتْ لَهُمْ اُخْتُهُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُوْنَهُ لَكُمْ؟ قَالُوْا نَعَمْ، فَاَحْضَرَتْ اُمَّهُ فَاَعْطَتْهُ ثَدْيَهَا فَرَضِعَهُ اِلٰى اَنْ تَمَّ مُدَّةَ الرَّضَاعِ، فَاَعْطَوْا اُمَّهُ مَا يَكْفِيْهَا وَتَرَكَتْهُ وَ ذَهَبَتْ فَلَمَّا تَمَّ عُمُرُهُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً صَارَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ فَبَيْنَمَا هُوَ مَارٌّ فِيْ شَوَارِعِ مِصْرَ اِذْ رَأٰى رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ اَحَدُهُمَا قِبْطِيٌّ وَالثَّانِيْ اِسْرَائِيْلِيٌّ مِنْ نَسْلِ يَعْقُوْبَ فَاسْتَغَاثَ الْاِسْرَائِيْلِيُّ بِمُوْسٰى فَجَاءَ وَ وَكَزَ الْقِبْطِيَّ فِيْ صَدْرِهِ فَوَقَعَ مَيِّتًا فَتَأَسَّفَ مُوْسٰى وَطَلَبَ الْمَغْفِرَةَ مِنَ اللّٰهِ فَغَفَرَ لَهُ -

---

হযরত মূসা (আ.) এবং তার ভাই হারুন (আ.)-এর কাহিনী

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর ভাই হারূন (আ.)-কে ফেরাউন এবং তার গোত্রের নেতাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন. যখন সে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং উপাস্য হওয়ার দাবি করেছিল। লোকেরা তার ভয়ে পূজা করা আরম্ভ করে দিল। ফেরাউন আসিয়া নাম্নী একজন সুন্দরী মহিলার খবর পেয়ে তাকে বিবাহ করে, তবে তিনি মৌনভাবে মুসলমান ছিলেন। ফেরাউন যখন তার সাথে সহবাস করতে ইচ্ছা করল, তখন ফেরাউনের শরীরের

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে কাঠের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে তার কাছেই যেতে পারেনি, তাই তাকে দেখেই ক্ষান্ত হলো। এরপর সে এক স্বপ্ন দেখল। যাদুগরদেরকে তার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, কিছু দিনের ভিতর আপনার দেশে এক সন্তান জন্ম নিবে যিনি আপনার রাজত্ব ও গোত্রের ধ্বংসের কারণ হবে। সুতরাং অভিশপ্ত ফেরাউন প্রত্যেক নবজাত ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। হযরত ইমরান ফেরাউনের উজির ছিলেন, যখন তার স্ত্রীর গর্ভে হযরত মূসা (আ.) অবস্থান কর ছিলেন তখন তাঁর ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত কেউই গর্ভের খবর জানেনি। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এই কথা ঢেলে দিলেন যে, তাকে দরিয়ার মধ্যে ফেলে দাও। তাঁর মাতা একটি সিন্দুক (কাঠের বাক্স) তৈরি করে হযরত মূসা (আ.)-কে তার মধ্যে রেখে দিলেন। তখন বিশেষ করে তিনি কাঁদছিলেন (সন্তানের মহব্বতের কারণে) তা ছাড়া তাঁর পিতারও ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা তাঁর বোনকে বললেন, তুমি তাঁকে দূর থেকে দেখতে থাকবে আর অপর দিকে তিনি কাঠের বাক্সে ঢুকিয়ে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। সমুদ্রের ঢেউ সিন্দুককে ভাসিয়ে ফেরাউনের বাড়ির ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিল। অতঃপর ফেরাউনের মেয়ে সিন্দুকটি দেখল ও সিন্দুকের ভিতর একটি বাচ্চা (মূসাকে) দেখল, মেয়েটির শ্বেত রোগ ছিল। হযরত মূসার গায়ে হাত স্পর্শ করতেই আরোগ্য হয়ে গেল। সে তাকে নিয়ে আঁসিয়ার নিকট গেল এবং তাঁর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ হওয়ার ঘটনাও বর্ণনা করল। আঁসিয়া ফেরাউনের নিকট বলল এই বাচ্চাটিকে হত্যা করবেন না। আমরা তাকে আমাদের নিকট রেখে লালন-পালন করব। ফেরাউন আঁসিয়ার কথা মেনে নিল এবং স্তন্যদানকারী মহিলা আনার নির্দেশ দিল। মহিলারা উপস্থিত হলো। তিনি (মূসা আ.) কোনো মহিলার স্তন স্পর্শ করেননি। তখন মূসার বোন বললেন, আমি কি আপনাদেরকে এমন একজন মহিলার সন্ধান দিব যিনি আপনাদের এই বাচ্চার লালন-পালন করবেন। তারা (এই অবস্থায় এই সংবাদ শ্রবণে খুশি হলো এবং) বলল হ্যাঁ, সেই মহিলার সন্ধান দাও। তখন সে তাঁর মাতাকে উপস্থিত করলেন। মূসা (আ.)-এর মাতা নিজের স্তন মুসা (আ.)-এর মুখে দিলেন এবং দুধ পানের সময়সীমা পর্যন্ত মূসা (আ.) মায়ের দুধ পান করলেন। তারা (ফেরাউন) মূসা (আ.)-কে মাতাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ উপহার দিয়েছে। মূসা (আ.)-এর মাতা তাঁকে রেখে চলে গেলেন। যখন মূসা (আ.)-এর বয়স চল্লিশ বৎসর হলো তখন মানুষকে এক আল্লাহর উপাসনা করার নির্দেশ দিতে আরম্ভ করলেন। একদিন মিশরের রাস্তায় চলতেছিলেন। হঠাৎ দেখলেন দুই ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছে। একজন কিবতী এবং অন্যজন ইসরাঈলী। হযরত মূসা (আ.)-এর বংশের ইসরাঈলী ব্যক্তি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফরিয়াদ করে সাহায্য চাইল। তিনি এসে কিবতীর মীমাংসার জন্য বুকে ধাক্কা দিলেন। ধাক্কায় সে মারা গেল। হযরত মূসা (আ.) আক্ষেপ করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بَرْصَاءُ সাদারোগ (শ্বেতরোগ) বিশিষ্ট মহিলা

شَارِعٌ (ج) شَوَارِعُ সড়ক প্রসস্ত রাস্তা

قِبْطِيٌّ قِبْط-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত মিশরের একটি গোত্র, ফেরাউনের বংশীয় লোক

وَكْزٌ ঘুষি মারা, ধাক্কা মারা

مَلَأٌ শ্রেষ্ট লোক, নেতা, সরদার

طُغْيَانًا ـ طُغْيًا ـ طُغًى কুফরির মধ্যে বাড়াবাড়ি করা

تَخَشَّبَتْ কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া

سَاحِرٌ (ج) سَحَرَةٌ যাদুকর

تَابُوتٌ সিন্দুক, কাঠের বাক্স

وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي رَأَى الْإِسْرَائِيلِيَّ يَتَشَاجَرُ مَعَ قِبْطِيٍّ آخَرَ فَاسْتَغَاثَ بِمُوسَى فَلَمْ يُغِثْهُ وَلَمَّا عَلِمَ فِرْعَوْنُ بِمَا حَصَلَ مِنْ مُوسَى قَالَ مَنْ رَآهُ فَلْيَقْتُلْهُ فَخَرَجَ مُوسَى مِنْ مِصْرَ خَائِفًا إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى أَرْضِ مَدْيَنَ فَوَجَدَ بِئْرًا وَالنَّاسُ عَلَيْهَا مُزْدَحِمُونَ لِسَقْيِ غَنَمِهِمْ ، وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَمْنَعَانِ عَنْهُمَا مِنَ السَّقْيِ حَتَّى يَنْصَرِفَ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمَا لَاتَمْنَعَا وَأَخَذَ الْغَنَمَ وَسَقَاهَا لَهُمَا وَلَمَّا رَجَعَتَا إِلَى شُعَيْبٍ أَخْبَرَتَاهُ بِمُوسَى فَقَالَ أَبُوهَا إِذْهَبِي وَأْتِينِي بِهِ فَجَاءَتْهُ وَكَانَتْ شَدِيدَةَ الْحَيَاءِ وَقَالَتْ لَهُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى شُعَيْبٍ وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ قَالَ لَاتَخَفْ ثُمَّ زَوَّجَهُ إِحْدَى اِبْنَتَيْهِ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَرْعَى لَهُ الْغَنَمَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَقَبِلَ مُوسَى وَصَارَ يَرْعَى الْغَنَمَ إِلَى أَنْ أَتَمَّ مُدَّتَهُ فَاسْتَأْذَنَ شُعَيْبًا فِي الْعَوْدَةِ إِلَى مِصْرَ فَأَذِنَ لَهُ فَأَخَذَ زَوْجَتَهُ وَ وَلَدَهُ وَغَنَمَهُ وَسَارَ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى جَبَلِ الطُّورِ فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ لَهُ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى وَسَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ أَنْ يُرْسِلَ مَعَهُ أَخَاهُ هَارُوْنَ . فَأَجَابَهُ اللّٰهُ سُؤَالَهُ ثُمَّ إِنَّ هَارُوْنَ كَانَ وَزِيْرًا عِنْدَ فِرْعَوْنَ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ أَنِ اسْتَقْبِلْ أَخَاكَ فَإِنَّهُ قَادِمٌ إِلَى مِصْرَ فَقَامَ وَقَابَلَهُ فَبَشَّرَهُ مُوسَى بِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي الرِّسَالَةِ -

---

দ্বিতীয় দিন তিনি দেখলেন সেই ইস্রাঈলী ব্যক্তি অন্য এক কিবতীর সাথে ঝগড়া করছে। ইস্রাঈলী মূসা (আ.) -এর নিকট ফরিয়াদ করল। কিন্তু তিনি তার কোনো সাহায্য করলেন না। যখন হযরত মূসা (আ.)-এর এই ঘটনা সম্পর্কে ফেরাউন অবগত হলো তখন নির্দেশ দিল যে, কেউ যদি মূসাকে দেখ তাহলে তাকে হত্যা করে দিবে। সুতরাং এই সংবাদ শুনে হযরত মূসা (আ.) ভীত হয়ে মিসর থেকে হিজরত করে মাদাইনে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে একটি কূপ (কুয়া) দেখতে পেলেন তাতে লোকজন স্বীয় বকরীকে পানী পান করানোর জন্য ভিড় করেছিল, এবং তাদের পিছনে দু'জন মহিলা মানুষ সকলে চলে যাবার পর আপন বকরিকে পানি পান করানোর অপেক্ষায় বকরিগুলোকে আটকে রাখছিল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমরা বকরিগুলোকে আটকে রেখো না, তিনি বকরিগুলো নিয়ে পানি পান করালেন। যখন মহিলারা বাড়িতে ফিরে তাদের বৃদ্ধ পিতা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট এক যুবকের [মূসা (আ.)-এর] সংবাদ দিল। তাদের পিতা তাদের একজনকে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে নিয়ে এসো। সে হযরত মূসার নিকট অত্যন্ত লজ্জিতভাবে আসল এবং বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন পানি পান করানোর বিনিময় দেওয়ার জন্য। যখন হযরত মূসা (আ.) হযরত শুয়াইব-এর নিকট গিয়ে নিজের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, ভয় করোনা। এর পর তাঁর একজন মেয়েকে মূসা (আ.)-এর নিকট বিবাহ দিলেন এই শর্তে যে, দশ বৎসর তিনি তাঁর বকরি চড়াবেন। হযরত মূসা (আ.) তা গ্রহণ করলেন এবং বকরি চড়ানো আরম্ভ করলেন এবং দশ বৎসর পূর্ণ করলেন। অতঃপর হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট মিশর ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) অনুমতি দিয়ে দিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর স্ত্রী সন্তান এবং বকরিগুলো নিয়ে যাত্রা শুরু করে তুর পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর সাথে তাঁর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা কথোপকথন করলেন আর বললেন, আমি তোমার সৃষ্টিকর্তা আমি নির্দেশ দিলাম ফেরাউনের নিকট যাও সে সীমালঙ্ঘন করছে। হযরত মূসা (আ.) তাঁর সৃষ্টিকর্তার নিকট আবেদন করলেন যে, আমার সাথে আমার ভাই হারুনকেও প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার আবেদন গ্রহণ করলেন। হযরত হারুন (আ.) ফেরাউনের উজির ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার ভাই মূসার অভ্যর্থনা করো, তিনি মিশর আসছেন। সুতরাং তিনি উঠে হযরত মূসার ইস্তেকবাল করলেন। হযরত মূসা (আ.) তাকে তাঁর সাথে রেসালতের মধ্যে অংশীদার হওয়ার সুসংবাদ দিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يَتَشَاجَرُ পরস্পরে ঝগড়া করা

مَدْيَنُ : একটি শহরের নাম যা হযরত ইব্রাহীমের সন্তানাদির মধ্য থেকে কারো নামের দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে।

ثُمَّ ذَهَبَا اِلَى اُمِّهِمَا وَبَعْدَهَا ذَهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَقَالَا لَهُ قُلْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَارْجِعْ عَمَّا اَنْتَ فِيْهِ فَقَالَ لِمُوْسٰى اِنْ كُنْتَ رَسُوْلًا فَأْتِ بِاٰيَةٍ (اَىْ عَلَامَةٍ) فَرَمٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَصَارَتْ ثُعْبَانًا وَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ جَيْبِهٖ فَصَارَتْ بَيْضَاءَ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ وَغَيْرَ ذَالِكَ مِنَ الْاٰيَاتِ كَالطُّوْفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلِ وَالضَّفَادِعِ وَالدَّمِ حَتّٰى صَارُوْا يَرَوْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ فِىْ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ فَقَالَ فِرْعَوْنُ هُوَ وَقَوْمُهٗ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ فَاَحْضَرَ فِرْعَوْنُ السَّحَرَةَ وَقَالَ لَهُمْ ، اَبْذِلُوْا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ السِّحْرِ مَعَ مُوْسٰى فَفَعَلُوْا فَرَمٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَصَارَتْ حَيَّةً وَابْتَلَعَتْ جَمِيْعَ مَافَعَلُوْهُ . فَعِنْدَ ذَالِكَ اٰمَنَتْ جَمِيْعُ السَّحَرَةِ وَخَرُّوْا لِلّٰهِ سُجَّدًا فَاَمَرَ فِرْعَوْنُ بِقَطْعِ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَصَلْبِهِمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ فَرَضُوْا بِذَالِكَ وَلَمْ يَرْجِعُوْا عَنْ اِيْمَانِهَا وَكَانُوْا سَبْعِيْنَ رَجُلًا ثُمَّ اَخَذَ مُوْسٰى مَنْ اٰمَنَ مَعَهٗ وَسَارَ فَتَبِعَهٗ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ لِيُهْلِكَهٗ وَمَنْ مَعَهٗ اِلَى اَنْ وَصَلُوْا اِلَى الْبَحْرِ فَضَرَبَ مُوْسَى الْبَحْرَ بِعَصَاهُ فَانْفَلَقَ وَصَارَ اِثْنَىْ عَشَرَ طَرِيْقًا وَيَبِسَ الْمَاءُ فَدَخَلَ مُوْسٰى وَقَوْمُهٗ فَنَزَلَ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ وَرَاءَ هُمْ فَنَجَا مُوْسٰى وَمَنْ مَعَهٗ وَانْطَبَقَ الْبَحْرُ عَلٰى فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدِهٖ فَغَرِقُوْا اَجْمَعِيْنَ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى فَصَارَ يَأْمُرُ النَّاسَ وَيَنْهَاهُمْ بِمَا فِيْهَا اِلَى اَنْ تَوَفَّاهُ اللّٰهُ وَهُوَ يَقْرَأُ فِى التَّوْرَاةِ ﷺ -

অতঃপর তাদের মাতার নিকট গেলেন। এরপর ফেরাউনের নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, আপনি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) বলেন, এবং যে ধর্মে আছেন তা থেকে ফিরে আসেন। সে মূসা (আ.)-কে বলল, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক তাহলে কোনো প্রমাণ পেশ করো। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি ছেড়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে একটি অজগর সাপ হয়ে গেল এবং তাঁর হাত মোবারক বগলের নিচ থেকে বের করলেন তা সূর্যের কিরণের মত উজ্জ্বল হয়ে গেল। এ ছাড়াও আরো নিদর্শনসমূহ দেখালেন। যেমন– বন্যা, টিডিড, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত এমনকি ঐগুলি তাদের খাদ্যে ও পানিতে দেখতে লাগল। অতঃপর ফেরাউন ও তার গোত্রের লোকেরা বলল, নিশ্চয় সে যাদুকর এবং ফেরাউন তার সমস্ত যাদুকরকে উপস্থিত করল এবং বলল, মূসার বিরুদ্ধে তোমরা তোমাদের নিকট যত যাদু আছে সব প্রয়োগ করো। তারা তাই করল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি মাটিতে ছাড়লেন ফলে এটা একটি অজগর সাপ হয়ে যাদুকররা যা কিছু প্রস্তুত করেছিল সব গিলে ফেলল। তখন যাদুকররা মূসা (আ.)-এর ওপর ঈমান নিয়ে আসল এবং সিজদায় পড়ে গেল। এই অবস্থা দেখে ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে যাদুকরদেরকে এক হাত এক পা কেটে খেজুর বৃক্ষের শাখায় ঝুলানোর নির্দেশ দিল। তারা এতে রাজী হলো কিন্তু ঈমান থেকে প্রত্যাবর্তন করেনি। আর যাদুকর ছিল ৭০ জন। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে নিয়ে হিজরত করার জন্য চলতে লাগলেন, অপরদিকে ফেরাউনের সৈন্যরা হযরত মূসা এবং তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করার জন্য তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। এমনকি তারা নীলনদ পর্যন্ত এসে পৌঁছল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলে পানি পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেল এবং ১২ টি রাস্তা হয়ে গেল। রাস্তার পানি শুকিয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর গোত্রের লোকেরা সমুদ্র পথে নেমে সমুদ্র পার হয়ে চলে গেলেন। এটা দেখে ফেরাউন এবং তার সৈন্যরাও সমুদ্র পথে নামল। কিছুক্ষণ যাবার পর উভয় দিক থেকে সমুদ্রের পানি একত্রিত হয়ে যায় এবং তারা সবাই মারা যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর তওরাত অবতীর্ণ করেন। তিনি লোকদেরকে তৌহিদের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী আদেশ-নিষেধ করতে থাকেন। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওরাত তিলাওয়াতরত অবস্থায় ওয়াফাত দান করেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

ثُعْبَانٌ (ج) ثَعَابِيْنُ	অজগর সাপ	اَلْقُمَّلُ	উকুন
اَلْجَرَادُ	টিডিড	جِذْعٌ (ج) جُذُوْعٌ	বৃক্ষের শাখা, ডাল

اَلْمُنَاظَرَةُ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحِمَةُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَبَيْنَ وَفْدِ الْخَوَارِجِ

قَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ اَخْبَرَنِىْ عَوَانَةُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ بَعَثَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مَعَ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اِلٰى شَوْذَبِ الْخَارِجِيِّ وَاَصْحَابِهٖ اِذَا خَرَجُوْا بِالْجَزِيْرَةِ وَكَتَبَ مَعَنَا كِتَابًا فَقَدِمْنَا عَلَيْهِمْ وَ دَفَعْنَا كِتَابَهٗ اِلَيْهِمْ فَبَعَثُوْا مَعَنَا رَجُلًا مِنْ بَنِىْ شَيْبَانَ وَ رَجُلًا فِيْهِ حَبْشِيَّةٌ يُقَالُ لَهٗ شَوْذَبُ فَقَدِمَا مَعَنَا عَلٰى عُمَرَ وَهُوَ بِحَاضِرَتِهٖ فَصَعِدْنَا اِلَيْهِ وَكَانَ فِىْ غُرْفَةٍ وَمَعَهٗ اِبْنُهٗ عَبْدُ الْمَلِكِ وَحَاجِبُهٗ مُزَاحِمٌ فَاَخْبَرْنَا بِمَكَانِ الْخَارِجِيَيْنِ قَالَ عُمَرُ فَتِّشُوْهُمَا لَايَكُنْ مَعَهُمَا حَدِيْدٌ، وَاَدْخِلُوْهُمَا فَلَمَّا دَخَلَا قَالَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ جَلَسَا فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ اَخْبِرَانِىْ مَا الَّذِىْ اَخْرَجَكُمْ عَنْ حُكْمِىْ هٰذَا ؟ وَمَا نَقَمْتُمْ؟ فَتَكَلَّمَ الْاَسْوَدُ مِنْهُمَا فَقَالَ اِنَّا وَاللّٰهِ مَانَقَمْنَا عَلَيْكَ فِىْ سِيْرَتِكَ وَتَحْرِيْكِ الْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ اِلٰى مَنْ وُلِّيْتَ وَلٰكِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اَمْرٌ اِنْ اُعْطِيْنَاهُ مِنْكَ فَنَحْنُ مِنْكَ وَاَنْتَ مِنَّا وَاِنْ مَنَعْتَنَاهُ فَلَسْتَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْكَ، قَالَ عُمَرُ مَاهُوَ؟ قَالَ رَاَيْنَاكَ خَالَفْتَ اَهْلَ بَيْتِكَ وَسَمَّيْتَهَا مَظَالِمَ وَسَلَكْتَ غَيْرَ طَرِيْقِهِمْ فَاِنْ زَعَمْتَ اَنَّكَ عَلٰى هُدًى وَهُمْ عَلٰى ضَلَالٍ فَالْعَنْهُمْ وَابْرَأْ مِنْهُمْ فَهٰذَا الَّذِىْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اَوْ يُفَرِّقُ

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর সঙ্গে খারিজিদের একটি দলের বিতর্ক

হায়ছাম ইবনে আদী বলেন যে, আমার নিকট আওয়ানা ইবনে হেকাম মুহাম্মদ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয আওন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে শাউযাব খারিযী এবং তার সাথীদের নিকট এমন মুহূর্তে প্রেরণ করলেন, যখন তারা জাযিরায় (দ্বীপের) বের হয়ে গিয়েছিল, (অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের বিদ্রোহী হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছিল) আর আমাদেরকে একটি পত্রও লিখে দিয়েছিলেন। অতঃপর আমরা তাদের নিকট আসলাম এবং তার পত্র দিলাম, তারা আমাদের সাথে শায়াবানের এক ব্যক্তি এবং অন্য আরো এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করল। যার মাঝে হাবশীদের নিদর্শন ছিল এবং তার নাম শাউযাব ছিল। উভয়েই আমাদের সাথে ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট আসল। আর তিনি শহরে অবস্থান করছিলেন। আমরা তাঁর নিকট চলে গেলাম, তিনি একটি কক্ষে অবস্থান করেছিলেন এবং তার সাথে তার ছেলে আব্দুল মালিকও ছিলেন কিন্তু তার দারোয়ান প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ছিল। আমরা সংবাদ দিলাম যে, দুই খারিজী বাইরে দাঁড়ানো। হযরত ওমর বললেন যে, তোমরা উভয়কে ভালভাবে তল্লাশি করে দেখ তাদের সাথে কোনো হাতিয়ার তো নেই? অতঃপর উভয়কে প্রবেশ করতে দাও। যখন তারা প্রবেশ করল "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলল, এরপর বসে গেল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) উভয়কে বললেন, তোমরা বল যে আমার এই নির্দেশ থেকে তোমাদেরকে কিসে ভিন্ন করে দিল? আর তোমরা আমার ওপর কি দোষ লাগাও? অতঃপর কালো ব্যক্তি (শাউযাব) কথোপকথন শুরু করল। আল্লাহর কসম! আমরা আপনার সীরাত এবং জনগণের ওপর ন্যায় ইনসাফকে

প্রাধান্য দেওয়া সম্পর্কে আপনার ওপর দোষ লাগাইনি; বরং আমাদের এবং আপনার মধ্যে একটি কথা আছে যদি এটা আমাদের মিলে যায় তাহলে আমরা আপনার এবং আপনি আমাদের। আর যদি আপনি আমাদের থেকে বিরত থাকেন তাহলে না আপনি আমাদের না আমরা আপনার। হযরত ওমর বললেন, কথাটি কি? সে বলল, আমরা দেখছি আপনি আপনার পরিবার বনী উমাইয়ার বিরোধিতা করেছেন এবং জনগণের সেই অধিকারকে (যেগুলোকে বনী উমাইয়ার নেতাগণ টেক্স হিসেবে নিয়েছিল) অত্যাচার বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং আপনি তাদের রীতিনীতি ছেড়ে ভিন্ন রাস্তায় চলছেন। যদি আপনার ধারণা হয় যে, আপনি হিদায়েতের ওপর এবং তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে তাহলে তাদের ওপর অভিশাপ করুন এবং তাদের থেকে নিষ্কৃতি হয়ে যান, এটাই আমাদের ও আপনার মধ্যে, হয়তো ঐকমত্য পোষণ করুন, নতুবা অনৈক্য সৃষ্টি করুন (অর্থাৎ যদি আপনি তাদের ওপর অভিশাপ করেন তাহলে আমাদের এবং আপনার মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে নতুবা অনৈক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে)।

শব্দ-বিশ্লেষণ

هَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ : হায়ছাম ইবনে আদী ত্বায়ী ১২৮ হিজরিতে তাঁর জন্ম, ২০৯ হিজরি তাঁর মৃত্যু, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সংবাদিক লোক ছিলেন এবং খারিজীদের মতালম্বী ছিলেন। তবে সে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিল। আবূ দাউদ বলেছেন সে মিথ্যুক।

عَوْنٌ : আউন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কূফী ১২০ হিজরির পূর্বে মৃত্যু হয়। নির্ভরযোগ্য, আবিদ ব্যক্তি ছিলেন।

شَوْذَبٌ : তার নাম বিসতাম উপাধি শাউযব। অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক ছিল

حَاضِرَةٌ গ্রাম, শহর

تَحَرِّي চিন্তা, গবেষণা করা। একে অন্যের উপর প্রাধান্য দেওয়া

فَتَكَلَّمَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ قَدْ عَلِمْتُ اَوْ ظَنَنْتُ اَنَّكُمْ لَمْ
تَخْرُجُوْا مَخْرَجَكُمْ هٰذَا لِطَلَبِ الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا وَلٰكِنَّكُمْ اَرَدْتُّمُ الْاٰخِرَةَ فَاَخْطَأْتُمْ سَبِيْلَهَا
وَاِنِّىْ سَائِلُكُمَا عَنْ اَمْرٍ فَبِاللّٰهِ اُصْدُقَانِىْ فِيْهِ مَبْلَغَ عِلْمِكُمَا قَالَا نَعَمْ ! قَالَ اَخْبِرَانِىْ
عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ اَلَيْسَا مِنْ اَسْلَافِكُمَا وَمَنْ تَتَوَلَّيَانِ وَتَشْهَدَانِ لَهُمَا بِالنَّجَاةِ؟ قَالَا
اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ عَلِمْتُمَا اَنَّ اَبَابَكْرٍ (رضـ) حِيْنَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْتَدَّتِ
الْعَرَبُ قَاتَلَهُمْ فَسَفَكَ الدِّمَاءَ وَاَخَذَ الْاَمْوَالَ وَسَبَى الذَّرَارِىَّ؟ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَهَلْ عَلِمْتُمْ اَنَّ
عُمَرَ قَامَ بَعْدَ اَبِىْ بَكْرٍ فَرَدَّ تِلْكَ السَّبَايَا اِلٰى عَشَائِرِهَا قَالَا نَعَمْ قَالَ فَهَلْ بَرِئَ عُمَرُ مِنْ
اَبِىْ بَكْرٍ اَوْتَبْرَأُوْنَ اَنْتُمْ مِنْ اَحَدٍ مِنْهُمَا ؟ قَالَا لَا قَالَ فَاَخْبِرَانِىْ عَنْ اَهْلِ النَّهْرَ وَاِنِ اَلَيْسُوْا
مِنْ صَالِحِىْ اَسْلَافِكُمْ وَمِمَّنْ تَشْهَدُوْنَ لَهٗ بِالنَّجَاةِ؟ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اَهْلَ
الْكُوْفَةِ حِيْنَ خَرَجُوْا كَفُّوْا اَيْدِيَهُمْ فَلَمْ يَسْفِكُوْا دَمًا وَلَمْ يُخِيْفُوْا اٰمِنًا وَلَمْ يَأْخُذُوْا مَالًا
قَالَا نَعَمْ قَالَ فَهَلْ عَلِمْتُمْ اَنَّ اَهْلَ الْبَصْرَةِ حِيْنَ خَرَجُوْا مَعَ مِسْعَرِ بْنِ فُدَيْكٍ اِسْتَعْرَضُوْا
يَقْتُلُوْنَهُمْ وَلَقُوْا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلُوْهُ وَقَتَلُوْا
جَارِيَتَهٗ ثُمَّ قَتَلُوا النِّسَاءَ وَالْاَطْفَالَ ـ حَتّٰى جَعَلُوْا يُلْقُوْنَهُمْ فِىْ قُدُوْرِ الْاَقِطِ وَهِىَ تَفُوْرُ؟
قَالَا قَدْ كَانَ ذَالِكَ قَالَ فَهَلْ بَرِئَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ؟ قَالَا لَا ، قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ
الدِّيْنَ اَلَيْسَ هُوَ وَاحِدٌ اَمِ الدِّيْنُ اِثْنَانِ؟ قَالَا بَلْ وَاحِدٌ ، قَالَ فَهَلْ يَسَعُكُمْ مِنْهُ شَيْئٌ
يُعْجِزُنِىْ؟ قَالَا لَا ، قَالَ فَكَيْفَ يَسَعُكُمْ اَنْ تَوَلَّيْتُمْ اَبَابَكْرٍوَعُمَرَ وَتَوَلّٰى كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
صَاحِبَهٗ وَتَوَلَّيْتُمْ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَتَوَلّٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَدِ اخْتَلَفُوْا فِىْ اَعْظَمِ
الْاَشْيَاءِ وَالدِّمَاءِ وَالْفُرُوْجِ وَالْاَمْوَالِ وَلَا يَسَعُنِىْ اِلَّا لَعْنُ اَهْلِ بَيْتِىْ وَالتَّبَرُّؤُ مِنْهُمْ وَ رَأَيْتَ
لَعْنَ اَهْلِ الذُّنُوْبِ فَرِيْضَةً مَفْرُوْضَةً لَابُدَّ مِنْهَا فَاِنْ كَانَ ذَالِكَ فَمَتٰى عَهْدُكَ بِلَعْنِ فِرْعَوْنَ
وَقَدْ قَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ـ قَالَ مَا اَذْكُرُ اَنِّىْ لَعَنْتُهٗ ـ

অতঃপর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) কথোপকথন করলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করে বললেন, আমার একিন হচ্ছে (বা বললেন আমার ধারণা যে,) তোমাদের এই বিদ্রোহ দুনিয়া তার মাল সম্পদ অর্জন করার জন্য নয়; বরং তোমাদের উদ্দেশ্য পরকাল, কিন্তু তোমরা সেই রাস্তা ভুলে গেছ। এখন আমি তোমাদের কাছে একটি কথা জিজ্ঞেস করছি তোমরা কি সে বিষয়ে তোমাদের জানা মতে সত্য বলবে? সে বলল, হ্যাঁ সত্য বলব, বললেন তোমরা বলো আবূ বকর (রা.) ও ওমর উভয়েই তোমাদের পূর্ব পুরুষ নন কি? তোমরা কি

তাদের সাথে মহব্বত রাখ না? এবং তাদের মুক্তির বিশ্বাস কি তোমরা রাখ না? বলল, জি-হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, তোমরা অবগত আছ যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল হলো এবং আরববাসী মুরতাদ হতে লাগল. তখন হযরত আবূ বকর (রা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং গনিমতের মাল অর্জন করেছেন এবং তাদের সন্তানাদিদেরকে বন্দি করেছেন, তারা বলল, হ্যাঁ অবগত আছি। তিনি বললেন, তোমরা অবগত আছ যে, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পরে হযরত ওমর (রা.) খলীফা হয়েছিলেন। তিনিই বন্দীদেরকে তাদের আত্মীয়দের নিকট ফিরে দিয়েছিলেন। তারা বলল, হ্যাঁ আমরা সে সম্পর্কে অবগত আছি। তিনি বললেন, তাহলে কি হযরত ওমর (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে দায়মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন না তোমরা তাদের একজনকে নির্দোষ ভাবছ? তারা বলল, না। তিনি বললেন, নাহরাওয়ানবাসী সম্পর্কে তোমরা আমাকে সংবাদ দাও যে, তারা কি তোমাদের পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত না এমন লোকদের ছিলেন যাদের মুক্তির বিশ্বাস তোমরা রাখ? তারা বলল হ্যাঁ তারা আমাদের পূর্ব পুরুষ। তিনি বললেন, তোমরা কি জাননা যে, যখন কূফাবাসীরা বিদ্রোহ করল তখন তারা নিজেদের হাতকে বিরত রাখলেন, রক্তপাত করেন নি, নিরাপত্তায় যারা ছিল তাদেরকে ভয় দেখাননি এবং কারো মালও নেননি। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি জাননা যে, বসরাবাসী যখন মিসআর ইবনে ফুদাইকের সাথে বিদ্রোহ ও লড়াই করল, তখন ঘটনার প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী অনুসন্ধান ব্যতীত নির্লজ্জ ভাবে হত্যা করা শুরু করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে খাব্বাব ইবনুল আরাতকে পেয়ে তাকে এবং তার বাঁদীকে হত্যা করল, অতঃপর তার মহিলাদেরকে ও সন্তানদেরকে হত্যা করল। এমনকি এক পর্যায় তাদেরকে পানির ফুটন্ত ডেগের মধ্যে ফেলতে লাগল। উভয়ে বলল, এমনই হয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে কি আহলে কূফা আহলে বসরা থেকে দায়মুক্ত হয়ে গেছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে একে অপর থেকে দায়মুক্ত কি? তারা বলল: না। তিনি বললেন, তোমরা বল দীন এক না দুই? তারা বলল, এক। তিনি বললেন, দীনের এমন কোনো বিষয় আছে কি যা তোমাদের জন্য জায়েজ আর আমার জন্য নাজায়েজ? তারা বলল, না। অতঃপর তিনি বললেন উক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তোমরা হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-কে মহব্বত কর এবং তারাও তাদের পরস্পরে একে অন্যকে মহব্বত করে এবং তোমরা আহলে কূফা ও আহলে বসরাকে মহব্বত কর এবং তারাও তাদের পরস্পরকে মহব্বত করে, অথচ তাদের মধ্যে বড় বড় বিষয়ে রক্তপাত, লজ্জাস্থান এবং সম্পদ সম্পর্কে মতবিরোধ ছিল (অর্থাৎ কূফাবাসীরা রক্তপাত লজ্জাস্থান ব্যবহার এবং মুসলমানদের সম্পদকে গনিমত হিসেবে নেওয়াকে নাজায়েজ মনে করত। আর বসরাবাসীরা এই সবগুলোকে জায়েজ মনে করত)। আমার জন্য আমার আত্মীয়-স্বজনদেরকে অভিশাপ করা ব্যতীত এবং তাদের থেকে দায়মুক্ত হওয়া ব্যতীত কোনো উপায় নেই। তুমি পাপীদের ওপর অভিশাপকে ফরজ আবশ্যকীয় মনে করছ, যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে ফেরাউনের ওপর কখনো কি অভিশাপ করেছ? অথচ সে বলেছিল "আমি তোমাদের বড় উপাস্য'। সে বলল, আমার স্মরণ হচ্ছে না তার ওপর কখনো অভিশাপ করেছি কিনা।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَبَّابٍ : আব্দুল্লাহ ইবনে খাব্বাব ইবনে আরত, মদনী, বড় একজন তাবেঈ ছিলেন। কেউ বলেছেন তিনি নবীজি ﷺ -কে দেখেছেন ৩৮ হিজরিতে ফিরকায়ে হারুরীয়ারা তাকে হত্যা করেছিল। তাঁর পিতা হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন।

اَلْاَقِطُ পনীর

سَلَفٌ (ج) اَسْلَافٌ পূর্ব পুরুষ বাপ, দাদা আত্মীয়-স্বজন

ذُرِّيَّةٌ (ج) ذَرَارِيُّ সন্তান

اَلنَّهْرَوَانُ : ওয়াসিত্ব এবং বাগদাদের মধ্যবর্তী তিনটি গ্রাম, যেখানে খারিজীদের দল অবস্থান করতো

قَالَ وَيْحَكَ اَيَسَعُكَ اَنْ لَا تَلْعَنَ فِرْعَوْنَ وَهُوَ اَخْبَثُ الْخَلْقِ وَلَا يَسَعُنِيْ اَنْ لَا اَلْعَنَ اَهْلَ بَيْتِيْ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَيْحَكُمْ اِنَّكُمْ قَوْمٌ جُهَّالٌ اَرَدْتُمْ اَمْرًا فَاَخْطَاْتُمُوْهُ فَاَنْتُمْ تَرُدُّوْنَ عَلَى النَّاسِ مَاقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ وَعَبَدَةِ اَوْثَانٍ فَدَعَاهُمْ اِلٰى اَنْ يُحِلُّوا الْاَوْثَانَ وَاَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَمَنْ قَالَ ذَالِكَ حَقَنَ بِذَالِكَ دَمَهٗ وَاَحْرَزَ مَالَهٗ وَ وَجَبَتْ حُرْمَتُهٗ وَاٰمَنَ بِهٖ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اُسْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ حِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ، اَفَلَسْتُمْ تَلْقَوْنَ مَنْ خَلَعَ الْاَوْثَانَ وَ رَفَضَ الْاَدْيَانَ وَشَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تَسْتَحِلُّوْنَ دَمَهٗ وَمَالَهٗ وَيُلْعَنُ عِنْدَكُمْ وَمَنْ تَرَكَ ذَالِكَ وَاَتَاكُمْ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَاَهْلِ الْاَدْيَانِ فَتُحَرِّمُوْنَ دَمَهٗ وَمَالَهٗ فَقَالَ الْاَسْوَدُ مَاسَمِعْتُ كَالْيَوْمِ اَحَدًا اَبْيَنَ حُجَّةً وَلَا اَقْرَبَ مَاْخَذًا، اَمَّا اَنَا فَاَشْهَدُ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ وَاِنِّيْ بَرِيْئٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْكَ فَقَالَ عُمَرُ لِصَاحِبِهٖ يَا اَخَا بَنِيْ شَيْبَانَ مَاتَقُوْلُ اَنْتَ؟ قَالَ مَا اَحْسَنَ مَاقُلْتَ وَ وَصَفْتَ غَيْرَ اَنِّيْ لَا اَفْتَاتُ عَلَى النَّاسِ بِاَمْرٍ حَتّٰى اَلْقَاهُمْ بِمَا ذَكَرْتَ وَاَنْظُرَ مَا حُجَّتُهُمْ قَالَ اَنْتَ وَذَاكَ فَاَقَامَ الْحَبْشِيُّ مَعَ عُمَرَ وَاَمَرَ لَهٗ بِالْعَطَاءِ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ مَاتَ وَلَحِقَ الشَّيْبَانِيُّ بِاَصْحَابِهٖ فَقُتِلَ مَعَهُمْ بَعْدَ وَفَاتِ عُمَرَ ـ

তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক তোমার জন্য ফেরাউনকে অভিশাপ না করাও কি বৈধ আছে? অথচ সে নিকৃষ্ট সৃষ্টজীব। আর আমার জন্য নিজের আত্মীয়দেরকে অভিশাপ করা এবং তাদের থেকে দায়মুক্ত না হওয়া বৈধ নয়? (এটা কেমন কথা?) তোমাদের ধ্বংস হোক তোমরা নির্বোধ গোত্র। তোমরা এক কথার ইচ্ছা পোষণ করেছ তথা পরকালের আবার ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করেছ। তোমরা মানুষের এমন কাজের অস্বীকৃতি পেশ করছ যা নবীজী ﷺ তাদের পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মানবজাতির দিকে [আরববাসীর দিকে] প্রেরণ করেছেন। যখন সে জাতি মূর্তিপূজক ছিল এবং তাদেরকে এমন কথার দাওয়াত দিলেন যে তারা মূর্তি পূজা ছেড়ে দেয় এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যে এই কালেমা পড়বে সে তার জান ও মালের হেফাজত করে নিয়েছে তার হুরমত ওয়াজিব হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওপর ঈমান আনয়নকারী হয়ে গেল, মুসলমানদের আদর্শে আদালত হয়ে গেল এবং তার হিসাব আল্লাহর জিম্মায় চলে গেছে। তোমরা কি তাদের সাক্ষাৎ পাও না যারা মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়েছে এবং বাতিল ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্যের উপযুক্ত নয় এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, অথচ তাদের রক্তপাত এবং তাদের সম্পদকে তোমরা হালাল মনে করছ এমনকি তোমরা তাদেরকে অভিশপ্ত আর যে ব্যক্তি এ সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে এবং যে ব্যক্তি ইহুদি নাসারা এবং অন্য ধর্মাবলম্বী থেকে তোমাদের নিকট আসছে তোমরা এদের রক্তপাত ও সম্পদকে হারাম মনে করো। অতঃপর আসওয়াদ বলল যে, আজকের মতো আমি কারো থেকে এমন স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে শুনিনি এবং এর নিকটতম বক্তব্য দিতেও শুনিনি। এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্যের ওপর আছেন আর আমি সেই লোক থেকে দায়মুক্ত যারা আপনার থেকে দায়মুক্ত। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয আসওয়াদের সাথীকে বললেন, হে বনী শায়বানের ব্যক্তি! তুমি কি বল? সে বলল, কতইনা উত্তম কথা যা আপনি বলেছেন এবং বর্ণনা করেছেন কিন্তু আমি মানুষের ওপর কোনো বিষয়ে মীমাংসা দিব না, যখন পর্যন্ত না আপনি যা বলেছেন তা তাদেরকে না পৌঁছার এবং তারা তার উত্তরে কি বলে তা না শুনব। তিনি বললেন, আচ্ছা তুমিই তোমার ব্যাপারে ভাল জান। অতঃপর হাবশী হযরত ওমরের সেখানে অবস্থান করল এবং ওমর তার জন্য উপহারের নির্দেশ দিলেন কিন্তু তার কিছুদিন পরই সে ইন্তেকাল করে আর শায়বানী তার সাথীদের সাথে একত্রিত হয়ে যার এবং হযরত ওমরের ওয়াফাতের পরে তাদের সাথেই নিহত হয়ে গেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اُسْوَةٌ নমুনা, আদর্শ, অনুসরণীয়	وَثَنٌ (ج) اَوْثَانٌ মূর্তি

رَزْءُ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

لَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ (رضـ) اَرْسَلَ اِلَيْهِ (اِلٰى سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ رضـ) اَهْلُ الْكُوْفَةِ اَنْ قَدْ حَبَسْنَا اَنْفُسَنَا عَلٰى بَيْعَتِكَ وَطُوْلِبَ بِالْمَدِيْنَةِ اَنْ يُّبَايِعَ يَزِيْدَ فَخَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ وَ اَرْسَلَ اِبْنَ عَمِّهٖ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيْلٍ اِلَى الْكُوْفَةِ وَقَالَ لَهٗ اِنْ كَانَ حَقًّا مَا كَتَبُوْا بِهٖ فَعَرِّفْنِىْ اَلْحَقَّ بِكَ فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِنِصْفٍ مِنْ رَمَضَانَ وَقَدِمَ لِخَمْسٍ خَلَوْنَ مِنْ شَوَّالَ وَاَمِيْرُهَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ فَدَخَلَ مُسْتَتِرًا فَبَايَعَهٗ مِنْ اَهْلِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اَلْفًا فَكَاتَبَهٗ بِذَالِكَ فَلَمَّا هَمَّ بِالْخُرُوْجِ لَقِيَهٗ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ـ فَقَالَ لَهٗ يَا ابْنَ عَمٍّ ! اَهْلُ الْعِرَاقِ اَهْلُ غَدْرٍ وَاِنَّمَا يَدْعُوْنَكَ لِلْحَرْبِ ـ فَقَالَ لَهٗ يَا ابْنَ عَمٍّ كَتَبَ اِلَىَّ مُسْلِمٌ بِاِجْتِمَاعِ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَلَىَّ، فَقَالَ لَهٗ قَدْ جَرَّبْتَهُمْ وَهُمْ اَصْحَابُ اَبِيْكَ وَاَخِيْكَ وَقَتَلَتِكَ غَدًا مَعَ اَمِيْرِهِمْ اِذَا بَلَغَ ابْنَ زِيَادٍ خَبَرُكَ اِسْتَفَزَّهُمْ فَكَانَ الَّذِيْنَ كَتَبُوْا اِلَيْكَ اَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ عَدُوِّكَ فَاِنْ اَبَيْتَ اِلَّا الْخُرُوْجَ فَلَا تَخْرُجَنَّ بِنِسَائِكَ وَ وَلَدِكَ مَعَكَ فَاِنِّىْ لَخَائِفٌ اَنْ تُقْتَلَ كَمَا قُتِلَ عُثْمَانُ وَنِسَائُهٗ وَ وَلَدُهٗ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ –

হযরত হুসাইন (রা.)-এর বিপদ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর কূফাবাসীরা হযরত হুসাইন (রা.)-এর খেদমতে (প্রায় দেড়শত পত্রের মাধ্যমে) খবর প্রেরণ করল যে, আমরা আপনার হাতে বাইআত গ্রহণের জন্য (ইয়াজীদের হাতে বায়আত গ্রহণ থেকে) বিরত রয়েছি কিন্তু মদীনায় ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণের এলান করা হয়েছে। তাই তিনি মক্কায় চলে আসেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকীলকে (প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য) কূফায় প্রেরণ করেন এবং বলে দেন কূফাবাসীরা যা লিখেছে যদি বাস্তবেই তা হয় তাহলে আমাকে অবগত করে দিবে, আমি তোমার সাথে এসে মিলিত হব। সুতরাং মুসলিম ইবনে আকীল রমজান মাসের ১৫ তারিখে মক্কা থেকে বের হয়ে শাওয়াল মাসের ৫ তারিখ কূফায় এসে পৌছেন, (তখন কূফার আমীর নু'মান ইবনে বশীর (রা.) ছিলেন) তিনি গোপনে শহরে প্রবেশ করে ১৮ হাজার কূফাবাসীর বাইয়াত গ্রহণ করেন, অতঃপর সেই সংবাদ হযরত হুসাইন (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। অতএব হযরত হুসাইন (রা.) যখন কূফার দিকে যাত্রা করার পূর্ণ সংকল্প করলেন, তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে চাচাতো ভাই! ইরাকের লোকেরা ধোঁকাবাজ। তারা আপনাকে যুদ্ধের জন্য ডেকে নিচ্ছে। তিনি তাকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! মুসলিম ইবনে আকীল আমার নিকট পত্র লিখেছে যে, সমস্ত কূফাবাসী আমার ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস

(রা.) বললেন, তাদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে। তারাই আপনার পিতা এবং ভাইয়ের সাথী ছিল (পরিশেষে তাদের ধোঁকাবাজীর কারণে আপনার পিতা ও ভাই বিপদে পতিত হয়েছিলেন)। তারা আপনাকে যদিও খলীফা হওয়ার জন্য আবেদন করছে কিন্তু আগামীকল্য তারাই আপনার হত্যাকারী হয়ে যাবে। যখন ইবনে যিয়াদ আপনার সংবাদ পাবে তখন সে তাদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিবে। অতঃপর যে সব লোক আপনার নিকট পত্র লিখেছিল তারাই আপনার ভীষণ শত্রু হয়ে দাড়াবে। যদি আপনি আমার কথা না মেনে যান তাহলে কিছুতেই আপনি মহিলাদেরকে এবং বাচ্চাদেরকে সাথে নিবেন না। কেননা আমার ভয় হচ্ছে তারা আপনাকে হত্যা করে নাকি, যেমনিভাবে হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছিল। এমতাবস্থায় মহিলাগণ ও বাচ্চাগণ তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

رُزْءٌ (ج) أَرْزَاءٌ বড় বিপদ

اَلْحُسَيْنُ : হুসাইন ইবনে আলী, নবীজীর নাতী, ফাতেমার কলিজার টুকরা, অত্যন্ত আবিদ, পরহেজগার ছিলেন। বহুবার হজ করেছেন। তাঁর জন্ম ৪হিজরির শাবান মাসে। ৬ বৎসর নবীজীর ছায়ায় থাকেন। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর শাহাদাত বিশুদ্ধ মতে বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার দিনে ১০ মহররম ৬১ হিজরিতে হয়েছে।

نُعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ : নু'মান ইবনে বশীর সাহাবী এবং সাহাবীর ছেলে ছিলেন। হিজরতের চৌদ্দ মাস পরে ২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। নবীজী থেকে কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেন। ৬৫, ৬৬ বা ৬৪ হিজরিতে শহীদ হয়েছেন।

إِسْتَفَزَ হত্যা করা, ঘর থেকে বের করে দেওয়া

فَرَدَّ عَلَيْهِ لَأَنْ أُقْتَلَ بِمَوْضِعِ كَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُسْتَحَلَّ بِمَكَّةَ وَاتَّصَلَ الْخَبَرُ بِيَزِيدَ فَكَتَبَ إِلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ بِتَوْلِيَةِ الْكُوفَةِ فَخَرَجَ مُسْرِعًا فَدَخَلَهَا فِي حَشَمِهِ وَهُوَ مُلَثَّمٌ وَالنَّاسُ يَتَوَقَّعُونَ قُدُومَ الْحُسَيْنِ (رض) فَجَعَلَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ يُسَلِّمُ عَلَى النَّاسِ وَيَقُولُونَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ! قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمٍ حَتّٰى انْتَهٰى إِلَى الْقَصْرِ فَحَسَرَ اللِّثَامَ فَفَتَحَ لَهُ النُّعْمَانُ الْبَابَ وَتَنَادَى النَّاسُ ابْنَ مَرْجَانَةَ فَحَصَبُوهُ بِالْحَصْبَاءِ فَفَاتَهُمْ وَ وَضَعَ الرَّصَدَ فِي طَلَبِ مُسْلِمٍ فَصَاحَ مُسْلِمٌ يَامَنْصُورُ وَكَانَ شِعَارَهُمْ فَاجْتَمَعَ لَهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا فَأَحَاطُوا بِالْقَصْرِ فَقَاتَلُوا ابْنَ زِيَادٍ فَلَمْ يُمْسِ الْمَسَاءَ وَمَعَهُ مِائَةُ رَجُلٍ فَلَمَّا رَأَى تَفَرُّقَهُمْ سَارَ نَحْوَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ فَبَلَغَ الْبَابَ وَمَعَهُ ثَلَاثَةٌ فَخَرَجَ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَبَقِيَ حَائِرًا لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ فَنَزَلَ مِنْ عَلَى فَرَسِهِ وَ دَخَلَ أَزِقَّةَ الْكُوفَةِ فَانْتَهٰى إِلَى بَابِ مَوْلَاةٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ فَاسْتَسْقَاهَا فَسَقَتْهُ وَأَعْلَمَهَا حَالَهُ فَرَقَّتْ لَهُ فَآوَتْهُ وَأَعْلَمَتْ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ بِمَكَانِهِ فَمَشٰى إِلَى ابْنِ زِيَادٍ فَأَعْلَمَهُ فَوَجَّهَ مَعَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا فَاقْتَحَمُوا عَلَيْهِ فَقَاتَلَهُمْ مُسْلِمٌ فَأَمَّنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ وَحَمَلَهُ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَبَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (رض) فَصَلَبَ جُثَّتَهُ -

---

হযরত হুসাইন (রা.) জবাবে বললেন যে, আমাকে সে স্থানে শহীদ করে ফেলা আমার নিকট মক্কায় শহীদ করা থেকে প্রিয়। কেননা তখন মক্কার হরমের বেইজ্জতি হবে। ধীরে ধীরে সেই সংবাদ ইয়াযীদের নিকট পৌছে গেলে সে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট কূফার গভর্ণর হওয়ার নির্দেশ প্রেরণ করল। সে সাথে সাথে বের হলো এবং চেহারায় পর্দা ফেলে কূফায় নিজ আত্মীয়দের নিকট গেল। লোকেরা হযরত হুসাইন (রা.)-এর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ লোকদেরকে সালাম করতে লাগল এবং লোকেরা ওয়া'আলাইকুম সালাম হে ইবনে রাসূল ﷺ আপনার আগমন শুভ হোক বলতে লাগল। (তাদের ধারণা ছিল যে তিনিই হুসাইন [রা.]) এভাবে রাজপ্রসাদ ভবনে পৌঁছলেন এবং তার চেহারা থেকে পর্দা উঠালেন। হযরত নু'মান ইবনে বশীর দরজা খুললেন (তার ধারণা ছিল যে, তিনি হযরত হুসাইন (রা.) হবেন) আর লোকেরা ইবনে মারজানা ইবনে মারজানা তথা ইবনে যিয়াদ বলে ডাকতে লাগল এবং তার ওপর পাথর মারতে লাগল। পরিশেষে ইবনে যিয়াদ; তাদেরকে পরাজিত করল এবং মুসলিমের সন্ধানে গোয়েন্দা নিযুক্ত করল। মুসলিম অত্যন্ত উঁচু আওয়াজে ইয়া মানসূরু বলে আওয়াজ দিলেন। এটা মুসলিম জমাতের তখনকার নিদর্শন ছিল । এ আওয়াজের কারণে অল্প সময়েই তার সাহায্যের জন্য আঠার হাজার লোক একত্রিত হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করা হলো এবং ইবনে যিয়াদের সাথে যুদ্ধ শুরু করল। সন্ধ্যা না হতেই মুসলিমের সাথে শুধু একশত লোক রইল। মুসলিম যখন তাদের বিচ্ছিন্নতা দেখলেন তখন কিন্দা গেইটের

দিকে পলায়ন করলেন। কিন্দা গেইটে পৌঁছে দেখলেন তাঁর সাথে শুধুমাত্র তিন ব্যক্তি রয়েছে। কিন্দা গেইট থেকে বের হয়ে দেখলেন তার সাথে কেউই নেই। তখন তিনি চিন্তিত হয়ে গেলেন যে, তিনি কোথায় যাবেন। অতঃপর ঘোড়া থেকে নেমে কূফার গলিতে প্রবেশ করলেন এবং ধীরে ধীরে মুহাম্মদ ইবনে আশআসের এক বাঁদির দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন তার নিকট পানি সন্ধান করলেন। সে পানি পান করাল এবং বাঁদির নিকট স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করলেন। বাঁদির দয়া আসল এবং সে আশ্রয় দিল এবং নিজ মালিক মুহাম্মদ ইবনে আশআসকে সংবাদ দিল যে মুসলিম এখানে আছেন। সে(মুহাম্মদ)ইবনে যিয়াদের নিকট গেল এবং এ ব্যাপারে সংবাদ দিল । ইবনে যিয়াদ তার সাথে ৭০ জন লোককে প্রেরণ করল তারা এসে হঠাৎ মুসলিমকে ঘেরাও করে ফেলে। মুসলিম (রা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন, অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে আসআস তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে ইবনে যিয়াদের নিকট প্রেরণ করেন। তারা মুসলিম (রা.)-কে শহীদ করে দেন অতঃপর তাঁর মাথা ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার নিকট প্রেরণ করলেন। সে লাশকে শূলিতে ঝুলিয়া দিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مُحَمَّدُ بْنُ اَشْعَثْ

মুহাম্মদ ইবনে আশআস কুন্দী আরবের একজন ভদ্রলোক ৬৭ হিজরিতে হত্যা করা হয়।

اَلثَّارُ ـ بِثَأْرِنَا

রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া, অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া, হত্যাকারীকে হত্যা করা

مُلَثَّمٌ নেকাব বা পর্দা দ্বারা আবৃত হওয়া

حَسْرًا (ن ، ض) حَسَرَ খোলা

اِبْنُ مَرْجَانَه তথা যিয়াদ

وَانْتَهَى الْاَمْرُ اِلَى الْحُسَيْنِ وَقَدْ بَلَغَ الْقَادِسِيَّةَ فَهَمَّ بِالرُّجُوْعِ فَقَالَ لَهُ اِخْوَةُ مُسْلِمٍ لَانَرْجِعُ اَوْ نُقْتَلُ اَوْ نَأْخُذَ بِثَارِنَا فَقَالَ الْحُسَيْنُ لَاخَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَكُمْ فَسَارَ حَتَّى لَقِيَ خَيْلًا لِاِبْنِ زِيَادٍ وَعَلَيْهَا عَمْرُو بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ فَعَدَلَ اِلَى كَرْبَلَاءَ وَهُوَ فِي نَحْوِ خَمْسِمِائَةِ فَارِسٍ فَلَمَّا كَثُرَتِ الْعَسَاكِرُ اَيْقَنَ اَنَّهُ لَا مَحِيْصَ لَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ احْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ دَعَوْنَا لِيَنْصُرُوْنَا ثُمَّ هُمْ يُقَاتِلُوْنَنَا ـ ثُمَّ خَطَبَ قَوْمَهُ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ ! اِتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مِنَ الدُّنْيَا عَلٰى حَذَرٍ فَاِنَّ الدُّنْيَا لَوْ بَقِيَتْ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ بَقِيَ عَلَيْهَا اَحَدٌ لَكَانَ الْاَنْبِيَاءُ اَحَقَّ بِهَا وَبِالْبَقَاءِ غَيْرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَهَا لِلْفَنَاءِ فَجَدِيْدُهَا بَالٍ وَنَعِيْمُهَا مُضْمَحِلٌّ وَسُرُوْرُهَا مُكْفَهِرٌّ وَالدَّارُ قِلْعَةٌ وَالْمَنْزِلُ تِلْعَةٌ فَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ وَفِيْهِ ثَلَاثٌ وَّثَلٰثُوْنَ طَعْنَةً وَاَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ ضَرْبَةً وَتَوَلّٰى قَتْلَهُ سِنَانُ بْنُ اَنَسٍ النَّخْعِيُّ وَاحْتَزَّ رَاْسَهُ وَانْطَلَقَ بِهِ مُسْرِعًا اِلَى اِبْنِ زِيَادٍ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَوْقِرْ رِكَابِيْ فِضَّةً وَ ذَهَبًا * اِنِّيْ قَتَلْتُ الْمَلِكَ الْمُحَجَّبَا * قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ اُمًّا وَاَبًا ـ

যখন এ ঘটনার সংবাদ হযরত হুসাইন (রা.)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি কাদসিয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। এ সংবাদ শ্রবণে তিনি ফিরে যাবার পূর্ণ সংকল্প করে নিয়েছিলেন, কিন্তু মুসলিমের ভাইয়েরা বলল, আমরা ফিরে যাব না। হয়তো আমরা প্রতিশোধ নেব, নতুবা শহীদ হব। অতঃপর হযরত হুসাইন (রা.) তোমাদের পরে আমার থাকার কোনো মজাই নেই একথা বলে চলতে শুরু করলেন, চললে চলতে ইবনে যিয়াদের অশ্বারোহীদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। যাদের আমীর ছিলেন আমর ইবনে সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। তিনি কারবালার দিকে ফিরে গেলেন। আমর ইবনে সাআদ আনুমানিক পাঁচশত অশ্বারোহীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর সৈন্য আরো বৃদ্ধি হতে লাগল। তখন বিশ্বাস হয়ে গেল যে এখন ফিরে যাবার বা আশ্রয়ের কোনো সুযোগ নেই। তখন তিনি দোয়া করলেন হে আল্লাহ! আমাদের এবং এসব লোকদের মধ্যে আপনি মীমাংসা করে দিন, যারা আমাদেরকে আমাদের সাহায্যের জন্য ডেকে এনেছে এখন আমাদের সাথে তারা যুদ্ধ করছে। অতঃপর নিজ গোত্রর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় করো, দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো। কেননা যদি দুনিয়া কারো জন্য থাকতো অথবা কেউ দুনিয়ায় চিরকাল থাকতো তাহলে আম্বিয়াগণ তার বেশি উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে ধ্বংসশীল করে সৃষ্টি করেছেন এজন্য এর নতুন বস্তুও পুরান হয়ে যায়, এর নিয়ামতের সুখ-শান্তি থাকবে না শেষ হয়ে যাবে এর আনন্দ ভীষণ অন্ধকার (দুঃখ কষ্টে রূপান্তরিত হবে।) দুনিয়ার বাড়ি চিরস্থায়ী নয়, (বরং ভ্রমণের ষ্টেশন স্বরূপ) এই বাড়ি নির্ভরযোগ্য নয়, সুতরাং তোমরা পরকালের জন্য পাথেয় অর্জন করো। খোদাভীতি অর্জন করো। কেননা উত্তম পাথেয় হচ্ছে খোদাভীতি। আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। অতঃপর তিনি যুদ্ধ করলেন, এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তার শরীরে ৩৩টি বল্লমের আঘাত ছিল এবং ৩৪ টি তলোয়ারের আঘাত ছিল। তাকে হত্যা করার দায়িত্ব সিনান ইবনে আনাস নাখঈ (সিমার) নিয়েছিল এবং তাঁর মাথা মোবারক কেটে হাতে নিয়ে নিম্ন পংক্তিটি পড়তে পড়তে ইবনে যিয়াদের নিকট গতিশীলভাবে চলল (পংক্তিটির অর্থ হচ্ছে) আমার উটকে হুসাইনের হত্যার বিনিময়ে সোনা রুপা দ্বারা বোঝাই করে দাও। কেননা আমি এমন বাদশাহকে হত্যা করেছি যার নিকট ভয়ে সকল ব্যক্তি আসতে পারে না। আমি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করেছি যিনি বংশগতভাবে মাতা ও পিতার উভয় দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قِلْعَةٌ	যে মাল স্থায়ী থাকে না, যে মাল চেয়ে আনা হয়
طَعْنَةٌ	বল্লম মারা, বল্লমের আঘাত
اَلدَّابَّةَ ـ اِيْقَارٌ ـ اَوْقَرَا	চতুষ্পদ প্রাণীর উপর ভারী বোঝা উঠানো
مَحِيْصٌ	পৃথক হওয়া, সরে যাওয়া, পলায়ন করা
مُضْمَحِلٌّ	ধ্বংসশীল
اِكْفَهَرَّ اللَّيْلُ ـ مُكْفَهِرٌّ	রাত অত্যন্ত অন্ধকার হয়ে গেছে

وَبَعَثَ مَعَهُ الرَّأْسَ إِلَى يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ (رض) وَعِنْدَهُ أَبُوْ بَرْزَةَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالْقَضِيْبِ عَلَى فِيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : نُفَلِّقُ هَامًا مِنْ رِجَالٍ أَعِزَّةٍ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوْا أَعَقَّ وَأَظْلَمَا فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَرْزَةَ إِرْفَعْ قَضِيْبَكَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ يَلْثِمُهُ وَقُتِلَ يَوْمَ عَاشُوْرَا سَنَةَ إِحْدٰى وَسِتِّيْنَ وَقُتِلَ مَعَهُ سَبْعَةٌ وَّثَمَانُوْنَ مِنْهُمْ عَلِيٌّ اِبْنُهُ الْأَكْبَرُ وَمِنْ وَلَدِ أَخِيْهِ الْحَسَنِ عَبْدُ اللّٰهِ وَالْقَاسِمُ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَمِنْ إِخْوَتِهِ الْعَبَّاسُ وَعَبْدُ اللّٰهِ وَجَعْفَرُ وَمُحَمَّدُ وَعُثْمَانُ بَنُوْ عَلِيٍّ (رض) وَمِنْ بَنِيْ عَمِّهِ جَعْفَرُ وَمُحَمَّدُ وَعَوْنُ أَبْنَاءُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَمِنْ وَلَدِ عَقِيْلٍ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَجَعْفَرٌ، وَ دَفَنَهُمْ أَهْلُ الْقَادِسِيَّةِ بَعْدَ قَتْلِهِمْ بِيَوْمٍ وَقَتَلُوْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ ثَمَانِيَةً وَّثَمَانِيْنَ ـ

ইবনে যিয়াদ সীমারকে হুসাইন (রা.)-এর মাথাসহ ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার নিকট প্রেরণ করল। ইয়াযীদের নিকট তখন আবূ বারযাহ (রা.) বসাছিলেন। ইয়াযীদ ছড়ি দ্বারা তাঁর মুখ মোবারকে (ঠোঁটে) এ বলে আঘাত করতে লাগল যে 'আমরা এমন লোকদের মস্তকের উপরিভাগ (মাথার খুলি) ছিড়ে ফেলেছি (পৃথক করেছি) যারা আমাদের মধ্যে সম্মানের ছিলেন, কিন্তু এ জন্য পৃথক করলাম যে তারা বড় অত্যাচারও অবাধ্য ছিলেন, অতঃপর হযরত আবূ বারযাহ (রা.) তাকে বললেন, তুমি তোমার ছড়ি উঠাও আমি রাসূল ﷺ -কে দেখেছি তাকে চুমু দিতে। তিনি আশুরার দিন (১০ মহরম) ৬১ হিজরিতে শহীদ হয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে ৮৭ জন লোক শহীদ হয়েছেন; এর মধ্যে একজন তাঁর বড় ছেলে আলী এবং তাঁর ভাই হযরত হাসান (রা.)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ, কাসিম এবং আবূবকর এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে আব্বাস, আব্দুল্লাহ, জা'ফর, মুহাম্মদ এবং ওসমান, যারা হযরত আলী (রা.) -এর ছেলে এবং তাঁর চাচাতো ভাইদের থেকে জাফর, মুহাম্মদ এবং আউন যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরের ছেলে এবং আক্বীলের ছেলেদের মধ্যে আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান এবং জা'ফর তারা সকলে শহীদ হওয়ার একদিন পর কাদেসিয়াবাসীরা তাদেরকে দাফন করেছেন এবং আরো তাঁরা আমর ইবনে সাআদের সাথীদের থেকেও ৮৮ জনকে হত্যা করেছেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

نَكْتًا (ن) يَنْكُتُ

চিন্তা অবস্থায় ছড়ি বা আঙ্গুলী দ্বারা জমিতে মারা, দাগ দেওয়া

نُفَلِّقُ ـ فَلَّقَ الشَّيْءَ প্রকাশ হওয়া, ছেড়ে দেওয়া

هَامًا মাথার উপরিভাগ (মাথার খুলী)

أَبُوبَرْزَه : আবূ বারযা নজলা ইবনে উবাইদ আসলামী সাহাবী। নবীজীর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নবীজীর ওফাতের পরে বসরায় চলে গেলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও যুদ্ধ করেন। মারু বা বসরায় ৬৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

اَلْقَضِيْبُ কাটা, ডাল, শাখ, ছোট চিকন তলোয়ার

قَادِسِيَه

কূফার নিকটবর্তী একটি শহর যে স্থান দিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) গিয়েছিলেন

نُبْذَةٌ مِنْ ذَكَاوَةِ الْعَرَبِ

حَكَى اَبُو الْفَرَجِ الْاِصْفَهَانِى بِسَنَدِهٖ اِلَى مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةَ الْكُوفَةَ فَارْسَلَ اِلَى عَشَرَةٍ اَنَا اَحَدُهُمْ مِنْ وُجُوْهِ اَهْلِ الْكُوفَةِ فَسَمَرْنَا عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ لِيُحَدِّثْنِى كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ اُحْدُوثَةً وَابْدَأْ اَنْتَ يَا اَبَا عَمْرٍو ! فَقُلْتُ اَصْلَحَ اللّٰهُ الْاَمِيْرَ اَحَدِيْثُ الْحَقِّ اَمْ حَدِيْثُ الْبَاطِلِ ؟ قَالَ بَلْ حَدِيْثُ الْحَقِّ فَقُلْتُ اِنَّ اِمْرَأَ الْقَيْسِ آلَى اَلِيَّةً اَنْ لَايَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حَتّٰى يَسْأَلَهَا عَنْ ثَمَانِيَةٍ وَاَرْبَعَةٍ وَاِثْنَيْنِ فَجَعَلَ يَخْطِبُ النِّسَاءَ فَاِذَا سَاَلَهُنَّ عَنْ هٰذَا قُلْنَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ فَبَيْنَا هُوَ يَسِيْرُ فِىْ جَوْفٍ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَحْمِلُ اِبْنَةً لَهُ صَغِيْرَةً كَاَنَّهَا الْبَدْرُ لِتَمِّهٖ فَاَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَهَا يَا جَارِيَةُ مَاثَمَانِيَةٌ وَاَرْبَعَةٌ وَاِثْنَانِ؟ فَقَالَتْ اَمَّا ثَمَانِيَةٌ فَاَطْبَاءُ الْكَلْبَةِ وَاَمَّا اَرْبَعَةٌ فَاَخْلَافُ النَّاقَةِ وَاَمَّا اِثْنَانِ فَثَدْيَا الْمَرْأَةِ -

আরবদের বুদ্ধিমত্তার সংক্ষিপ্ত নমুনা

আবুল ফজর আল-ইসফাহানী মুজালিদ ইবনে সাঈদ থেকে মুত্তাসিল সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল মালেক ইবনে ওমর বলেন, যখন আমাদের কুফার ওপর ইবনে হুবায়রা আসলেন এবং কুফার দশজন সরদারের নিকট দূত প্রেরণ করলেন এদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। সুতরাং আমরা তাঁর নিকট রাত্রে কাহিনী বর্ণনায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেই আমাকে একটা একটা কাহিনী শুনাবে। হে আবু ওমর! তুমি প্রথমে আরম্ভ করো। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা আমীরুল মু'মিনীনকে দৃঢ় এবং সঠিক রাখুন, সত্য কাহিনী বলব নাকি মিথ্যা কাহিনী? তিনি বললেন, না; বরং সত্য কাহিনী বলো। ঘটনা : আমি বললাম, ইমরাউল কায়েস কসম করেছে যে, সে কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট আট চার এবং দুই সম্পর্কে প্রশ্ন না করবে এবং সেগুলোর উত্তর না দিবে। অতঃপর মহিলাদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে লাগল, যখন তাদের নিকট সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো তখন তারা বলতো ৮, ৪, ২ মিলে চৌদ্দ হয়। একদিন সমতল ভূমিতে কোথায় যাচ্ছিল, হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখল যে সে তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে, তবে মেয়েটি যেন পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কারণে চৌদ্দ তারিখের রাত্রের চাঁদের মতো ছিল। আর সেই মেয়েটি ইমরাউল কায়েসের পছন্দ হয়ে গেল এবং মেয়েকে ৮, ৪, এবং ২ সম্পর্কে প্রশ্ন করল, মেয়েটি জবাবে বলল, ৮ কুকুরের স্তন, ৪ উটনির স্তন এবং ২ মহিলাদের স্তন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اَبُو الْفَرَجِ : আবুল ফরজ আলী ইবনে হুসাইন ইসফাহানী ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল-এগানী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তা লিখতে ৫০ বৎসর সময় লেগেছে।

مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ : মুজালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আমীর আবূ আমর আল-হামদানী।

فَسَمَرْنَا (ن) . سَمَرًا . سُمُوْرًا রাত্রে কিচ্ছা কাহিনী বলা

اِمْرَأُ الْقَيْسِ

ইমরাউল কায়েস ইবনে হাজর কিন্দী জাহিলিয়াতের যুগে বড় একজন আরবীয় কবি ছিল মুআল্লাকার লিখক। নবীজীর আগমনের ৪০ বৎসর পূর্বে তার যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। তার উপাধি ছিল মালিকিদ্ দিল্লিল তথা পথভ্রষ্টদের বাদশাহ।

اِيْلَاءٌ কসম খাওয়া

طِبْيٌ (ج) اَطْبَاءٌ মাদা, হিংস্রপ্রাণী এবং গাদী, গোড়ী ইত্যাদির স্তন

خِلْفٌ (ج) اَخْلَافٌ উটনীর স্তন

فَخَطَبَهَا إِلَى أَبِيهَا فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ تَسْأَلَهُ لَيْلَةَ بِنَائِهَا عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فَجَعَلَ لَهَا ذَالِكَ وَعَلَى أَنْ يَسُوقَ إِلَيْهَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَعَشَرَةَ أَعْبُدٍ وَعَشَرَ وَصَائِفَ وَثَلٰثَةَ أَفْرَاسٍ فَفَعَلَ ذَالِكَ. ثُمَّ إِنَّهُ بَعَثَ عَبْدًا لَهُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَأَهْدَى لَهَا نِحْيًا مِنْ سَمْنٍ وَنِحْيًا مِنْ عَسَلٍ وَحُلَّةً مِنْ قَصَبٍ فَنَزَلَ الْعَبْدُ عَلَى بَعْضِ الْمِيَاهِ فَنَشَرَ الْحُلَّةَ فَلَبِسَهَا فَتَعَلَّقَتْ بِسَمُرَةٍ فَانْشَقَّتْ وَفَتَحَ النِّحْيَيْنِ فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَاءِ مِنْهُمَا فَنَقَصَا ثُمَّ قَدِمَ عَلَى حَيِّ الْمَرْأَةِ وَهُمْ خُلُوفٌ فَسَأَلَهَا عَنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَخِيهَا وَدَفَعَ إِلَيْهَا هَدِيَّتَهَا فَقَالَتْ لَهُ أَعْلِمْ مَوْلَاكَ أَنَّ أَبِي ذَهَبَ يُقَرِّبُ بَعِيدًا وَيُبَعِّدُ قَرِيبًا وَأَنَّ أُمِّي ذَهَبَتْ تَشُقُّ النَّفْسَ نَفْسَيْنِ وَأَنَّ أَخِي ذَهَبَ يُرَاعِي الشَّمْسَ وَأَنَّ سَمَائَكُمْ انْشَقَّتْ وَأَنَّ وِعَائَكُمْ نَضَبَا -

---

ইমরাউল কায়েস মেয়েটির পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিল। তিনি তার সাথে মেয়েটি বিবাহ দিলেন এবং মেয়েটি শর্ত করল যে, সে প্রথম রাত্রিতে তিনটি প্রশ্ন করবে। ইমরাউল কায়েস সম্মতি প্রকাশ করল এবং এ কথার ওপর (মহর সাব্যস্ত হলো) যে, ইমরাউল কায়েস একশত উট, দশজন গোলাম এবং দশজন নাবালিকা মেয়ে খেদমতের জন্য এবং তিনটি ঘোড়া দিবে। ইমরাউল কায়েস এমনই করল। এরপর স্ত্রীর নিকট নিজের এক গোলাম দ্বারা এক মশক ঘি এবং এক মশক মধু এবং এক সেট কাতান কাপড়ের পোশাক প্রেরণ করল। রাস্তায় গোলাম কোনো এক পানির ঘাটে অবতরণ করে কাপড়ের সেটটি খুলে পরিধান করে নিল এবং এটা একটি বাবুল বৃক্ষের সাথে লেগে ছিড়ে গেল এবং উভয় মশক খুলে পানির অধিবাসীদেরকে (কিছু মধু ও কিছু ঘি) খাওয়াল, তাতে মশকের ঘি কমে যায়। অতঃপর মালিকের স্ত্রীর বাড়িতে আসল। বাড়িতে কাউকে না পেয়ে মহিলার নিকট তার মাতা-পিতা ও ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল এবং তাকে তার উপহার দিয়ে দিল। মহিলা গোলামকে বলল যে, তোমার মালিককে এ সংবাদ দেবে আমার পিতা দূরকে নিকটে এবং নিকটবর্তীকে দূরে করার জন্য গিয়েছেন এবং আমার মাতা এককে ভেঙ্গে দুই করার জন্য গিয়েছেন আর আমার ভাই সূর্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গিয়েছেন এবং তোমাদের আকাশ ফেটে গেছে এবং তোমাদের পাত্র শুকিয়ে গেছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
سَمُرَةٌ (ج) أَسْمُرٌ	বাবুলের বৃক্ষ	لَيْلَةَ بِنَائِهَا	প্রথম সাক্ষাতের রাত্রি
خَلَفٌ (ج) خُلُوفٌ	অনুপস্থিত	وَصِيفٌ (ج) وَصَائِفُ	নাবালেগ মেয়ে
اَلْمَاءُ. نُضُوبًا (ن.ض) نَضَبًا	পানির নিচে অবতরণ করা	نِحْيًا (ج) أَنْحَاءٌ	ঘিয়ের মশক
		قَصَبٌ	কাতানের নম্র ও হালকা কাপড়

فَقَدِمَ الْغُلَامُ عَلٰى مَوْلَاهُ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَمَّا قَوْلُهَا اِنَّ اَبِىْ ذَهَبَ يُقَرِّبُ بَعِيْدًا وَيُبَعِّدُ قَرِيْبًا فَاِنَّ اَبَا هَا ذَهَبَ يُحَالِفُ قَوْمًا عَلٰى قَوْمِهٖ وَاَمَّا قَوْلُهَا ذَهَبَتْ اُمِّىْ تَشُقُّ النَّفْسَ نَفْسَيْنِ فَاِنَّ اُمَّهَا ذَهَبَتْ تُقَبِّلُ اِمْرَاَةً نُفَسَاءَ اَمَّا قَوْلُهَا ذَهَبَ اَخِىْ يُرَاعِى الشَّمْسَ فَاِنَّ اَخَاهُ فِىْ سَرْحٍ لَهٗ يَرْعَاهُ فَهُوَ يَنْتَظِرُ وُجُوْبَ الشَّمْسِ لِيَرُوْحَ بِهٖ وَقَوْلُهَا اِنَّ سَمَائَكُمْ اِنْشَقَّتْ فَاِنَّ الْبُرْدَ الَّذِىْ بَعَثْتُ بِهٖ اِنْشَقَّ وَاَمَّا قَوْلُهَا اِنَّ وَعَائَكُمْ نَضَبَا فَاِنَّ النِّحْيَيْنِ نَقَصَا فَاصْدُقْنِىْ، فَقَالَ مَوْلَاىَ اِنِّىْ نَزَلْتُ بِمَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ فَسَأَلُوْنِىْ عَنْ نَسَبِىْ فَاَخْبَرْتُهُمْ اِنِّىْ اِبْنُ عَمِّكَ وَنَشَرْتُ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتُهَا وَتَجَمَّلْتُ بِهَا فَتَعَلَّقَتْ بِسَمُرَةٍ فَانْشَقَّتْ وَفَتَحْتُ النِّحْيَيْنِ فَاَطْعَمْتُ مِنْهَا اَهْلَ الْمَاءِ –

অতঃপর গোলাম তার মালিকের নিকট আসল এবং তাকে সংবাদ দিল। ইমরাউল কায়েস তার কথার (উত্তর দিতে গিয়ে) বলল যে, আমার পিতা দূরবর্তীকে নিকটবর্তী এবং নিকটবর্তীতে দূরবর্তী করার জন্য গিয়েছে এর মর্মার্থ হচ্ছে তার পিতা তাদের গোত্রের বিরোধী কোনো গোত্রের সাথে চুক্তি করার জন্য গিয়েছে এবং আমার মাতা এককে দুই করার জন্য গিয়েছে এর মর্মার্থ হচ্ছে একজন নেফাসওয়ালী তথা গর্ভবতী মহিলার নিকট দাই হয়ে গিয়েছে (আগে ছিল গর্ভধারিণী একা এখন বাচ্চাসহ দুইজন) এবং আমার ভাই সূর্যের দেখাশুনার জন্য গিয়েছেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে তার ভাই কয়েকটি উট চড়াচ্ছে এবং সূর্যাস্তের অপেক্ষা করছে যাতে সন্ধ্যাবেলায় সেগুলোকে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে এবং তোমাদের আকাশ ফেটে গেছে এর ভাবার্থ হচ্ছে আমি যে উজ্জ্বল লাকরের কাপড় প্রেরণ করেছিলাম তা ফেটে গেছে এবং তার কথা তোমাদের উভয় পাত্র শুকিয়ে গেছে এর ভাবার্থ হচ্ছে যে দু'টি মশক আমি প্রেরণ করেছি তা কমে গেছে। সুতরাং তুমি সত্য সত্য বল (ঘটনা কি হয়েছে)। সে বলল, হে মালিক আমি আরবের একটি নালার নিকট অবতরণ করেছিলাম সেখানকার বাসিন্দারা আমার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করল আমি আপনাদের চাচাত ভাই পরিচয় দিয়েছি এবং সেট খুলে পরিধান করেছিলাম তাদের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য। কাপড়টি বাবুল গাছে লেগে ছিড়ে গেছে এবং আমি মশক খুলে পানির বাসিন্দাদেরকে মধু ও ঘি পান করিয়েছি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

سَرْحٌ প্রাণী বিচরণকারী উট

لِيَرُوْحَ সন্ধ্যায় আসা যাওয়া

بُرُوْدٌ (ج) اَبْرَادٌ লিকির ওয়ালা কাপড়

فَقَالَ اَوْلَى لَكَ ثُمَّ سَاقَ مِائَةً مِّنَ الْإِبِلِ وَخَرَجَ وَمَعَهُ الْغُلَامُ لِسَقْيِ الْإِبِلِ فَعَجَزَ فَاَعَانَهُ اِمْرَأُ الْقَيْسِ فَرَمَى بِهِ الْغُلَامُ فِي الْبِئْرِ وَخَرَجَ حَتَّى اَتَى الْمَرْأَةَ بِالْإِبِلِ فَخَبَرَهُمْ اَنَّهُ زَوْجُهَا ـ فَقِيلَ لَهَا قَدْ جَاءَ زَوْجُكِ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِي اَزَوْجِي هُوَ اَمْ لَا وَلٰكِنِ انْحَرُوْا لَهُ جَزُوْرًا وَاَطْعِمُوْهُ مِنْ كِرْشِهَا وَذَنَبِهَا ، فَفَعَلُوْا فَاَكَلَ مَا اَطْعَمُوْهُ قَالَتْ اَسْقُوْهُ لَبَنًا حَاذِرًا (وَهُوَ الْحَامِضُ) فَسَقَوْهُ فَشَرِبَ ، فَقَالَتْ اَفْرِشُوْا لَهُ عِنْدَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ فَفَرَشُوْا لَهُ فَنَامَ فَلَمَّا اَصْبَحَتْ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِ ، اُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَكَ عَنْ ثَلٰثٍ قَالَ سَلِيْ عَمَّا بَدَالَكِ فَقَالَتْ لِمَ تَخْتَلِجُ شَفَتَاكَ؟ قَالَ مِنْ تَقْبِيْلِيْ اِيَّاكِ قَالَتْ لِمَ تَخْتَلِجُ فَخِذَاكَ؟ قَالَ لِتَوَرُّكِيْ اِيَّاكِ قَالَتْ فَلِمَ يَخْتَلِجُ كَشْحَاكَ؟ قَالَ لِاِلْتِزَامِيْ اِيَّاكِ قَالَتْ عَلَيْكُمُ الْعَبْدَ فَشُدُّوا اَيْدِيَكُمْ بِهِ فَفَعَلُوْا ـ

ইমরাউল কায়েস বলল, তোমার ধ্বংস হোক তুমি এটা কি করলে? এরপর সে নিজেই ১০০ উট নিয়ে চলল, উটগুলিকে পানি পান করার সময় গোলাম সাথে ছিল। গোলাম একা একা পানি পান করাতে অপারগ হয়ে গেল। তখন ইমরাউল কায়েস তার সহযোগিতা করল, যখন গোলামের নিকট গেল তখন গোলাম তাকে কুপের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল এবং নিজে উট নিয়ে মহিলার নিকট আসল, লোকেদেরকে বলল, আমি মহিলার স্বামী। লোকেরা মহিলাকে বলল তোমার স্বামী এসে গেছে। মহিলা বলল আল্লাহর কসম! আমি জানি না তিনি আমার স্বামী কিনা? তবে তোমরা একটি উট জবাই করে তার ভুড়ি ও লেজ তাকে আপ্যায়ন করাও অতঃপর লোকেরা এমনই করল। তারা খেতে যা দিল গোলাম তা খেয়ে ফেলল। মহিলা বলল, তোমরা তাকে টক দুধ পান করাও এবং সে তা পান করল। এরপর মহিলা বলল, তার জন্য গোবর এবং রক্তের নিকট বিছানা করে দাও সে শুয়ে গেল, যখন ভোর হলো মহিলা তার নিকট সংবাদ পাঠাল, আমি তোমার নিকট তিনটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই। সে বলল, আপনার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করুন। মহিলা জিজ্ঞেস করল– (১) তোমার উভয় ঠোঁট নড়ে কেন? গোলাম বলল তোমাকে চুম দেওয়ার আগ্রহে। (২) মহিলা জিজ্ঞেস করল তোমার উভয় রান (উরু) নড়াচড়া করে কেন? সে বলল, এই আগ্রহে যে, আমি তোমাকে আমার রানের ওপর বসাব। (৩) মহিলা জিজ্ঞেস করল তোমার বাহু নড়ে কেন? সে বলল তোমাকে আমার বাহু বন্ধনে নেওয়ার আগ্রহে। তারপর মহিলা বলল, তোমরা গোলামকে ধরো এবং শক্ত করে বাঁধো। লোকেরা এমনই করল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

اِخْتِلَاجًا ـ تَخْتَلِجُ নড়াচড়া করা, সঞ্চালন করা	كِرْشٌ (ج) كُرُوْشٌ ভূড়ি
كَشْحَاكَ (ج) كُشُوْحٌ বাহু	حَاذِرٌ টক
	اَلْفَرْثُ গোবর

قَالَ وَمَرَّ قَوْمٌ فَاسْتَخْرَجُوا امْرَأَ الْقَيْسِ مِنَ الْبِئْرِ فَرَجَعَ اِلَى حَيِّهِ وَاسْتَاقَ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَقْبَلَ اِلَى امْرَأَتِهِ فَقِيْلَ لَهَا قَدْ جَاءَ زَوْجُكِ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ اَزَوْجِىْ اَمْ لَا؟ وَلٰكِنْ اِنْحَرُوْا لَهُ جَزُوْرًا وَاَطْعِمُوْهُ مِنْ كِرْشِهَا وَ ذَنَبِهَا فَفَعَلُوْا فَلَمَّا اَتَوْهُ بِذَالِكَ قَالَ وَاَيْنَ الْكَبِدُ وَالسَّنَامُ وَالْمَلْحَاءُ؟ فَاَبٰى اَنْ يَّأْكُلَ فَقَالَتِ اسْقُوْهُ لَبَنًا حَازِرًا فَاُتِىَ بِهٖ فَاَبٰى اَنْ يَّشْرَبَهُ قَالَ اَيْنَ الصَّرِيْفُ وَالرَّثِيْئَةُ؟ فَقَالَتْ اَفْرِشُوْا لَهُ عِنْدَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ فَفَرَشُوْا لَهُ فَاَبٰى اَنْ يَّنَامَ وَقَالَ اَفْرِشُوْا لِىْ فَوْقَ التَّلْعَةِ الْحَمْرَاءِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهَا خِبَاءً ثُمَّ اَرْسَلَتْ هَلُمَّ شَرِيْطَتِىْ عَلَيْكَ فِى الْمَسَائِلِ الثَّلٰثِ ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا سَلِيْنِىْ عَمَّا شِئْتِ فَقَالَتْ لِمَ تَخْتَلِجُ شَفَتَاكَ؟ قَالَ لِشُرْبِ الْمُشَعْشَعَاتِ قَالَتْ فَلِمَ يَخْتَلِجُ كَشْحَاكَ؟ قَالَ لِلُبْسِ الْحَبِيْرَاتِ قَالَتْ فَلِمَ تَخْتَلِجُ فَخِذَاكَ؟ قَالَ لِرَكْضِ الْمُطَهَّمَاتِ، قَالَتْ هٰذَا زَوْجِىْ لَعَمْرِىْ فَعَلَيْكُمْ بِهٖ وَاقْتُلُوا الْعَبْدَ، فَقَتَلُوْهُ وَ دَخَلَ امْرَأُ الْقَيْسِ بِالْجَارِيَةِ، قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ حَسْبُكُمْ فَلَا خَيْرَ فِى الْحَدِيْثِ فِىْ سَائِرِ اللَّيْلَةِ، بَعْدَ حَدِيْثِكَ يَا اَبَا عَمْرٍو! وَلَنْ يَّأْتِيَنَا اَحَدٌ بِاَعْجَبَ مِنْهُ فَقُمْنَا وَانْصَرَفْنَا وَاَمَرَ لِىْ بِجَائِزَةٍ ـ

বর্ণনাকারী বলেন এই কুঁয়ার নিকট দিয়ে একটি দল যাচ্ছিল এবং ইমরাউল কায়েসকে কূপ থেকে বের করল। সে তার বাড়িতে গিয়ে একশত উট নিয়ে তার স্ত্রীর নিকট আসল। লোকেরা তার স্ত্রীকে বলল, তোমার স্বামী আসছে। মহিলা বলল, তিনি আমার স্বামী কিনা তা আমি জানি না, তবে তোমরা তার জন্য একটি উট জবাই করে তার ভুড়ি ও লেজ আপ্যায়ন করাও। লোকেরা এমনই করল। যখন লোকেরা ইমরাউল কায়েসের নিকট এই খাদ্য নিয়ে আসল সে বলল, কলিজা, কুজ এবং পিঠের গোশত কোথায়? এবং সে খেতে অস্বীকার করল। মহিলা বলল, তাকে টক দুধ পান করাও। টক দুধ আনা হলো সে পান করতে অস্বীকার করল এবং বলল, তাজা দুধ, গরম দুধ, মিঠা দুধ কোথায়? মহিলা বলল, তোমরা তার জন্য গোবর এবং রক্তের নিকট বিছানা করে দাও। লোকেরা এমনই করে দিল। ইমরাউল কায়েস বিশ্রাম করতে অস্বীকার করল এবং বলল, আমার জন্য এই লাল জমিনে উঁচুস্থানে বিছানা করো এবং এর ওপর তাঁবু দাঁড় করো। এরপর মহিলা ইমরাউল কায়েসের নিকট সংবাদ পাঠাল যে, আপনার সাথে আমি তিনটি প্রশ্নের শর্তারোপ করেছিলাম এর সুযোগ দিন। ইমরাউল কায়েস তার নিকট সংবাদ পাঠাল তুমি যা ইচ্ছা তা জিজ্ঞেস করো। মহিলা বলল, আপনার উভয় ঠোঁট নড়ে কেন? সে বলল, পানি মিশ্রিত শরাব পান করার জন্য। মহিলা বলল, আপনার উভয় বাহু নড়ে কেন? সে বলল, ইয়ামনি লাকিরের চাদর পরিধান করার আগ্রহে। মহিলা বলল, আপনার উভয় রান নড়ে কেন? সে বলল, মোটাতাজা ঘোড়া দৌড়ানোর আগ্রহে। মহিলা বলল, আমার জীবনের কসম ইনিই আমার স্বামী। তোমরা তার খেদমত করো, তার ইজ্জত ও সম্মান করো এবং গোলামকে হত্যা করো। সুতরাং লোকেরা গোলামকে হত্যা করল। আর ইমরাউল কয়েস তার স্ত্রীর নিকট চলে গেল। এই ঘটনা শ্রবণ করে ইবনে হুবায়রা বললেন, তোমাদের জন্য এই কাহিনী যথেষ্ট। হে আবূ ওমর! তোমার এই ঘটনা শ্রবণের পর অবশিষ্ট রাত্রিতে যত ঘটনা শুনেছি সেগুলোর কোনো স্বাদই নেই। এর থেকে আরো আশ্চর্য ঘটনা কেউ পেশ করতে পারবে না তাই উঠে গেল এবং ইবনে হুবায়রা আমার জন্য পুরুস্কারের নির্দেশ দিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

خِبَاءٌ তাঁবু

حِبَرَةٌ (ج) اَلْحِبَرَاتُ الْمُشَعْشَعَاتُ পানি মিশ্রিত শরাব একপ্রকার বিশেষ কাল ইয়ামনী চাদর যেগুলো মিশরী মহিলারা বাহিরে যেতে হলে পরিধান করে।

رَكَضَ (ن) رَكْضًا ঘোড়া দৌড়ানো

مُطَهَّمٌ (ج) اَلْمُطَهَّمَاتُ মোটাতাজা

كَبِدٌ কলিজা

سَنَامٌ কুজ

مَلْحَاءُ পিঠের গোশত কাঁধ থেকে চুতর পর্যন্ত

صَرِيْفٌ দোহনকৃত গরম দুধ

رَثِيْئَةٌ দই

تَلْعَةٌ উঁচু জমি, উঁচুস্থান

اَلْعَدَالَةُ الْفَارُوقِيَّةُ

جَبَلَةُ بْنُ الْاَيْهَمِ آخِرُ مُلُوكِ الْغَسَّانِ وَكَانَ طُولُهُ اِثْنَى عَشَرَ شِبْرًا فَاِذَا رَكِبَ مَسَحَ الْاَرْضَ بِقَدَمَيْهِ وَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يُّسْلِمَ كَتَبَ اِلَى عُمَرَ يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْقُدُومِ عَلَيْهِ فَسُرَّ بِذَالِكَ وَكَتَبَ اِلَيْهِ اَنْ اقْدَمْ فَلَكَ مَا لَنَا وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْنَا فَخَرَجَ فِىْ مِائَةِ فَارِسٍ مِنْ عُكْلٍ وَجَفْنَةَ فَلَمَّا دَنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ اَلْبَسَهُمْ ثِيَابَ الْوَشْيِ الْمَنْسُوْجَةِ بِالذَّهَبِ الْاَحْمَرِ وَالْحَرِيْرِ الْاَصْفَرِ وَجَلَّلَ الْخَيْلَ بِجَلَالِ الدِّيْبَاجِ وَطَوَّقَهَا اَطْوَاقَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَبِسَ تَاجَهُ وَفِيْهِ قُرْطُ مَارِيَةَ فَلَمْ يَبْقَ فِى الْمَدِيْنَةِ اِلَّا مَنْ خَرَجَ اِلَيْهِ وَفَرِحَ الْمُسْلِمُوْنَ بِقُدُومِهِ وَاِسْلَامِهِ -

---

ফারূকী ন্যায়বিচার

'জাবলাতু ইবনুল আইহাম' গাসসানের শেষ বাদশাহ ছিল। তার দৈর্ঘ্য বারো বিঘত (ছয় হাত লম্বা) ছিল। যখন কোনো প্রাণীর ওপর আরোহণ করতো তখন তার উভয় পা মাটিতে লেগে যেতো। যখন সে মুসলমান হওয়ার সংকল্প করল তখন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আসার অনুমতি চেয়ে পত্র লিখল। হযরত ওমর (রা.) আনন্দিত হয়ে উত্তরে লিখলেন, আপনি আসেন আমাদের জন্য যা উপকারী তা আপনার জন্য হবে। আর আমাদের জন্য যা ক্ষতিকর তা আপনার জন্যও ক্ষতিকর হবে। অতঃপর জাবালা ইবনে আইহাম উকল ও জাফনা গোত্রের একশত অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে বের হলো এবং যখন মদীনার নিকট পৌঁছল তখন তাদেরকে স্বর্ণের এবং হলুদ রঙের রেশমের তৈরিকৃত নকশী করা কাপড় পরিধান করালেন এবং ঘোড়াগুলোকে রেশমের ঝুলি (গদি) এবং সোনা রুপার হার পরালেন এবং তিনি নিজেও নিজ তাজ পরিধান করলেন, যাতে মারিয়ার অলংকার খচিত ছিল। মদীনার সবাই তার অভ্যর্থনায় চলে আসল; মদীনায় কেউ রইল না এবং মুসলমানগণ তার আগমন ও ইসলাম গ্রহণের কারণে আনন্দিত হলো।

শব্দ-বিশ্লেষণ

جَلَّلَ যে কাপড় ঘোড়াকে পরানো হয়

قُرْطٌ (ج) اَقْرَاطٌ، قِرَاطٌ অলংকার

مَارِيَةُ : মারিয়া বিনতে যালিম ইবনে ওয়াহাব কিন্দী যার অলংকারের মধ্যে কবুতরের ডিমের সমান দু'টি আশ্চর্য মূর্তি বা চল্লিশ হাজার আশরাফির মূল্যের একটি মণিমুক্তা ছিল যা উত্তরসূরি হিসেবে বাদশাহদের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে চলে আসছিল।

غَسَّانُ
একটি নালা, যার নিকট ইয়ায গোত্রের একটি দল অবতরণ করেছিল, যাদের মধ্যে বনূ হানীফাও ছিল।

شِبْرٌ (ج) اَشْبَارٌ অর্ধহাত, বিঘত

عُكْلٌ এটা একটি গোত্রের নাম

جَفْنَةُ ইয়ামনের একটি গোত্র

اَلْوَشْيُ একপ্রকার নকশি কাপড়

جُلٌّ (ج) جِلَالٌ ঘোড়ার গদি পরানো।

ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْسِمَ مَعَ عُمَرَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ وَطِئَ عَلَى إِزَارِهِ رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ فَحَلَّهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ جَبَلَةُ مُغْضِبًا فَلَطَمَهُ فَهَشَمَ أَنْفَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ الْفَزَارِيُّ عُمَرَ فَقَالَ مَا دَعَاكَ إِلَى أَنْ لَطَمْتَ أَخَاكَ؟ فَقَالَ إِنَّهُ وَطِئَ إِزَارِي وَلَوْلَا حُرْمَةُ هٰذَا الْبَيْتِ لَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَقْرَرْتَ فَإِمَّا أَنْ تُرْضِيَهُ وَإِمَّا أَنْ أُقِيدَهُ مِنْكَ قَالَ أَتُقِيدُهُ مِنِّي؟ وَهُوَ رَجُلٌ سُوقَةٌ ، قَالَ قَدْ شَمَلَكَ وَإِيَّاهُ الْإِسْلَامُ فَمَا تَفْضُلُهُ إِلَّا بِالْعَافِيَةِ -

---

এরপর জাবালা হজ মওসুমে হযরত ওমরের সাথে হজে উপস্থিত হলেন। একদিন তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ বনী ফাযারার এক ব্যক্তির পা তার লুঙ্গির ওপর পরে গেল এবং লুঙ্গী খুলে গেল, জাবালা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তার দিকে তাকালেন এবং তাকে থাপ্পর মেরে নাকে যখম করে দিলেন। ফাযারী হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট অতঃপর করল। অতঃপর তিনি জাবালাকে জিজ্ঞেস করলেন কোন কারণে নিজের ভাইকে থাপ্পর মেরেছ? জাবালা বলল! সে আমার লুঙ্গীতে পা রেখে লুঙ্গি খুলে দিয়েছে যদি বাইতুল্লাহর সম্মানের দিকে লক্ষ্য না করা হতো তাহলে আমি তার মাথার খুলি নিয়ে নিতাম তথা আমি তাকে হত্যা করে ফেলতাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি নিজেই স্বীকার করেছ তাই তাকে সন্তুষ্ট করো, নতুবা তোমার থেকে এর কেসাস নেব। সে বলল, আপনি কি আমার থেকে সেই ফাযারী (নিম্ন শ্রেণীর) ব্যক্তির বদলা নিবেন? তিনি বললেন, ইসলাম তোমাকে এবং তাকে একত্রিত করে দিয়েছে তথা ইসলামে উভয়েই সমান। সুতরাং তার ওপর তোমার মর্যাদা নেই পরকাল ব্যতীত।

শব্দ-বিশ্লেষণ

أَقَادَ الْأَمِيرُ الْقَاتِلَ - أَقِيدَهُ কেসাস নেওয়া, প্রতিশোধ নেওয়া

سُوقَةٌ প্রজা, সাধারণ লোক

لَطَمَهُ থাপ্পর মারা

هِشَامٌ (ض) هَشَمَ ভাঙ্গা

اِسْتَعْدَى ফরিয়াদ করা, সাহায্য চাওয়া

قَالَ قَدْ رَجَوْتُ اَنْ اَكُوْنَ فِى الْاِسْلَامِ اَعَزَّ مِنِّىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ هُوَ ذَاكَ قَالَ اِذًا اَتَنَصَّرُ قَالَ اِنْ تَنَصَّرْتَ ضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَاجْتَمَعَ وَفْدُ فَزَارَةَ وَ وَفْدُ جَبَلَةَ وَكَادَتْ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ فَقَالَ جَبَلَةُ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى غَدٍ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! قَالَ ذَالِكَ اِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ فِىْ جُنْحِ اللَّيْلِ خَرَجَ فِىْ اَصْحَابِهِ اِلَى الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ، فَتَنَصَّرَ، وَاَعْظَمَ هِرَقْلُ قُدُوْمَهُ وَسَرَّبِهِ وَاَقْطَعَ لَهُ الْاَمْوَالَ وَالرِّبَاعَ فَلَمَّا بَعَثَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ رَسُوْلَهُ اِلٰى هِرَقْلَ يَدْعُوْهُ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاَجَابَ اِلَى الْمُصَالَحَةِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُوْلِ اَرَءَيْتَ ابْنَ عَمِّكَ الَّذِىْ اَتَانَا رَاغِبًا فِىْ دِيْنِنَا يَعْنِىْ جَبَلَةَ قَالَ لَا قَالَ الْقِهِ ثُمَّ ائْتِنِىْ وَخُذِ الْجَوَابَ، فَذَهَبَ فَوَجَدَ عَلٰى بَابِ جَبَلَةَ مِنَ الْجَمْعِ وَالْحُجَّابِ وَالْبَهْجَةِ مِثْلَ مَاعَلٰى بَابِ قَيْصَرَ -

---

সে বলল, আমার ধারণা ছিল যে, মূর্খতার যুগে আমার যে সম্মান ছিল ইসলামে আমার এ সম্মান তার চেয়েও বেশি হবে। তিনি বললেন, না ব্যাপার এমনই (যা আমি বলছি)। সে বলল, যদি ব্যাপার এমনই হয় তাহলে আমি নাসারা (খ্রিস্টান) হয়ে যাব। তিনি বললেন, যদি তুমি নাসারা হয়ে যাও, তাহলে আমি তোমার গর্দান কেটে দেব। অপর দিকে ফাযারার দল এবং জাবালার দল একত্রিত হয়ে ঝগড়া বাঁধার উপক্রম হয়ে গেল। জাবালা বলল, আগামীকাল পর্যন্ত আমাকে সুযোগ দিন হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি বললেন, তোমাকে সুযোগ দেওয়া গেল। যখন রাত্র হলো তখন সে তার সাথীদের সাথে কুসতুনতুনিয়ায় চলে গেল এবং খ্রিস্টান হয়ে গেল। হিরাক্লিয়াস তার আগমনে বড় সম্মান করল এবং এতে আনন্দিত হলো এবং তার জন্য জমি ও বাড়ি জাগীর করে দিল। হযরত ওমর (রা.) যখন হিরাক্লিয়াসের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য দূত প্রেরণ করলেন, তখন সে চুক্তির দিকে অগ্রগামী হয়ে দূতকে বলল, তোমার চাচাতো ভাইয়ের সংবাদ জান কি? যে সে স্বইচ্ছায় আমাদের ধর্মে এসে পড়েছে। সে বলল, না। হিরাক্লিয়াস বলল, তার সাথে সাক্ষাৎ করে পরে আমার নিকট আসবে এবং জবাব নেবে। সুতরাং দূত গেল। আর জাবালার দরজার সামনে মানুষের ভির দেখতে পেল এবং দারোয়ানগণের এমন শোভা, যেমনিভাবে কায়সারের দরজার সামনে পেয়েছিল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

رَبْعٌ (ج) اَلرِّبَاعُ	ঘর, মঞ্জিল	اَتَنَصَّرُ	নাসারা হয়ে যাওয়া
بَهْجَةٌ	সৌন্দর্য	جُنْحٌ	রাত্রের এক অংশ

قَالَ فَتَلَطَّفْتُ فِي الْإِذْنِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا أَصْهَبَ اللِّحْيَةِ ذَا سِبَالٍ وَكَانَ عَهْدِي بِهِ أَسْوَدَ اللِّحْيَةِ فَأَنْكَرْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ دَعَا بِسُحَالَةِ الذَّهَبِ فَذَرَّهَا عَلَى لِحْيَتِهِ حَتَّى عَادَ أَصْهَبَ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ قَوَارِيرَ فَلَمَّا عَرَفَنِي رَفَعَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ وَجَعَلَ يُسَائِلُنِي عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَقُلْتُ قَدْ أُضْعِفُوا أَضْعَافًا عَلَى مَا تَعْرِفُ وَسَأَلَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ بِخَيْرِ حَالٍ فَاغْتَمَّ بِسَلَامَةِ عُمَرَ فَانْحَدَرْتُ عَنِ السَّرِيرِ فَقَالَ لِمَ تَأْبَى الْكَرَامَةَ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ هٰذَا قَالَ نَعَمْ ﷺ وَلٰكِنْ نَقِّ قَلْبَكَ مِنَ الدَّنَسِ وَلَا تُبَالِ عَلَامَ قَعَدْتَّ فَطَمِعْتُ فِيهِ عِنْدَ صَلٰوتِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَيْحَكَ يَا جَبَلَةُ أَلَا تُسْلِمُ وَقَدْ عَرَفْتَ الْإِسْلَامَ وَفَضْلَهُ قَالَ أَبَعْدَ مَا كَانَ مِنِّي قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلْتَ اِرْتَدَّ وَضَرَبَ أَوْجُهَ الْمُسْلِمِينَ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَقُبِلَ مِنْهُ وَخَلَّفْتُهُ بِالْمَدِينَةِ مُسْلِمًا، قَالَ زِدْنِي مِنْ هٰذَا، إِنْ كُنْتَ تَضْمَنُ لِي أَنْ يُزَوِّجَنِي عُمَرُ اِبْنَتَهُ وَيُوَلِّيَنِي الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ رَجَعْتُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَضَمِنْتُ لَهُ التَّزْوِيجَ وَلَمْ أَضْمَنِ الْخِلَافَةَ -

দূত বললেন, অতঃপর আমি অত্যন্ত নম্রতার সাথে অনুমতি চেয়ে তার নিকট গেলাম। তখন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার দাড়ি সাদা লাল প্রবন এবং বড় গোঁফধারী তবে আমার জ্ঞানে সে কালো দাড়িধারী ছিল। এজন্য আমি তাকে চিনতে পারিনি। ইত্যবসরে সে স্বর্ণের রেনু চেয়ে দাড়িতে ছিটিয়ে দিল যদ্বারা লালচে ধরনের এক চমৎকার দেখা গেল। সে কাঁচের সিংহাসনে বসেছিল, আমাকে দেখা মাত্রই চিনে ফেলে এবং নিজের সাথে সিংহাসনে বসাল এবং মুসলমানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমি বললাম, আলহামদু লিল্লাহ! মুসলমান কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা তুমি জান এবং ওমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল! ওমরের শক্তির সংবাদ পেয়ে সে বড় চিন্তিত হয়ে গেল। এরপর আমি সিংহাসন থেকে অবতরণ করি। সে বলল, তুমি এই সম্মানকে কেন অস্বীকার করছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা নিষেধ করেছেন। সে বলল হ্যাঁ; কিন্তু এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, তার ওপর বসব না; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধূলি ময়লা থেকে (তাঁর মহব্বতের কারণে) অন্তরকে পরিষ্কার করো এবং যে বস্তুর ওপর বস তার কিঞ্চিৎ পরিমাণ মহব্বত অন্তরে রেখ না। যখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর দরুদ পড়ল তখন তার ওপর আমার কিছু আশা হলো। আমি বললাম, জাবালা বড় আক্ষেপের কথা হচ্ছে যে, তুমি কি মুসলমান হবে না? অথচ তুমি ইসলাম ও তার সম্মান সম্পর্কে অবগত আছ। সে বলল, আমার থেকে এসব অপরাধ হওয়ার পরও আমার ইসলাম আনা গ্রহণীয় হবে? আমি বললাম, হ্যাঁ বনী ফাযারীর এক ব্যক্তি তোমার থেকেও জঘন্য কাজ করেছে তার ইসলাম গ্রহণীয় হয়েছে। আমি তাকে মদীনায় ইসলাম অবস্থায় রেখে এসেছি। সে বলল, আমাকে এর চেয়ে বড় অঙ্গীকার দেন। যদি আপনি এই কথার জামিন (জিম্মাদার) হয়ে যান যে ওমর তার মেয়েকে আমার নিকট বিবাহ দিবেন এবং তার পরে খেলাফতের দায়িত্ব আমার নিকট অর্পণ করবেন তাহলে আমি আবার ইসলামে ফিরে যাব। তখন আমি বিবাহ করে দেওয়ার জামিন হলাম তবে খেলাফতের বিষয়ের জামিন হইনি।

শব্দ-বিশ্লেষণ

قَارُوْرَةٌ (ج) قَوَارِيْرُ শরাবের পাত্র	أَصْهَبُ সাদা লালের দিকে ধাবীত
اِنْحَدَرْتُ নিচে অবতরণ করা	سَبَلَةٌ (ج) سِبَالٌ গোঁফের চুল
ما হরফে যার, استفهامية ইস্তেফহামিয়া প্রশ্নবোধক অক্ষর তার আলিফ পড়ে গেছে حرف جار হলো على عَلَامَ শব্দের علام. অতঃপর উভয়টি সংযুক্ত হয়ে علام হয়ে গেছে।	سُحَالَةٌ সোনা রূপার কণাসমূহ
	ذَرَّ (ن) ذَرًّا ছিটিয়ে দেওয়া

فَأَوْمَأَ إِلَى وَصِيفٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبَ مُسْرِعًا ، فَإِذَا مَوَائِدُ الذَّهَبِ قَدْ نُصِبَتْ بِصَحَائِفِ الْفِضَّةِ فَقَالَ لِي، كُلْ. فَقَبَضْتُ يَدَيَّ وَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ نَعَمْ ﷺ وَلٰكِنْ نَقِّ قَلْبَكَ وَكُلْ فِي مَا أَحْبَبْتَ فَأَكَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَكَلْتُ فِي الْخَلَنْجِ ثُمَّ جِيءَ بِطَسْتٍ مِنَ الذَّهَبِ فَغَسَلَ فِيهَا وَغَسَلْتُ فِي الصُّفْرِ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى خَادِمٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَذَهَبَ مُسْرِعًا فَسَمِعْتُ حِسًّا ، فَإِذَا خَدَمٌ مَعَهُمْ كَرَاسِيُّ مُرَصَّعَةٌ بِالْجَوَاهِرِ فَوُضِعَتْ عَشَرَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَإِذَا عَشْرُ جَوَارٍ فِي الشَّعْرِ عَلَيْهِنَّ ثِيَابُ الْوَشْيِ مُكَسَّرَاتٌ فِي الْحُلِيِّ فَقَعَدْنَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَعَدَ مِثْلُهُنَّ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِذَا بِجَارِيَةٍ قَدْ خَرَجَتْ كَالشَّمْسِ حُسْنًا وَعَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ عَلَيْهِ طَائِرٌ وَفِي يَدِهَا الْيُمْنٰى جَامَةٌ وَفِيهَا مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ فَتِيتٌ وَفِي يَدِهَا الْيُسْرٰى جَامَةُ مَاءِ الْوَرْدِ فَصَفِرَتْ بِالطَّائِرِ فَوَقَعَ فِي جَامَةِ مَاءِ الْوَرْدِ فَاضْطَرَبَ فِيهِ ثُمَّ وَقَعَ فِي جَامَةِ الْمِسْكِ فَتَمَرَّغَ فِيهِ ثُمَّ طَارَ فَوَقَعَ عَلَى صَلِيبٍ فِي تَاجِ جَبَلَةَ فَرَفْرَفَ حَتّٰى نَفَضَ مَا فِي رِيشِهِ عَلَيْهِ وَضَحِكَ جَبَلَةُ مِنْ شِدَّةِ السُّرُورِ -

অতঃপর একজন ছোট খাদিমের দিকে ইঙ্গিত করল যে আমার সম্মুখে ছিল সে দ্রুত গতিতে চলে গেল। হঠাৎ দেখতে পেলাম স্বর্ণের থালা সম্মুখে, যার ওপর রুপার ছোট ছোট পাত্র। জাবালা আমাকে বলল, আহার করুন। আমি আমার হাত বিরত রাখলাম এবং বললাম রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ও রূপার পাত্রে আহার করতে নিষেধ করেছেন অতঃপর সে বলল রাসূল ﷺ ঠিক, বলেছেন। কিন্তু এটা উদ্দেশ্যে নয় যে তোমরা তাতে খানা পিনা কর না; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে (তোমার অন্তর পরিষ্কার রাখো) তোমার অন্তরে এসব সোনা রুপার মহব্বত রেখো না এবং যার মধ্যে ইচ্ছা খাও। এরপর সে সোনা রুপার পাত্রে আহার করল, আর আমি একপ্রকার কাঠের পাত্রে আহার করলাম। এরপর স্বর্ণের একটি চিলুমচি আনা হলো সে তার মধ্যে হাত ধৌত করল এবং আমি পিতলের চিলুমচিতে হাত ধৌত করলাম। এরপর তার ডান দিকের এক খাদিমকে ইঙ্গিত করল সে দ্রুতগতিতে গেল। ইত্যবসরে একটি আওয়াজ শ্রবণের পর দেখি কয়েকজন খাদিম যাদের সাথে মনিমুক্তা খচিত চেয়ার ছিল সেগুলোর মধ্যে দশটি তার ডান দিকে রাখল এবং দশটি তার বাম দিকে রাখল এবং দেখতে পেলাম দশজন যুবতী মেয়েরা যাফরানী রং দ্বারা রঙ্গিত তাদের পরিধানে নকশী কাপড় তার চমক দ্বারা অলংকারাদি উজ্জ্বল হয়ে গেছে এবং তারা তার ডান দিকে বসল এবং তাদের মতো আরো দশজন মেয়ে তার বাম দিকে বসল এবং দেখলাম একজন মেয়ে বের হলো যার মাথায় সুন্দর একটি তাজ ছিল যেটার ওপর একটি পাখি বসা ছিল এবং মেয়েটির ডান হাতে একটি পাত্র, যাতে মেশক আম্বর ছিল এবং বাম হাতে একটি পাত্র যার মধ্যে গোলাপের পানি। সে একটি পাখিকে ডাক দিল এটা গোলাপের পাত্রের মধ্যে নড়াচড়া করল, এরপর মেশকের পাত্রের মধ্যে গড়াগড়ি করল এরপর উড়ে জাবালার তাজের উপরের ক্রুশে বসল এবং সেখানে নড়াচড়া করে তার পাখায় যা কিছু ছিল সেই ক্রুশে ঝেড়ে দিল এবং জাবালা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হেসে উঠল।

শব্দ-বিশ্লেষণ

صَحِيفَةٌ (ج) صَحَائِفُ পিয়ালা

اَلْخَلَنْجُ : বলা হয় এমন একটি মজবুত বৃক্ষ যার কাঠ দ্বারা তীর বল্লম ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

طَسْتٌ চিলমচী

مُرَصَّعَةٌ পিতল, স্বর্ণ

صُفْرٌ স্বর্ণ রূপা দ্বারা খচিত নকশি

شَعْرٌ (ج) شُعُورٌ যাফরান দ্বারা রঙ্গিত বেশি চুল

عَلَى كَذَا فَتَكَسَّرَ : অর্থাৎ আয়না অমুক বস্তুর ওপর আলো ফেলেছে সুতরাং এটা আলোকিত হয়ে গেছে।

فَتِيتٌ চূর্ণিত

صَفِرَتْ (ض) صَفْرًا . صُفُورًا ঘোড়াকে পানি পান করানোর জন্য নামানো

تَمَرَّغَ ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া, লুটে পড়া

رَفْرَفَ الطَّائِرُ পাখির পাখা নাড়াচাড়া করা

نَفَضَ ঝাড়া দেওয়া

ثُمَّ قَالَ لِلْجَوَارِى الْاٰتِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ بِاللّٰهِ اَضْحِكْنَنَا ، فَانْدَفَعْنَ يُغَنِّيْنَ تَخْفِقُ عِيْدَانُهُنَّ يَقُلْنَ :

لِلّٰهِ دَرُّ عِصَابَةٍ نَادَمْتُهُمْ * يَوْمًا بِجَلَّقٍ فِى الزَّمَانِ الْاَوَّلِ

يَسْقُوْنَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيْصَ عَلَيْهِمْ * بَرَدٰى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيْقِ السَّلْسَلِ

اَوْلَادُ جَفْنَةَ حَوْلَ قَبْرِ اَبِيْهِمْ * قَبْرِ ابْنِ مَارِيَةَ الْكَرِيْمِ الْمُفَضَّلِ

يُغْشَوْنَ حَتّٰى مَاتَهِرُّ كِلَابُهُمْ * لَايَسْئَلُوْنَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ

بِيْضُ الْوُجُوْهِ نَقِيَّةٌ اَحْسَابُهُمْ * شُمُّ الْاُنُوْفِ مِنَ الطِّرَازِ الْاَوَّلِ

فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اَتَدْرِىْ مَنْ قَائِلُ هٰذَا ؟ قُلْتُ لَا ، قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ شَاعِرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

এরপর তার ডান দিকের মেয়েদেরকে বলল, তোমরা আমাকে হাসাও। তাই তারা গান গাইতে লাগল। সে অবস্থায় সারেঙ্গী বাজাচ্ছিল। আর মেয়েরা গানে বলতেছিল আল্লাহর জন্য সেই দলের কল্যাণ, যার সাথে অতীত কালে একদিন জলকস্থানে শরাব পান করার জন্য আমি উপবেশন করছি। যে ব্যক্তিই বরীছ নামীয় স্থানে অবতরণ করতো তাকেই তারা তৃপ্তিদায়ক শরাবের সাথে বারদা নালার পানি পান করাতো। এসব লোক জাফনা গোত্রের যাদের পিতার কবরের নিকট মারিয়া যেমন ভদ্র অধিক দয়ালু ব্যক্তির কবর। তাদের নিকট মেহমান এমন অধিক আসতে থাকে যে, তাদের কুকুর (অপরিচিতদেরকে দেখার অভ্যাসী হয়ে গেছে তাই) মেহমান দেখে ঘেউ ঘেউ করে না এবং অধিক অধিক হারে আগত মেহমানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে না (বরং তাদের সম্মান করে) তারা উজ্জ্বল মুখমণ্ডল বিশিষ্ট পবিত্র বংশধারী উঁচু নাকধারী তথা গোত্রের সরদার নিজের পূর্ব পুরুষদের পদচিহ্নর ওপর বিচরণকারী। এটা শ্রবনে জাবালা হাসল এবং বলল, তুমি কি জান এই কবিতার কবি কে? (প্রথমে কে আবৃত্তি করেছিল?) আমি বললাম, না। সে বলল, হাসসান ইবনে সাবিত। যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবি ছিলেন।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يُغْشَوْنَ কারো নিকটে আসা

هَرَّيَهِرُّ ـ مَاتَهِرُّ (ض) هريرا কুকুরের ঘেউ ঘেউ করা

اَلسَّوَادُ কালো ব্যক্তি

حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ হাসান ইবনে সাবিত প্রসিদ্ধ সাহাবী। মূর্খযুগ ও ইসলামের যুগের একজন উঁচু স্তরের কবি ছিলেন। এক রোগের কারণে তিনি কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ৫৪ হিজরির পূর্বে এবং ৫০ হিজরির পরে ১২০ বৎসর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে।

خَفْقًا (ن ـ ض) تَخْفِقُ নড়াচড়া করা, আওয়াজ দেওয়া

عُوْدٌ (ج) عِيْدَانٌ কাঠ (একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র) সারঙ্গী

لِلّٰهِ دَرٌّ -এর সৌন্দর্য আল্লাহর জন্যই

عِصَابَةٌ মানুষ ঘোড়া পাখির দল দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত

اَلطِّرَازُ নিকটে বসা

اَلْبَرِيْصُ সিরিয়ার এক স্থানের নাম

بَرَدٰى দামেশকের একটি নালা

يُصَفَّقُ পরিষ্কারের জন্য এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে পরিবর্তন করা

ثُمَّ قَالَ لِلَّاتِى عَنْ يَسَارِهِ بِاللّٰهِ اَبْكِيْنَنَا فَانْدَفَعْنَ بِعِيْدَانِهِنَّ يُغَنِّيْنَ

لِمَنِ الدَّارُ اَقْفَرَتْ بِعَمَّانِ * بَيْنَ اَعْلَى الْيَرْمُوْقِ وَالصَّمَّانِ

ذَاكَ مَغْنٰى لِاٰلِ جَفْنَةَ فِى الدَّهْ * رِمَحَلًّا لِحَادِثَاتِ الزَّمَانِى

قَدْ اَرَانِىْ هُنَاكَ دَهْرًا مَكِيْنًا * عِنْدَ ذِى التَّاجِ مَجْلِسِىْ وَمَكَانِ

ثَكِلَتْ اُمُّهُمْ وَقَدْ ثَكِلَتْهُمْ * يَوْمَ حَلُّوا بِحَاثِ الْجَوْلَانِ

وَ دَنَا الْفَصْحُ فَالْوَلَائِدُ يَنْظِمْنَ سِرَاعًا اَكْلِمَةِ الْمَرْجَانِ * فَبَكٰى حَتّٰى سَالَتِ الدُّمُوْعُ عَلٰى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِىْ وَهٰذَا لِحَسَّانٍ اَيْضًا ثُمَّ اَنْشَا يَقُوْلُ

تَنَصَّرَتِ الْاَشْرَافُ مِنْ اَجْلِ لَطْمَةٍ * وَمَا كَانَ فِيْهَا لَوْ صَبَرْتُ لَهَا ضَرَرُ

تَكَلَّفَنِىْ فِيْهَا لَجَاجٌ وَنَخْوَةٌ * وَبِعْتُ بِهَا الْعَيْنَ الصَّحِيْحَةَ بِالْعَوَرِ

فَيَا لَيْتَ اُمِّىْ لَمْ تَلِدْنِىْ وَلَيْتَنِىْ * رَجَعْتُ اِلَى الْاَمْرِ الَّذِىْ قَالَ لِىْ عُمَرُ

وَيَا لَيْتَنَا رَعَى الْمَخَاضَ بِقَفْرَةٍ * وَكُنْتُ اَسِيْرًا فِىْ رَبِيْعَةَ اَوْ مُضَرْ

وَيَا لَيْتَ لِىْ بِالشَّامِ اَدْنٰى مَعِيْشَةٍ * اُجَالِسُ قَوْمِىْ ذَاهِبَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

অতঃপর তার বাম দিকের মেয়েদেরকে বলল, তোমরা আল্লাহর সাহায্যে আমাকে কাঁদাও। সুতরাং তারা তাদের সারেঙ্গী দ্বারা গান গাইতে লাগল। অর্থাৎ বলো ইয়ারমুকের উপরে এবং চাম্মানের মধ্যবর্তী স্থান, আম্মানি নামীয় স্থানে কার ঘর ধ্বংস হয়েছে (বিরান হয়েছে) তা আলে হাফনার মঞ্জিল যা তখনকার যুগে দুর্যোগ ও দুর্দিনে পতিতদের ঠিকানা হয়ে গেছে এবং আমিও এক যুগে নিজেকে সেই স্থানে অবস্থানকারী দেখেছি। আমার বসার স্থান এবং ঘর এক তাজ পরিধানকারীর নিকটে ছিল তাকে তার মাতা হারিয়ে ফেলেছেন আর তার মাতা সেদিন হারিয়ে ফেলে যেদিন সে দুর্যোগে পতিত হয়েছিল। আর ঈদ নিকটবর্তী এবং যুবতী মেয়েরা মারজান শাকের খাদ্য তৈরি করছে। এটা শ্রবণে জাবালা এত কাঁদল অশ্রু তার দাড়ি বেয়ে গেল। অতঃপর আমাকে বলল, এই কবিতাটিও হাসসান কবির। অতঃপর সে নিজেই কবিতা বলতে লাগল যার অর্থ হচ্ছে 'সম্মানী লোক নাসারা হয়ে গেছে একটি থাপ্পরের কারণে। অথচ এর মধ্যে কোনো ক্ষতি হতো না। আক্ষেপ যদি আমি ধৈর্য ধরতাম। আমাকে এতে ঝগড়া ও অহংকারে লিপ্ত করেছে এবং সেই গর্বের কারণে আমি সঠিক চক্ষু (ইসলাম) অন্ধ চক্ষুর (খ্রিস্টীয়তার) বিনিময়ে বিক্রি করেছি। আর আক্ষেপ! যদি আমার মাতা আমাকে জন্ম না দিতেন! হায় আক্ষেপ! যদি আমি ওমর (রা.) যা বলেছেন সে দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিতাম (মেনে নিতাম) হায় আক্ষেপ! যদি আমি কোনো জঙ্গলে উট চড়াতাম এবং রবীআ বা মুজরে বন্দী হতাম। হায় আক্ষেপ! যদি আমার জন্য সিরিয়ার সামান্য জীবন যাপন করার সামর্থ্য হতো, আর আমি নিজ গোত্রে বধির ও অন্ধ হয়ে বসে থাকতাম।

শব্দ-বিশ্লেষণ

শব্দ	অর্থ
وَلِيْدَةٌ (ج) اَلْوَلَائِدُ	বাচ্চা, নবজাত শিশু
لَجَاجٌ	ঝগড়া করা
قِفَارٌ (و) قَفْرٌ	ময়দান, মরুময় মাঠ
رَبِيْعَه ـ مُضَرْ	দু'টি গোত্রের নাম
اَقْفَرَتْ ـ اَقْفَرَتِ الدَّارُ	ঘাষ পানি এবং মানুষ থেকে খালি হওয়া
عُمَانُ	ইয়ামনের একটি শহর
اَلصَّمَّانُ	আলেজের একটি স্থানের নাম
ثَكِلَتْ (ج) ثَكْلًا	কম করা, মৃত্যু, ধ্বংস
اَلْفَصْحُ	ঈদ

ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ حَسَّانٍ أَحَيٌّ هُوَ؟ قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ أَمَرَ بِمَالٍ وَكِسْوَةٍ وَنُوقٍ مَوْقُورَةٍ بُرًّا، وَقَالَ أَقْرِئْهُ سَلَامِي وَادْفَعْ لَهُ هٰذَا وَإِنْ وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَادْفَعْهُ إِلَى أَهْلِهِ وَانْحَرِ الْجِمَالَ عَلَى قَبْرِهِ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ (رض) وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ فَهَلَّا ضَمِنْتَ لَهُ الْأَمْرَ فَإِذَا أَسْلَمَ قَضَى اللّٰهُ عَلَيْنَا بِحُكْمِهِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى حَسَّانٍ فَأَقْبَلَ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي وَجَدْتُ رِيحَ اٰلِ جَفْنَةَ قَالَ نَعَمْ هٰذَا رَجُلٌ أَقْبَلَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ هَاتِ يَاابْنَ أَخِي * مَا بَعَثَ بِهِ إِلَيَّ مَعَكَ، قُلْتُ وَمَا عِلْمُكَ؟ قَالَ إِنَّهُ كَرِيمٌ مِنْ عُصْبَةِ رِجَالٍ كِرَامٍ، مَدَحْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَلْقَى أَحَدًا يَعْرِفُنِي إِلَّا أَهْدَى إِلَيَّ مَعَهُ شَيْئًا فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ بِأَمْرِهِ فِي الْإِبِلِ، فَقَالَ وَدِدْتُّ أَنِّي كُنْتُ مَيِّتًا فَنَحَرْتَ عَلَى قَبْرِي -

---

এরপর আমাকে হযরত হাসসান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে তিনি কি জীবিত আছেন? আমি বললাম হাঁ জীবিত আছেন। এরপর কিছু মাল এবং কাপড় কয়েকটি উট বখশীশ দ্বারা বোঝাই করে দেওয়ার নির্দেশ দিল এবং বলল আমার সালাম তাঁর নিকট বলবেন এবং এই সব কিছু তাঁকে দিবেন আর যদি তাঁকে মৃত পান তাহলে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে তা দিয়ে দিবেন এবং উটগুলো তাঁর কবরে জবাই করবেন। যখন আমি ওমর (রা.)-এর নিকট ফিরে আসলাম তখন তাকে এই ঘটনার সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তুমি তার জন্য খেলাফতের বিষয়ে জামিন হলে না কেন? যখন সে মুসলমান হয়ে যেতো তখন আল্লাহ তা'আলা নিজ নির্দেশ দ্বারা আমাদের ওপর কোনো মীমাংসা করে দিতেন। (অর্থাৎ সম্ভব ছিল আল্লাহর হুকুমে আমীরুল মু'মিনীন হয়ে যেতেন) অতঃপর তিনি এসে হযরত হাসসানের নিকট লোক প্রেরণ করলেন, তখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি হযরত ওমরের নিকট প্রবেশ করলেন তখন বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমি আলে জাফনার ঘ্রান পাচ্ছি। তিনি বললেন হাঁ সে এক ব্যক্তি যিনি তার নিকট থেকে এসেছেন। হযরত হাসসান বললেন হে ভাতিজা! সে যেসব বস্তু তোমার নিকট প্রেরণ করেছে তা দিয়ে দাও। আমি বললাম, আপনি তা কিভাবে অবগত হলেন? বললেন, সে ব্যক্তি ভদ্র, ভদ্রমানুষের বংশের, আমি তার প্রশংসা অজ্ঞতার যুগে করেছিলাম তখন সে কসম করে বলেছিল যখনই আমার পরিচিত কোনো ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হবে সে আমাকে কিছু উপহার দিবে। সুতরাং আমি তাকে এ সংবাদ দিলাম এবং উট সম্পর্কে তার যা নির্দেশ ছিল এরও সংবাদ দিলাম, তখন তিনি বললেন, আমার আশা যে আমি মরে যাব এবং তুমি আমার কবরে এটা জবাই করে দিবে।

শব্দ-বিশ্লেষণ

نَاقَةٌ (ج) نُوقٌ উটনী

مَوْقُورَةٌ বোঝা দ্বারা বোঝাইকৃত

عُصْبَةٌ জামাত, দল